পরিভাষা কোষ

পরিভাষা কোষ

সুপ্রকাশ রায়

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী (হ্যারিসন) রোড : কলিকাতা ৯ ।।

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধাভাজন

শ্রীগোপাল হালদার

মহাশয়ের করকমলে

ভূমিকা

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে জ্ঞানের পরিধি যেমন বেড়ে চলেছে, তেমনি সাধারণ পাঠকদের জিজ্ঞাসাও বাড়ছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। কিন্তু জানার সমস্যা বড় জটিল।

একটি, এমন কি কয়েকটি বিষয়ে জ্ঞান থাকলেও শেষ পর্যন্ত সামান্যই জানা হয়েছে বলতে হয়। এমন কি বিশেষজ্ঞদেরও তাঁদের নিজস্ব বিষয়গুলি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করতে হলে বহুতর বিষয়ের শরণাপন্ন হতে হয়। পশ্চিমী দেশগুলির পাঠকদের কাছে হয়ত সমস্যাটা খুব বেশী কঠিন না-ও হতে পারে: কারণ, তাঁদের মাতৃভাষার মাধ্যমেই তাঁরা প্রায় সব বিষয়ের শ্রেষ্ঠ বইগুলি পেতে পারেন। কিন্তু নানা কারণে বাঙ্গালী পাঠকসম্প্রদায় ঐ সুযোগ থেকে সাধারণতঃ বঞ্চিত। আজকাল কিছু সংখ্যক বই বাংলা ভাষায় অনূদিত হলেও, তাদের সংখ্যা যেমন কম, অনুবাদের ত্রুটিও প্রচুর। একই বিষয়ের অনুবাদ করতে গিয়ে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেন—যার ফলে পাঠক দিশেহারা হয়ে যান, যাঁরা সোজাসুজি ইংরাজী বই পড়েন তাঁদের পক্ষেও অসুবিধা খুব কম নয়। ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ এমন পাঠক কমই আছেন যাঁরা ভাষার গোলমালে বেসামাল হন না। তাই অনেক সময়েই তাঁদের জ্ঞান হয় ভাসা ভাসা। তাই বহু ইংরাজী শব্দের প্রাঞ্জল পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা বহুদিন ধরে বিশেষভাবে অনুভূত। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান যেমন কষ্টসাধ্য, প্রচেষ্টা সে তুলনায় আরও নগণ্য। এদিক থেকে শুধু সাধারণ পাঠকদেরই নয়, যাঁরা 'অসাধারণত্বের' দাবি করেন, তাঁদের পক্ষেও এই বই যথেষ্ট উপযোগী হবে মনে হয়। তাছাড়া, এই বইয়ের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়েই হোক বা প্রলুব্ধ হয়েই হোক, আরও অনেকেই যে অনুরূপ প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হবেন তা আশা করা, অসঙ্গত নয়। মোটের উপর বাঙ্গালী পাঠকসমাজের পক্ষে এই বইয়ের মূল্য যথেষ্ট।

এই বইয়ে বহু কঠিন বিষয়ের দুরূহ শব্দগুলির বেশ সহজবোধ্য টীকা দেওয়া হয়েছে। এর জন্য লেখককে যে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে তা নিশ্চয়ই নিরর্থক হবে না।

প্রাচীন গ্রীক যুগ থেকে আরম্ভ করে অতি আধুনিক পঞ্চশীল-দুনিয়া পর্যন্ত যেসব মতবাদ ও আদর্শ বারবার সমাজে আলোড়ন এনেছে, তাদের সংক্ষিপ্তসার লেখক খুব সহজবোধ্য করেই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। বিশেষতঃ, গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে যেসব দার্শনিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক এবং ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধীয় মতবাদ প্রচারিত হয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধে এরকম সংক্ষিপ্ত পরিচয়-পুস্তক শুধু বাংলা ভাষায় কেন, অন্য বহু ভাষাতেই হয়ত খুব কমই আছে।

অবশ্য একথা সত্য যে, একাধিক ক্ষেত্রে লেখকের ব্যাখ্যা ও টীকার সঙ্গে অনেকের মত-পার্থক্য দেখা দিতে পারে। সে ত খুবই স্বাভাবিক। তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এই রকম একখানা বই কাছে থাকলে যে কোন পাঠক অন্ততঃ তিন হাজার বছরের বিভিন্ন মনীষীর সঙ্গে বেশ সহজ আলাপ জমিয়ে তুলতে পারবেন।

আশা করি, বাঙ্গালী পাঠকসমাজে এই বইখানি সমাদৃত হবে ; এবং লেখক-সম্প্রদায়ের মধ্যেও সৃজনশীল প্রতিযোগিতার পথ খুলে দিতে সাহায্য করবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫৮॥

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন

লেখকের কথা

বাংলা ভাষায় পারিভাষিক অভিধানের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কেহই এই দুরূহ কার্যে ব্রতী হন নাই। যাঁহারা অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি বিষয়সম্বন্ধীয় রচনায় প্রবৃত্ত হন বা গ্রন্থাদি পাঠ করেন, তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল বিষয়ের ইংরেজী পরিভাষার (term) বাংলা সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা, এবং ঐ বিষয় বিশেষজ্ঞগণের মত প্রভৃতি অপরিহার্য। কিন্তু এই পরিভাষাগুলি সাধারণ ইংরেজী অভিধানের বিষয়ভুক্ত নহে বলিয়া খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। সেই প্রয়োজন যাহাতে অন্ততঃ আংশিকভাবেও মিটিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এই **পরিভাষা কোষ** সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা যাহাতে সহজে ব্যবহার করা যায়, এবং যাহাতে মোটামুটিভাবে কাজ চলে, সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

॥ **পরিভাষা নির্বাচন সম্বন্ধে** ॥ ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব ও দর্শন — এই পাঁচটি বিষয়ের যে সকল পরিভাষা আমাদের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন হয়, কেবল সেইগুলিই এই অভিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বিজ্ঞানশাস্ত্র (Natural Science) উপরোক্ত বিষয়গুলির সহিত সাধারণভাবে সম্পর্কহীন বলিয়া তাহা এই অভিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

পরিভাষা নির্বাচন সম্পর্কে একটি বিশেষ নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে। বর্তমান কালে মানবসমাজের সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডারকে দৃষ্টিকোণ ও ব্যাখ্যার দিক হইতে মোটামুটি দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়; যথা, প্রচলিত (ভাষান্তরে—বুর্জোয়া) ও মার্ক্সীয়। মার্ক্সবাদ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও উহার মৃতবাদের মৌলিক বিশ্লেষণ করিতে গিয়া প্রত্যেকটি বিষয়ের নূতন ব্যাখ্যা ও অসংখ্য নূতন পরিভাষা সৃষ্টি করিয়াছে। সেই সকল মার্ক্সীয় পরিভাষা ও ব্যাখ্যা মানবসমাজের সমগ্র জ্ঞান ও পরিভাষা-ভাণ্ডারকে বহুগুণে সমৃদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইংরেজী পারিভাষিক অভিধানগুলিতেও এখন পর্যন্ত উক্ত মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা ও পরিভাষা-সম্পদকে সুপরিকল্পিতভাবে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হইয়া থাকে। এমন কি "Fount of All Knowledge and Final

Arbiter of Man's Wisdom" বলিয়া প্রচারিত *Encyclopaedia Britannica*-তেও ইহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না। আলোচ্য অভিধানে প্রচলিত ও মার্ক্‌সীয় এই উভয় প্রকার পরিভাষা ও ব্যাখ্যাকেই যথাসম্ভব সমান মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে।

॥ **রচনাপদ্ধতি সম্বন্ধে** ॥ রচনাপদ্ধতির ক্ষেত্রেও উক্ত নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে। প্রথমে প্রত্যেকটি ইংরেজী পরিভাষার সহিত একটি বাংলা পরিভাষা এবং উহার সহিত প্রচলিত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর সকল ক্ষেত্রে না হইলেও, যেখানে সম্ভব সেখানেই মার্ক্‌সীয় সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ফলে মার্ক্‌সীয় সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার সহিত প্রচলিত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার তুলনা করা সম্ভব হইবে। সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যাগুলি প্রামাণ্য গ্রন্থাদি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণের মত হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সম্ভবমত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার সহিত প্রামাণ্য গ্রন্থাদি হইতে উদ্ধৃত ও বিশেষজ্ঞগণের উক্তি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এক্ষেত্রেও ইংরেজী পারিভাষিক অভিধানসমূহের রীতি বর্জন করা হইয়াছে। প্রায় সকল ইংরেজী পারিভাষিক অভিধানেই মার্ক্‌সীয় পরিভাষাগুলির ব্যাখ্যা মার্ক্‌স্‌বাদ-বিরোধীদের দ্বারা লিখিত। আশ্চর্যের বিষয় যে, এমন কি *Encyclopaedia Britannica*-র চতুর্দশ সংস্করণে Atheism (নিরীশ্বরবাদ)-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন একজন ঘোরতর ঈশ্বরবাদী পাদ্‌রী, আর Bolshevism (বোলশেভিক্‌বাদ) সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন বোলশেভিক্‌বাদ-বিরোধী অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি।

॥ **মার্ক্‌সীয় সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে** ॥ ইংরেজী পারিভাষিক অভিধানের রীতি বর্জন করিয়া মার্ক্‌সীয় সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশ করা কাহারও কাহারও মনঃপূত নাও হইতে পারে। কিন্তু এই সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, বর্তমান কালে বিশ্বের একশত কোটিরও অধিক মানুষের জীবনযাত্রা মার্ক্‌সীয় মতবাদ অনুসারে পরিচালিত হইয়া থাকে। তাহাদের চিন্তাধারাও সেই মতবাদ অনুসারেই গঠিত হইতেছে। সুতরাং মার্ক্‌স্‌বাদ বর্জন করার অর্থ একশত কোটিরও অধিক মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালী ও চিন্তাধারাকে বর্জন করা। এই অর্ধপৃথিবী-জয়ী মতবাদের প্রতি চোখ বুজিয়া থাকা, বিশেষতঃ জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও ইহাকে এড়াইয়া চলা আত্মপ্রতারণা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। পৃথিবীর বাকি অর্ধাংশের জনসাধারণের মধ্যেও মার্ক্‌স্‌বাদের প্রভাব অতি গভীর ও ব্যাপক। এই

মতবাদের ব্যাপকতা ও দুর্বার প্রভাবের জন্যই এখন এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও প্রধান মার্ক্সীয় গ্রন্থগুলিকে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়াছে। এই সকল কারণেই এই অভিধানেও মার্ক্সবাদকে সমান গুরুত্ব ও মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে।

॥ **বাংলা পরিভাষা সম্বন্ধে** ॥ যে সকল ইংরেজী পরিভাষা নির্বাচন করা হইয়াছে, সেগুলির অধিকাংশেরই কোন বাংলা পরিভাষা নাই। কাজেই অনেক ক্ষেত্রেই নূতন বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। এই বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি করা হইয়াছে ইংরেজী পরিভাষার অর্থ অনুযায়ী; অর্থাৎ ইংরেজী পরিভাষার অর্থ যাহাতে বাংলা পরিভাষার মধ্যে প্রকাশ পায়, সেই ভাবেই বাংলা পরিভাষা গঠন করা হইয়াছে। সেইজন্যই কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষা ব্যাখ্যামূলক হইয়াছে। এইভাবে নূতন তৈয়ারী-করা বাংলা পরিভাষাগুলি সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য নাও হইতে পারে। কারণ, বাংলায় কোন সর্বজনগ্রাহ্য পরিভাষা নাই বলিয়াই প্রত্যেকেই নিজের ইচ্ছামত পরিভাষা সৃষ্টি ও ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং সকলেই যে এই অভিধানের বাংলা পরিভাষা গ্রহণ করিবেন, তাহা আশা করা যায় না।

একথা অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য গ্রন্থে বহুল ব্যবহৃত বাংলা পরিভাষা-গুলিকে সম্ভবমত গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু যেগুলি অর্থহীন বা ভুল অর্থযুক্ত সেইগুলি প্রচলিত হইলেও গ্রহণ করা হয় নাই।

অনেক ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা প্রভৃতি অসম্পূর্ণ বা অপর্যাপ্ত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এত সামান্য পরিসরের মধ্যে এবং পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সংযত না হইয়া উপায় নাই। সেই হেতু পূর্ণ ও পর্যাপ্ত ব্যাখ্যার জন্য উদ্ধৃতিগুলির সহিত প্রামাণ্য গ্রন্থাদির নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই অভিধান সঙ্কলন করিবার জন্য ইহা ব্যতীত যে সকল গ্রন্থাদির সাহায্য লওয়া হইয়াছে, সেইগুলির তালিকা দেওয়া হয় নাই। কারণ, দীর্ঘ পাঁচ বৎসরাধিক কালব্যাপী ইহা সঙ্কলন করিতে অন্যান্য যে সকল গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা হইতে সাহায্য লওয়া হইয়াছে, সেইগুলির দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হইলে, তাহা অনাবশ্যকরূপে এই অভিধানের কলেবর বৃদ্ধি করিত। সর্বশেষ বক্তব্য এই যে, এই ধরনের প্রচেষ্টা ইহাই প্রথম বলিয়া পরিভাষা নির্বাচন, রচনাপদ্ধতি, বাংলা পরিভাষা গঠন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই হয়ত বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিয়া গিয়াছে। আশা করি, সহৃদয় ও সহানুভূতিশীল পাঠকবর্গের সহযোগিতায় তাহা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা সম্ভব হইবে। বিদ্যোৎসাহী

পাঠক ও সমালোচক মহাশয়গণের নিকট হইতে ইহার সমালোচনা ও এই সম্বন্ধে নূতন পরামর্শ প্রার্থনা করিতেছি।

এই অভিধান সঙ্কলনে অনেকের নিকট হইতেই বহু মূল্যবান সাহায্য লাভ করিয়াছি। শ্রদ্ধেয় ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় কয়েকটি ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়া ইহার মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই অভিধান সঙ্কলনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বহু মূল্যবান পরামর্শ ও সাহায্য পাইয়াছি শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রসাদ উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীব্রজবিহারী বর্মণ মহাশয় বিভিন্নভাবে এবং কয়েকটি নূতন ইংরেজী পরিভাষা সংগ্রহ করিয়া দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। হেয়ার স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক শ্রদ্ধেয় শ্রীসুধাংশুভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় ইহার 'পরিভাষা কোষ' নামটি স্থির করিয়া দিয়াছেন এবং আরও বহুভাবে সাহায্য করিয়াছেন। বন্ধুবর শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেবল প্রকাশক হিসাবেই নহে, প্রধানতঃ একজন বিদ্যোৎসাহী হিসাবেই বিশেষ উৎসাহ ও বিভিন্ন প্রকারের সাহায্য দান করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত প্রুফদেখা ও অন্যান্য বহু বিষয়ে সাহায্য এবং বিশেষ উৎসাহ পাইয়াছি আমার স্ত্রী শ্রীমতি চিন্ময়ী দেবী ও পুত্র শ্রীমান চিন্ময়ের নিকট হইতে। বন্ধুবর শ্রীসত্য চক্রবর্তীর আন্তরিক চেষ্টা ও যত্নে এই পুস্তকের মুদ্রণ যথাসম্ভব শীঘ্র ও সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের সকলের ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি।

কলিকাতা
৩০শে জানুয়ারী, ১৯৫৮॥

সুপ্রকাশ রায়

সূচীপত্র

B

C

D

E

L

M

N

O

S

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১	১ম	২৭	যুদ্ধমান	যুধ্যমান
ঐ	১ম	৩২	'রেণেশাঁস'	'রিনাসান্স্'
১২৪	২য়	২১	তাহার	উহার
১৩৪	২য়	১৯	সমূলের	সমূহের
ঐ	ঐ	২২	আর	আয়
১৪২	১ম	৩৩	Noble—নোব্ল	Nobel—নোবেল
১৪৩	১ম	৩২	গ্রট বৃটেন	গ্রেট বৃটেন
১৫৪	২য়	৩৭	চর্বাক	চার্বাক
১৬০	১ম	২৮	পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	সোবিয়েৎ ইউনিয়নের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
১৮০	১ম	১৩	Religion	Religion of
ঐ	ঐ	৩১	পরিব্যাপ্ত হইয়া সভ্যতার	পরিব্যাপ্ত হইয়া সমাজকে সভ্যতার
১৮২	ঐ	৫	মিকিয়াভেলি	মাকিয়াভেলি
১৮৩	ঐ	৪-৫	এইভাবে হইতেই	এইভাবে ইহা হইতেই
ঐ	২য়	৩৭	সামন্তপ্রথা অধঃপতিত	সামন্তপ্রথা ও অধঃপতিত
১৮৯	১ম	১৮	মানবতাবাদী'-এর	মানবতাবাদ-এর
১৯৩	২য়	১০	প্রথম প্রদর্শক	প্রথম পথপ্রদর্শক
২১১	২য়	৩৬	Recardian	Ricardian
২১৬	১ম	৮	কথাশিল্প	কলাশিল্প
২২৩	২য়	১	সমাজবাদ	সমাজতন্ত্র
২৪২	১ম	৬	লৌহযুগ	প্রস্তরযুগ
২৪৫	২য়	২৪	মূলের প্রতীক	মূল্যের প্রতীক

A

Absolute : পরম ; স্বয়ংসম্পূর্ণ ; একমেবাদ্বিতীয়ম্ ; অন্যনিরপেক্ষ ; চূড়ান্ত।

দার্শনিক (ভাববাদী) অর্থে যাহা আত্মা (চৈতন্য) ও বিশ্ব-প্রকৃতির (বস্তুজগতের) মূল উৎস, মূল কারণ ও অন্তর্নিহিত সত্তা, এবং সেই আত্মা ও বিশ্ব-প্রকৃতি যাহার ক্রমবিকাশমাত্র তাহাই 'পরম' বা 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' (Absolute)।

ভাববাদী দার্শনিক শেলিং (Schelling) ও স্পিনোজার (Spinoza) মতে এই 'পরম' হইতেই পদার্থের (আত্মা ও বিশ্ব-প্রকৃতির) সৃষ্টি ; আর অন্যতম ভাববাদী দার্শনিক হেগেলের (Hegel) মতে পদার্থের সৃষ্টি-প্রবাহ বা অভিব্যক্তিই সেই 'পরম'. স্বয়ং। কিন্তু হব্‌স্ (Thomas Hobbes) প্রভৃতি বস্তুবাদী দার্শনিকদের মতে সমস্ত কিছুই আপেক্ষিক, 'পরম', 'স্বয়ংসম্পূর্ণ', 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' প্রভৃতি বলিয়া কিছুই নাই ; ইহারা ধর্মশাস্ত্রের কাল্পনিক সিদ্ধান্তমাত্র।

Absolutism : (রাজনৈতিক অর্থে) স্বৈর শাসন ; স্বেচ্ছাচারী শাসন ; একনায়কত্ব।

রাজনৈতিক অর্থে, অসীম (অনির্দিষ্ট) ক্ষমতাসম্পন্ন শাসনপ্রথা। ইহাতে শাসিত জনসাধারণ দেশের শাসন-ব্যবস্থায় কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে স্বৈর শাসন (Absolutism) প্রচলিত ছিল, তাহা বর্তমান কালের স্বৈর শাসন-মূলক একনায়কত্ব (Dictatorship) হইতে ভিন্ন। তৎকালে রাজারাই ছিল এই স্বৈর শাসক। তাহারা অভিজাতবর্গের ক্ষমতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করিয়া নিজেদের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করিত এবং অনেক সময় অভিজাতবর্গের উৎপীড়ন হইতে প্রজাদের রক্ষা করিত। পরবর্তী কালে যখন এই স্বৈর শাসকদের বিরুদ্ধে প্রজাদের, বিশেষ করিয়া ভূমিদাস-কৃষক (Serf) ও ব্যবসায়ীদের মুক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম প্রবল হইয়া উঠে তখন হইতেই এই স্বৈর শাসন বর্তমান কালের নূতন অর্থ (স্বেচ্ছাচারী ও উৎপীড়ক) গ্রহণ করে। বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে একনায়কত্বমূলক (ডিক্‌টেটরী) শাসনই স্বৈর শাসন।

(দার্শনিক অর্থে) ঈশ্বরই সর্বনিয়ন্তা ও সকল শক্তির মূলাধার—এই ধারণা।

Absolute Idealism : পরম বা নির্বিশেষ ভাববাদ। [Idealism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Absolute Rent : উৎপাদন-নিরপেক্ষ খাজনা। [Rent শব্দ দ্রষ্টব্য]

Absolute Surplus-value : অন্য-নিরপেক্ষ বা চূড়ান্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য। একটি মার্ক্‌সীয় অর্থনৈতিক পরিভাষা। [Labour ও Surplus-value দ্রষ্টব্য]

Absolute Truth : পরম সত্য। [Truth শব্দ দ্রষ্টব্য]

Absolute Value : নিরপেক্ষ মূল্য। মার্ক্‌সীয় অর্থনৈতিক পরিভাষা।

একটি পণ্যের সহিত যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোন পণ্যের বিনিময় না হয় (অর্থাৎ ঐ পণ্যটি যতক্ষণ অন্য কোন পণ্যের সম্পর্ক ব্যতীত এককভাবে থাকে), ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ পণ্যের মধ্যে নিহিত শ্রমের জন্যই উহার মূল্যকে বলা হয় 'নিরপেক্ষ মূল্য'।

[Value শব্দ দ্রষ্টব্য]

Abstract Labour : নির্বিশেষ শ্রম; বিমূর্ত শ্রম। একটি মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক পরিভাষা।

যে কোন শিল্পেই হউক না কেন, সাধারণভাবে শিল্পে যে শ্রম ব্যবহৃত হয়, তাহাকেই বলা হয় 'নির্বিশেষ শ্রম'।

Accumulation : সঞ্চয়; সংগ্রহ; স্তূপীকরণ।

দীর্ঘকাল ধরিয়া সঞ্চিত হওয়া, যেমন, মানবজাতির অগ্রগতির পথে দীর্ঘকাল ধরিয়া ধীরে ধীরে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে।

মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে এই শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়; যেমন, বংশপরম্পরায় শ্রমিকশ্রেণীর শ্রম-নৈপুণ্য সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে; শ্রমিকের শ্রমফল ধন-দৌলতরূপে মূলধনী (Capitalist) শ্রেণীর হাতে সঞ্চিত হয়; উদ্বৃত্ত-মূল্য (Surplus-value) পুনঃ-পুনঃ ও ক্রমশঃ বেশী মাত্রায় নূতন মূলধনে পরিণত হইয়া বিপুল পরিমাণ মূলধন (Capital) গড়িয়া উঠে।

Activism : সক্রিয়তা; ক্রিয়াশীলতা; কর্মপরায়ণতা।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক উহাদের কর্মপন্থার নিষ্ক্রিয় সমর্থকগণ হইতে সক্রিয় সমর্থকগণকে পৃথকভাবে বুঝাইবার জন্য এই কথাটি ব্যবহৃত হয়। প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকে যাহারা কেবল দলের কর্মপন্থা মানিয়া চলে, কিন্তু উহা কার্যকরী করিবার চেষ্টা করে না; আর অন্য সকলে দলের কর্মপন্থা মানিয়া চলে এবং উহা কার্যকরী করিবার চেষ্টাও করে। 'সক্রিয়তা' কথাটি দ্বারা এই দুই প্রকারের লোকদের মধ্যে পার্থক্য বুঝায়।

Actualism : সক্রিয়তাবাদ।

বস্তু বা ভাবগত সকল সত্তাই সক্রিয়, কোনটিই নিষ্ক্রিয় বা মৃত নহে—এই প্রকার দার্শনিক মতবাদ।

Aesthetics : সৌন্দর্যতত্ত্বশাস্ত্র; রুচিবিজ্ঞান।

রুচি অথবা প্রাকৃতিক ও কলাশিল্পগত (Artistic) সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কিত দর্শন বা তত্ত্বশাস্ত্র।

Agent-provocateur : (ফরাসী ভাষা) উস্কানিদাতা দালাল; প্ররোচনাদাতা; প্ররোচক।

সামাজিক বা রাজনৈতিক সংঘর্ষের সময় এক পক্ষ (বিশেষ করিয়া যে পক্ষ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে) প্রতিপক্ষ দলের মধ্যে উস্কানি দিয়া বিপথে পরিচালিত ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিবার জন্য যে সকল লোককে প্রেরণ করে তাহাদের বলা হয় 'উস্কানিদাতা দালাল' বা প্ররোচক (এজেন্ট-প্রোভোকেচার)। ইহারা প্রতিপক্ষ দলের মধ্যে বন্ধু বা মীমাংসাকারীরূপে প্রবেশ করিয়া মিথ্যা রটনা প্রভৃতি দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। রুশ-বিপ্লবের পূর্বে রুশিয়ার শাসকগণ বিশেষভাবে এই পন্থা অবলম্বন করিতেন। তখন শাসকগণের প্রেরিত উস্কানিদাতা দালালগণ এমন সব প্রচার করিত যাহার ফলে বিপ্লবীরা ও জনসাধারণ বিচার-বিবেচনা বা পূর্ণ আয়োজন না করিয়াই আইনভঙ্গ বা সশস্ত্র অভ্যুত্থান আরম্ভ করিত এবং শাসকগণও প্রচণ্ড দমননীতির সাহায্যে বিপ্লবীদের অভ্যুত্থান ব্যর্থ করিবার সুযোগ পাইত। রুশিয়ার রাজপুরোহিত ফাদার গাপন ও আৎসেফ ছিল পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত 'উস্কানিদাতা দালাল' বা 'প্ররোচক'। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এক রবিবার গাপন শ্রমিকদের মিথ্যা-প্রচারে ভুলাইয়া তাহাদের একটি শোভাযাত্রা রুশ-সম্রাট জারের প্রাসাদের

দিকে পরিচালিত করে এবং এই সুযোগে জারের সৈন্যবাহিনী বেপরোয়াভাবে শ্রমিকদের শোভাযাত্রার উপর গুলিবর্ষণ করে। তাহার ফলে শত শত শ্রমিক নিহত ও আহত হয় এবং এই ঘটনা হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ব্যর্থ বিপ্লবের সূচনা হয়। আৎসেফ রুশিয়ার 'সোশ্যাল রেভলিউশনারী' দলে প্রবেশ করিয়া একদিকে দলের সভ্যদের দ্বারা জারকে হত্যা করিবার আয়োজন করে এবং অপরদিকে জারকে এই সংবাদ জানাইয়া দেয়।

পরবর্তীকালেও বহু দেশের শাসকগণ বিপ্লবীদের দমনের জন্য 'উস্কানিদাতা দালাল' নিয়োগ করিতেন। শ্রমিক-আন্দোলন দমনের জন্যও বহু দেশে এই উপায় অবলম্বন করা হইত। বহু দেশে মালিক ও সরকার কর্তৃক নিযুক্ত দালালগণ ধর্মঘটকারী শ্রমিকদের দলে মিশিয়া গিয়া তাহাদের বেআইনী ক্রিয়াকলাপে প্ররোচিত করিয়া দমননীতি চালনার জন্য সরকারকে সুযোগ দেয়।

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও উস্কানিদাতা দালালের ভূমিকা দেখা যায়। দালালগণ অন্য দেশে গিয়া উস্কানি সৃষ্টি দ্বারা আক্রমণকারীকে দুর্বল প্রতিবেশী দেশের উপর আক্রমণের সুযোগ করিয়া দেয়। হিটলার ও মুসোলিনি এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা এই উদ্দেশ্যে বহু দেশে 'উস্কানিদাতা দালাল' নিয়োগ করিয়া দুর্বল পররাজ্য গ্রাসের অজুহাত সৃষ্টি করিত।

[Provocation শব্দ দ্রষ্টব্য]

Aggression : পররাজ্য আক্রমণ ; আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর অনুষ্ঠিত ভের্সাই-সন্ধির সন্ধিপত্রে এই কথাটি প্রথম আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। সেই সন্ধিপত্রে জার্মানীকে 'পররাজ্য আক্রমণকারী' বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহার পর প্রথম জাতিসংঘের সনদেও এই কথাটি স্থান লাভ করে। জাতিসংঘের মধ্যে সম্মিলিত জাতিসমূহ "বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সকল দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য" প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। কিন্তু কিছুকাল পরেই বৃহৎ শক্তিগুলির ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবার ফলে 'পররাজ্য আক্রমণ'-এর সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, প্রত্যেক আক্রমণকারীই পররাজ্য আক্রমণের উদ্দেশ্য গোপন করিবার জন্য আত্মরক্ষা এবং শান্তি, শৃঙ্খলা ও সভ্যতা রক্ষার অজুহাত তুলিতে থাকে। এইভাবে জাতিসংঘের প্রায় সকল প্রধান শক্তিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়িত থাকিবার ফলে পররাজ্য আক্রমণের সংজ্ঞা নির্দেশ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। আক্রমণকারী শক্তি সালিশ মানিতে অস্বীকার করিলে উহাকে 'আক্রমণকারী' বলিয়া অভিহিত করিবার জন্য ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের 'পারস্পরিক সাহায্যচুক্তি' ও ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের 'জেনেভা-চুক্তি' স্বাক্ষরিত হইলেও এই সকল প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্যতম কারণ। যাহা হউক, 'পররাজ্য আক্রমণ'-এর আইনগত সংজ্ঞা নির্দেশ সম্ভব না হইলেও প্রায় সমগ্র পৃথিবীর জনমত এই সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপেই ব্যক্ত হয়।

Agitation : বিক্ষোভ সৃষ্টিকরণ্।

কোন একটা বিশেষ সামাজিক অথবা রাজনৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করিবার জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা। বিক্ষোভ সৃষ্টিকরণের কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। বিক্ষোভ সৃষ্টিকারীরা তাহাদের শ্রোতাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য এমন একটা বা কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেয় যাহা জনসাধারণের জানা ঘটনা এবং যাহার গুরুত্ব জনসাধারণের নিকট অসাধারণ। বিক্ষোভ সৃষ্টিকারীরা সকলের জানা ও ছাড়াছাড়া তথ্যসমূহ ব্যবহার করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে

আলোচ্য অন্যায়ের পরিণতি সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ধারণা উপস্থিত করে এবং উক্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও ক্রোধ জাগাইয়া তোলে। আলোচ্য অন্যায়ের মূল কারণ ও উহার পূর্ণ ব্যাখ্যাই হইল প্রচারকের কাজ।

[Propaganda শব্দ দ্রষ্টব্য]

Agnosticism : অজ্ঞেয়তাবাদ।

দর্শনশাস্ত্রে এক ধরনের বস্তুবাদ। ইহা ইন্দ্রিয়সমূহের প্রত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের কার্যকারিতা অস্বীকার করে। এই মতবাদ অনুসারে মানুষ কোন বস্তুর কেবল গুণসমূহ অথবা বাহিরের দিকটাই জানিতে পারে, বস্তুটিকে সমগ্রভাবে, উহার ভিতরটাকে, প্রকৃত বস্তুটিকে জানিতে পারে না। মার্ক্স্বাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেডরিশ্ এঙ্গেল্স্ ইহার তীব্র সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন :

"বস্তুর যে সকল দিক মানুষ জানিতে পারে না বলিয়া এই বস্তুবাদ (অজ্ঞেয়তাবাদ) প্রচার করে, তাহার একটা দিক মানুষ বুঝিয়া ফেলিয়াছে, তাহার বিশ্লেষণ করিয়াছে, এমন কি সেইগুলিকে বিজ্ঞানের বিরাট অগ্রগতির দ্বারা আবার তৈরি করিয়া ফেলাও সম্ভব হইতেছে। সুতরাং আমরা যে সকল জিনিস তৈরি করিতে পারি সেইগুলিকে আমরা নিশ্চয়ই 'অজ্ঞেয়' বলিয়া মনে করি না।"··· "এই অজ্ঞেয়তাবাদকে ল্যাঙ্কাশায়ারের বিশেষ অর্থসূচক ভাষায় 'কলঙ্ক-কালিমাময় বস্তুবাদ' ব্যতীত আর কি বলা যায়?" (F. Engels : '*Anti-Duhring*')

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধনতন্ত্রের ক্রমবৃদ্ধির সময় 'অজ্ঞেয়তাবাদ' নামক বস্তুবাদটি দর্শন-শাস্ত্রে প্রবেশ করিয়াছিল। তখন এই বস্তুবাদের ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল। কারণ, তখন মূলধনীশ্রেণী প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত-প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত ছিল এবং সেই সংগ্রামের দর্শনরূপেই 'অজ্ঞেয়তাবাদ'-এর সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সেই প্রগতিশীল সংগ্রাম শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'অজ্ঞেয়তা-বাদ'-এর প্রগতিশীল ভূমিকার পরিবর্তন ঘটে। তখন হইতে 'অজ্ঞেয়তাবাদ' ভাববাদেরই (Idealism) নামান্তর হইয়া দাঁড়ায়।

Agrarians (Party) : ভূস্বামিদল; ভূম্যধিকারীদের দল।

পৃথিবীর প্রায় সকল কৃষিপ্রধান দেশেই ভূস্বামীরা নিজেদের ভূমিস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যে রাজনৈতিক দল গঠন করে সেই দলকে এই নামে অভিহিত করা হয়। এই দল আমাদের দেশের জমিদার-সমিতির অনুরূপ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে মধ্য ও পূর্ব-ইউরোপের প্রায় সকল দেশে এই দল বিশেষ শক্তিশালী ছিল এবং দেশের শাসন-ব্যবস্থা নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত করিত। স্বভাবতই এই দলগুলি ছিল দক্ষিণপন্থী বা প্রতিক্রিয়াশীল। সাধারণ কৃষকদের সংগঠন, অর্থাৎ কৃষক-সমিতির সহিত এই দলের কোনও সম্পর্ক নাই।

Agrarianism : ভূমি-সাম্যবাদ।

সমাজের প্রত্যেক লোকের মধ্যে সমানভাবে ভূমি বণ্টনের মতবাদ। এই মতবাদকে কার্যকরী করিবার আন্দোলনকেও ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

Agriculture : কৃষি।

শস্যোৎপাদন-প্রণালী, অর্থাৎ জমি-চাষ, শস্য-রোপণ, শস্য-কর্তন, ঝাড়াই প্রভৃতি সকল প্রক্রিয়া ইহার অন্তর্ভুক্ত।

কৃষি প্রত্যেক দেশের জাতীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি। কিন্তু প্রত্যেকটি শিল্পোন্নত দেশে শিল্প যে অনুপাতে অগ্রসর হইয়াছে, কৃষির উন্নতি তাহার তুলনায় নগণ্য। ইহাই প্রত্যেকটি শিল্পোন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য। ইহাই হইল ঐ সকল দেশের জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন অংশের বিকাশে অসমতা, ভয়ঙ্কর আর্থিক সংকট ও বিপর্যয় এবং জীবিকা-নির্বাহের বিপুল খরচ বৃদ্ধির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহের অন্যতম।

Ahimsa : অহিংসা।

অহিংসার নীতি বা 'অহিংসাবাদ' খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক প্রথম প্রবর্তিত হয়। মহাত্মা গান্ধী ইহাকে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে রাজনৈতিক অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করেন।

[Gandhism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Alliance : মৈত্রী ; চুক্তি ; ঐক্য।

যখন প্রয়োজনবোধে কোন রাষ্ট্র, পার্টি, দল বা ব্যক্তি অন্য কোন রাষ্ট্র, পার্টি, দল বা ব্যক্তির সহিত বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন এই সাময়িক ঐক্যকে বলা হয় চুক্তি বা মৈত্রী। এই ধরনের সাময়িক চুক্তি বা মৈত্রী ব্যতীত কোন রাষ্ট্র, পার্টি, দল বা ব্যক্তি টিকিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু এই মৈত্রী বা চুক্তি কখনই শর্তহীন নয়, শর্তহীন চুক্তি বা মৈত্রী আত্মসমর্পণেরই নামান্তর। এই ধরনের মৈত্রী বা চুক্তিতে সাধারণতঃ যে সকল শর্ত রাখা হয় তাহাদের মধ্যে একটি হইল চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলির পরস্পরের কার্যের প্রকাশ্য সমালোচনার অধিকার।

American Civil War : আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ; মার্কিন অন্তর্বিদ্রোহ।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ ব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধ বা অন্তর্বিদ্রোহ। দাসপ্রথা রহিত করিবার প্রশ্ন লইয়াই এই গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশের রাজ্যগুলিতে বহু পূর্বেই দাসপ্রথা উঠিয়া যায়। তখন দক্ষিণাংশের দাসপ্রথা রহিত করিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি প্রধান দলের মধ্যে 'রিপাবলিকান দল' ছিল দাসপ্রথা রহিত করিবার পক্ষে, আর 'ডেমোক্রাটিক দল' ছিল ইহার বিপক্ষে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী আব্রাহাম লিঙ্কন যুক্তরাষ্ট্রের 'প্রেসিডেন্ট' (রাষ্ট্রনায়ক) নির্বাচিত হইলে বিরোধী পক্ষ ডেমোক্রাটগণ দক্ষিণাংশে দাসপ্রথা অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং এইভাবে উত্তর ও দক্ষিণাংশের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। দীর্ঘ আট বৎসর কাল এই গৃহযুদ্ধ চলে। এই গৃহযুদ্ধের মধ্যে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আব্রাহাম লিঙ্কন পুনরায় প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হইবার পর দাসপ্রথার সমর্থক এক ব্যক্তি দ্বারা তিনি নিহত হন। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত প্রেসিডেন্ট এনড্রু জনসন গৃহযুদ্ধ পরিচালনা করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণাংশের বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করে। ইহার পর দাসপ্রথা রহিত করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধন করা হয় এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকার করা হয়।

American Federation of Labour (A. F. L.) : আমেরিকার সংযুক্ত শ্রমিক-সংস্থা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার একটি সুবৃহৎ ট্রেড য়ুনিয়ন সংগঠন। ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিগারেট-শ্রমিক সেমুয়েল গম্পার্স কর্তৃক ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কেন্দ্র ওয়াশিংটন নগরীতে অবস্থিত। ইহা কেবলমাত্র নিপুণ শ্রমিকদেরই সংগঠন। 'একটি শিল্পে একটি সংগঠন'—ইহাই এই সংগঠনের মূলনীতি। ব্যক্তিগতভাবে কোন শ্রমিক ইহাতে যোগদান করিতে পারে না, শ্রমিকগণ কারখানার ভিত্তিতে ইহার সভ্য হয়। ইহার অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকগণ নিজ নিজ শিল্পে ট্রেড য়ুনিয়ন গঠন করে এবং স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ট্রেড য়ুনিয়ন পরিচালনা করে। এই ট্রেড য়ুনিয়নগুলিই 'আমেরিকার শ্রমিক-সংস্থার' (A. F. L.) মধ্যে যোগদান করে। এইভাবে প্রায় একশত ট্রেড য়ুনিয়ন ইহার অন্তর্ভুক্ত। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ইহার সভ্যসংখ্যা ছিল তেত্রিশ লক্ষ।

এই শ্রমিক-সংস্থা 'আমস্তার্দম ট্রেড য়ুনিয়ন আন্তর্জাতিক'-এর অন্তর্ভুক্ত। ইহা সমাজ-বাদের (Socialism) ঘোরতর বিরোধী এবং ইহার নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই দক্ষিণ-পন্থী মনোভাবসম্পন্ন। এই নেতৃবৃন্দের মূল উদ্দেশ্য "ধনতন্ত্রের পরিবর্তন নহে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধন"। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা ধর্মঘটের পথ যথাসম্ভব পরিহার করিয়া চলেন এবং আলাপ-আলোচনার উপরেই গুরুত্ব দেন। শ্রেণী-বিরোধ বা শ্রেণী-সংগ্রাম নহে, শ্রেণী-সহযোগিতাই তাঁহাদের অনুসৃত নীতি।

(The) American Revolution (or American War of Independence) : আমেরিকার বিপ্লব।

১৭৭৫-'৮৪ খৃষ্টাব্দ ব্যাপী আমেরিকার জাতীয়-বিপ্লব। ইহার ফলে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের অধিবাসিগণ ইংলণ্ডের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে।

[Revolution শব্দ দ্রষ্টব্য]

Amnesty : রাষ্ট্র-মার্জনা বা রাজ-ক্ষমা ঘোষণা।

গ্রীকভাষা হইতে ইহার উৎপত্তি। গ্রীক-ভাষায় ইহার অর্থ হইল 'ভুলিয়া যাওয়া' বা 'বিস্মৃতি'। ইহার প্রচলিত রাজনৈতিক অর্থ হইল রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তির দ্বারা শাস্তি-প্রাপ্ত অপরাধীদের, বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধীদের অপরাধ মার্জনা। রাষ্ট্রপতি একটি ঘোষণা দ্বারা শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীদের শাস্তি নাকচ করিয়া দেন। রাষ্ট্রের ক্ষমতা-প্রাপ্ত দল সাধারণতঃ এইভাবে শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পায়। সাধারণতঃ নূতন রাজা বা নূতন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে অথবা নূতন সরকার গঠিত হইলে ইহা করা হয়।

Analysis : বিশ্লেষণ।

কোন জিনিসকে উহার মৌলিক অংশ-সমূহে ভাগ করা; কোন ঘটনার উৎপত্তি, মৌলিক ও আনুষঙ্গিক কারণ, অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এবং সম্ভাব্য পরিণতি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখান।

Anarchy : নিয়ন্ত্রণাভাব ; অরাজকতা ; পরিকল্পনাহীনতা।

সচেতন ও সুগঠিত গভর্নমেন্ট, সুপরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা, সচেতন ও সুনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রভৃতির অভাব। যেমন পরিকল্পনাহীন উৎপাদন-ব্যবস্থায় মূলধনীদের (Capitalist) মধ্যে উৎপাদন প্রভৃতি বিষয়ে অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা ; সেখানে প্রত্যেক মূলধনী একাই তাহার পণ্যের দ্বারা বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য যথেচ্ছভাবে পণ্যোৎপাদন করে। তাহার ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেখা দেয় ভয়ঙ্কর অরাজকতা এবং সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থাই মাঝে মাঝে বানচাল হইয়া যাইবার উপক্রম হয়।

[Crisis শব্দ দ্রষ্টব্য]

Anarchism : নৈরাষ্ট্রবাদ।

গ্রীকভাষার 'এনার্কিয়া' (*Anarkia*) শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি। গ্রীকভাষায় ইহার অর্থ 'শাসনহীনতা' বা 'শাসনের অভাব'; একটি রাজনৈতিক-সামাজিক মতবাদ। সকল প্রকারের কর্তৃত্ব বা সংগঠিত নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রযন্ত্রের অবসান ঘটান এবং তৎপরিবর্তে রাষ্ট্রহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই ইহার মূল উদ্দেশ্য। নৈরাষ্ট্রবাদীদের মতে রাজ-তন্ত্রই হউক বা সাধারণতন্ত্রই হউক, কিংবা এমন কি সমাজবাদী সাধারণতন্ত্রই হউক, সকল প্রকারের শাসন-ব্যবস্থাই সমান খারাপ, সমান উৎপীড়ক, সুতরাং সকল শাসন-ব্যবস্থারই অবসান ঘটাইতে হইবে। ইহার পরিবর্তে তাঁহারা স্বাধীন ব্যক্তিবর্গের স্বাধীন সঙ্ঘের ভিত্তিতে সমাজ পুনর্গঠিত করিতে চান। তাঁহাদের সেই পুনর্গঠিত সমাজে কোন বলপ্রয়োগকারী সংগঠন, সশস্ত্রবাহিনী, আদালত, কারাগার, আইন-কানুন কিছুই থাকিবে না ; কেবল স্বাধীন

ব্যক্তিদের স্বাধীন সঙ্ঘগুলি নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা সম্পাদিত একটা পারস্পরিক চুক্তি-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে এবং সকল সঙ্ঘ সেই চুক্তি নিষ্ঠার সহিত মানিয়া চলিবে। নৈরাষ্ট্রবাদীদের মধ্যেও বহু দল আছে। তাহাদের কোনটা ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতার সমর্থক, আবার কোনটা সমাজবাদী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেয়। উক্ত দলগুলির কোনটা শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিশ্বাসী, আবার কোনটা বৈপ্লবিক উপায়, গুপ্তহত্যা প্রভৃতির সমর্থক।

নৈরাষ্ট্রবাদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রচারকদের মত সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত হইল :

উইলিয়াম গডুইন (ইংলণ্ড, ১৭৫৬-১৮৩৬): ইনি সকল প্রকার শাসন-ব্যবস্থা ও বৃহৎ সম্পত্তির বিরোধী ছিলেন। ইনি "সৎ উপায়ে" লব্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পত্তির মালিকদের রাষ্ট্রহীন সমাজের আদর্শ প্রচার করিতেন। নিরবচ্ছিন্নভাবে ন্যায়ের আদর্শ প্রচারের দ্বারাই বর্তমান সমাজের পরিবর্তন করিয়া উপরোক্ত আদর্শে নৈরাষ্ট্রবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে বলিয়া তিনি মনে করিতেন।

পিয়ের-যোশেফ প্রুধোঁ (ফ্রান্স, ১৮০৯-১৮৬৫): ফরাসী দেশের একজন বিখ্যাত শ্রমিক-নেতা। তিনি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে 'সম্পত্তি কি?' এই নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া তাহাতে বলেন যে, "সম্পত্তির অর্থ চুরি", অর্থাৎ সম্পত্তির মালিকগণ চুরি করিয়াই তাহাদের সম্পত্তি গড়িয়া তোলে। পরে তিনি ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল সম্পত্তির পরিবর্তে কেবলমাত্র বৃহৎ সম্পত্তির উপরই তাঁহার আক্রমণ সীমাবদ্ধ রাখেন এবং মালিকদের নিজেদের শ্রমের দ্বারা লব্ধ ক্ষুদ্র সম্পত্তির মালিকদের সমর্থক হইয়া দাঁড়ান। তিনি মুদ্রার প্রচলন ও সুদ প্রথার অবসান, ছোট সম্পত্তির মালিকদের সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সেই সমাজে দ্রব্য-বিনিময়ের আদর্শ প্রচার করেন। তাঁহার মতে এই প্রকার সমাজে গভর্নমেণ্ট ও উহার আইন প্রভৃতির কোনও প্রয়োজন থাকিবে না; এই সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবের প্রয়োজন নাই, সমবায় (Co-operatives) ও বিনিময়-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা দ্বারাই উহা সম্ভব হইবে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার মত পরিবর্তন করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পদ্ধতির সমর্থক হন।

মাইকেল বাকুনিন (রুশিয়া, ১৮১৪-১৮৭৬): ইনি রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সমাজবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 'স্বাধীন' অথবা বিকেন্দ্রিত সমাজবাদী ব্যবস্থার আদর্শ প্রচার করেন। তাঁহার প্রবর্তিত আদর্শ অনুসারে সাধারণ সম্পত্তিসমূহ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন না হইয়া রাষ্ট্র বা অন্য কোন সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংগঠনহীন সমাজে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চুক্তি দ্বারা পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমবায় প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়া উচিত। তাঁহার মতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বা সুশৃঙ্খল সামরিক বাহিনীর সহিত বিপ্লবের কোনও সম্পর্ক নাই, জনগণই স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে বিপ্লব আরম্ভ করিবে। তিনি ছিলেন পার্লামেণ্ট-পদ্ধতির বিরোধী এবং সহিংস বিপ্লব ও গুপ্তহত্যার সমর্থক। তাঁহার মতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুপ্তদলের দ্বারা পরিচালিত নিরবচ্ছিন্ন অভ্যুত্থানই নৈরাষ্ট্রবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট পথ। তাঁহার ধ্বনি ছিল : "নৈরাষ্ট্রবাদ, সমষ্টিবাদ ও নিরীশ্বরবাদ"। তিনি 'সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের আন্তর্জাতিক মৈত্রী' (International Alliance of Social Democracy) নামে একটি সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। ইতালী, স্পেন ও রুশিয়ার কয়েক সহস্র লোক ইহার সভ্য হইয়াছিল। এই সঙ্ঘ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে 'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এ যোগদান করে। এই সঙ্ঘের মধ্যে কার্ল্ মার্ক্স্ ও তাঁহার সমর্থকদের সহিত বাকুনিনের দলের

ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে 'প্রথম আন্তর্জাতিক' ভাঙিয়া যায়। অবশ্য ইহার পর বাকুনিনের নৈরাষ্ট্রবাদী আন্তর্জাতিক সংঘেরও অবসান ঘটে। সঙ্ঘের অবসানের পর ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন দেশে গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও গুপ্তহত্যা চালাইতে থাকে। নেট্‌চায়েফ নামক বাকুনিনের প্রধান সহকারী "কর্মের দ্বারা প্রচার"-এর মতবাদ প্রচার করেন। এই মতবাদের অর্থ এই যে, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হত্যা ও তাঁহাদের উপর বোমা নিক্ষেপই বৈপ্লবিক আদর্শের দিকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়! এই মতবাদ অনুসরণ করিয়া নৈরাষ্ট্রবাদীরা রুশিয়ার জার আলেকজান্দার, ইতালীর রাজা হুবার্ট, ফরাসী দেশের প্রেসিডেন্ট কার্‌নট, অস্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্‌-কিন্‌লিকে গুপ্তভাবে হত্যা করে।

প্রিন্স পিটার ক্রোপোট্‌কিন (রুশিয়া, ১৮৪২-১৯২১): ইনি "কমিউনের ভিত্তিতে গঠিত নৈরাষ্ট্রবাদ" (Communist Anarchism) প্রচার করেন। ইনি বৃহৎ শিল্পগুলিকে নৈরাষ্ট্রবাদী সমাজ-ব্যবস্থার অন্তরায় মনে করিয়া এইগুলির অবসান ও হস্তশিল্পের ভিত্তিতে সমাজ পুনর্গঠনের আদর্শ প্রচার করেন। তাঁহার মতে সমাজের সাধারণ সম্পত্তি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা কমিউন-সমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে এবং উক্ত গোষ্ঠী বা কমিউনগুলি উহাদের সভ্যদের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য উৎপাদন করিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিবে। ইনি শ্রম-বিভাগের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মতে শ্রমিকের কাজের সময় হইবে দৈনিক চারি বা পাঁচ ঘণ্টা, শ্রমিকের কোন নির্দিষ্ট মজুরি থাকিবে না, সে তাহার প্রয়োজনমত সকল দ্রব্য পাইবে। তিনি শেষ জীবনে নরমপন্থী মনোভাব পোষণ করিতেন, প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের সমর্থক হন এবং রুশ-বিপ্লবের সময় প্রতিক্রিয়াশীল কেরেনস্কি-সরকারের পক্ষ অবলম্বন করেন।

কাউণ্ট লিও টলস্টয় (রুশিয়া, ১৮২৮-১৯১০): বিখ্যাত রুশ-লেখক। ইনি ধর্মীয় নৈরাষ্ট্রবাদ প্রচার করেন। তাঁহার মতে—রাষ্ট্র ও আইন খৃষ্টানধর্মের সহিত সামঞ্জস্যহীন, আইনের শাসনের পরিবর্তে প্রেমের শাসনই সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি হওয়া উচিত; সমাজের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হইবে সৈন্যদলে ভর্তি হইতে ও ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করা এবং আলোচনা দ্বারা সকল সমস্যার সমাধানের পদ্ধতি স্বীকার করা; তাহা হইলেই বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া যাইবে। অনেকের মতে মহাত্মা গান্ধী টলস্টয়ের নিকট হইতেই এই অহিংসা ও অসহযোগের নীতি গ্রহণ করিয়া ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে তাহা প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

পৃথিবীর নৈরাষ্ট্রবাদীদের দুইটি আন্তর্জাতিক কংগ্রেস হয়। প্রথমটি হয় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ব্রুসেল্‌স্ শহরে এবং দ্বিতীয়টি হয় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে হেগ্ শহরে। কিন্তু শুদ্ধ নৈরাষ্ট্রবাদ আজ পর্যন্ত কোন আন্তর্জাতিক কেন্দ্র স্থাপন করিতে বা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। কেবলমাত্র স্পেনে ও দক্ষিণ-ইউরোপের কোন কোন স্থানে ইহার সামান্য প্রভাব দেখা যায়।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে, নৈরাষ্ট্রবাদ শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক কেন্দ্রী-ভূত ও সুশৃঙ্খল সংগঠন, শ্রমিকশ্রেণীকে উহার রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিচালিত করিবার জন্য সচেতন রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রভৃতি অস্বীকার করে এবং জনগণের সংগঠিত বিপ্লবের পরিবর্তে গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করে। ইহারা শ্রেণী-সংগ্রাম এবং বিপ্লবের পর সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করে। সংক্ষেপে, নৈরাষ্ট্রবাদ মার্ক্‌স্‌বাদী নীতি ও

শিক্ষা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। ইহা ব্যতীত, রুশিয়ার বৈপ্লবিক সংগ্রামে, রুশ-বিপ্লবের সময় এবং ফাসিস্তদের আক্রমণের বিরুদ্ধে স্পেনের গণতন্ত্রী সরকার ও জনগণের সংগ্রামে নৈরাষ্ট্রবাদীরা প্রধানতঃ বিভেদসৃষ্টি-কারীর ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছিল। এই জন্যই কার্ল্ মার্ক্স্ স্বয়ং ও তাঁহার পরবর্তীকালের সকল মার্ক্সবাদী নেতা এই মতবাদের তীব্র বিরোধিতা ও কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন।

[Gandhism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Anarcho-Syndicalism : ট্রেড য়ুনিয়নের ভিত্তিতে সমাজ গঠনমূলক নৈরাষ্ট্র-বাদ ; ট্রেড য়ুনিয়ন ভিত্তিক নৈরাষ্ট্রবাদ।

সাধারণভাবে এই মতবাদ শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মপন্থা অস্বীকার করে এবং ট্রেড য়ুনিয়নকেই শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র সংগঠন বলিয়া প্রচার করে। এই মতবাদ আরও প্রচার করে যে, অর্থনৈতিক ধর্মঘটই শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে একমাত্র প্রয়োজনীয় সংগ্রাম। প্রধানতঃ ফরাসী নৈরাষ্ট্রবাদী নায়ক প্রুধোঁর শিক্ষার ভিত্তিতেই এই মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই মতবাদ স্পেন দেশেই সর্বাপেক্ষা প্রবল আকারে দেখা দিয়াছিল। ইতালী এবং ফরাসীদেশেও ইহার প্রভাব এক সময়ে যথেষ্ট ছিল। এই মতবাদ সর্বত্রই শ্রমিক-আন্দোলনে বিভেদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াছে।

Ancient History : প্রাচীন ইতিহাস।

[History শব্দ দ্রষ্টব্য]

Animism : সর্বজীবতত্ত্ববাদ।

এক প্রকারের অধ্যাত্মবাদ। গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস্ (Pythagoras) ও প্লাতো (Plato) কর্তৃক প্রবর্তিত দার্শনিক মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে সর্বভূতের সহিত ওতপ্রোতভাবে সম্মিলিত একটি চৈতন্যশক্তি (আত্মা) বিশ্বের জীবসমূহকে রূপ, প্রাণ ও গতি প্রদান করিতেছে। দার্শনিক স্তাল্ (Stahl) বলিয়াছেন যে, এই চৈতন্য-শক্তি ও আত্মা অভিন্ন। ই. বি. টিলর (E. B. Tylor) তাঁহার 'প্রিমিটিভ কাল্চার' নামক গ্রন্থে উপরোক্ত সংজ্ঞাটিকে ধর্মের প্রাথমিক সংজ্ঞা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

Annexation : পররাজ্য গ্রাস ; পরদেশ

কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক অপর একটি দেশের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐ দেশ বা উহার কোন অংশ বলপূর্বক দখল করা। দখলীকৃত দেশের জনগণ দখলকারী দেশের অধীনতা পাশে আবদ্ধ হয়। জাতিসংঘের সম্মতি লইয়া সাময়িক-ভাবে কোন দেশের রক্ষণাবেক্ষণ ও উহার শাসনকার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করা 'পররাজ্য গ্রাস' নহে। সকল প্রকারের পররাজ্য দখল অথবা সকল রকমের সামরিক দখলকেই পররাজ্য গ্রাস বলা চলে না ; যেমন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ স্তরে মিত্র-শক্তির সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক জার্মানী ও অস্ট্রিয়া এবং সোবিয়েৎ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া দখল পররাজ্য গ্রাস নহে।

Antagonism : বিরোধ।

পরস্পর-বিরোধী দুই শক্তির মৌলিক দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ। দার্শনিক ও সামাজিক অর্থে সমাজ অথবা কোন বস্তুর আভ্যন্তরিক মূলগত দ্বন্দ্বের (Contradiction) ফল হিসাবেই এই বিরোধের সৃষ্টি হয়। সুতরাং দ্বন্দ্ব (Contradiction) ও বিরোধ (Antagonism) এক নহে, প্রথমটা মূল কারণ, আর দ্বিতীয়টা উহার ফল।

[Dialectics শব্দ দ্রষ্টব্য]

Anti-climax : উন্নতির অবস্থা হইতে অধঃপতন।

যে বাক্যের ভাবসকল বা যে বিষয়ের অবস্থা প্রথমতঃ ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিয়া তৎপরে ক্রমশঃ অপকর্ষ প্রাপ্ত হয়।

Antiquity : পুরাকাল। [Ancient History—History শব্দ দ্রষ্টব্য]

Anti-Semitism : ইহুদী-বিদ্বেষ ; ইহুদী-নির্যাতন।

ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ জাগাইয়া তোলা এবং ইহুদীদের উপর নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রথমে ইহুদী-বিদ্বেষ দেখা দেয় ধর্মীয় বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া। তখন ইহা শুরু হয় ইহুদীধর্মের সহিত খৃষ্টধর্মের বিরোধ হইতে। পরে এই ধর্মীয় বিরোধ ও অর্থনৈতিক বিরোধ একত্রিত হইয়া জাতিগত (Racial) বিরোধে পরিণত হয়। বিপ্লবের পূর্বে রুশিয়াতেও ইহুদী-বিদ্বেষ চরম আকারে দেখা দিয়াছিল ; কিন্তু ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের শ্রমিক-বিপ্লবের পর রুশিয়াতে ইহুদী-বিদ্বেষের অবসান ঘটিয়াছে। জাতিগত ইহুদী-বিদ্বেষ প্রথম দেখা দেয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে। তখন এই জাতিগত ইহুদী-বিদ্বেষের একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও সৃষ্টি হয়। এই তত্ত্বের নাম 'আর্য' বা 'নর্ডিক' জাতিতত্ত্ব ও 'অনার্য' জাতিতত্ত্ব। ইহুদীদের 'অনার্য' বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই নূতন জাতিগত ইহুদী-বিদ্বেষ অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। তখন ইহুদীরা ইউরোপের, বিশেষতঃ জার্মানীর বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় দখল করিয়া বসিয়াছিল। সেই ব্যবসায় হইতে ইহুদীদের হটাইবার জন্যই প্রধানতঃ জাতিগত ইহুদী-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ব্যাপকভাবে ইহুদী-বিদ্বেষ প্রচারের জন্য একখানি জাল দলিল রচিত হয়। এই জাল দলিলখানির নাম 'বিজ্ঞ ইহুদী-প্রধানদের চুক্তি' (The Protocols of the Learned Elders of Zion)। ইহুদীরা সমগ্র পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব স্থাপনের ষড়যন্ত্র করিতেছে বলিয়া এই দলিলে উল্লেখ করা হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের 'টাইমস্' পত্রিকা ফাঁস করিয়া দেয় যে, রুশিয়ার সম্রাট জারের গুপ্ত পুলিস-বিভাগের কতিপয় কর্মচারী দ্বারাই এই জাল দলিলখানি রচিত হইয়াছিল। নাৎসি-জার্মানীতেই ইহুদী-বিদ্বেষ চরম আকারে দেখা দিয়াছিল। নাৎসী লেখকগণ 'জাতি', 'আর্য' ও 'অনার্য' সম্বন্ধে যতগুলি তত্ত্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই সকল তত্ত্বই হিটলার ইহুদী-বিদ্বেষ বাড়াইয়া তুলিবার জন্য প্রয়োগ করেন। হিটলার-গভর্নমেণ্ট ইহুদীদের 'পরদেশী' এবং 'দূষিত রক্ত' ও 'স্বভাব-দুর্বৃত্ত' বলিয়া ঘোষণা করে। কুখ্যাত 'নুরেমবের্গ-আইন'-এর দ্বারা ইহুদীদের সহিত জার্মান 'আর্য'দের বিবাহ, প্রেম প্রভৃতি নিষিদ্ধ হয়। ইহুদী বলিয়া জগৎ-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন ও ডাক্তার ফ্রয়েড প্রভৃতি মনীষীদের জার্মানী হইতে নির্বাসিত করা হয়, ইহুদীদের সকল নাগরিক অধিকার কাড়িয়া লওয়া হয়, তাহাদের সকল ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় ; প্রায় তিন লক্ষ ইহুদীকে বিতাড়িত ও বহু সহস্র ইহুদীকে বন্দীশালায় আবদ্ধ এবং বহু সহস্রকে হত্যা করা হয়। [Chauvinism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Anthropology : নৃতত্ত্ব ; নৃ-বিজ্ঞান ; নৃবিদ্যা।

মানব-সম্বন্ধীয় বিদ্যা বা বিজ্ঞান। মানব-জাতি সম্বন্ধীয় বিদ্যার দুইটি দিক আছে : (১) দৈহিক দিক ও (২) সাংস্কৃতিক দিক। মানুষের প্রাকৃতিক ইতিহাস, অর্থাৎ দেহের ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রথমোক্ত দৈহিক দিকের বিষয়বস্তু ; এবং আদি মানুষের প্রস্তরীভূত দেহাস্থি (Fossil), বর্তমান মানুষের দৈহিক গঠন (Physiology) প্রভৃতি এই সম্বন্ধীয় আলোচনার ভিত্তি।

দ্বিতীয়োক্ত সাংস্কৃতিক দিকের অপর নাম 'সমাজ-তত্ত্ব' (Sociology)। এই নাম-করণ করিয়াছেন বৃটিশ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার। মানব-সভ্যতার বিকাশধারাই এই সাংস্কৃতিক নৃবিদ্যার বিষয়বস্তু। মানব-

পরিবারের মধ্যে কিভাবে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা, জাতি প্রভৃতির উৎপত্তি হইল সেই সম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য মানবজাতির মূল বিভাগ ও পরস্পর-সম্বন্ধ-বিষয়ক বিজ্ঞান-শাস্ত্রের (Ethnology) সাহায্য অপরিহার্য। আবার বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার আদি বাসভূমি ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন সম্পর্কীয় আলোচনা নৃতাত্ত্বিক-ভূগোলের (Anthropo-Geography) বিষয়বস্তু। প্রথম যখন মানুষের মস্তিষ্ক ও হস্ত একযোগে কাজ করিতে আরম্ভ করে তখনই মানব-প্রকৃতির মধ্যে এক মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়, অর্থাৎ মানুষ তখন হইতেই যন্ত্র (হাতিয়ার) নির্মাণকারী জীবে পরিণত হয় এবং এই পরিবর্তনের ফলেই মানুষ বর্বর মানুষের এক স্তর উর্ধ্বে আরোহণ করে। এই যন্ত্র-নির্মাণকারী মানুষ-সম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য 'যান্ত্রিক বিদ্যা' (Technology) প্রয়োগ করা হয়। প্রাথমিক উদ্ভাবনসমূহ মানুষের সাধারণ জীবনধারণ-প্রণালীর মধ্য হইতেই এবং জীবনধারণের প্রয়োজনেই সম্ভব হইয়াছে। সেই সকল উদ্ভাবনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল অগ্নি প্রজ্জ্বালনের উপায়, বিভিন্ন অলঙ্কারের ব্যবহার, বস্ত্রের ব্যবহার, গৃহ নির্মাণ, বস্ত্রবয়ন, মৃৎপাত্র নির্মাণ, পশু-পালন, কৃষি, ধাতুর ব্যবহার প্রভৃতি। কার্যপ্রণালীর মধ্য হইতেই একদিন মানুষের মুখে কথা ফুটিয়াছিল এবং সেই কথা হইতেই দীর্ঘকালব্যাপী ক্রমবিকাশ ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ভাষা ও লেখার সৃষ্টি

Anti-thesis : প্রতিবাদ ; প্রতিপক্ষ।

বস্তু অথবা সমাজের কোন অবস্থা বা ব্যবস্থার মধ্যে, সাধারণভাবে সমগ্র বাস্তব জগতে আবির্ভূত একটা বিরুদ্ধ শক্তি ; যেমন সামাজিক ক্ষেত্রে সাধারণ-সম্পত্তি-প্রথার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে মূলধনীশ্রেণী বা ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব, ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব, ইত্যাদি।

[Dialectics শব্দ দ্রষ্টব্য]

Appeasement Policy : সুবিধা দিয়া বা দাবি মিটাইয়া শান্ত করিবার নীতি ; তোষণ-নীতি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে কিছুকাল পর্যন্ত গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের সরকার আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই নীতি আঁকড়াইয়া থাকায় ইহা তখন হইতে কুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। হিটলার ও মুসোলিনি আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় সম্মত হইবে—এই আশায় গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে উক্ত ফাসিস্ত ডিক্‌টেটরদ্বয়ের অন্যায় দাবি পূরণ করিতে আরম্ভ করে। এইভাবে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক ইতালীর আবিসিনিয়া জয়, জার্মানীর অস্ট্রিয়া দখল, হিটলার-মুসোলিনির সাহায্যপুষ্ট ফ্রাঙ্কোর হস্তে স্পেন সাধারণতন্ত্রকে তুলিয়া দেওয়া, মিউনিক-চুক্তি ও সর্বশেষে জার্মানী কর্তৃক চেকোস্লোভাকিয়া দখল স্বীকৃত হয়। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন এবং ফরাসী প্রধানমন্ত্রী ব্লুঁ ও দালাদিয়ের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এই তোষণ-নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন।

Appropriation : প্রয়োগ ; আত্মসাৎ-করণ।

মার্ক্‌সীয় অর্থনীতিতে এই শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় ; যেমন, উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক ও দৈহিক শক্তির প্রয়োগ ; আবার সুদখোর মহাজন ঋণের দায়ে কৃষকের জমি আত্মসাৎ করে ; বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীর তৈরী উদ্‌বৃত্ত-মূল্য (Surplus-value) আত্মসাৎ করিয়া ধনদৌলত সৃষ্টি করে, আবার সেই ধনদৌলত মূলধন হিসাবে লগ্নি করিয়া শ্রমিকশ্রেণীকে আরও বেশী শোষণ করিবার ব্যবস্থা করে।

Apriori : বুদ্ধিগত ; কারণ হইতে কার্য অনুমানপূর্বক; স্বতঃসিদ্ধ; পূর্বজ্ঞান অনুযায়ী।

দেশ, কাল, নিমিত্ত প্রভৃতি আত্মপ্রত্যয়-লব্ধ ভাবসমূহ অবলম্বনে যে যুক্তি উপস্থাপিত হয়, তাহা জার্মান দার্শনিক কাণ্ট Apriori বা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

Arab League : আরব-লীগ।

আরব জাতিসমূহের 'লীগ' বা সঙ্ঘ। মিশর, ইরাক, সৌদি আরব, সিরিয়া, লেবানন, ট্রান্স-জর্ডান, ইয়েমেন—এই সাতটি দেশ লইয়া প্রথম ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মিশরের রাজধানী কাইরো নগরীতে 'আরব-লীগ' গঠিত হয়। পরে লিবিয়া ও সুদান স্বাধীনতা লাভ করিবার পর এই লীগে যোগদান করে। এই সকল দেশ আরবজাতীয় লোকের বাসভূমি এবং এই সকল দেশের অধিবাসীদের ধর্ম, ঐতিহ্য, ভাষা প্রভৃতি সকলই এক। আরব জাতি মধ্যযুগে 'সারাসেন-সভ্যতা' নামে যে গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা লইয়া উক্ত দেশগুলির অধিবাসীরা বিশেষ গর্ব বোধ করে। সেই ঐতিহ্যই এই দেশগুলিকে আরব-লীগের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে অনুপ্রাণিত করে। নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ সিদ্ধির জন্য আরব-লীগ গঠিত হয় :—সারাসেন-সভ্যতার ঐতিহ্য, একভাষা ও একধর্মের ভিত্তিতে উক্ত নয়টি দেশ-জোড়া এক জাতীয় ঐক্য গঠন; এই মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক হিসাবে এই সকল দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও রাজনৈতিক কর্মপন্থার ঐক্য সাধন; বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব হইতে এই সকল দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা; এই সকল দেশের বিভিন্ন বিষয়-সম্পর্কিত সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করা। ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে কাইরো নগরীতে প্রথমোক্ত সাতটি দেশের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তিই আরব-লীগের ভিত্তি রচনা করে।

Arbitration : সালিশী; সরকারী সালিশী।

মালিক ও শ্রমিকদের বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে আইন দ্বারা গঠিত বিশেষ আদালত ও শিল্প-সংক্রান্ত কমিশন দ্বারা বিচারের জন্য রাষ্ট্রীয় বা সরকারী ব্যবস্থা। এই বিশেষ আদালতে আইনতঃ মালিক ও শ্রমিক উভয়েরই সমান অধিকার আছে।

মার্ক্‌স্‌বাদীরা এই বিচার-ব্যবস্থার নিম্নরূপ সমালোচনা করিয়া থাকে :

"প্রকৃতপক্ষে এই আদালতের প্রধান কাজ হইল—(১) শ্রমিক-ধর্মঘটে বাধা দেওয়া ও ধর্মঘট আরম্ভ হইলে তাহা চলিতে না দেওয়া; (২) আইনের দ্বারা কম মজুরি ও জীবন ধারণের নীচু মান মানিয়া লইতে শ্রমিকদের বাধ্য করা (Basic Wage শব্দ দ্রষ্টব্য); (৩) এই আদালতের বিচারের রায় এমনভাবে তৈরী হয় যাহার ফলে শ্রমিকদের ঐক্য ভাঙিয়া যায় ও তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়; ইত্যাদি।

"ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই সালিশী-ব্যবস্থার মারফত শ্রমিকদের মধ্যে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি করে যে, রাষ্ট্র মালিক ও শ্রমিকদের ব্যাপারে নিরপেক্ষ এবং উভয়েরই স্বার্থ সমানভাবে দেখিয়া থাকে। যে সকল ট্রেড য়ুনিয়ন শক্তিশালী তাহারা এই বিশেষ রাষ্ট্রীয় আদালতের অনিচ্ছুক হস্ত হইতে কিছু সুবিধা আদায় করিয়া লইতে পারিলেও দুর্বল য়ুনিয়নগুলি কিছুই পায় না।

"এই সালিশী-ব্যবস্থার পরম ভক্ত হইল সংস্কারবাদীরা (Reformists); কারণ এই সালিশী-ব্যবস্থা তাহাদের শ্রেণী-সহযোগিতার নীতি কার্যকরী করিয়া তোলার পক্ষে বিশেষ সহায়ক।" (L. Harry Gould : *Marxist Glossary*)

[Bureaucracy এবং Wage-Labour শব্দ দ্রষ্টব্য]

Aristotelian Philosophy : আরিস্তোতলের দর্শন।

গ্রীক দার্শনিক আরিস্তোতলের (খৃষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) দার্শনিক মত। সংক্ষেপে, এই মত অনুসারে বস্তু শাশ্বত ; সকল পদার্থের অস্তিত্ব উহাদের বস্তুগত, রূপগত, অবস্থাগত ও গতিসম্বন্ধীয় কারণসমূহের দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়। আরিস্তোতলের দার্শনিক মতের ভিত্তি বাস্তবধর্মী, কিন্তু তাঁহার যুক্তির শেষ পরিণতি অধ্যাত্মবাদে।

আরিস্তোতল খৃষ্টপূর্ব ৩৮৪ অব্দে এথেন্সের স্তাগিরা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। খৃষ্টপূর্ব ৩৪৩ অব্দে ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপ-এর আমন্ত্রণে তাঁহার পুত্র আলেকজান্দারের (পরবর্তীকালের দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার) শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন এবং খৃঃ পূঃ ৩৩৫ অব্দ পর্যন্ত এই কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া পরে এথেন্সে ফিরিয়া যান। সেখানে তিনি তাঁহার শিক্ষক ও গুরু প্লাতোর (Plato) অনুকরণে 'পেরিপাতোস্' (Peripatos) নামে একটি দার্শনিক স্কুল স্থাপন করেন। খৃষ্টপূর্ব ৩২২ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তিনি বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের অন্যতম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। তাঁহাকে "বিজ্ঞব্যক্তিদের শিক্ষক"—এই আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। 'অর্গানন' (*Organon*) নামক সংকলন-গ্রন্থে তাঁহার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ রচনা পাওয়া যায়। এই সকল রচনায় তিনি তর্কশাস্ত্র (Logic), নীতিশাস্ত্র (Ethics), রাজনীতি (Politics) ও দর্শন (Philosophy) সম্বন্ধে তাঁহার মত আলোচনা করিয়াছেন। আরিস্তোতল প্লাতোর শিষ্য হইলেও প্লাতোর সকল মত স্বীকার করিতেন না। প্লাতোর মতে ভাবই (Idea) সব কিছু, বস্তু উহার ছায়া মাত্র। আরিস্তোতল প্লাতোর এই মত অগ্রাহ্য করিয়া নূতন দার্শনিক মত প্রচার করেন। তাঁহার এই নূতন দার্শনিক মত অনুসারে বস্তু ও ভাব—এই উভয়ের সমন্বয়ের ভিত্তিতেই সব-কিছুর সৃষ্টি। সংকলন-গ্রন্থ 'অর্গানন'-এর অন্য অংশের মধ্যে 'রাজনীতি' (Politico) নামক অংশটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা প্রায় সকল আধুনিক রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিস্বরূপ। অপর অংশ 'নীতিশাস্ত্র'-এ (Ethics) ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধীয় গ্রীক-চিন্তাধারার আলোচনা রহিয়াছে। উক্ত গ্রন্থের 'পোয়েটিক্স্' (Poetics) নামক অপর অংশে সৌন্দর্য বা রুচিবোধ (Aesthetics) সম্বন্ধীয় আলোচনা রহিয়াছে এবং তাহাই বর্তমান রুচিবোধের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

Armistice : সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি।

সাধারণতঃ স্থায়ী শান্তি-চুক্তির উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা আরম্ভের জন্য সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি হইয়া থাকে।

Aryans : আর্য জাতি।

ইহা একটি সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত ভাষায় ইহার মূল অর্থ 'প্রভু'। পরে ভারতের আদিম ও অসভ্য জাতিগুলি হইতে পৃথক করিবার জন্য পরবর্তীকালে আগত উত্তর-ভারতে বসতিস্থাপনকারী উন্নত মানুষগণ এই নাম গ্রহণ করে। তখন তাহারা 'আর্য' নামে পরিচিত হয়। ইহা যীশু খৃষ্টের জন্মের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বের কথা। জার্মান পণ্ডিত ফ্রেডরিখ্ ম্যাক্স্মূলরের মতে আর্যগণ যে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিত সেই সংস্কৃত ভাষা হইতেই সকল ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই আর্যগণ ইউরোপের আদিম অধিবাসী 'উরফোক্' (Urvolk) জাতিরই একটি শাখাবিশেষ। কিন্তু এই বিষয়ে মতভেদ আছে। ভারতের হিন্দুগণ নিজেদের উক্ত আর্যজাতির বংশধর বলিয়া মনে করে।

হিটলার-জার্মানীতে এই 'আর্য' শব্দটি ইহুদী-বিদ্বেষ প্রচারের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছিল। হিটলারের মতে জার্মানগণ আর্য, আর ইহুদীরা অনার্য।

Asian-African Conference (Bandung-Conference) : এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন (বান্দুং-সম্মেলন)।

ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশসমূহের প্রতিনিধিদের সম্মেলন। এই সম্মেলন বান্দুং শহরে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহাকে 'বান্দুং-সম্মেলন' নামেও অভিহিত করা হয়। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার বোগর শহরে ভারত, ব্রহ্ম, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রিগণ মিলিত হইয়া এই 'আফ্রিকা-এশিয়া সম্মেলন' আহ্বানের সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহারা স্থির করেন যে, ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে এই সম্মেলন হইবে এবং ইহাতে আফ্রিকা ও এশিয়ার প্রত্যেক দেশের কেবল প্রধান মন্ত্রী অথবা বৈদেশিক মন্ত্রীই নিজ নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল হইতে ২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে আফ্রিকা ও এশিয়ার নিম্নোক্ত ২৯টি দেশ আমন্ত্রিত হইয়া নিজ নিজ প্রধান মন্ত্রী বা বৈদেশিক মন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্মেলনে নিম্নোক্ত দেশগুলির মোট ৩৪০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন :—

(১) চীন, (২) ভারত, (৩) ইন্দোনেশিয়া, (৪) ব্রহ্মদেশ, (৫) পাকিস্তান, (৬) জনগণতান্ত্রিক ভিয়েৎনাম ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, (৭) মিশর, (৮) সিংহল, (৯) জাপান, (১০) আফগানিস্তান, (১১) সিরিয়া, (১২) কম্বোডিয়া, (১৩) এথিওপিয়া, (১৪) উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া (১৫) ইরান, (১৬) ইরাক, (১৭) জর্ডন, (১৮) লাওস্, (১৯) লেবানন, (২০) লাইবেরিয়া, (২১) গোল্ড কোস্ট (বর্তমানে Ghana), (২২) নেপাল, (২৩) ফিলিপাইনস্, (২৪) সৌদী আরব, (২৫) থাইল্যাণ্ড, (২৬) তুরস্ক, (২৭) সুদান, (২৮) ইয়েমেন, ও (২৯) লিবিয়া।

সম্মেলনে বিভিন্ন প্রতিনিধির বক্তৃতা হইতে সম্মেলনের নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠে :—বিশ্বশান্তি অব্যাহত রাখা, আফ্রিকা ও এশিয়ার পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতালাভে সাহায্য করা; সমগ্র আফ্রিকা ও এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধন, এই দুই মহাদেশের সকল মানুষের জীবিকার মান ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতি সাধন, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি। ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, "এই সম্মেলন আফ্রিকা ও এশিয়াবাসীদের জীবনে এবং বিশ্বমানবের প্রতি আফ্রিকা ও এশিয়াবাসীদের এক মহান কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা করিয়াছে।"—Speech by Lebanese Representative.

সম্মেলনে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ সর্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয় :—(১) সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকার অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য—সকল দেশ কর্তৃক পরস্পরকে যান্ত্রিক ও বৈষয়িক সাহায্য দান; সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের (U. N. O.) পরিচালনায় একটি বিশেষ আন্তর্জাতিক তহবিল গঠনের পরামর্শ; বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য বিস্তার ও অধিকতর আর্থিক সাহায্য দান। (২) বিভিন্ন জাতি ও দেশের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-সৃষ্ট জাতি ও বর্ণ-বৈষম্যের অবসান ঘটাইয়া পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠতর সাংস্কৃতিক সহযোগিতা স্থাপন; বিভিন্ন দেশের মধ্যে ছাত্র-বিনিময় ও সাংস্কৃতিক বিনিময়, ইত্যাদি। (৩) আত্মনিয়ন্ত্রণ ও মানবীয় অধিকার—জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে গৃহীত মানবীয় অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এশিয়া ও আফ্রিকা এবং পৃথিবীর সর্বত্র প্রয়োগের এবং বর্ণ-বৈষম্য লোপের দাবি। (৪) পরাধীন জাতিসমূহের সমস্যা—সকল পরাধীন দেশের পরাধীনতা ও

শোষণের অবসান দাবি এবং সকল পরাধীন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন। (৫) বিশ্বের শান্তি রক্ষা ও সহযোগিতা —সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার এবং পরাধীন জাতিসমূহকে অবিলম্বে স্বাধীনতা দানের দাবি; বিভিন্ন জাতির পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, সদিচ্ছা ও সদ্ভাব পোষণ এবং পরস্পরের সহিত শান্তিতে বসবাসের পরামর্শ। (পঞ্চম প্রস্তাবটি শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানমূলক 'পঞ্চশীল'-এর ভিত্তিতে রচিত।)

এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বিশ্বের অন্যতম প্রধান মার্ক্‌সবাদী পণ্ডিত শ্রীরজনী পাম দত্ত বলিয়াছেন:—"এই সম্মেলনে সর্বপ্রথম এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিগুলির সরকারী মুখপাত্রগণ সাম্রাজ্যবাদকে বাদ দিয়া ইতিহাসের নিষ্ক্রিয় কর্ম হিসাবে নহে, সক্রিয় কর্তা হিসাবেই নিজেদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর ঘোষণা করিয়াছেন। সমস্ত অন্তর্বিরোধ সত্ত্বেও তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন জাতীয় স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার প্রতি সমর্থন এবং ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-চুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। মানব-সমাজের সর্বাধিক সংখ্যক জনগণের সরকারী মুখপাত্রগণের এত ব্যাপক প্রতিনিধিত্বমূলক সম্মেলন ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নাই।" (R. P. Dutt: *Labour Monthly*, January, 1956.)

Asian Relations Conference: এশিয়ার সংযোগ সম্মেলন।

এশিয়ার দেশসমূহের বে-সরকারী ও অরাজনৈতিক সম্মেলন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের রাজধানী নূতন দিল্লীতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যে সকল বিষয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মতভেদ ঘটিতে পারে সেই সকল বিষয় বাদ দিয়া কেবল এশিয়ার দেশসমূহের সাধারণ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় বিষয়ের মধ্যে এই সম্মেলনের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এই সম্মেলনে আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল:—(১) এশিয়া মহাদেশে স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আন্দোলন; (২) জাতিগত সমস্যা ও দ্বন্দ্ব; (৩) এশিয়ার মধ্যে এক দেশ হইতে অন্য দেশে লোক চলাচল; (৪) কৃষি ও শিল্পের বিকাশ; (৫) শ্রম-সমস্যা ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ; (৬) নারীর অধিকার, ইত্যাদি। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংযোগ রক্ষার নিমিত্ত একটি স্থায়ী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নূতন দিল্লীতে ইহার কেন্দ্রীয় দপ্তর স্থাপিত হয়।

Atheism: অনীশ্বরবাদ; নিরীশ্বরবাদ।

ভাষাগত অর্থ 'Without God' বা 'ঈশ্বর নাই'; একটি বস্তুবাদী দার্শনিক মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর বলিয়া কিছুই নাই; সুতরাং পরলোক বলিয়াও কিছু নাই, এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের সব কিছু শেষ হইয়া যায়।

Atlantic Charter: আতলান্তিক-সনদ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চার্চিল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট-এর গোপন বৈঠকে গৃহীত মিত্রপক্ষের যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কিত ঘোষণা। এই ঘোষণায় উভয় দেশের পক্ষ হইতে যুদ্ধ-পরবর্তী পৃথিবীর উন্নততর রাজনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সাধারণ নীতি বিবৃত হইয়াছিল। এই সনদে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়:—

(১) এই দুই দেশের সাম্রাজ্যবৃদ্ধির কোনও অভিপ্রায় নাই। (২) কোনও দেশের জনগণের স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐ দেশের ভৌগোলিক পরিবর্তন করা হইবে না। (৩) এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে যে, প্রত্যেকটি দেশের জনসাধারণ তাহাদের পছন্দমত গভর্নমেণ্ট গঠন করিতে পারিবে;

এবং যে সকল দেশ এই যুদ্ধে স্বাধীনতা হারাইয়াছে তাহারা আবার সার্বভৌম অধিকার ও স্বায়ত্তশাসন ফিরিয়া পাইবে। (৪) এই উভয় দেশ চেষ্টা করিবে যাহাতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এবং বিজয়ী ও বিজিত সকল দেশ উহাদের আর্থিক সমৃদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা সমান শর্তে লাভ করিতে পারে। (৫) যাহাতে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে শ্রমের উন্নতি, আর্থিক অগ্রগতি ও সামাজিক নিরাপত্তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পূর্ণতম সহযোগিতা সম্ভব হয় তাহার জন্য এই উভয় দেশ (ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) চেষ্টা করিবে। (৬) এই উভয় দেশ আশা করে যে, নাৎসী-উৎপীড়নের চূড়ান্ত অবসানের পর সকল জাতি তাহাদের নিজ নিজ দেশের সীমানার মধ্যে নিরাপদে বসবাস করিতে পারিবে এবং সকল দেশের মানুষ স্বাধীনভাবে ভয় ও অভাব হইতে মুক্ত হইয়া জীবনযাপন করিতে পারিবে। (৭) শান্তিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে সকল দেশ অবাধে সমুদ্রে ও মহাসাগরের বুকে বিচরণ করিতে সক্ষম হইবে। (৮) যদি অস্ত্র-শস্ত্র হ্রাস করা না হয়, যদি কোন জাতি অস্ত্র-শক্তির জোরে অপর কোন জাতিকে আক্রমণের ভয় দেখায় তাহা হইলে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সুতরাং সকল জাতিব অস্ত্রের ভার লাঘব করিবার জন্য এই উভয় দেশ সর্বতোভাবে চেষ্টা করিবে।

আতলান্তিক-সনদ তৈরী হইবার কিছুদিন পরে একদিকে চার্চিল ঘোষণা করেন যে, ইহা কেবল ইউরোপের জন্য; আর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলেন যে, ইহা সমগ্র পৃথিবীর জন্য।

Atomic Philosophy : আণবিক দর্শন বা পরমাণবিক দর্শন।

বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ অণু বা পরমাণুর সমবায়ে গঠিত (হিন্দুদের 'বৈশেষিক দর্শন'-এর অনুরূপ)। গ্রীসের ডেমোক্রিটাস্ দ্বারা প্রবর্তিত উক্তরূপ দার্শনিক মতবাদ—পরমাণুবাদ।

Autarky : স্বয়ংসম্পূর্ণতা।

গ্রীকভাষার '*Autarkeia*' শব্দটির উচ্চারণ Autarky। ইহার ভাষাগত অর্থ 'আত্মশাসন', ব্যবহারিক অর্থ 'স্বয়ং-সম্পূর্ণতা'। ইহার অর্থনৈতিক তাৎপর্য এই যে, কোনও দেশ উহার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই নিজে তৈরি করিবে এবং এইভাবে পরনির্ভরতা বা বাহির হইতে দ্রব্য আমদানী সম্পূর্ণ বন্ধ করিবে। যুদ্ধের সময় যাহাতে চারিদিক হইতে শত্রু-বেষ্টিত হইয়াও কোন দ্রব্যের অভাব না হয় এই উদ্দেশ্যে নাৎসিরা জার্মানীতে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল।

Authoritarianism : স্বৈরশাসনবাদ; অনিয়ন্ত্রিত শাসনবাদ।

গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা ধ্বংস করিয়া এক বা মুষ্টিমেয় নায়কের স্বেচ্ছাচারী শাসন প্রতিষ্ঠার মতবাদ। এই মতবাদের সমর্থকদের মতে গণতন্ত্র রাষ্ট্রের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে এবং তাহার ফলে রাষ্ট্র দুর্বল হইয়া পড়ে; সুতরাং রাষ্ট্রকে সংহত ও শক্তিশালী করিবার জন্য নিরঙ্কুশ ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক বা কতিপয় লোকের শাসন প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

Autocracy : স্বেচ্ছাতন্ত্র; অনিয়ন্ত্রিত শাসন; স্বেচ্ছাচার।

গ্রীকভাষায় *Autokrateia* হইতে; ইহার অর্থ 'স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র'।

[Authoritarianism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Autonomy : স্বায়ত্তশাসন।

গ্রীকভাষার *Autonomia* হইতে গৃহীত। গ্রীকভাষায় ইহার অর্থ 'আত্মবিধি' (Self Law)। প্রচলিত অর্থ 'স্বায়ত্তশাসন', অর্থাৎ কোন দেশের জনগণের নিজেদের শাসনাধিকার।

Axis Powers : অক্ষশক্তি।

বার্লিন (জার্মানীর রাজধানী)—রোম (ইতালীর রাজধানী)—টোকিও (জাপানের রাজধানী) অক্ষশক্তি; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এবং ঐ মহাযুদ্ধের সময় উক্ত তিন শক্তির রাজনৈতিক ঐক্য ও সহযোগিতা। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ইতালী কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণের সময় স্পেন ও জার্মানী ব্যতীত ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র ইতালীর বিরোধিতা করে এবং কেবলমাত্র জার্মানী ইতালীকে সমর্থন করে। এই সময় হইতেই ইতালী ও জার্মানীর রাজনৈতিক ঐক্য ও সহযোগিতা আরম্ভ হয়। উক্ত দুই দেশের এই রাজনৈতিক ঐক্য ও সহযোগিতাই 'রোম-বার্লিন অক্ষশক্তি' নামে অভিহিত হয়। পরে জাপান ইহাদের সহিত যোগদান করে।

B

Baconian Philosophy : বেকনের দর্শন; বেকনের দার্শনিক পদ্ধতি।

বৃটিশ দার্শনিক ফ্রান্সিস্ বেকন-এর (১৫৬১-১৬২৬) দার্শনিক মত ও পদ্ধতি। তাঁহার দার্শনিক মত ছিল নিম্নরূপ : দর্শনের মূল উদ্দেশ্য হইল মানবসমাজের কল্যাণ সাধন; প্রকৃতির নিয়ম-রহস্যকে আবিষ্কার করিয়া তাহা মানবসমাজের সমৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করিতে হইবে; এই জন্য অনুমানের উপর নির্ভর না করিয়া অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইবে; ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাচাই না করিয়া কোন বস্তুকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; বিজ্ঞানই দর্শনের ভিত্তি; মনের সহজাত সংস্কার, ব্যক্তি বা দলগত স্বার্থ, গতানুগতিকতা প্রভৃতি পরিহার করিয়া এবং সর্বপ্রকারের সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের অনুসন্ধান করিতে হইবে।

পর্যবেক্ষণই হইল বেকনের দার্শনিক পদ্ধতির মূলকথা। এই পদ্ধতি অনুসারে সকল পর্যবেক্ষিত তথ্য একত্র করিয়া পরে ইহাদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিতে হইবে এবং তাহার মারফত একটি সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে; বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি হইতে একটি সার্বভৌমিক বা সর্বব্যাপক তত্ত্ব বাহির করিয়া তাহার আলোচনা করাই দর্শনের কর্তব্য।

Balance of Power : শক্তিসাম্য।

ইউরোপীয় মহাদেশের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে দীর্ঘকালের প্রচলিত ধারণা যে, এক রাষ্ট্রজোটের শক্তি অপর রাষ্ট্রজোটের শক্তির সমান হওয়া চাই, তাহা হইলেই কোন এক রাষ্ট্রজোট সমগ্র ইউরোপ, তথা পৃথিবীর উপর আর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিবে না এবং তাহার ফলে শান্তি অব্যাহত থাকিবে। গত পাঁচ শতাব্দীকাল ধরিয়া বৃটেন এই ভাবে শক্তিসাম্য রক্ষার নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। ১৮৭১ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ শান্তির সময়ে দুইটি রাষ্ট্রজোটের দ্বারা এই শক্তিসাম্য রক্ষিত হইয়াছিল। উক্ত দুইটি জোটের একটি ছিল জার্মানী-অস্ট্রিয়া-ইতালীর জোট (The Triple Alliance) এবং অপরটি ছিল বৃটেন-ফরাসী-রুশিয়ার জোট (The Triple Entente)। সকল সময় বৃটেন চাহিত যে, মধ্যস্থ হিসাবে থাকিয়া সে-ই ইউরোপ, তথা সমগ্র পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব করিবে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানী বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিলে বৃটেন ভীত হইয়া ফরাসীদেশ ও রুশিয়ার জোটে যোগদান করে এবং এই তিন শক্তি একত্রে মিলিয়া প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীকে

পরাজিত ও শক্তিসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর একদিকে ফরাসীদেশের প্রাধান্য ও অপরদিকে রুশিয়ার সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের দ্রুত অগ্রগতির ভয়ে ভীত হইয়া শক্তিসাম্য রক্ষার জন্য বৃটেন আবার জার্মানীকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার নীতি গ্রহণ করে। জার্মানী বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিলে তাহাকে প্রধানতঃ রুশিয়ার উপর লেলাইয়া দিবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাহার ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং জার্মানীর পরাজয়ের মধ্য দিয়া আবার শক্তিসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

Balance-sheet : উদ্বৃত্তপত্র।

যে হিসাব-পত্রে সংক্ষেপে মোট আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখান হয় তাহাকে 'উদ্বৃত্তপত্র' বলে। ইহা হইল কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বা সংস্থার আর্থিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণপত্র।

Bandung Conference : বান্দুং সম্মেলন। [Asian-African Conference দ্রষ্টব্য]

Bank : 'ব্যাঙ্ক'; অধিকোষ; আর্থিক লেন-দেন প্রতিষ্ঠান; মুদ্রার কারবারী প্রতিষ্ঠান।

যেখানে টাকা গচ্ছিত রাখা হয় এবং যেখান হইতে টাকার আদান-প্রদান হইয়া থাকে। ব্যাঙ্কের কাজ হইল টাকা গচ্ছিত রাখা ও ঋণ দেওয়া। সাধারণ মানুষ তাহাদের সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে গচ্ছিত রাখিতে পারিবে এবং প্রয়োজনমত সহজেই আবার তুলিয়া লইতে পারিবে, আর ব্যাঙ্কও অপরকে ঋণ দিয়া সুদবাবদ কিছু আয় করিতে পারিবে—এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই আধুনিক ব্যাঙ্কের সৃষ্টি। অবশ্য যাহারা ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখে তাহারাও কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য সুদ পাইয়া থাকে। সংক্ষেপে বলিলে, ব্যাঙ্ক অল্প সুদে টাকা ঋণ নেয় এবং বেশী সুদে টাকা ঋণ দেয়। ব্যাঙ্ক উহার এই মূল কাজের সহিত পরে ব্যবসায়-বাণিজ্যের লেন-দেনের সুবিধার জন্য 'হুণ্ডি' বা 'বিল' (Bill of Exchange) ক্রয়-বিক্রয়ের কাজও আরম্ভ করিয়াছে।

ব্যাঙ্কে দুইভাবে টাকা গচ্ছিত রাখা যায়; যেমন চলতি হিসাব (Current Account) ও স্থায়ী আমানত (Fixed Deposit)। চলতি হিসাবে টাকা গচ্ছিত রাখিলে তাহা যে-কোন সময় চেক কাটিয়া তুলিয়া লওয়া যায় এবং সাধারণতঃ সেক্ষেত্রে কোন সুদ দেওয়া হয় না। কিন্তু স্থায়ী আমানতে টাকা রাখিলে উহা তুলিবার জন্য পূর্বে নোটিস দিতে হয়। ব্যাঙ্কের সকল টাকা সকল সময় ব্যাঙ্কেই মজুদ থাকে না, ব্যাঙ্কের সকল টাকার কেবল একটা ক্ষুদ্র অংশ প্রাত্যহিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ব্যাঙ্কে রাখা হয়, একটা অংশ (সাধারণতঃ শতকরা ২৫ ভাগ) গচ্ছিত থাকে সরকারী রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এবং বেশীর ভাগ টাকা উপযুক্ত জামিন রাখিয়া অপরকে (সাধারণতঃ কোন ব্যবসায়ী বা শিল্প-সংস্থাকে) ঋণ দেওয়া হইয়া থাকে।

বর্তমানকালে নানা প্রকারের ব্যাঙ্ক দেখা দেখা যায়; যেমন (১) 'আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক' (International Bank)—এই ব্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক লেন-দেন সম্পন্ন করে; (২) 'রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক' (State Bank)—এই ব্যাঙ্কের মারফত কোন রাষ্ট্র নিজ দেশের আর্থিক ও মুদ্রা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে; (৩) অংশীদারী ব্যাঙ্ক (Joint Stock Company)—অনেক লোক শেয়ার কিনিয়া এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে; (৪) 'সেভিংস্ ব্যাঙ্ক' (Savings Bank) —সাধারণতঃ পোস্ট অফিসেই 'সেভিংস্ ব্যাঙ্ক' থাকে, কিন্তু এই ব্যাঙ্কে কেবল টাকা গচ্ছিত রাখা হয়, সাধারণ ব্যাঙ্কের অন্যান্য কাজ এখানে হয় না। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরিক হিসাব মিটাইবার জন্য 'ক্লিয়ারিং হাউস' থাকে। অংশীদারী ব্যাঙ্কেই সাধারণ লোক তাহাদের টাকা গচ্ছিত রাখে এবং কেহ ইচ্ছা করিলে এই ব্যাঙ্কে মূল্যবান

অলঙ্কার, মণিমুক্তা প্রভৃতি নিরাপত্তার জন্য গচ্ছিত রাখিতে পারে।

ব্যাঙ্কের ইতিহাস ঃ

বর্তমানকালে আমরা যে ধরনের ব্যাঙ্ক দেখিতে পাই তাহা প্রথম ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের আমস্তার্দম নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাঙ্কের নাম 'আমস্তার্দম ব্যাঙ্ক' (Bank of Amstardam)। 'ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে। ইহার পূর্বে ইংলণ্ডে (এবং অন্যান্য স্থানেও) ব্যাঙ্কের কয়েকটি কাজ স্বর্ণকারদের দ্বারা পরিচালিত হইত। প্রথমে দেশের লোকেরা নিরাপত্তার জন্য তাহাদের মূল্যবান অলঙ্কারাদি স্বর্ণকারের দোকানে গচ্ছিত রাখিত এবং এইজন্য স্বর্ণকারগণ সুদ পাইত। পরে টাকা লগ্নি করা যখন লাভ-জনক ব্যবসায় হিসাবে দেখা দিল তখন স্বর্ণকারগণই লোকের নিকট হইতে টাকা ও অলঙ্কারাদি রাখিয়া ঐ টাকা অপরকে ঋণ দিয়া সুদ লইত। স্বর্ণকারগণ যাহাদের নিকট হইতে টাকা গচ্ছিত রাখিত তাহাদের ঐ গচ্ছিত টাকার জন্য রসিদ দিত। সেই রসিদই আবার ব্যবসায়ের লেন-দেনের 'মাধ্যম' (Medium) হিসাবে ব্যবহৃত হইত। অনেকের ধারণা যে, স্বর্ণকারদের দ্বারা এই প্রকার রসিদ দিবার নিয়ম হইতেই পরে ব্যাঙ্ক কর্তৃক 'নোট' বাহির করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

পৃথিবীর প্রথম ব্যাঙ্ক হল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ইংলণ্ডেই ঘটিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের সর্বত্র বহু ছোট-বড় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত এই সকল ব্যাঙ্ক শৃঙ্খলাহীন ও অসংগঠিত-ভাবে টাকার লেন-দেন পরিচালনা করে। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট একটি আইন করিয়া ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পথ বন্ধ করিয়া দেয়। ইহার কিছুদিন পরেই কারবারের অংশীদারদের সীমাবদ্ধ দায়িত্ব (Limited Liability) বিধিবদ্ধ হয়। ক্রমশঃ ব্যাঙ্কগুলি এই আইনের ভিত্তিতে 'সীমাবদ্ধ দায়িত্বসম্পন্ন কোম্পানী'রূপে (Limited Liability Company) ঐক্যবদ্ধ হইতে থাকে। ইহার ফলে সাধারণ লোকেরও সুবিধা হয়; কারণ ছোট ছোট ব্যাঙ্ক আকস্মিকভাবে 'ফেল' পড়িত বা কারবার গুটাইয়া লইত, কিন্তু ব্যাঙ্কগুলি ঐক্যবদ্ধ হইবার পর সেই ভয় বহুলাংশে হ্রাস পাইল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ব্যাঙ্কগুলি আরও ঐক্যবদ্ধ হইতে লাগিল এবং মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইংলণ্ডের দুই-একটি ব্যতীত সকল ব্যাঙ্ক ঐক্যবদ্ধ হইয়া 'মিডল্যাণ্ড', 'লয়েডস্', 'বার্ক্লেস্', 'ওয়েস্টমিন্স্টার' ও 'ন্যাশনাল প্রোভিন্সিয়াল' এই পাঁচটি মাত্র সুবৃহৎ ব্যাঙ্কে পরিণত হইল।

উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যাঙ্কের কাজের আর একটি বিশেষ উন্নতি ঘটে। ইহা হইল চেক-এর (Cheque) প্রচলন। চেক প্রকৃতপক্ষে 'হুণ্ডি' বা 'বিল অফ এক্সচেঞ্জ' এরই নামান্তর। ইহা আজকাল সর্বত্র বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা এক ব্যক্তির নিকট হইতে টাকা অন্য ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা হইয়া থাকে।

মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে ব্যাঙ্ক ঃ

মার্ক্সীয় অর্থনীতি অনুসারে, ব্যাঙ্ক হইল মুদ্রা-মূলধনের (Money-capital) কারবারী প্রতিষ্ঠান। ব্যাঙ্কের কারবার একটা বিশেষ ধরনের পণ্য লইয়া। মুদ্রাই সেই বিশেষ ধরনের পণ্য। ব্যাঙ্কের মূল কাজ হইল টাকার লেন-দেনের ব্যাপারে একজন মধ্যবর্তী লোকের কাজের মত। সেই মধ্যবর্তী লোকের কাজ করিতে গিয়া ব্যাঙ্ক নিষ্ক্রিয় মূলধনকে সক্রিয় করিয়া তোলে, অর্থাৎ সঞ্চিত অর্থকে মূলধনে পরিণত করে। কারণ, ব্যাঙ্ক হইতে কাহাকেও ঋণ দিবার পরেই সেই টাকা মূলধন হিসাবে সক্রিয় হয়। ব্যাঙ্কগুলি সেই ঋণের বাবদ সুদ পায়।

সাধারণতঃ এই সুদই ব্যাঙ্কের আয়। ব্যাঙ্কের কাজ যতই বাড়িয়া যায়, ততই সেই কাজ মুষ্টিমেয় ব্যাঙ্কের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, এবং ততই ব্যাঙ্কগুলি শক্তিশালী একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের আকার ধারণ করে। ব্যাঙ্কগুলি ক্রমশঃ ঋণ দিয়া দেশের মূলধনীদের (Capitalists) ও ছোট-বড় ব্যবসায়ীদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। কিন্তু এখানেই উহারা ক্ষান্ত হয় না, উহারা বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ দিয়া অন্যদেশের উৎপাদনের উপকরণ এবং কাঁচা মালের সরবরাহ-ব্যবস্থার উপরেও উহাদের প্রভুত্ব বিস্তার করে। অন্য দিকে ব্যাঙ্কগুলি যখন একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, তখন ছোট ছোট ব্যাঙ্ক উঠিয়া যায় অথবা বড় ব্যাঙ্কের সহিত মিশিয়া যায়।

[Finance Capital দ্রষ্টব্য]

Bank-discount : ব্যাঙ্কের বাট্টা।

[Discount শব্দ দ্রষ্টব্য]

Bankrupt : দেউলিয়া।

যে ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধে অসমর্থ বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণা তাহার নিজের ইচ্ছায় অথবা ঋণদাতাদের দ্বারা আদালতের মারফত করা হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে যে আইন প্রচলিত আছে তাহার উদ্দেশ্য হইল ঋণী ব্যক্তির সম্পত্তি রক্ষা করা এবং তাহা ঋণদাতাদের মধ্যে ঋণের অনুপাতে ভাগ করিয়া দেওয়া। এইভাবে ঋণী ব্যক্তির সম্পত্তি ঋণদাতাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবার পর ঋণী ব্যক্তিকে ঋণের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কিন্তু কোন সঙ্গত কারণ থাকিলে সম্পত্তি বণ্টনের পরেও ঋণী ব্যক্তিকে আদালত ঋণের দায় হইতে অব্যাহতি নাও দিতে পারে। আর ঋণের দায় হইতে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত সে নিজের নামে ব্যবসায় বা লেন-দেন করিতে পারে না। অধিকন্তু কোন জালিয়াতি করিলে অথবা যথাযথ হিসাব না রাখিলে সেই ব্যক্তি শাস্তিও পাইতে পারে।

Barbarism : বর্বরযুগ ; বর্বরতা।

বর্বরযুগ সমাজের ক্রমবিকাশের একটি স্তর। অসভ্য যুগ ও সভ্য যুগ এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সময়কে বর্বরযুগ বলা হয়। অসভ্য যুগের শেষভাগে যখন মাটির বাসন তৈরী হয় তখন হইতেই এই যুগের আরম্ভ। এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল পশুপালন ও কৃষিকার্যের আরম্ভ। এই যুগের শেষভাগে খনিজ লৌহ ও প্রস্তর গলান, পশুদুগ্ধের ব্যবহার, মাংসের জন্য বিশেষ ধরনের পশুপালন ও পাথরের টুকরার উপর লেখার জন্য অক্ষরের আবিষ্কার হয়। এই সকল আবিষ্কারের সময় হইতেই এই বর্বরযুগের শেষ ও পরবর্তী মধ্যযুগের আরম্ভ হয়।

(ফ্রেড্‌রিখ্‌ এঙ্গেল্‌স্‌-এর *Origin of Family* হইতে গৃহীত।)

Barter : (মুদ্রাহীন) পণ্য-বিনিময়।

একটি পণ্যের পরিবর্তে আর একটি পণ্য গ্রহণ করা। ইহাই ছিল পণ্যোৎপাদনের প্রথম স্তরের বিনিময়-ব্যবস্থা। ইহাতে মুদ্রার প্রয়োজন হইত না। সমাজে মুদ্রা বা অন্য কোন সাধারণ তুল্য দ্রব্যের প্রচলনের পূর্বে বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে সরাসরি বিনিময় হইত ; যেমন, এক ব্যক্তি একখানা কাপড় তৈরি করিয়া উহার পরিবর্তে চাউল পাইবার জন্য বাজারে গেল, অন্য ব্যক্তি চাউল লইয়া কাপড়ের জন্য বাজারে গেল এবং এই দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইলে তাহারা নিজ নিজ দ্রব্য বদল করিয়া প্রয়োজন মিটাইল। মার্ক্‌সীয় অর্থনীতিতে এই পণ্য-বিনিময় ব্যবস্থাকে বলা হয় 'নিয়মিত পণ্য-বিনিময়ের প্রথমতম রূপ' (Earliest Form of Regular Commodity Exchange)। পরে যে প্রকারে পণ্যের প্রচলন শুরু হয় তাহা হইতে এই প্রথমতম বিনিময়-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক ; কারণ, পরে পণ্যের প্রচলনের সময় প্রথমে একটা সাধারণ তুল্য পণ্যের (General Equivalent) মাধ্যমে পণ্য-বিনিময় আরম্ভ হয়, তারপর

সাধারণ তুল্য পণ্য হিসাবে মুদ্রার (Money) সৃষ্টি হয়।

Base : ভিত্তি ; মূল ; বনিয়াদ।

কোন বস্তু, গঠন বা কাঠামো, অথবা ব্যাপক সংগঠন যে ভিত্তি বা মূলের উপর দাঁড়াইয়া ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিয়া যায়। কোন ব্যাপক সংগঠনের (রাজনৈতিক বা সামাজিক সংগঠনের) নিম্নতম কমিটি বা অংশগুলিই উহার ভিত্তি বা মূল। সেই প্রকারের সংগঠন এই ভিত্তি বা মূল হইতে উপরের দিকে উচ্চতম বা কেন্দ্রীয় কমিটি পর্যন্ত বিস্তৃত।

Basic Structure : মূল গঠন ; মূল কাঠামো। [Structure শব্দ দ্রষ্টব্য]

Basic Wage : মূল মজুরি।

[Wage শব্দ দ্রষ্টব্য]

Bastille : বাস্তিল দুর্গ।

ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারী নগরীতে অবস্থিত ইতিহাস-বিখ্যাত দুর্গ। ইহাতে রাজনৈতিক বন্দীদের আটক রাখা হইত। ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) প্রারম্ভে বিপ্লবী জনতা বাস্তিলদুর্গ অবরোধ করে। তাহারা ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই উক্ত দুর্গ-কারাগার অধিকার করিয়া উহা ভূমিসাৎ করিয়া ফেলে। বাস্তিলদুর্গের পতনই যুগান্ত-কারী ফরাসী বিপ্লবের আরম্ভ সূচনা করে।

Belligerent : যুদ্ধমান বা যুদ্ধরত (জাতি)।

যে জাতি, রাষ্ট্র বা দল যুদ্ধে লিপ্ত থাকে তাহাদের এই নামে অভিহিত করা হয়।

Bengal Renaissance : বঙ্গের নব-যুগারম্ভ ; বাংলার নবজাগৃতি ; বঙ্গীয় 'রেনেশাঁস'।

[Renaissance শব্দ দ্রষ্টব্য]

Benthamism : বেন্থামের দার্শনিক মতবাদ—'হিতবাদ' বা 'উপযোগিতাবাদ'।

জেরিমি বেন্থাম-এর (১৭৪৮-১৮৩২) দার্শনিক মত। এই মত অনুসারে সমাজের অধিকতম মানুষের অধিকতম সুখ বিধানই নীতিশাস্ত্রের মূল অনুশাসন। বেন্থামের এই দার্শনিক মতের নাম 'হিতবাদ' বা 'উপযোগিতাবাদ' (Utilitarianism)।

[Utilitarianism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Berkeleian Philosophy : বার্কলের দার্শনিক মত।

আয়ার্ল্যাণ্ডের জর্জ বার্ক্‌লে-এর (George Berkeley, 1684-1752) দার্শনিক মত। ইনি ভাববাদী (Idealist) দার্শনিক। ইঁহার দার্শনিক মত বাস্তব জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। ইঁহার মতে, আমরা যে বিশ্ব দেখিতে পাই এবং স্পর্শ দ্বারা অনুভব করি তাহার কোন অন্য-নিরপেক্ষ স্বাধীন অস্তিত্ব নাই ; যে বিশ্ব আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহের গোচরীভূত হয় তাহার অস্তিত্ব কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপরেই নির্ভর করে, অর্থাৎ আমরা অনুভব না করিলে ইহার অস্তিত্বের কোন প্রশ্নই উঠিত না। [Idealism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Bi-lateral Agreement : দ্বিপাক্ষিক চুক্তি।

দুই দেশ, দুই পার্টি বা দলের মধ্যে যে চুক্তি হয়।

Bill of Exchange : হুণ্ডি ; বিল।

পণ্য ক্রয়-বিক্রয় বাবদ প্রাপ্য টাকা দিবার বরাতী পত্র। পণ্য ক্রয়-বিক্রয় বাবদ অপরের প্রাপ্য টাকা শোধ করিবার প্রতিশ্রুতি পত্র। দৃষ্টান্ত : **ক খ**-এর নিকট টাকা পায়। **ক গ**-এর নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করিয়া **গ**-কে ঐ পণ্যের দাম নির্দিষ্ট তারিখে মিটাইয়া দিবার জন্য **খ**-এর নিকট লিখিত নির্দেশ দেয়। **ক** কর্তৃক **খ**-এর নিকট লিখিত নির্দেশ-পত্রকেই 'হুণ্ডি' বলা হয়। ইহা ব্যাঙ্কের মারফত দুই ব্যক্তির লেন-দেনের অনুরূপ। এই হুণ্ডির মারফত বিভিন্ন দেশের মধ্যেও কারবার চলে। ১১৬০ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের ইহুদীরা প্রথম ইহার ব্যবহার আরম্ভ করে।

Bi-metalism : দ্বি-ধাতুমান ; দুই ধাতুর মুদ্রা-পদ্ধতি।

স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুনির্মিত মুদ্রার ব্যবহার-পদ্ধতি। যে মুদ্রা-ব্যবহারের পদ্ধতিতে পরস্পরের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারিত দুইটি ধাতু (সাধারণতঃ স্বর্ণ ও রৌপ্য) ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Blanquism : ব্লাঁকুইবাদ।

ফরাসী বিপ্লবী লুই অগাস্ট ব্লাঁকুই-এর (১৮০৫—৮১) মতবাদ। ইনি ছিলেন বিপ্লববাদী। কিন্তু ইনি সমাজবাদের প্রতি অনুরক্ত থাকিলেও শ্রেণী-সংগ্রাম অস্বীকার করিতেন এবং মনে করিতেন যে, মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীদের ষড়যন্ত্রমূলক ক্রিয়াকলাপের দ্বারাই ধনতান্ত্রিক শোষণ হইতে মানবের মুক্তি সম্ভব হইবে এবং ইহার জন্য শ্রমিকের শ্রেণী-সংগ্রামের কোন প্রয়োজন হইবে না। এই মতবাদের জন্য মার্ক্‌স্‌বাদীরা তাঁহার তীব্র সমালোচনা করিলেও তাঁহারা তাঁহাকে একজন বিপ্লবী যোদ্ধা হিসাবে শ্রদ্ধা করেন।

Blockade : সমুদ্রাবরোধ।

সমুদ্রপথে শত্রু-দেশের জাহাজ চলাচল ও সরবরাহ-ব্যবস্থা অচল করিবার জন্য শত্রু-দেশের সমুদ্রোপকূলে অবরোধ সৃষ্টি। যে সকল দেশকে বৈদেশিক সরবরাহের উপর নির্ভর করিতে হয় কেবল তাহাদের বিরুদ্ধেই এই অবরোধ-ব্যবস্থা কার্যকরী হইতে পারে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কেবলমাত্র শত্রু-দেশের বিরুদ্ধেই ইহা প্রয়োগ করা চলে, কোন নিরপেক্ষ দেশের বিরুদ্ধে ইহা প্রয়োগ করা বে-আইনি।

Body Politic : রাষ্ট্র; রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত সমাজ বা সম্প্রদায়।

Boer Wars : বুয়র-যুদ্ধ; প্রথম ও দ্বিতীয় বুয়র-যুদ্ধ।

১৮৮০-৮১ খৃষ্টাব্দে ও ১৮৯৯-১৯০২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-আফ্রিকার ট্রান্‌স্‌ভালের বুয়রদের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ট্রান্‌স্‌ভালের অধিবাসী বুয়রগণ ট্রান্‌স্‌ভালকে একটি সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিলে ইংরেজরা এই দেশ আক্রমণ করে। এই প্রথম যুদ্ধে ইংরেজগণ পরাজিত হইয়া ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। এই সন্ধি-পত্রে ইংরেজগণ ট্রান্‌স্‌ভালের স্বাধীনতা স্বীকার করে। দ্বিতীয় বুয়র-যুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে। ইংরেজগণ পূর্বসন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া ট্রান্‌স্‌ভাল আক্রমণ করে। অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট ট্রান্‌স্‌ভালের পক্ষে যোগদান করে। প্রথমে ইংরেজগণ হারিয়া যায়, কিন্তু পরে শক্তি সঞ্চয় করিয়া ঐ দুইটি স্থান দখল করে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আবার সন্ধি হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ট্রান্‌স্‌ভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট সংযুক্ত করিয়া 'দক্ষিণ-আফ্রিকা য়ুনিয়ন' গঠিত হয় এবং এই য়ুনিয়নকে স্বায়ত্তশাসন দান করা হয়।

Bolsheviks (Bolsheviki) : বোলশেভিকদল।

'বোলশেভিক্‌স্‌' শব্দটির উৎপত্তি রুশ ভাষার *Bolshinstvo* শব্দ হইতে। ইহার অর্থ হইল 'সংখ্যাধিক'।

'রুশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি'র দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯০৩ খৃষ্টাব্দে) লেনিনের মতের সমর্থনকারী সংখ্যাধিক দল। এই দল সেই কংগ্রেস হইতে লেনিনের নেতৃত্বে 'রুশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি (বোলশেভিক্)' নামে পরিচিত হয়। তারপর লেনিনের নেতৃত্বে পরিচালিত এই দলটিই ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে 'রুশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (বোলশেভিক্)' এই নাম গ্রহণ করে এবং সর্বশেষে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে 'সোবিয়েৎ য়ুনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বোলশেভিক্)' নাম গ্রহণ করে।

Bolshevism : বোলশেভিক্‌বাদ।

রুশিয়ার বোলশেভিক্ পার্টির ইতিহাস, মতবাদ, কর্মপন্থা ও ঐতিহাসিক সাফল্যকে সমগ্রভাবে 'বোলশেভিক্‌বাদ' বলা হয়। 'বোলশেভিক্‌বাদ' শব্দটির আন্তর্জাতিক তাৎপর্য এই যে, ইহা অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সম্মুখে কর্ম-

কৌশলের আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। এই ভাবে 'বোলশেভিক্' ও 'বোলশেভিক্‌বাদ' শব্দ দুইটি পৃথিবীর কমিউনিস্টদের নিকট একটা বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিয়াছে ; যেমন, যখন বলা হয়, 'কমিউনিস্ট পার্টির বোলশেভিকীকরণ', তখন উহার অর্থ এই যে, কোন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সোবিয়েৎ য়ুনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বোলশেভিক্) সেই সকল গুণসমূহ ও নেতৃত্ব, সাহস, যোগ্যতার আদর্শ এবং সংগ্রামে এই পার্টির দ্বারা ব্যবহৃত সকল নীতি ও কৌশলের উপর পূর্ণ অধিকার ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে।

Bourgeoisie : বুর্জোয়াশ্রেণী ; মূলধনীশ্রেণী।

ফরাসী ভাষার একটি শব্দ, ফরাসী ভাষায় ইহার অর্থ 'নাগরিক শ্রেণী' (Citizen Class), মূল অর্থে 'সম্পত্তির মালিক'। মার্ক্‌স্‌বাদীরা এই শব্দটি ভূমির মালিক ব্যতীত অপর সকল সম্পত্তির মালিকদের বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করেন ; যেমন, মূলধনী, কারখানার মালিক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি। বুর্জোয়াদের দুইটি ভাগে ভাগ করা হয় : বড় বুর্জোয়া ও ছোট বা 'পেতি বুর্জোয়া' (Petty Bourgeoisie)। বড় বড় শিল্প, ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ের মালিকদের বলা হয় বড় বুর্জোয়া, আর স্বাধীন হস্তশিল্পী, দোকানদার প্রভৃতিদের বলা হয় ছোট বুর্জোয়া।

মার্ক্‌সীয় ভাষায় "বুর্জোয়া বলিতে সম্পত্তির মালিককে বুঝায়। সমস্ত সম্পত্তি একত্রে ধরিলে উহার মালিকদের সমগ্রভাবে বলা হয় বুর্জোয়াশ্রেণী। একজন বড় বুর্জোয়া হইল বড় সম্পত্তির মালিক ও একজন ছোট বুর্জোয়া ছোট সম্পত্তির মালিক।"

(V. I. Lenin : *To the Rural Poor.*)

বুর্জোয়াশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে মার্ক্‌স্‌বাদীদের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

"বুর্জোয়াশ্রেণী সকল সময়ে ও সর্বত্র তৎকালীন সামাজিক অবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে।...বুর্জোয়াশ্রেণী সকল সময়ে ও সর্বত্র 'জনসাধারণ'-এর নামে সামন্ততান্ত্রিক ভূসম্পত্তি ও অন্যান্য মধ্যযুগীয় প্রতিষ্ঠানের ঘুণেধরা কাঠামোর বিরোধিতা করিয়াছে। সেই সময়ে জনগণের মধ্যে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব বিকাশলাভ করে নাই। ইউরোপের পশ্চিম অঞ্চল ও রুশিয়া এই উভয় ক্ষেত্রেই তাহাদের এই বিরোধিতা ছিল সম্পূর্ণ সঙ্গত। কারণ, যেসব প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করা হইত সেই সব প্রতিষ্ঠান সকল মানুষের পক্ষেই বাধাস্বরূপ হইয়া

(V. I. Lenin : *Materialist Conception of History.*)

(সাধারণতঃ বড় বুর্জোয়ারাই দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো ও নীতির উপর প্রভাব খাটাইয়া থাকে ; আর ছোট বা ক্ষুদে-বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অপ্রধান, তাহারা বড় বুর্জোয়াদের অনুসরণ করিতে বাধ্য হয়।)

সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণীকে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয় :

Industrial Bourgeois : শিল্পপতি বুর্জোয়া ; শিল্পীয় বুর্জোয়া।

যে মূলধনী মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে শিল্পে মূলধন নিয়োগের দ্বারা বাজারে বিক্রয়ের জন্য পণ্য উৎপাদন করে তাহাদের শিল্পপতি বুর্জোয়া বা শিল্পীয় বুর্জোয়া বলে।

Commercial Bourgeois : ব্যবসায়ী

যে মূলধনী প্রধানতঃ পণ্য বণ্টন বা প্রচলনের (Circulation) কাজে মূলধন নিয়োগ করে তাহারা হইল ব্যবসায়ী বুর্জোয়া। শিল্পের সহিত সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত না থাকিলেও ইহারা বুর্জোয়া-শ্রেণীরই একটা অচ্ছেদ্য অংশ।

Compradore Bourgeois : দালাল বুর্জোয়া ; মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া।

বড় বুর্জোয়াদের যে অংশটা বিদেশী ব্যবসায়ীদের দালাল বা গোমস্তা হিসাবে কাজ করে তাহাদের এই নাম দেওয়া হয়। উপনিবেশ, অর্ধ-উপনিবেশ ও যে সকল স্বাধীন দেশ আর্থিক দিক হইতে দুর্বল, সেই সকল দেশে বড় বুর্জোয়াদের একটা অংশ নিজেদের দেশে বিদেশী ব্যবসায়ীদের পণ্য বিক্রয় ও তাহাদের কলকারখানার জন্য কাঁচামাল সরবরাহের এজেন্ট বা গোমস্তা হিসাবে কাজ করে এবং এই কাজের মারফত একটা মোটা টাকা মুনাফা করে। ইহারা সাধারণতঃ প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। ইহাদের সহযোগিতার ফলে ইহাদের নিজ দেশে বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের শোষণ দৃঢ় হয় ; ইহারা ইহাদের বৈদেশিক প্রভুদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাহাদের নির্দেশে নিজ-দেশের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে, আর স্বদেশের শিল্প-প্রসারে বাধা দেয়। এইজন্যই ইহাদের বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল অংশ বলা হয়। এই কথাটি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নায়ক ও চীন-সাধারণতন্ত্রের বর্তমান প্রেসিডেণ্ট মাও সে-তুঙ প্রাক্-চীনবিপ্লব যুগের চীনের অর্থ-নৈতিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন।

Bourgeois Democracy : বুর্জোয়া গণতন্ত্র। [Democracy শব্দ দ্রষ্টব্য]

Bourgeois Democratic Revolution : বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব।
[Revolution শব্দ দ্রষ্টব্য]

Bourgeois Economy : বুর্জোয়া অর্থনীতি।
[Political Economy দ্রষ্টব্য]

Boxer Rebellion : বক্সার-বিদ্রোহ।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে চীনের কৃষকদের বিদ্রোহ। এই ঐতিহাসিক বিদ্রোহ আরম্ভ হয় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে। মুষ্টিবদ্ধ কব্জি (Boxing-এর মত) ছিল বিদ্রোহী-দের প্রতীক-চিহ্ন। এই প্রতীক-চিহ্ন হইতেই বিদ্রোহীদের 'বক্সার' (Boxer) ও তাহাদের বিদ্রোহকে 'বক্সার বিদ্রোহ' বলা হয়। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা সমবেত হইয়া একটি বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্রোহ দমন করে।

Boycott : বর্জন ; বয়কট।

এই শব্দটি দ্বারা সমাজচ্যুতি, সম্পর্কচ্ছেদ, পরিবর্জন, বহিষ্কার, বিদেশী পণ্য বর্জন, ব্যবসায়-সম্পর্কিত সম্বন্ধ ছেদ প্রভৃতি বুঝায়। ক্যাপ্টেন বয়কট নামক আয়ার্ল্যাণ্ডের একজন অত্যাচারী ভূস্বামীর বিরুদ্ধে তাহার প্রতিবেশিগণ এইরূপ ব্যবহার করিয়াছিল। সেই হইতে ক্যাপ্টেন বয়কটের নাম অনুসারে উপরোক্ত অর্থে 'বয়কট' কথাটি প্রচলিত হইয়াছে। পরে বয়কট শব্দটি একটি বিশেষ রাজনৈতিক অর্থ গ্রহণ করে। সর্বপ্রথম চীনদেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে বিদেশী পণ্য বর্জন (বয়কট) করা হয়। ভারতবর্ষে প্রথম বয়কট-আন্দোলন আরম্ভ হয় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। শোনা যায়, ভারতের তৎকালীন জাতীয় নেতৃত্ব চীনের দৃষ্টান্ত হইতেই ইহা গ্রহণ করেন।

British Commonwealth : বৃটিশ কমনওয়েলথ। [British Empire ও Commonwealth of Nations দ্রষ্টব্য।]

British Empire : বৃটিশ সাম্রাজ্য।

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, অর্থাৎ গ্রেট বৃটেন ও উত্তর-আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজার অধীনস্থ দেশ ও অঞ্চলসমূহ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। সেই সময় পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল ১ কোটি ৩২ লক্ষ ৯০ হাজার বর্গমাইল, অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ ; আর এই সাম্রাজ্যের লোক-সংখ্যা ছিল ৪৮ কোটি ৭০ লক্ষ,

সমগ্র পৃথিবীর লোক-সংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কয়েকটি দেশ (যেমন, ভারতযুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি) পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করায় ইহার আয়তন ও লোক-সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা হইত: (১) বৃটিশ যুক্তরাজ্য, অর্থাৎ গ্রেট বৃটেন ও উত্তর-আয়র্ল্যাণ্ড; (২) স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত দেশসমূহ (Dominions), যথা—কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্মেলন, আইরিশ ফ্রী স্টেট (দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ড), নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড (১৯৩৩ সালে ইহার স্বায়ত্তশাসনাধিকার হরণ করা হয়); (৩) ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ; (৪) বিভিন্ন প্রকারের উপনিবেশ, যেমন—বৃটিশ-রাজের সাক্ষাৎ শাসনাধীন দেশ (Crown Colony), আশ্রিত দেশ (Protectorates), জাতি-সংঘ হইতে শাসনাধিকার-প্রাপ্ত দেশ (Mandated Territories)।

পূর্বে এই সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যকে 'বৃটিশ কমনওয়েলথ অফ নেশনস্' নামেও অভিহিত করা হইত। কিন্তু পরে এই কথাটি একটি বিশেষ অর্থ গ্রহণ করে। [Commonwealth of Nations শব্দ দ্রষ্টব্য।]

স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশ বা 'ডোমিনিয়ন গুলিও প্রথমে বৃটিশ-রাজেরই অধীনস্থ উপনিবেশ ছিল। কিন্তু পরে সেইগুলি প্রকৃত স্বাধীন রাষ্ট্রের অবস্থা লাভ করে। ১৯২৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত বৃটিশ পার্লামেন্টের উপরেই সমগ্র সাম্রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়নের ভার ছিল এবং সেখান হইতেই 'ডোমিনিয়ন'গুলির শাসনতন্ত্র ও অধিকার প্রভৃতি স্থিরীকৃত হইত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতেই 'ডোমিনিয়ন'গুলি এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য দাবি তুলিতেছিল। অবশেষে ১৯২৬ সালে অনুষ্ঠিত সাম্রাজ্য-সম্মেলনে (Imperial Conference) বৃটিশ যুক্তরাজ্য ও 'ডোমিনিয়ন'-গুলিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সমমর্যাদাসম্পন্ন স্বায়ত্তশাসিত দেশ বলিয়া এবং উক্ত দেশগুলিকে আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক—এই উভয় বিষয়েই সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ১৯৩১ সালের সাম্রাজ্য-সম্মেলনে 'ডোমিনিয়ন'গুলি বৃটিশ পার্লামেন্টের সকল কর্তৃত্ব হইতে মুক্তিলাভ করে। এই সময় হইতে এই সকল 'ডোমিনিয়ন' সম্বন্ধে বৃটিশ পার্লামেন্টের আইন তৈরি করিবার সকল অধিকার লোপ পায়। এই সম্পর্কিত আইন '১৯৩১ সালের ওয়েস্টমিনস্টার আইন' (Statute of Westminster, 1931) নামে খ্যাত। 'ওয়েস্টমিনস্টার আইন'-এ 'ডোমিনিয়ন'গুলিকে 'বৃটিশ কমনওয়েলথ'-এর মধ্যে 'স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। বর্তমানে 'ডোমিনিয়ন'-গুলি বৃটিশ যুক্তরাজ্যের রাজাকেই নিজেদের রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহারা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে নিজস্ব পার্লামেন্ট ও সরকার কর্তৃক শাসিত হইয়া থাকে। যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারেও ইহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন।

পূর্বে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালে ভারত যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান—এই দুই অংশে ভাগ হইয়া ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ভারত যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করিলেও বৃটিশ-রাজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়া 'কমনওয়েলথ'-এর সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছে। [Commonwealth of Nations ও Commonwealth শব্দ দ্রষ্টব্য]

Bronze-Age: ব্রোঞ্জ-যুগ।
[Civilization শব্দ দ্রষ্টব্য]

Budget : বাজেট।

আইনসভায় অর্থমন্ত্রী আগামী বৎসরের আয়-ব্যয়ের যে আনুমানিক হিসাব আইন-সভার অনুমোদনের জন্য পেশ করেন তাহাকে বাজেট বলা হয়। আধা-সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও এই প্রকার 'বাজেট' তৈরি করিতে পারে।

Buffer-State : মধ্যবর্তী রাষ্ট্র।

দুইটি শক্তিশালী রাষ্ট্র পাশাপাশি থাকিলে একই সীমানায় অবস্থিত বলিয়া উহাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিতে পারে এই আশঙ্কায় উভয়ে চুক্তি করিয়া উহাদের মধ্যবর্তী স্থলে যে নিরপেক্ষ ক্ষুদ্র রাষ্ট্র স্থাপন করে বা থাকিতে দেয় তাহাকে এই নামে অভিহিত করা হয়।

Bull and Bear : পণ্য-মূল্যের উঠা-নামা।

Bullion : অমুদ্রিত স্বর্ণ বা রৌপ্যপিণ্ড।

স্বর্ণ বা রৌপ্যের তাল, ইট, বাট, প্রভৃতি। ইহার ব্যবহার অনেকটা মুদ্রার মত।

Bureaucracy : আমলাতন্ত্র।

ফরাসী শব্দ 'ব্যুরো' (*Bureau*) ও গ্রীক শব্দ 'ক্রাটাইন' (*Kratein*)— উহাদের বিদ্রূপপূর্ণ সংযোজনার ফলে এই ইংরাজী শব্দটির উৎপত্তি। উচ্চপদস্থ ঝুনা কর্মচারীগোষ্ঠী দ্বারা শাসন-কার্য পরিচালনার প্রতি বিদ্রূপ করিবার জন্যই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থার ফলে উক্ত উচ্চপদস্থ ঝুনা কর্মচারীরা একটি বিশেষ শ্রেণী হইয়া উঠে। সাধারণ অর্থে—এক একজন প্রধান কর্মচারীর অধীনে বিভিন্ন বিভাগ স্থাপন দ্বারা দেশের শাসন-কার্য পরিচালনার পদ্ধতি। সাধারণতঃ ঐ সকল কর্মচারীর প্রতি ঘৃণা প্রকাশের জন্য এই শব্দটির ব্যবহার হয়। কারণ ঐ কর্মচারীরা সর্বত্রই দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া থাকে এবং ইহারা সর্বত্র জনসাধারণের প্রতি উপেক্ষাই প্রদর্শন করে।

Bureaucratic Capital : আমলা-তান্ত্রিক মূলধন।

[Monopoly শব্দ দ্রষ্টব্য]

Byzantine Empire : বাইজান্তাইন সাম্রাজ্য।

৩৯৫ খৃষ্টাব্দে থিওডোসিউস্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রোম-সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ। সম্রাট থিওডোসিউস্ তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে বিশাল রোম-সাম্রাজ্য তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। ইহার ফলে রোম-সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম অংশে বিভক্ত হয়। পূর্ব অংশে পড়ে ইউক্রেতিস নদী হইতে কৃষ্ণসাগরের তীর পর্যন্ত এশিয়ার অংশ, এশিয়া-মাইনর, মিশর এবং দানিউব নদী হইতে এড্রিয়াতিক সাগর পর্যন্ত ভূভাগ। এই পূর্ব-সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কনস্তান্তিনোপ্‌ল্। কনস্তান্তিনোপ্‌ল্-এর প্রাচীন নাম ছিল 'বাইজান্তিয়াম'। এই নাম হইতেই এই পূর্ব-সাম্রাজ্যের নাম হয় 'বাইজান্তাইন সাম্রাজ্য'। এই সাম্রাজ্য ১২৬১-১৪৫৩ পর্যন্ত টিকিয়াছিল। ইহার পর তুর্কীদের নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণের ফলে এই সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

C

Cadre : মূল কর্মী ; ক্যাডার।

ইহার ভাষাগত অর্থ 'কাঠামো'। যে কোন রাজনৈতিক পার্টির কাঠামো উহার মূল কর্মীদের লইয়াই গঠিত। রাজনৈতিক পার্টিগুলির কর্মপন্থা সফল করিয়া তোলার জন্য এই মূলকর্মীদের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। মূল কর্মীরা পার্টির জীবন্ত কাঠামো, ইহারাই হইল কার্যক্ষেত্রে পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মী এবং ইহাদের কেন্দ্র করিয়াই পার্টির সকল সাধারণ সভ্য

সংগঠিত হয়। ইহাদের কার্যের ফলেই পার্টি জনসাধারণের মধ্যে বাঁচিয়া থাকে ও বৃদ্ধিলাভ করে। ইহাই 'ক্যাডার' শব্দটির ভাষাগত অর্থ 'কাঠামো'র অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

Campaign : প্রণালীবদ্ধ সামরিক কার্যকলাপ ; প্রণালীবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন।

রাজনৈতিক অর্থে, কোন শাসন-নীতির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কিছুকাল ধরিয়া প্রণালীবদ্ধভাবে জনমত উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা।

Capital : মূলধন।

প্রচলিত অর্থনীতি অনুসারে, যে সঞ্চিত অর্থ মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে পণ্যোৎপাদন ও পণ্য-বণ্টনের কার্যে নিয়োগ করা হয় তাহাকেই বলা হয় 'মূলধন'। ইহা পণ্যোৎপাদনের চারিটি উপকরণের অন্যতম, —অপর তিনটি হইল জমি, শ্রম ও সংগঠন। সাধারণতঃ মূলধনকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয় ; যথা—(১) স্থির (Fixed) মূলধন (যেমন কারখানা) ও চলতি (Floating) মূলধন (যেমন চলতি খরচপত্রের জন্য ব্যাঙ্কে জমান অর্থ) ; (২) উৎপাদনক্ষম (Productive) মূলধন (যেমন তাঁত) ও উৎপাদন-ক্ষমতাহীন মূলধন (যেমন একখানা ছবি)। 'লাভ' বা 'মুনাফা' হইল মূলধনের আয়।

মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে মূলধনের এক বিশেষ অর্থ ও তাৎপর্য আছে। এই অর্থনীতি অনুসারে মূলধন হইল একটা বিশেষ সামাজিক সম্পর্ক। এই সামাজিক সম্পর্কের মারফত বুর্জোয়া বা মূলধনীশ্রেণীর কবলিত উৎপাদনের উপকরণসমূহ ও অন্যান্য সকল ধরনের পণ্য শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করিবার উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অন্য কথায় বলা যায় যে, এই সামাজিক সম্পর্কের মারফত মূলধনীশ্রেণীর কবলিত মূল্য উদ্বৃত্ত-মূল্য (Surplus-value) সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয় [Wage-labour ও Production শব্দ দ্রষ্টব্য]। কার্ল্ মার্ক্সের কথায়, "মূলধন কোনও জিনিস নহে, মূলধন হইল একটা সামাজিক সম্পর্ক। বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে যে সকল জিনিস রহিয়াছে, উৎপাদনের উপকরণ ও অন্যান্য পণ্য রহিয়াছে, সেইগুলি নিজেরা মূলধন নহে। কেবল একটা বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থাই উক্ত জিনিসগুলিকে শোষণের উপকরণে পরিণত করিয়াছে, উক্ত জিনিসগুলিকে সেই বিশেষ সামাজিক সম্পর্কের বাহনে পরিণত করিয়াছে। সেই বিশেষ সামাজিক সম্পর্ককেই আমরা বলি 'মূলধন'।" (K. Marx : *A Contribution to the Critique of Political Economy.*)

লেনিনের কথায় : "মূলধন হইল একটা ইতিহাস-নির্দিষ্ট বিশেষ সামাজিক সম্পর্ক" (*Marx-Engels Marxism*)। মার্ক্সের কথায়, "একটা সূতা কাটার যন্ত্র কেবল সূতা কাটারই যন্ত্র। কেবলমাত্র কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় এই যন্ত্রটা মূলধন হইয়া দাঁড়ায়। সেই সকল বিশেষ অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে, সোনার নিজের যেমন টাকা হিসাবে কোন মূল্য থাকে না, চিনি দিয়া যেমন চিনি কেনা যায় না, ঠিক সেইরূপ উক্ত সূতা কাটার যন্ত্রটারও মূলধন হিসাবে কোন মূল্য থাকে না।" (K. Marx : *Wage Labour and Capital*) মার্ক্সীয় অর্থনীতি অনুসারে মূলধন হইল এমন একটা মূল্যের সমষ্টি যেটা কেবল অক্রীত শ্রম (অর্থাৎ শ্রমিক যে শ্রমের দাম পায় না—Unpaid Labour) গ্রাস করিয়াই বাড়িয়া চলে ; এই অক্রীত শ্রম গ্রাস করাই মূলধনের একমাত্র উদ্দেশ্য ; আদর্শ মূলধন, অর্থাৎ শিল্পে নিযুক্ত মূলধন কারখানার শ্রমিকের শ্রমশক্তি গ্রাস করিয়া ক্রমশঃ বৃহদাকার ধারণ করে। মার্ক্সের কথায়, "মূলধন হইল এমন একটা মূল্যের সমষ্টি যেটার কাজই হইল মূল্য সৃষ্টিকারী শক্তিকে (অর্থাৎ শ্রমিককে) শোষণ করা। শিল্পে নিযুক্ত মূলধনের দ্বারা অক্রীত শ্রমের গ্রাস

হয় সরাসরি, আর পরোক্ষ মূলধন—যথা, ব্যবসায়ীর মূলধন, জমিদারের মূলধন, কুসীদজীবীর মূলধন ইত্যাদি—যে অক্রীত শ্রম গ্রাস করে সেই গ্রাস সরাসরি নয়, পরোক্ষ। প্রকৃতপক্ষে শিল্পে নিযুক্ত মূলধনই অক্রীত শ্রম সাক্ষাৎভাবে গ্রাস করিয়া উদ্বৃত্ত-মূল্য (Surplus-value) তৈরি করে এবং তারপর সেই উদ্বৃত্ত-মূল্যকে মুনাফা, খাজনা, সুদ প্রভৃতি হিসাবে ভাগ করা হয়।

মার্ক্‌সীয় অর্থনীতিতে নিম্নোক্তরূপে মূলধনের বিশ্লেষণ করা হয়ঃ

Genesis of Capital : মূলধনের উদ্ভব বা জন্ম।

মূলধনের উদ্ভব সম্বন্ধে :

লেনিনের কথায়, "যে ঐতিহাসিক অবস্থায় মূলধনের জন্ম হইয়াছে সেই ঐতিহাসিক অবস্থা ছিল নিম্নরূপঃ প্রথমতঃ, মূলধন সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং সাধারণভাবে পণ্য উৎপাদনের অবস্থা বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া একটা উচ্চ স্তরে পৌছিয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ, এমন শ্রমিক দেখা দিয়াছিল যাহারা ছিল দুই অর্থে স্বাধীন, একদিকে শ্রমশক্তি বিক্রয় করিতে তাহাদের পূর্বের মত কোনও বাধা ছিল না, এবং অন্যদিকে তাহারা ছিল জমির সম্পর্ক ও সাধারণভাবে উৎপাদনের সকল উপকরণের সম্পর্ক হইতে মুক্ত; এই শ্রমিক হইল সম্পত্তিহীন শ্রমিক, 'প্রোলেতারিয়াত'; শ্রমশক্তি বিক্রয় করা ব্যতীত তাহাদের জীবন ধারণের আর কোন উপায় ছিল না।"—(V. I. Lenin : *Materialism and Empirio-Criticism.*)

Organic Composition of Capital : মূলধনের দেহ গঠন।

মার্ক্‌সীয় অর্থনীতিতে মূলধনের দেহ গঠন হয় স্থির মূলধন (Constant Capital) ও পরিবর্তনশীল মূলধন (Variable Capital)—এই দুইভাগে লগ্নি-করা মূলধনের সম্পর্ক বা অনুপাতের দ্বারা। স্থির মূলধন হইল—কারখানা-বাড়ি, যন্ত্রপাতি, কাঁচা মাল, কয়লা প্রভৃতি; আর পরিবর্তনশীল মূলধন হইল—শ্রমিকের শ্রমশক্তি (অর্থাৎ শ্রমিকের মজুরি বাবদ ব্যয়িত মূলধন)। পণ্যোৎপাদন আরম্ভ করিতে হইলে এই দুইভাগে মূলধন ব্যয় করিতে হয় এবং এই দুই ভাগের ব্যয়ের অনুপাতের দ্বারাই মূলধনের দেহ গঠিত হয়। যেমন, শতকরা ৮০ ভাগ স্থির মূলধন আর বাকি ২০ ভাগ পরিবর্তনশীল মূলধন—এই হইল মূলধনের দেহ, অর্থাৎ এই দুইটি অংশ লইয়া একটা শিল্পে লগ্নি-করা সমগ্র মূলধন গঠিত হয়। যখন উৎপাদনের উপকরণের জন্য মূলধন লগ্নির হার বেশী হয় এবং শ্রমিকের শ্রমশক্তির জন্য মূলধন লগ্নির (মজুরি বাবদ ব্যয়িত মূলধনের) হার কম হয় তখন তাহাকে বলা হয় মূলধনের উচ্চতম দেহ গঠন (Highest Organic Composition of Capital)।

Constant Capital : স্থির মূলধন।

মার্ক্‌সীয় অর্থনীতি অনুসারে ইহা মূলধনের দেহ গঠনের একটি উপকরণ। মূলধনের স্থির বা অপরিবর্তনশীল অংশ (Constant Part of Capital)—এই কথাটিকে সংক্ষেপে বলা হয় 'স্থির মূলধন'। পণ্যোৎপাদনের জন্য মূলধনের যে অংশ কারখানা-বাড়ি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, জ্বালানি প্রভৃতিতে ব্যয় করা হয় তাহাকেই বলা হয় 'স্থির মূলধন'। ইহাকে 'স্থির মূলধন' বলার কারণ এই যে, পণ্যোৎপাদনের এই সকল উপকরণের মূল্য নূতন তৈরি-করা পণ্যের মধ্যে অপরিবর্তিত অবস্থাতেই প্রবেশ করে, অর্থাৎ পণ্যের মূল্যের মধ্যে এইগুলির গড়পড়তা খরচ ধার্য করা হয়। এই সকল উপকরণের মূল্য যখন নূতন তৈরী পণ্যের মধ্যে প্রবেশ করে তখন সেই মূল্যের কোনও হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। এই জন্যই

পণ্যোৎপাদনের উপকরণের জন্য ব্যয়িত মূলধনকে 'স্থির মূলধন' বলা হয়।

Variable Capital : পরিবর্তনশীল বা পরিবর্তনক্ষম মূলধন।

মার্ক্‌সীয় অর্থনীতি অনুসারে ইহা মূলধনের দেহ গঠনের আর একটি উপকরণ। পরিবর্তনশীল মূলধন হইল মূলধনের পরিবর্তনশীল অংশ। মূলধনের যে অংশ শ্রমশক্তি ক্রয় করার জন্য, অর্থাৎ মজুরি বাবদ ব্যয় করা হয় তাহাকেই বলা হয় 'পরিবর্তনশীল মূলধন'। মূলধনের এই অংশকে 'পরিবর্তনশীল' বলার কারণ এই যে, মূলধনী (Capitalist) তাহার মূলধনের একটা অংশ দিয়া (অর্থাৎ মজুরি দিয়া) শ্রমিকের যে শ্রমশক্তি ক্রয় করে সেই শ্রমশক্তি শ্রমিকের দেহের মধ্যে নিহিত থাকে, তারপর সেই শ্রমশক্তি কারখানার কাজের মারফত পণ্যের মধ্যে পরিবর্তিত আকারে, অর্থাৎ আরও বেশী পরিমাণে প্রবেশ করে। এই কথাটা সরলভাবে বলিলে এই দাঁড়ায় যে, শ্রমিকের দেহের শক্তির মধ্যে যে শ্রম নিহিত থাকে (অর্থাৎ শ্রমিকের দেহের শক্তি সৃষ্টির জন্য তাহার খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি যে সকল জিনিস-পত্রের আবশ্যক হয় সেই জিনিসপত্র উৎপাদন করিতে যে পরিমাণ শ্রম লাগিয়াছে) তাহা, ধরা যাউক, ঐ শ্রমিকের একদিনের শ্রমের অর্ধেক। আর মূলধনী শ্রমিকটির নিকট হইতে আদায় করে একটি পূর্ণ শ্রম-দিবসে শ্রমিকটি যে সকল পণ্য তৈরি করে তাহার ভিতর নিহিত একদিনের শ্রম। অথচ মূলধনী মজুরি দিয়া শ্রমিকটির অর্ধেক দিনের শ্রম ক্রয় করিয়াছিল। সুতরাং মূলধনীরা মূলধনের একটা অংশ মজুরি হিসাবে ব্যয় করিয়া অপর অর্ধেক দিনের শ্রম লাভ করে। এই অর্ধেক দিনের শ্রমই মূলধনীর উদ্বৃত্ত-মূল্য (Surplus-value) সৃষ্টি করে। আর এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা অংশ হইতেই নূতন মূলধন সৃষ্টি হয়। কাজেই মূলধনী তাহার মূলধনের যে অংশ মজুরি হিসাবে দিয়া শ্রমশক্তি ক্রয় করে মূলধনের সেই অংশটাই শিল্প-প্রক্রিয়ার মারফত বৃদ্ধি পায়। সেই জন্যই মূলধনের এই অংশটাকে বলা হয় 'পরিবর্তনশীল মূলধন'।

Concentration (or Accumulation) of Capital : মূলধনের একত্রীকরণ বা সঞ্চয়।

মার্ক্‌সীয় অর্থনীতি অনুসারে উদ্বৃত্ত-মূল্যের (Surplus-value) একটা অংশ মূলধনে পরিবর্তিত হইয়া মূলধনের বিস্তার সাধন করে (অর্থাৎ মূলধন বৃদ্ধি করে)। মূলধনের এই বিস্তার সাধন কোন মূলধনীর ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা খেয়ালের জন্য করা হয় না, করা হয় নূতন ও বৃহত্তর উৎপাদনের ব্যবস্থা করিবার জন্য। মূলধনের এই বিস্তার সাধন বা একত্রীকরণের (অথবা বৃদ্ধির) পরেই আরম্ভ হয় মূলধনের কেন্দ্রীকরণ (Centralisation)।

Centralisation of Capital : মূলধনের কেন্দ্রীকরণ।

কতকগুলি শিল্প বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইবার ফলে ঐ সকল শিল্পের মূলধনের মিলন, বা কেন্দ্রবদ্ধ হওয়া। মূলধনের কেন্দ্রীকরণ আপসেও হইতে পারে, আবার উহার জন্য অশান্তিপূর্ণ উপায়েরও (অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতারও) প্রয়োজন হইতে পারে। যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে আপস করিয়া মিলিয়া যায় বা একত্রিত হয়, তখন মূলধনের কেন্দ্রীকরণ আপসেই সম্ভব হয়। কিন্তু তাহা যখন হয় না তখনই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গোলযোগ, অর্থাৎ আত্মঘাতী প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। এই প্রতিযোগিতায় দুর্বল প্রতিষ্ঠানগুলি হারিয়া গিয়া কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের উদরস্থ হয়।

Capitalism : ধনতন্ত্র ; ধনতান্ত্রিক সমাজ-পদ্ধতি বা ব্যবস্থা ; মূলধনবাদ।

যে সমাজ-পদ্ধতিতে পণ্যোৎপাদনের সকল উপকরণ ও পণ্য-বন্টনের সকল ব্যবস্থা, অর্থাৎ দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনের উপর মূলধনী মালিকদের ব্যক্তিগত দখল সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই মূলধনী মালিকগণই মুনাফা (Profit) অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজেদের ইচ্ছামত সেই অর্থনৈতিক জীবন পরিচালিত করিয়া থাকে, সেই সমাজ-পদ্ধতিকেই বলা হয় 'ধনতন্ত্র' বা 'ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা'। ধনতন্ত্র মানবসমাজের বিকাশধারার একটি উন্নত স্তর এবং ইহা পূর্ববর্তী যে-কোন সমাজ হইতে উন্নততর। ধনতন্ত্রের প্রধানতঃ দুইটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়: (১) ধনতন্ত্র ইহার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে 'শ্রমিক' নামক এমন একটি শ্রেণীর জন্ম দিয়াছে যাহাদের জীবনধারণের একমাত্র উপায় হইল মূলধনীদের নিকট 'শ্রমশক্তি' (Labour-Power) বিক্রয় করা; (২) বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনাহীনভাবে পণ্য উৎপাদন করা। এই সমাজ-ব্যবস্থায় পণ্যোৎপাদন উহার বিকাশের উচ্চতম স্তরে আরোহণ করিয়াছে এবং শ্রমশক্তি নিজেই একটা পণ্যে, অর্থাৎ বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে।

ধনতন্ত্র সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ধ্বংস করিয়া নিজের বিকাশের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। সামন্তপ্রথাকে (Feudalism) ধ্বংস করিয়া ধনতন্ত্র মানব-ইতিহাসে এক বিশেষ প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। ধনতন্ত্রের সেই প্রগতিশীল ভূমিকা নিম্নরূপ:

"ধনতন্ত্র মানব-সমাজের পুরাতন (অর্থাৎ সামন্তপ্রথা দ্বারা সৃষ্ট) স্থবির অবস্থাটা ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিয়াছে। সেই স্থবির অবস্থার জন্য সেই সময়ে উৎপাদকদের মন জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং এই স্থবির অবস্থাই সেই সময়ে উৎপাদকদের (Capitalist Producers) নিজেদের হাতে নিজ ভাগ্য গ্রহণ করিবার পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্যবসায় ও বিনিময়-সম্পর্কের (Exchange-relations) বিপুল বিকাশ এবং বিরাটসংখ্যক জনতার দেশান্তর গমনের ফলে কুল, পরিবার ও আঞ্চলিক সমাজের পুরাতন বন্ধন ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, আর উহার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল বিভিন্ন দিকে বিকাশ ধারার সর্বপ্লাবী স্রোত, 'বিভিন্ন প্রকারের প্রতিভা ও উন্নত সামাজিক সম্পর্কের অমূল্য সম্পদ,' আর সেই সম্পদই আজ পাশ্চাত্ত্যের ইতিহাসে এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।"

—(V. I. Lenin: *Questions of the Materialist Conception of History.*)

ধনতন্ত্রের বিপক্ষ ও সপক্ষ মত:

ধনতন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী হইল সমাজবাদ (Socialism)। ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজবাদের প্রধান সমালোচনা এই যে, ইহা ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থে পরিচালিত হয়, সমাজের সুবৃহৎ অংশ উৎপাদনের উপকরণসমূহ ও উৎপাদন-ব্যবস্থা নিজেদের শ্রমের দ্বারা কেবল তৈরি করিয়াই দেয় এবং উহাদের ফল হইতে বঞ্চিত হইয়া চির-দারিদ্র্যে জীবন কাটায়; ধনতন্ত্র ব্যক্তিগত স্বার্থে পরিচালিত হয় বলিয়া উহা চলে পরিকল্পনাহীন ভাবে এবং পরিকল্পনার অভাব হেতু ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় বারংবার মহাসঙ্কট (Crisis) দেখা দেয়, আর সেই ভয়ঙ্কর সঙ্কটের ফলে উৎপাদন ও সমাজের অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়; সুতরাং যতদিন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় থাকিবে ততদিন সমাজের ধনসম্পদ সমগ্র জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত হইবে না, উপরন্তু বারংবার আর্থিক সঙ্কট দেখা দিয়া সমাজের অর্থনৈতিক জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিবে এবং তাহার ফলে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা ক্রমশঃ তীব্র হইতে

তীব্রতর হইবে। ধনতন্ত্রের তীব্র সমালোচনার ভিত্তিতেই সমাজবাদী মত গড়িয়া তোলা হইয়াছে। সমাজবাদের উদ্দেশ্য হইল উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রভৃতি মূলধনীদের কবল হইতে মুক্ত করিয়া ঐগুলি সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করা। মূলধনীরা সমাজের সমগ্র অর্থনৈতিক যন্ত্রটাকে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের জন্য তাহাদের ইচ্ছামত চালাইয়া থাকে, আর সমাজবাদ অনুসারে সেইগুলি একটি সুগঠিত পরিকল্পনা দ্বারা সমগ্র সমাজের মঙ্গলের জন্য একটি কেন্দ্র হইতে পরিচালিত হইবে।

ধনতন্ত্রের সমর্থকগণের মতে, ব্যক্তিগত মালিকানার জন্যই ধনতন্ত্র ব্যক্তির উদ্যোগে পরিচালিত হয় বলিয়া সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থার এত উন্নতি সম্ভব হইয়াছে, উৎপাদনের উপকরণসমূহ ও উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর জনসাধারণের দখল প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্যক্তির উদ্যোগ নষ্ট হইয়া যাইত বলিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থার এত উন্নতি সম্ভব হইত না। মূলধনীদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও আভ্যন্তরিক সুস্থ প্রতিযোগিতার ফলেই সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছে, আর সেই ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও আভ্যন্তরিক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা কোন আমলাতান্ত্রিক ধরনের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের দ্বারা কখনই সম্ভব হইত না। ধনতন্ত্রের উদ্দেশ্য ও পরিণতি সমাজের জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী নহে, কারণ ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের জীবনযাত্রা প্রণালীও বহুগুণ উন্নত হইয়াছে। সুতরাং ধনতন্ত্র সমাজের মঙ্গলবিধান করিয়াছে এবং ইহা আজ জনসাধারণের ধনতন্ত্র (People's Capitalism) রূপে দেখা দিয়াছে।

উপরোক্ত যুক্তির বিরুদ্ধে নিম্নোক্তরূপ সমাজবাদী তত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে :

ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক প্রবণতাই এই যে, ইহা পৃথিবীর কয়েকটি মাত্র স্থানে এবং মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ধন-সম্পদ ও উৎপাদন-ব্যবস্থা ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় কেন্দ্রীভূত করিয়া তোলে। ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারবারী ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতিযোগিতায় হটাইয়া অথবা সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া সুবৃহৎ ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলি জাঁকিয়া বসে এবং এইভাবে শেষ পর্যন্ত মুষ্টিমেয় ব্যাঙ্ক, যৌথ ব্যবসায়-সঙ্ঘ (Trust) ও যৌথ শিল্প-সঙ্ঘ (Combine) সমস্ত প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাইয়া এবং পূর্ণ একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন নিজেদের স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। এইভাবে প্রথম যুগের অবাধ প্রতিযোগিতামূলক ধনতন্ত্র আধুনিক একচেটিয়া (Monopolist) ধনতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। ইহাই ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক পরিণতি এবং এখন আর 'ব্যক্তিগত উদ্যোগ', 'সুস্থ প্রতিযোগিতা' প্রভৃতি কথা ধনতন্ত্রের সমর্থকগণ সমর্থন করিতে পারে না। কারণ, এইগুলির অবসান ঘটাইয়া ধনতন্ত্র এখন কয়েকটিমাত্র সুবৃহৎ যৌথ-শিল্প ও কারবারী-সঙ্ঘের মুষ্টিমেয় পরিচালকগণের দ্বারা কেন্দ্রবদ্ধভাবে এবং আমলাতান্ত্রিক ধরনে পরিচালিত হইতেছে। মুষ্টিমেয় যৌথ-শিল্প ও কারবারী-সঙ্ঘগুলি (Big Banks, Cartels, Trusts and Combines) এখন নিজেদের আভ্যন্তরিক প্রতিযোগিতার পরিবর্তে পারস্পরিক চুক্তিদ্বারা সুপরিকল্পিত ভাবে (Planfully) তাহাদের একচেটিয়া বাজার ভোগ করে এবং দেশের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। ধনতন্ত্রের বর্তমান একচেটিয়া অবস্থা ও কেন্দ্রীয় পরিচালনা-ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রেরই আভাস দেয় এবং সমাজতন্ত্র যে অনিবার্য তাহাই প্রমাণ করে। রেল, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ প্রভৃতি ব্যক্তিগত মালিকানাহীন দেশজোড়া সরকারী শিল্প-সংস্থাগুলিও কেন্দ্রীয় সরকারী

পরিচালনায় সামাজিক আকার ধারণ করিয়াছে। ইহা হইতেও সমাজতন্ত্রের আভাস পাওয়া যায়। বর্তমানকালের একচেটিয়া ধনতন্ত্রের সহিত শিল্পের সামাজিক রূপপ্রাপ্তি এবং কেন্দ্রীয় পরিচালনার দিক হইতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা—এই দুইয়ের মধ্যে কিছু বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকিলেও এই দুই সমাজ-পদ্ধতি মূলতঃ ভিন্ন। কারণ, সকল অবস্থায়ই ধনতন্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল সমাজের মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থে সকল সম্পদ পরিচালনা করা, আর সমাজতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হইল জনসাধারণের স্বার্থে সমাজের সকল সম্পদ নিয়োজিত করা।

ধনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ঃ ধনতান্ত্রিক সমাজের বিভিন্ন দিকে সঙ্কট তীব্রতর হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও নানারূপ মত দেখা দিতেছে। ধনতন্ত্রের আধুনিক সমর্থকগণ ইহাকে বর্তমান কালের সাধারণ সঙ্কট হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাইয়া এবং সমগ্র বিশ্বজোড়া একটিমাত্র পরিকল্পনার ভিত্তিতে পুনর্গঠন ও পরিচালনা করিয়া ইহাকে এক বিশ্ব-সংস্থায় পরিণত করা সম্ভব ও প্রয়োজন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাট দলের বিশিষ্ট নায়ক হিলফার্ডিং ও কার্ল্ কাউট্স্কি পর্যন্ত ইহা সম্ভব বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু কমিউনিস্ট চিন্তানায়ক লেনিন সম্পূর্ণ ভিন্নমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে: ধনতন্ত্র এক সাংঘাতিক দুর্বলতা লইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। অসমান বিকাশই ধনতন্ত্রের সেই দুর্বলতা। "অসমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ ধনতন্ত্রের অনিবার্য নিয়ম। সুতরাং প্রথমে কয়েকটি দেশে, এমন কি একটা দেশেও ধনতন্ত্রের ধ্বংস ও সমাজতন্ত্রের জয় সম্ভব

(V. I. Lenin : *On United States of Europe Slogan*)

State Capitalism ঃ রাষ্ট্র-পরিচালিত ধনতন্ত্র ; রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র।

সমগ্র মূলধনী শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্রদ্বারা পরিচালিত পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রই হয় শিল্পসমূহে লগ্নি-করা সমগ্র মূলধনের অথবা উহার একাংশের মালিক। রাষ্ট্র-পরিচালিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মূলধনীরাও শিল্পে লগ্নি-করা সমগ্র মূলধনের মালিক থাকিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কেবল মূলধনীদের পক্ষে শিল্প পরিচালনা করে। [অনেকের মতে রাষ্ট্র-পরিচালিত ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র অভিন্ন; কারণ, উভয়ই রাষ্ট্রদ্বারা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত হয়। এই মতের বিরুদ্ধে সমাজবাদীদের জবাব এই যে, এই দুই সমাজব্যবস্থা পরস্পরের বিপরীত। কারণ, রাষ্ট্র-পরিচালিত ধনতন্ত্রে রাষ্ট্র মূলধনী মালিকদেরই প্রতিনিধি হিসাবে তাহাদের স্বার্থ রক্ষা করে, আর সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র শ্রমিকশ্রেণী দ্বারা পরিচালিত জনগণের করায়ত্ত, সুতরাং উহা ধনতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করিয়া জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে তাহাদের স্বার্থে কেন্দ্রীয়ভাবে সামাজিক ব্যবস্থা পরিচালিত করে।]

Change in Capitalism ঃ ধনতন্ত্রের পরিবর্তন।

বর্তমান যুগের প্রত্যেকটি যুদ্ধের মধ্যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নূতন নূতন পরিবর্তন দেখা দেয় এবং তাহার ফলে ধনতন্ত্র নূতন নূতন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই সকল পরিবর্তনের কতকগুলি সাময়িক, যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহারা লোপ পায়; আবার কতকগুলি পরিবর্তন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহার ফলে ধনতন্ত্রের চেহারাটাই বদলাইয়া যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে সকল স্থায়ী পরিবর্তন দেখা দিতেছে তাহার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকট—প্রথম মহাযুদ্ধের পর ধনতন্ত্র কিছু সময়ের জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ধনতন্ত্রের আর শান্তিকালের উপযোগী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া যাইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এখনও একদিকে বৃহৎ শক্তিগুলি অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতায় এবং সমরায়োজনে মত্ত; আর একদিকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে এক অস্বাভাবিক ও অস্থির অবস্থা অব্যাহত-ভাবে চলিতেছে। এই অস্বাভাবিক ও অস্থির অবস্থাই এখন স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। [General Crisis of Capitalism দ্রষ্টব্য]

(২) রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র—ধনতন্ত্র অতি দ্রুত রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের রূপ গ্রহণ করিতেছে। ইহার ফলে রাষ্ট্র এখন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উন্নত অংশের প্রধান সংগঠক ও পরিচালকরূপে দেখা দিতেছে এবং ইহার সহিত শিল্পের ঘনিষ্ঠতম যোগাযোগ গড়িয়া উঠিতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যেই এই পরিবর্তনের ভিত্তি রচিত হইয়াছিল। সেই যুদ্ধের প্রয়োজনে সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রায় সকল অংশই স্বাভাবিকভাবে সাধারণ বাজারের জন্য মূলধনীদের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া সরকারী সরবরাহ বিভাগ, নৌ-বিভাগ, সামরিক বিভাগ প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত অথবা বিভিন্ন উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হইত। অবশ্য তখনও পূর্বের মতই মূলধনীরাই ছিল ব্যক্তিগত শিল্পসমূহের মালিক এবং বড় মূলধনীদের সাহায্যেই রাষ্ট্র এই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন-ব্যবস্থা কার্যকরী করিত। এই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন-ব্যবস্থার মারফত রাষ্ট্রই এখন একচেটিয়া ধনতন্ত্রের বৃহত্তম সংগঠনে পরিণত হইল। মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পরেও ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকট ক্রমশঃ তীব্রতর হওয়ায় এই ব্যবস্থার অবসান না হইয়া তাহা অব্যাহতভাবে চলিতেছে এবং ইহার ফলে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারত, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি অনগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে পরিকল্পিত অর্থনীতি (পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রভৃতি) দ্বারা নূতন ধরনের রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের সৃষ্টি হইতেছে। এই সকল দেশে সমগ্র শিল্প-ব্যবস্থা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয় না, কেবল উৎপাদন-ব্যবস্থার রাষ্ট্রায়ত্ত অংশেই ইহা প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ থাকে। তাহার ফলে এই সকল স্থানেও ব্যক্তিগত ধনতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র এই উভয়ই পাশাপাশি চলে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রই মুদ্রা ও কাঁচামাল সরবরাহের নিয়ন্ত্রণের মারফত প্রাধান্য লাভ করে। [Planned Economy দ্রষ্টব্য]

এই সকল ব্যবস্থার ফলস্বরূপ উন্নত ও অনুন্নত এই উভয় প্রকার দেশেই ধনতন্ত্র ক্রমশঃ রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রে (State-Capitalism) রূপান্তরিত হইতেছে। এই উভয় স্থানেই একচেটিয়া ধনতন্ত্রকে এবং ক্ষুদ্র শিল্প-সংস্থাগুলিকে নানাভাবে বৃহদায়তন একচেটিয়া শিল্পসংস্থাগুলির ও রাষ্ট্রের নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া এই রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র একচেটিয়া ধনতন্ত্রেরই এক উন্নত রূপ হিসাবে দেখা দিতেছে।

(৩) শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকার গুরুত্ব বৃদ্ধি—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যেই শ্রমিকশ্রেণী উৎপাদন-ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই ভূমিকা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রায় সকল দেশেই ট্রেড য়ুনিয়নের সভ্য-সংখ্যা এবং ইহাদের সংগঠনের শক্তি ও প্রভাব পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ট্রেড য়ুনিয়নের প্রতিনিধিগণকে আঞ্চলিক উৎপাদন-বোর্ড, ওয়ার্কস্-কমিটি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন-সংস্থার মধ্যে গ্রহণ করা হইতেছে। [Trade Union Movement দ্রষ্টব্য]

Capitalist : মূলধনী ; ধনিক (প্রচলিত)। যে ব্যক্তির মূলধন আছে, অথবা মার্ক্সীয় মতে যে ব্যক্তি উদ্বৃত্ত-মূল্য (Surplus-value) গ্রাস করে, কিংবা মুনাফা, খাজনা, সুদ প্রভৃতির আকারে উদ্বৃত্ত-মূল্যের কোন একটা অংশ পায় তাহাকে বলা হয় 'মূলধনী'। মার্ক্সীয় মতে, সাধারণভাবে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে ব্যক্তি উৎপাদনকারী শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত না হইয়া, অথবা নিজে কোন পণ্য উৎপাদন না করিয়া শ্রমিকশ্রেণীকে তার উৎপন্ন ফল হইতে বঞ্চিত করিয়া জীবন ধারণ করে তাহাকেই বলা হয় 'মূলধনী'।

Capitalist Production : ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা।
মার্ক্সীয় অর্থনীতি অনুসারে উদ্বৃত্ত-মূল্যের (Surplus-value) জন্য মূলধনীদের দ্বারা পণ্যোৎপাদনের ব্যবস্থা।

Capitalist State : ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র।
[State শব্দ দ্রষ্টব্য]

Capitulation : বিশেষ শর্তে আত্মসমর্পণ।
মূল অর্থে, বিদেশীদের বিশেষ সুবিধা দিবার শর্তে চুক্তি করা। প্রচলিত অর্থে, যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বা রাজনৈতিক চাপে পড়িয়া কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক শর্তে চুক্তি করা। উনবিংশ শতাব্দীতে তুর্কীরা প্রথম পরাজিত দেশের সহিত এই ধরনের চুক্তি করিতে আরম্ভ করে। এই ধরনের চুক্তির প্রধান শর্ত এই যে, পরাজিত দেশগুলিতে বিজয়ী দেশের লোকদের অপরাধের বিচার কেবল বিজয়ী দেশের কর্তৃপক্ষই করিবে। উনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চীনে বিদেশীরা ও ভারতে ইংরেজরা এই ধরনের সুবিধা ভোগ করিত। পৃথিবীর সকল দেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষের পর এই ধরনের চুক্তিকে অত্যন্ত হীনতাসূচক বলিয়া মনে করা হয়। এখন প্রায় সর্বত্র ইহার অবসান ঘটিয়াছে।

Cartel : মূল্য-নিয়ন্ত্রণ সঙ্ঘ।
[Monopoly শব্দ দ্রষ্টব্য]

Category : জ্ঞানের বিষয়-বিভাগ (দার্শনিক অর্থে)।
দর্শনশাস্ত্র অনুসারে জ্ঞানের বিষয়সমূহ যে বিভিন্ন বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় ; যথা (দার্শনিক কাণ্ট-এর মতে) : সংখ্যা, গুণ, সম্বন্ধ, বাস্তবতা।

Categorical Imperative : পরম বিধি।
দার্শনিক কাণ্ট-প্রবর্তিত নীতি-বিজ্ঞান। কাণ্টের মতে, নৈতিক বিধির আদেশ বা অনুশাসন সর্বপ্রকার অবস্থা, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের অতীত। এই পরমবিধিসমূহ স্বতঃসিদ্ধ, ইহাদের প্রামাণিকতা সার্বভৌমিক। [Kantism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Centralisation (of Capital) : (মূলধনের) কেন্দ্রীভূতকরণ বা কেন্দ্রীকরণ।
[Capital শব্দ দ্রষ্টব্য]

Centralism : কেন্দ্রিকতা ; কেন্দ্রবদ্ধতা ; কেন্দ্রিত অবস্থা।
এক প্রকারের রাজনৈতিক শাসন-পদ্ধতি। এই শাসন-পদ্ধতি অনুসারে সমগ্র দেশের শাসনকার্য একটিমাত্র কেন্দ্র হইতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এই শাসন-পদ্ধতি বিকেন্দ্রিত শাসন-পদ্ধতির বিপরীত। 'যুক্তরাষ্ট্রীয়তা' (Federalism), 'আঞ্চলিকতা' (Regionalism) প্রভৃতি বিকেন্দ্রিত শাসন-পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকারগুলি যথেষ্ট পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। [Democratic Centralism দ্রষ্টব্য]

Chartism (or Chartist Movement) : চার্টবাদ ; 'চার্টিস্ট' আন্দোলন।
ইংলণ্ডের ১৮৩৬-৪৮ খৃষ্টাব্দের 'চার্টিস্ট' আন্দোলন। এই আন্দোলনই ইংলণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন। এই আন্দোলনে শ্রমিকগণ লণ্ডনের শ্রমিক-সংগঠন 'লণ্ডন ওয়ার্কিং মেনস্ এসোসিয়ে-

শন'-এর 'চার্টার' বা দাবি-পত্রে তাহাদের নিজস্ব শ্রেণী-দাবি সরকারের নিকট পেশ করিয়াছিল। উক্ত চার্টারে নিম্নোক্ত ৬টি রাজনৈতিক দাবি উপস্থিত করা হয়: (১) একই প্রকার নির্বাচনী এলাকা (জিলা) ভাগ, (২) পার্লামেন্টের নির্বাচন-প্রার্থীদের সম্পত্তির বাধা দূরীকরণ, (৩) সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ভোটাধিকার, (৪) প্রতি বৎসর নূতন পার্লামেন্ট নির্বাচন, (৫) গোপন ব্যালট-ভোটের ব্যবস্থা এবং (৬) পার্লামেন্ট-সভ্যদের বেতন দিবার ব্যবস্থা।

দীর্ঘ ১৩ বৎসর কাল এই আন্দোলন চলিবার পর অবশেষে ইহা ব্যর্থ হইলেও ইহার ফলে শ্রমিকগণ কিছু কিছু রাজনৈতিক সুবিধা লাভ করিয়াছিল।

Chauvinism : উগ্র জাতীয়তাবাদ; নিজেদের শ্রেষ্ঠতম জাতি বলিয়া গর্ব।

উগ্র ফরাসী জাত্যাভিমানী ও সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সাম্রাজ্য-বিস্তার-নীতির অতি উৎসাহী সমর্থক N. Chauvin নামক একজন লোকের নাম হইতে এই শব্দটির উৎপত্তি।

বর্তমান কালে উগ্র জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদী ভাবাদর্শের অন্যতম রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা এখন সাম্রাজ্যবাদের পররাজ্যগ্রাসের মতবাদে পরিণত হইয়াছে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল অপর দেশ, জাতি ও বর্ণের মানুষের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের নিজের দেশের মানুষের মনে তীব্র ঘৃণা জাগাইয়া তোলা। এই মতবাদের প্রধান কৌশল হইল সরকারী প্রচার, সিনেমা, সাহিত্য প্রভৃতির মারফত জাতি-বৈষম্য ও জাতি-বিদ্বেষের উগ্র মতবাদ প্রচার করা। পূর্ব হইতে যে দেশ পরাধীন আছে, অথবা অদূর ভবিষ্যতে যে দেশের উপর আক্রমণ চলিবে সেই সকল দেশের বিরুদ্ধেই এই প্রচার পরিচালিত হয়। হিটলার-শাসিত জার্মানীতে, মুসোলিনি-শাসিত ইতালীতে এবং জাপানে এই ধরনের প্রচার করা হইত। তাহাদের যুক্তি ছিল নিম্নরূপ: কৃষ্ণকায় মানুষ অপেক্ষা শ্বেতকায় মানুষ শ্রেষ্ঠতর। ইহুদী-বিদ্বেষ, তথাকথিত 'আর্য জাতি' ও 'নর্ডিক জাতি'র শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নাৎসি-মতবাদ, জাপানের 'দৈবশক্তিসম্পন্ন জাপানী জাতি'র মতবাদ প্রভৃতি উগ্র জাতীয়তাবাদের দৃষ্টান্ত। [Anti-Semitism ও Nationalism দ্রষ্টব্য]

Christian Socialism : খৃষ্টীয় সমাজবাদ। [Socialism দ্রষ্টব্য]

Circulating Capital : ঘুরতি মূলধন; চলন্ত মূলধন।

ইহা প্রধানতঃ মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে ব্যবহৃত হয়। মূলধনের যে অংশটা কাঁচা-মালরূপে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার একটা পাক দ্রুত ঘুরিয়া আসে তাহাকেই বলা হয় 'ঘুরতি মূলধন' বা 'চলন্ত মূলধন'।

Circulating Medium : বিনিময়ের মাধ্যম।

মুদ্রার একটি কাজ। পণ্য-বিনিময়ের সময় মুদ্রা দুইটি পণ্যের মধ্যস্থলে থাকিয়া উহাদের বিনিময়ের কাজ সম্ভব করিয়া তোলে। এইজন্য মুদ্রাকে 'বিনিময়ের মাধ্যম' বলা হয়।

Circulation Capital : (বাজারে) চলিত বা প্রচলিত মূলধন।

কোন একটা সময়ে বাজারে যে পরিমাণ মূলধন পণ্য-বিনিময়ের জন্য চালু থাকে তাহাকেই 'চলিত' বা 'প্রচলিত মূলধন' বলা হয়। মজুরি, বেতন প্রভৃতির আকারে ইহা সাধারণ লোকের হাতে আসে।

Citizen of the World : বিশ্ব-নাগরিক।

যিনি সকল দেশকেই স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করেন। [Cosmopolitanism দ্রষ্টব্য]

Civilization : সভ্যতা; সভ্যতার স্তর; সভ্যতার যুগ।

-প্রচলিত সাধারণ অর্থে, পৃথিবীর কোন স্থানের মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, শিল্প, কলা-শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে উন্নত সামাজিক জীবনযাত্রা-প্রণালীকে সমগ্রভাবে 'সভ্যতা' নামে অভিহিত করা হয়। সমাজ-বিজ্ঞান বা সমাজ-বিদ্যার (Sociology) অর্থে, সমাজ-বিকাশের উচ্চতম স্তরকে বলা হয় 'সভ্যতা' বা 'সভ্যতার স্তর'। 'সভ্যতা' শব্দটি দ্বারা এই উন্নততম সামাজিক স্তরকে মানব-সমাজের আদিম ও বর্বর-যুগ (Savagery and Barbarism) হইতে পৃথক করা হয়। সভ্যতার স্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বিভিন্ন ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহার এবং বিভিন্ন নাগরিক প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক জীবনের বিকাশ। লুই মর্গান (Lewis Morgan) তাঁহার *Ancient Society* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে লেখার আরম্ভের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ফ্রেডরিখ্ এঙ্গেল্স্ সভ্যতার স্তরের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দিয়াছেন : সভ্যতার স্তর হইল এমন একটা সমাজ-ব্যবস্থা "যেখানে শ্রম-বিভাগ দেখা দিয়াছে, সেই শ্রম-বিভাগ হইতে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময় আরম্ভ হইয়াছে, এবং এই উভয়ের সমন্বয়ে পণ্যোৎপাদন চলিতেছে। আর এই তিনটিই একত্রে পূর্ববর্তী সমাজের সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন সাধন করিয়া উহাকে পূর্ণ বিকাশের পথে লইয়া যাইতেছে।"—(F. Engels : *The Origin of the Family, Private Property & the State*) মানব-সমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে ব্যাপক ও মৌলিক অনুসন্ধানের ফলে যে সকল তথ্য আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে সমগ্র মানব-সভ্যতার স্তরকে সাধারণভাবে প্রস্তর-যুগ (Stone-Age), ব্রোঞ্জ-যুগ (Bronze-Age) ও লৌহ-যুগ (Iron-Age) এই তিনটি যুগে ভাগ করা হয়।

Stone-Age : প্রস্তর-যুগ।

প্রস্তর-যুগ মানব-সভ্যতার সর্বপ্রথম যুগ। ইহা ব্রোঞ্জ-যুগ ও লৌহ-যুগের পূর্ববর্তী যুগ। প্রস্তর-যুগের মানুষ প্রস্তর-নির্মিত অস্ত্র ও ছোটখাট যন্ত্র (Tool) ব্যবহার করিত। এই প্রস্তর-যুগকে আবার পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয় ; যথা : (১) Eolithic Age or Earliest Stone-Age (প্রথমতম প্রস্তর-যুগ)—প্রস্তর-যুগের আরম্ভ। এই যুগের স্থায়িত্বকাল প্রায় পাঁচলক্ষ বৎসর ; (২) Paleolithic Age or Old Stone-Age (শেষ প্রস্তর-যুগ)—প্রস্তর-যুগের শেষ সময়। এই সময়ে কঠিন প্রস্তর কাটিয়া নানাবিধ অস্ত্র ও ছোট ছোট শ্রমের যন্ত্র (Tool) নির্মাণ করা হইত। এই যুগের স্থায়িত্বকাল প্রায় তিনলক্ষ পঁচাত্তর হাজার বৎসর বলিয়া অনুমিত হয় ; (৩) Maseo-lithic Age or The Middle Stone-Age (মধ্যবর্তী প্রস্তর-যুগ)—প্রস্তর-যুগের শেষ ও নব প্রস্তর-যুগের মধ্যবর্তী সময়। এই সময়ে তীর ও বল্লম-ফলকের সৃষ্টি হয় ; (৪) Neolithic Age or The New Stone-Age (নব প্রস্তর-যুগ)—এই সময়ে প্রস্তর ঘষিয়া ও পালিশ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ও ছোট ছোট যন্ত্রগুলি উন্নত করা হইত। অনেকের অনুমান যে, ইউরোপে এই 'নব প্রস্তর-যুগ' পাঁচ হাজার বৎসর চলিয়াছিল, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময় 'নব প্রস্তর-যুগ' আরম্ভ হইয়াছিল এবং এই 'নব প্রস্তর-যুগে'ই, যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় ষাট হাজার বৎসর পূর্বে, অগ্নি আবিষ্কৃত হইয়াছিল ; (৫) Chalcolithic or The Copper-Stone Age (তাম্র-প্রস্তর-যুগ)—এই যুগে তাম্র ও প্রস্তর এই উভয় দ্রব্যই একসঙ্গে ব্যবহৃত হইত। এই যুগ পশ্চিম-এশিয়ায় প্রায় চারি হাজার বৎসর পূর্বে আরম্ভ হইয়াছিল। ভারতবর্ষের মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার সভ্যতা এই যুগেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

Ref: Gordon Childe: *What Happened in History* & *The Stone-Age.*

Bronze-Age : ব্রোঞ্জ-যুগ।

এই যুগে ব্রোঞ্জধাতু আবিষ্কৃত হয় এবং তাহা পরে প্রস্তরের স্থান গ্রহণ করে। ব্রোঞ্জধাতুর অস্ত্র ও ছোট ছোট যন্ত্র (Tool) এই যুগের বৈশিষ্ট্য। এই যুগ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময় আরম্ভ হয়। প্রাচ্য জগতে এই যুগ আরম্ভ হয় যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে, আর পশ্চিমে এই যুগ সম্ভবতঃ খৃষ্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে আরম্ভ হইয়া খৃষ্টপূর্ব এক হাজার বৎসর পর্যন্ত চলিয়াছিল।

Iron-Age : লৌহ-যুগ।

মানব-সভ্যতার সংস্কৃতির যুগের বৈশিষ্ট্য হইল লৌহের ব্যবহার। এই সময়ে ব্রোঞ্জের পরিবর্তে লৌহ-নির্মিত অস্ত্র ও যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয়। ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় তাম্র-যুগ বা ব্রোঞ্জ-যুগের পরেই আসে লৌহ-যুগ। কিন্তু আফ্রিকায় লৌহের ব্যবহার আরম্ভ হয় প্রস্তর-যুগের ঠিক পরেই। ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে খৃষ্টের জন্মের এক হাজার বৎসর পূর্ব হইতে সর্বত্র লৌহের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল।

Civil War : অন্তর্যুদ্ধ; অন্তর্বিদ্রোহ; গৃহযুদ্ধ।

ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীতে পার্লামেন্টের সহিত রাজা প্রথম চার্লস-এর যে যুদ্ধ হয় তাহাকে 'Civil War' বা 'অন্তর্যুদ্ধ' বা 'গৃহযুদ্ধ' বলা হইত। সেই সময় হইতে কোন দেশের শাসকগোষ্ঠীর সহিত বিদ্রোহী জনগণের যুদ্ধকে এই নামে অভিহিত করা হয়।

Class : শ্রেণী।

সমাজের জনসাধারণের এক-একটা অংশ। এই অংশগুলি সমাজের পণ্যোৎপাদন ও পণ্য-বণ্টনের ব্যবস্থার কোন না কোন সম্পর্ক-বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। যেমন, কারখানা, খনি প্রভৃতির মালিক মূলধনীরা হইল মূলধনীশ্রেণী, জমির মালিকেরা জমিদারশ্রেণী, যাহারা শ্রমশক্তি দেয় তাহারা শ্রমিকশ্রেণী, ইত্যাদি।

এই সকল ব্যতীত কয়েকটি মধ্যবর্তী শ্রেণী (Middle Classes) আছে; যেমন, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, ছোট জোতদার, ছোট দোকানদার, ব্যবসায়ী, ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক ভূমিকা অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ভাগ হইয়া থাকে।

Class-Collaboration : শ্রেণী-সহযোগিতা।

এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর, অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর সহিত বিভিন্ন শ্রেণীর সহযোগিতার মতবাদ। মতান্তরে, পরস্পর-বিরোধী দুই শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতা। এই কথাটি মূলধনী-শ্রেণীর সহিত শ্রমিক-শ্রেণীর সহযোগিতা সম্পর্কেই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

মার্ক্সীয় মত অনুসারে, ইহা হইল সংস্কার-বাদের (Reformism) নীতি ও কর্মপন্থা। শ্রেণী-সহযোগিতার মতবাদের উদ্দেশ্য হইল মূলধনীশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণী—এই দুই পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীর স্বার্থের সমন্বয় সাধন। মার্ক্সীয় মতে, এই দুই শ্রেণীর স্বার্থ কোন কোন বিশেষ অবস্থায় এক হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা খুবই সাময়িক; যেমন জাতীয় বিপদের সময়: যখন বৈদেশিক আক্রমণের ফলে জাতীয় স্বাধীনতা বিপন্ন হয়, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরাধীন বা ঔপনিবেশিক দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, ইত্যাদি।

Classical Economy : বনিয়াদী অর্থনীতি। [Political Economy or Economics দ্রষ্টব্য]

Class-Struggle : শ্রেণী-সংগ্রাম।

প্রধানতঃ, মার্ক্সবাদীরাই এই কথাটি বেশী

ব্যবহার করিয়া থাকেন। মার্ক্সীয় মতে, শোষকশ্রেণী ও শোষিতশ্রেণীর মধ্যে যে সংগ্রাম চলে তাহাকেই বলা হয় 'শ্রেণী-সংগ্রাম'। অতীতে এই সংগ্রাম চলিত দাসদের (Slaves) মালিক ও দাসদের মধ্যে, তারপর সংগ্রাম চলিত একদিকে সামন্ত-প্রভু এবং অপর দিকে ভূমিদাস ও জাগরণোন্মুখ 'বুর্জোয়াদের' মধ্যে, আর বর্তমানে শ্রেণী-সংগ্রাম চলে মূলধনীশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে। কার্ল্ মার্ক্স্-এর কথায়, শ্রেণী-সংগ্রাম হইল "শ্রেণী-বিভক্ত মানব-সমাজের ইতিহাসের প্রত্যক্ষ চালক-শক্তি, বিশেষতঃ বুর্জোয়া ও শ্রমিকদের মধ্যের শ্রেণী-সংগ্রাম হইল আধুনিক সামাজিক পরিবর্তনের মহাশক্তিশালী চালক-দণ্ড স্বরূপ।"—(Karl Marx ও F. Engels: *Communist Manifesto*)

Clearing House : হিসাব-নিকাশের গৃহ বা স্থান।

এখানে ব্যবসায়ীদের মধ্যে দেনা-পাওনার হিসাব পরিষ্কার করা হয়।

Clericalism : পুরোহিত-আধিপত্যবাদ; পাদ্‌রী-আধিপত্যবাদ।

ক্লার্ক (Clerk) অর্থাৎ পুরোহিত বা পাদ্‌রী শব্দ হইতে 'Clericalism' শব্দটির উৎপত্তি। ইহা হইল প্রভুত্ব-স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের গির্জার (প্রোটেস্ট্যান্ট, গ্রীক, অর্থোডক্স্, রোমান ক্যাথলিক প্রভৃতি ধর্ম-সম্প্রদায়ের) রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। ইহার উদ্দেশ্য হইল, এই সকল সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এই মতবাদ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সমর্থন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধিতা করে। এই মতবাদ প্রথম দেখা দিয়াছিল ফরাসী বিপ্লবের সময় (১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে)। তখন ফরাসী দেশে বিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণী ফ্রান্সের রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, ও তৎসহ গির্জার আধিপত্যের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিল। উনিশ শতকে যখন সমগ্র ইউরোপ জুড়িয়া সামন্ত-তন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল তখন গির্জার পাদ্‌রীরা নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য সেই বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রাণপণে বাধা দিয়াছিল। তাহার পরেও যেখানেই কোন বৈপ্লবিক সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে সেইখানেই তাহারা উহার বিরোধিতা করিয়াছে।

Client State : খাতক রাষ্ট্র; ঋণী রাষ্ট্র। [Colony শব্দ দ্রষ্টব্য]

Close-door Policy : (বাণিজ্যে) বন্ধদ্বার-নীতি।

কোন একটি বা কয়েকটি দেশকে বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা দান করিয়া অন্যান্য সকল দেশের সহিত বাণিজ্যে বিশেষ শর্ত আরোপ করিবার এবং এইভাবে এই সকল দেশের সহিত বাণিজ্য কার্যতঃ অসম্ভব করিয়া তুলিবার নীতি।

Co-existence, (Peaceful) Policy of : (শান্তিপূর্ণ) সহ-অবস্থান নীতি।

ভিন্ন ধরনের বা পরস্পর-বিরোধী সমাজ-ব্যবস্থা পাশাপাশি থাকিয়া শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করিতে পারে—এই প্রকার মত। এই মতের প্রথম প্রচারক হইলেন ভি. আই. লেনিন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সোবিয়েৎ-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় হইতেই ইহা শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি ইহার ধ্বংসের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলে লেনিন সোবিয়েৎ-রাষ্ট্রের এই নীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহার অর্থ নিম্নরূপ: সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত সমাজ ও বিপরীত অর্থনীতি হইলেও ইহারা পাশাপাশি থাকিয়া শান্তিতে অবস্থান করিতে পারে এবং করাই উচিত; বিভিন্ন জাতি পরস্পরের মধ্যে শান্তি ও বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া চলিবে, কেহ কাহারও আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না;

কোন দেশের সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থনীতি কিরূপ হইবে তাহা উক্ত দেশের জনসাধারণই নির্ধারণ করিবে ; সকল জাতি পরস্পরের জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতা স্বীকার করিবে এবং এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখণ্ডতা মানিয়া চলিবে ; এবং ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল রাষ্ট্রই সমান।

ভারত-ভ্রমণকালে পঞ্জাবের এক সভায় সোবিয়েৎ-কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক নিকিতা ক্রুশ্চেভ লেনিনের এই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি ব্যাখ্যা করিয়া বলেন : "বন্ধুত্ব বিভিন্ন রকমের। যাহারা ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে তাহাদের বন্ধুত্ব এক প্রকার, আবার এমন অনেক লোক আছে যাহারা প্রতিবেশী হইয়াও কেহ কাহারও বাড়ি যায় না, কিন্তু তাহাদের মধ্যেও বন্ধুত্ব থাকে। বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রেও ইহা সম্ভব হইতে পারে। এমন অনেক দেশ আছে যাহাদের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বের সম্পর্ক নাই, কিন্তু তাহাদের এই একই পৃথিবীতে বাস করিতে হয়, তাহারা পছন্দ করুক বা না করুক, তাহাদের এই পৃথিবীতেই বাস করিতে হইবে। আমাদের মহান লেনিন এই প্রকার সম্পর্কেরই নাম দিয়াছেন 'সহ-অবস্থান'। ইহা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। কিন্তু অনেকে প্রশ্ন করেন : সহ-অবস্থান কি সম্ভব ? ······

"আমাদের শত্রুরা পছন্দ করুক বা না করুক, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন আছে ; আর কেবল যে আছে তাহাই নহে, ইহা ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা খুবই অপছন্দ করি। আমি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সহ-অবস্থানের কথা বলি না, আমি ইহা বলি এই জন্য যে, ধনতন্ত্র যে আছে তাহা আমি স্বীকার না করিয়া পারি না। কিন্তু যদিও কেবল আমরাই একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িয়া তুলি নাই, আরও বহু রাষ্ট্র এই একই পথ অবলম্বন করিয়াছে, তথাপি অপর পক্ষ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। সহ-অবস্থান মানিয়া লইতেই হইবে। ইহা আমাদের দাবিও নহে, অনুরোধও নহে ; আমরা আছি—ঠিক যেমন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি রহিয়াছে। কেহই আমাদের মঙ্গলগ্রহে পাঠাইতে পারে না, তেমনি আবার সমাজবাদীরাও অপর পক্ষকে মঙ্গলগ্রহে পাঠাইবার কোন উপায় আবিষ্কার করে নাই। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিও নিশ্চয়ই মঙ্গলগ্রহে যাইয়া বাস করিবার কথা ভাবে না। সুতরাং আমাদের সকলকেই এই এক পৃথিবীতেই বাস করিতে হইবে। আর এই একই পৃথিবীতে একসঙ্গে সকলে বাস করিবার নামই সহ-অবস্থান।" (*Speech in the Punjab*, delivered on Nov. 22, 1956)

"ভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাসম্পন্ন দুইটি দেশ যদি সদিচ্ছা দ্বারা চালিত হয় এবং উহাদের যদি পরস্পরের প্রতি কোন আক্রমণাত্মক বা বিরোধী মনোভাব না থাকে, তাহা হইলে উক্ত দুই দেশ বহুদিকে সহযোগিতা করিতে এবং সেই সহযোগিতা হইতে যথেষ্ট উপকৃত হইতে পারে। ইহা ব্যতীত, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের যে বাস্তব মূল্য আছে তাহা উক্ত দুইটি সহযোগিতাকারী দেশের নিজ নিজ স্বার্থ অপেক্ষা বহুগুণ ব্যাপক। বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক বিরোধের উপশমের পক্ষে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।" —N. S. Khrushchev : *Speech in Indian Parliament*

Five Principles of Co-existence (or Pancha Sheela) : সহ-অবস্থানের পঞ্চনীতি (বা 'পঞ্চশীল')।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ভারত ও চীনের মধ্যে

পারস্পরিক সহযোগিতা, বন্ধুত্ব ও শান্তি-মূলক পাঁচটি নীতির ভিত্তিতে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাহাই শান্তিপূর্ণ 'সহ-অবস্থানের পঞ্চনীতি' বা 'পঞ্চশীল' নামে খ্যাত। ঐ বৎসর চীনের প্রধান মন্ত্রী চাও এন-লাই যখন ভারত ভ্রমণ করিতে আসেন তখন চীনের পক্ষ হইতে তিনি ও ভারতের পক্ষ হইতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। পরে ইহা উভয় দেশের পার্লামেণ্টে অনুমোদিত হয়। এই চুক্তির বিভিন্ন শর্তাবলী নিম্নরূপ : (১) উভয় দেশ পরস্পরের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা মানিয়া চলিবে ; (২) কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে এক দেশ অপরকে আক্রমণ না করিয়া আলাপ-আলোচনা দ্বারা শান্তিপূর্ণভাবে সেই বিরোধের মীমাংসা করিবে ; (৩) এক দেশ অন্য দেশের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না ; (৪) উভয় দেশ পরস্পরের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও সমান অধিকার মানিয়া চলিবে ; (৫) উভয় দেশ নিজ নিজ উন্নতি সাধনের জন্য পরস্পরের সহিত অর্থনৈতিক সহযোগিতা করিবে।

সহ-অবস্থানের এই পঞ্চনীতি বা 'পঞ্চশীল' লেনিন-প্রবর্তিত সহ-অবস্থান নীতিরই নামান্তর মাত্র। ইহা বর্তমানকালে বিশ্ব-শান্তি ও পরাধীন জাতির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, ক্ষুদ্র জাতিসমূহের স্বাধীনতা রক্ষা, এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা স্থাপনের ক্ষেত্রে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। এই 'পঞ্চশীল' পৃথিবীর সকল শান্তিকামী রাষ্ট্র ও বিশ্ববাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন ও শ্রদ্ধালাভ করিয়াছে। ভারত ও চীন কর্তৃক 'পঞ্চশীল' গৃহীত হইবার পর সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, ব্রহ্মদেশ, ভিয়েৎনাম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, মিশর, আরব প্রভৃতি বহু দেশ এই 'পঞ্চশীল' গ্রহণ করিয়া ভারত ও চীনের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে।

Cognition : পদার্থের জ্ঞান ; প্রজ্ঞান। অভিজ্ঞতা দ্বারা লব্ধ জ্ঞান বা ধারণা।

Cold War : ঠাণ্ডা যুদ্ধ বা ঠাণ্ডা লড়াই ; স্নায়ু-যুদ্ধ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন ও বিভিন্ন পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্র এবং অপর দিকে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ও পূর্ব-ইউরোপের বিভিন্ন জন-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (People's Democratic States)—ইহাদের মধ্যে যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহাকেই 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ', 'ঠাণ্ডা লড়াই' বা 'স্নায়ুযুদ্ধ' নামে অভিহিত করা হয়। এই দ্বন্দ্ব সশস্ত্র যুদ্ধে পর্যবসিত না হইয়া কেবল কূটনৈতিকভাবে ও দল গঠনের মারফত রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে বলিয়া ইহাকে 'ঠাণ্ডা লড়াই' বলা হয় এবং এই দ্বন্দ্বের মারফত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বক্ষণ একটা চাপ, অস্থিরতা ও অশান্তির অবস্থা বজায় রাখা হয় বলিয়া এই দ্বন্দ্বকে 'স্নায়ুযুদ্ধ' বলা হয়।

Collective Bargaining : যৌথভাবে দরকষাকষি ; যৌথ চুক্তি।

শ্রমিকের মজুরি ও অন্যান্য অভিযোগ-সংক্রান্ত ব্যাপারে মালিক বা সরকারের সহিত শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের সরাসরি আলোচনা। এই আলোচনার মারফত আপসের যে সকল শর্ত স্থির হয় তাহা উভয় পক্ষকে বিনাশর্তে মানিয়া লইতে হয়।

Collectivisation : (সম্পত্তির বা জমির) যৌথকরণ।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে (যথা, সোবিয়েৎ ইউনিয়নে) কোন জাতীয় সম্পদ, বিশেষতঃ জমি সমগ্র সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত করণ। "যৌথকরণের মারফত উৎপাদনের প্রধান উপকরণ—জমি সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়, আবার সেই উপকরণ রাষ্ট্রেরও সম্পত্তি হইয়া যায়" (Stalin : *Leninism*)। এই ব্যবস্থায় কৃষকগণ

তাহাদের ব্যক্তিগত স্বত্বত্যাগ করিয়া নিজ নিজ জমি খামারের সহিত যুক্ত করে। তখন জমি হয় সমাজের সম্পত্তি। কৃষকগণ তাহাদের কাজের বা শ্রমের পরিমাণ অনুযায়ী খামারের নিকট হইতে মুদ্রা ও শস্যের আকারে মজুরি পায়। যৌথকরণ সমাজতান্ত্রিক সমাজের মূল বিষয়সমূহের অন্যতম। "যৌথ খামার হইল একটা অর্থ-নৈতিক ব্যাপার হিসাবে প্রধানতঃ গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের নূতন পথ, সমাজ-তন্ত্রের পথ।"—(Stalin : *Leninism*)

Collective Security : যৌথনিরাপত্তা-ব্যবস্থা।

প্রথম জাতিসঙ্ঘে (League of Nations) ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধীয় আলোচনা হইতে এই কথাটির উদ্ভব হয় এবং তখন হইতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহা একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। এই কথাটির তাৎপর্য এই যে, সকল প্রধান রাষ্ট্র একত্রিত হইয়া প্রত্যেকটি দেশের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিবে। পরে ইহা জাতিসঙ্ঘের মূল সনদে গৃহীত হয়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ইটালী কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রান্ত হইলে জাতিসঙ্ঘ ইতালীর বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী পন্থা গ্রহণ ও আবিসিনিয়ার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে ব্যর্থ হয়। এইভাবে যৌথ নিরাপত্তা-নীতির অবসান ঘটে।

Colombo-Plan : কলোম্বো-পরিকল্পনা।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনসাধারণের জীবিকার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে 'বৃটিশ কমনওয়েল্থ্'-এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি দ্বারা রচিত পরিকল্পনা। সিংহলের রাজধানী কলোম্বো নগরীতে বসিয়া এই পরিকল্পনা রচিত হয় বলিয়া ইহা 'কলোম্বো-পরিকল্পনা' নামে অভিহিত হয়। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ছয় বৎসরের জন্য, অর্থাৎ ১৯৫১-৫৭ সাল পর্যন্ত সময়ের জন্য এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তির উন্নয়নই এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে কৃষি, সেচ-ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ-সরবরাহ, রেলপথ, রাস্তা প্রভৃতি যোগাযোগ-ব্যবস্থা, বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মাণের কর্মপন্থা গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি সামাজিক কর্মপন্থাও স্থান লাভ করে। ইহাও স্থির হয় যে, এই পরিকল্পনা প্রয়োগের ক্ষেত্র হইবে ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, মালয় ও বৃটিশ-অধিকৃত বোর্ণিও। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য মোট ২৪৪৯ কোটি টাকা ধার্য হয় এবং ভারতের জন্য ধার্য হয় ১৮০০ কোটি টাকা, পাকিস্তানের জন্য ৩৭০ কোটি টাকা, মালয় ও বৃটিশ-বোর্ণিওর জন্য ১৪৩ কোটি টাকা এবং সিংহলের জন্য ১৩৬ কোটি টাকা। ভারতসম্বন্ধীয় পরিকল্পনার মধ্যে কেবল জন-সাধারণের জীবিকার মান উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সামাজিক উন্নয়ন এবং মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিবার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট মূলধন ও জনসাধারণের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি সরবরাহের সিদ্ধান্ত স্থান লাভ করে।

Colonial Self-Government : ঔপ-নিবেশিক স্বায়ত্তশাসন।

কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশ উহার উপনিবেশে আভ্যন্তরিক স্বাধীনতার ভিত্তিতে যে শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে, সেই শাসন-ব্যবস্থাকে বলা হয় 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন'। এই শাসন-ব্যবস্থায় উপনিবেশটি সাধারণতঃ উহার আভ্যন্তরিক ব্যাপারে স্বাধীনতা ভোগ করে, কিন্তু পররাষ্ট্রীয় বা দেশরক্ষা বিষয়ের কর্তৃত্ব থাকে সাম্রাজ্যবাদী দেশের উপর।

Colony : উপনিবেশ।

অর্থনৈতিক দিক হইতে পশ্চাৎপদ যে দেশ অন্য একটা শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশের দ্বারা অধিকৃত, শাসিত ও শোষিত হয় সেই পশ্চাৎপদ দেশটিকে বলা হয় 'উপনিবেশ'। উক্ত দখলকারী দেশটি সেই

পশ্চাৎপদ দেশের মধ্যে নানাভাবে শোষণের ব্যবস্থা করিয়া এবং সেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া বিপুল পরিমাণ সাম্রাজ্য-বাদী 'অতিরিক্ত মুনাফা' (Super Profit) অর্জন করে। বিভিন্ন প্রকার উপনিবেশ দেখা যায়; যেমন: Semi-Colony, Client State প্রভৃতি।

Semi-colony : আধা বা অর্ধ-উপনিবেশ।

যে পশ্চাৎপদ দেশ কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশের আংশিক প্রভুত্বের অধীন,—যেমন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক দিক হইতে অধীন,—সেই দেশকে 'আধা-উপনিবেশ' বা 'অর্ধ-উপনিবেশ' বলা হয়; দৃষ্টান্ত: ফিলিপাইন, পূর্বের মিশর, বিপ্লবের পূর্বে চীন প্রভৃতি। প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক প্রভুত্ব এবং পরোক্ষ রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভুত্ব থাকিলেও তাহাকে 'অর্ধ-উপনিবেশ' বলা হয়।

Client State : খাতক দেশ; ঋণী রাষ্ট্র।

যে দেশ বা রাষ্ট্র নামেমাত্র স্বাধীন, কিন্তু কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশের মহাজনী মূলধনের (Finance-Capital) হস্তক্ষেপের (ঋণ-দান হিসাবে) ফলে অল্প-বিস্তর সাম্রাজ্য-বাদের রাজনৈতিক প্রভুত্বের অধীন হয় তাহাকে বলা হয় 'খাতক দেশ' বা 'ঋণী রাষ্ট্র'। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি দুর্বল দেশগুলিকে ঋণ দিয়া তাহাদের মধ্যে জাঁকিয়া বসিয়া তীব্র শোষণ চালায় এবং তাহাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ নিয়ন্ত্রিত করে। এই সকল খাতক দেশ বা ঋণী রাষ্ট্রও অর্ধ-উপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত। এমন কি, কোন কোন সাম্রাজ্য-বাদী দেশও অপর কোন রাষ্ট্রের ঋণ গ্রহণ করিয়া উহার রাজনৈতিক প্রভুত্ব মানিতে বাধ্য হয়; দৃষ্টান্ত: বর্তমান বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশ; ইহারা সকলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাতক দেশ।

Combine : শিল্প-সঙ্ঘ।

[Monopoly শব্দ দ্রষ্টব্য]

Comintern : তৃতীয়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক; (সংক্ষেপে) 'কমিণ্টার্ণ'।

পৃথিবীর সকল দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সমূহের আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ।

[Internationals শব্দ দ্রষ্টব্য]

Commercial Bourgeois : ব্যবসায়ী বুর্জোয়া। [Bourgeoisie শব্দ দ্রষ্টব্য]

Committee for Industrial Organisation (C. I. O.) : শিল্প-সংগঠনের কমিটি, সংক্ষেপে 'সি-আই-ও'।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি সুবৃহৎ শ্রমিক-সংগঠনের অন্যতম। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে 'আমেরিকান ফেডারেশন অফ লেবার' (এ ফ. অফ এল.)-এর অন্তর্ভুক্ত আটটি সুবৃহৎ য়ুনিয়ন নীতিগত ও সাংগঠনিক মতভেদের ফলে উক্ত ফেডারেশনের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া 'সি-আই-ও' গঠন করে। পরে আরও কয়েকটি বৃহৎ য়ুনিয়ন ইহাদের সহিত যোগ দেয়। 'ফেডারেশন'-এর মত 'সি-আই-ও'র সভ্যপদ কেবলমাত্র নিপুণ কারিগরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, সকল প্রকারের শ্রমিকই ইহার মধ্যে সংগঠিত। 'ফেডারেশন'-এর তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ইহার সভ্যসংখ্যা বাড়িয়া হয় ৪০ লক্ষ। ইহার শাখা কানাডাতেও বিস্তৃত। 'ফেডারেশন'-এর মত 'সি-আই-ও' সংগ্রাম-বিমুখ নহে; ইহা বহু বৃহৎ ধর্মঘট পরিচালনা করিয়াছে এবং ইহাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপবেশন-ধর্মঘটের (সিট্-ডাউন স্ট্রাইক) পথ দেখায়। বর্তমানে বত্রিশটি সুবৃহৎ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক (কানাডার) শ্রমিক-য়ুনিয়ন ইহার অন্তর্ভুক্ত। বৈদেশিক নীতির দিক হইতে 'সি-আই-ও' বিচ্ছিন্নতাবাদী (Isolationist), অর্থাৎ আমেরিকার বাহিরে অন্য কোন দেশের ব্যাপারে জড়িত হওয়ার বিরোধী।

Commodity : পণ্য।

শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন ও মানুষের প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্য। বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য ইহা উৎপাদন করা হয়। প্রত্যেক পণ্যের মধ্যেই আছে মূল্য (Value) ও ব্যবহারিক মূল্য (Use-value)।

মার্ক্‌সীয় অর্থনীতিতে পণ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। মার্ক্‌স্‌-এর ভাষায়, "বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাকে 'পণ্য' বলা হয়। ব্যবহারের উপযুক্ত না হইলে কোন দ্রব্যেরই মূল্য থাকিতে পারে না। যদি দ্রব্যটি ব্যবহারের উপযুক্ত না হয় তবে উহার ভিতরের শ্রমও বৃথাই হইবে, সেই শ্রম 'শ্রম' বলিয়া গণ্যই হইবে না; কাজেই সেই শ্রম কোন মূল্য সৃষ্টি করিবে না (*Value, Price & Profit*)।" পণ্যের উৎপাদন উৎপাদকের নিজ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য করা হয় না, উহা উৎপাদন করা হয় যাহারা উহার উৎপাদক নহে তাহাদের জন্য। পণ্যের উৎপাদক উহা উৎপাদন করে বাজারে লইয়া গিয়া বিনিময়ের (বিক্রয়ের) মারফত উহার ভিতরের শ্রমটুকু টাকায় পরিবর্তিত করিয়া মুনাফা লাভের জন্য। "পণ্য হিসাবে জিনিসপত্রের উৎপাদনই ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য"। পণ্যই ধনতান্ত্রিক সমাজের সম্পদ সৃষ্টি করে। মার্ক্‌সের কথায়, "যে সমাজে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি প্রচলিত সেই সমাজের ধনসম্পদ হইল সঞ্চিত পণ্যের বিরাট সমষ্টি, এক-একটি পণ্য হইল সেই বিরাট পণ্য-সমষ্টির এক-একটি ক্ষুদ্রতম অংশ (একক, Unit)।—মার্ক্‌স্‌: *A Contribution to the Critique of Political Economy*। পণ্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া এঙ্গেল্‌স্‌ বলিয়াছেন: "অস্ফুট পুষ্পকোরকের মত উৎপন্ন জিনিসপত্রের মূল্যের রূপের (পণ্যের) মধ্যেই লুক্কায়িত থাকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সমগ্র রূপ, মূলধন ও মজুরি-শ্রমের বিরোধ (Antagonism), শিল্পীয় সংরক্ষিত বাহিনী (বেকার শ্রমিক-বাহিনী) ও শিল্প-সংকটের মূল।"—F. Engels: *On Capital.*

Commonwealth : প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র।

যে শাসনতন্ত্রে প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা দেশের জনসাধারণের আয়ত্তাধীন থাকে তাহাকে সাধারণভাবে 'প্রজাতন্ত্র' বা 'সাধারণতন্ত্র' বলা হয়; ইংলণ্ডে রাজা প্রথম চার্লস্‌-এর প্রাণদণ্ডের পর ১৬৪৯ হইতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল।

Commonwealth of Nations : জাতিসমূহের সাধারণতন্ত্র; 'কমনওয়েল্‌থ্‌ অফ নেশন্‌স্‌'।

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্মেলন, পাকিস্তান ও সিংহল—এই স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত দেশগুলি লইয়া বর্তমানে 'জাতিসমূহের সাধারণতন্ত্র' বা 'কমনওয়েল্‌থ্‌ অফ নেশন্‌স্‌' গঠিত।

'কমনওয়েল্‌থ্‌ অফ নেশন্‌স্‌' বা 'জাতিসমূহের সাধারণতন্ত্র' এক বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাস। পূর্বে সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যকে প্রায়ই এই নামে অভিহিত করা হইত। [British Empire দ্রষ্টব্য] '১৯৩১ সালের ওয়েস্টমিনস্টার আইন' (Statute of Westminster Act, 1931) দ্বারা কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্মেলন ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের স্বায়ত্তশাসন (Dominion Status) আইনগতভাবে স্বীকৃত হইবার পর ইহাদের সহিত পরাধীন ভারতবর্ষ ও সিংহলকে একত্র করিয়া 'বৃটিশ কমনওয়েল্‌থ্‌ অফ নেশন্‌স্‌' গঠিত হইয়াছিল। ১৯৩৩ সালে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড-এর স্বায়ত্তশাসনাধিকার

বাতিল করা হয়। স্বায়ত্তশাসনাধিকার-প্রাপ্ত দেশগুলি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইলেও ইহারা সকলেই 'বৃটিশ কমনওয়েল্থ্'-এর মধ্যে থাকিয়া বৃটিশরাজের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিত।

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে সার্বভৌম ভারত-রাষ্ট্রের স্বেচ্ছায় 'বৃটিশ কমনওয়েল্থ্'-এ যোগদানের পর ইহার কোন চরিত্রগত পরিবর্তন না হইলেও 'বৃটিশ কমনওয়েল্থ্' হইতে 'বৃটিশ' শব্দটি বর্জন করিয়া ইহার নামের পরিবর্তন করা হইয়াছে। এখন ইহা কেবল 'কমনওয়েল্থ্ অফ নেশন্স্' নামে অভিহিত হয়। ইহার অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে একমাত্র ভারত-রাষ্ট্রই 'স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' (Sovereign Democratic Republic), অন্যগুলি আইনগতভাবে স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত দেশ মাত্র। বর্তমানে পাকিস্তানও সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইবার পর 'কমনওয়েল্থ্ অফ নেশন্স্'-এর মধ্যে রহিয়াছে।

সম্ভবতঃ ভারত-সাধারণতন্ত্রের আপত্তিতেই 'বৃটিশ কমনওয়েল্থ্' কথাটি হইতে 'বৃটিশ' শব্দ বর্জন করা হইয়াছে। কিন্তু 'বৃটিশ' শব্দটি বর্জন করা হইলেও ভারত-সাধারণতন্ত্র সহ কমনওয়েল্থ্-এর অন্তর্ভুক্ত সকল দেশ পূর্বের মতই বৃটিশরাজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং বৃটিশরাজকেই কমন-ওয়েল্থ্-এর প্রধান বলিয়া স্বীকার করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু 'জাতিসমূহের সাধারণতন্ত্র' বা 'কমনওয়েল্থ্ অফ নেশন্স্'-কে "স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন মিলন" বলিয়া, ভারত-রাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রতিনিধি শ্রীরামস্বামী বৃটিশরাজের প্রতি 'কমনওয়েল্থ্-এর আনুগত্য প্রকাশকে 'গঠনতান্ত্রিক তাৎপর্যহীন সৌজন্য প্রকাশ-মাত্র' বলিয়া এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল 'কমনওয়েল্থ্' সম্পর্কে বৃটিশরাজকে "কতিপয় সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাধীন মিলনের প্রতীকমাত্র" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

Commune of Paris : প্যারী-কমিউন। পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক-গভর্নমেণ্ট। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারী নগরীর শ্রমিকগণ এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মারফত 'বুর্জোয়া' শাসকদের হস্ত হইতে প্যারী নগরী দখল করিয়া 'প্যারী-কমিউন'-এর প্রতিষ্ঠা করে। ফরাসী দেশের সরকারী বাহিনী ও প্রুসীয় বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের ফলে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মে তারিখে ইহার পতন ঘটে।

Communism : কমিউনিজ্ম্ ; 'সাম্যবাদ' শব্দটিও প্রচলিত।

বহুলপ্রচলিত ও আলোচিত মার্ক্সীয় শব্দ। শ্রমিক-রাষ্ট্রদ্বারা পরিচালিত সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ আরও উন্নতি লাভ করিয়া উহার পরবর্তী যে উন্নত স্তরে প্রবেশ করিবে সেই উন্নত স্তরের সমাজ-ব্যবস্থাকে ও ঐ সমাজ-প্রতিষ্ঠার মতবাদকে বলা হয় 'কমিউনিজ্ম্' বা 'সাম্যবাদ'। সেই সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও 'কমিউনিজ্ম্' বা 'সাম্যবাদ'-এর অন্তর্ভুক্ত। কার্ল্ মার্ক্স্-এর কথায়, " 'কমিউনিজ্ম্' বলিতে আমরা বুঝি এমন একটা আন্দোলন, যে আন্দোলন চল্তি সমাজ-ব্যবস্থাটাকে (ধনতন্ত্রকে) ঝাঁটাইয়া দূর করিবে। সেই আন্দোলনের পক্ষে প্রয়োজনীয় অবস্থাগুলি চল্তি সমাজ-ব্যবস্থার মধ্য হইতেই দেখা দেয়" (V. Adoratsky-রচিত *Dialectical Materialism* নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত)।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ (Socialism) ও কমিউনিস্ট সমাজ (Communism) এক নহে। এই দুইয়ের পার্থক্য ব্যাখ্যা করিয়া লেনিন বলিয়াছেন :

"যদি আমরা নিজেদের কাছেই প্রশ্ন করি, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজ্ম্-এ তফাৎ কি—

তাহা হইলে আমরা এই জবাব দিব যে, সমাজতন্ত্র এমন একটা সমাজ যেটা সরাসরি ধনতন্ত্র হইতে বাড়িয়া উঠে। এই সমাজতন্ত্রই নূতন সমাজের প্রথম স্তর। আর কমিউনিজ্‌ম্‌ হইল এমন একটা উন্নততর সমাজ যেটা কেবল তখনই বাড়িয়া উঠিবে যখন সমাজতন্ত্র সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।" (Lenin: *On Sabotniks*)

The First Phase of Communism (or Socialism): কমিউনিজ্‌ম্‌-এর প্রথম স্তর (বা সমাজতন্ত্র)। [Socialism শব্দ দ্রষ্টব্য]

The Higher Phase of Communism: কমিউনিজ্‌ম্‌-এর উচ্চতর স্তর।

কার্ল্‌ মার্ক্‌স্‌ নিম্নোক্তরূপে 'কমিউনিজ্‌ম্‌-এর উচ্চতর স্তর' ব্যাখ্যা করিয়াছেন:

"কমিউনিস্ট সমাজের উচ্চতর স্তরে যখন শ্রম-বিভাগের নিকট ব্যক্তির দাসত্বমূলক অধীনতা এবং উহার ফলস্বরূপ মানসিক ও শারীরিক শ্রমের অসঙ্গতি লোপ পাইবে, যখন শ্রম কেবল জীবিকানির্বাহের উপায় হিসাবে আর না থাকিয়া নিজেই জীবনের প্রধান আবশ্যকতা হিসাবে দেখা দিবে, যখন ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতাও বাড়িয়া যাইবে এবং সমবায়মূলক উৎপাদন আরও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে,—কেবল তখনই বুর্জোয়া-সমাজের সংকীর্ণ গণ্ডি পার হইয়া আসা সম্ভব হইবে, কেবল তখনই সমাজ উহার বিজয়-পতাকায় এই কথাটি অঙ্কিত করিবে: 'প্রত্যেকের নিকট হইতে (লও) তাহার শক্তি অনুসারে, আর প্রত্যেককে (দাও) তাহার প্রয়োজনমত!" (K. Marx: *Critique of Gotha Programme.*)

Primitive Communism: আদিম কমিউনিজ্‌ম্‌; আদিম সাম্যবাদ।

ইতিহাসের প্রথম স্তরে, অর্থাৎ সমাজ-বিকাশের প্রথম স্তরে যখন মানুষ ছোট ছোট দলে ভাগ হইয়া সাধারণ অধিকারের ভিত্তিতে গঠিত ছোট ছোট সমাজে বাস করিত, যখন শ্রম ছিল সাধারণ (Common), তখন সেই সামাজিক ব্যবস্থার অনিবার্য ফল হিসাবেই তখনকার "উৎপাদন-পদ্ধতির পরিণতিস্বরূপ দেখা দেয় উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদনের ফলের উপর সমাজের সর্বসাধারণের মালিকানা। —*History of the C. P. S. U. (B)* উৎপাদনের আদিম অবস্থার জন্যই উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা (ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা) ছিল এই সমাজে অসম্ভব, ঠিক সেই কারণেই শ্রেণী-বিভাগ এবং শ্রেণীদ্বারা শ্রেণী-শোষণও ছিল অসম্ভব।

Communist League: 'কমিউনিস্ট লীগ'; কমিউনিস্ট সঙ্ঘ।

বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরীতে কার্ল্‌ মার্ক্‌স্‌ ও ফ্রেডরিখ্‌ এঙ্গেল্‌স্‌ কর্তৃক ইহা সংগঠিত হয়। তাঁহারাই ছিলেন ইহার পরিচালক। এই 'কমিউনিস্ট লীগ'-এর নির্দেশেই মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌ জগদ্বিখ্যাত 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' রচনা করিয়াছিলেন। 'কমিউনিস্ট লীগ' ১৯৫২ পর্যন্ত টিকিয়া ছিল।

Communist Party: কমিউনিস্ট পার্টি।

শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব রাজনৈতিক পার্টি, এই পার্টির চরম উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠা, তাই পার্টির নাম 'কমিউনিস্ট পার্টি'।

কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ লাভের উপায়:

(১) পার্টির কর্মসূচী মানিয়া লইতে হয়;

(২) পার্টির সভ্যপদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ চাঁদা দিতে হয় এবং পার্টি-তহবিলের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে হয়;

(৩) পার্টির কোন-না-কোন সংগঠনের মধ্যে থাকিয়া কাজ করিতে হয়।

Compradore Bourgeois : দালাল বুর্জোয়া ; মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া।

[Bourgeoisie শব্দ দ্রষ্টব্য]

Comtism : কোঁৎ-এর (Auguste Comte) দার্শনিক মতবাদ ; কোঁৎবাদ।

ফরাসী দার্শনিক অগাস্ট কোঁৎ (১৭৯৮—১৮৫৭) কর্তৃক প্রবর্তিত দার্শনিক মতবাদ—প্রত্যক্ষবাদ (Positive Philosophy)।

এই দর্শনে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বিষয় উপলব্ধি করা যায় কেবল সেই সকল বিষয়ই স্বীকৃত, এবং সর্বপ্রকার অতীন্দ্রিয় বিষয়-সমূহের সত্তা অস্বীকৃত হয়। কোঁৎ-এর মতে,"প্রেম আমাদের মূলতত্ত্ব, শৃঙ্খলা আমাদের ভিত্তি এবং উন্নতি আমাদের লক্ষ্য।" তাঁহার মতে, বিশ্ব-মানবই একমাত্র উপাস্য দেবতা।

অগাস্ট কোঁৎ-এর মতে, বিশ্বের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মানুষের মন ক্রমে ক্রমে নিম্নোক্ত তিনটি স্তর অতিক্রম করিয়াছে : (১) ধর্মশাস্ত্রের যুগ, ইহাই মানুষের চিন্তাধারার প্রথম যুগ এবং এই যুগেই শেষ পর্যন্ত একেশ্বরবাদের জন্ম হইয়াছিল। (২) দ্বিতীয় স্তরে মানুষ ভাবিতে শিখিয়াছিল যে, বিশ্ব-প্রকৃতি একটা বিশেষ শক্তি বা নিয়মের দ্বারা চালিত হয়, ইহাই দর্শনের ভাববাদী (Metaphysical) স্তর ; এই স্তরে 'আত্মা', 'সত্তা', 'শক্তি' বা 'নিয়ম' ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। (৩) ক্রমে মানুষের মন ইহাকেও অগ্রাহ্য করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছে এবং তখনই আরম্ভ হইয়াছে তৃতীয় স্তর বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্তর। কোঁৎ-এর প্রত্যক্ষবাদ (Positive Philosophy) বিজ্ঞানের কোন শাখা নহে, ইহা মানুষের সকল জ্ঞানের সমন্বয়। সংক্ষেপে কোঁৎ-এর এই মতবাদ হইল বাস্তবতাবাদ (Realism) ও অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism)—এই দুইয়ের সমন্বয়।

Concentration, Theory of (or Concentration of Capital : মূলধনের একত্রীকরণ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব (অথবা মূলধনের একত্রীকরণ)।

[Capital শব্দ দ্রষ্টব্য]

Concept : ধারণা।

বস্তুবাদী দার্শনিক মতে, মনের উপর কোন বস্তু বা বাস্তব অবস্থার ছায়াপাত ; কোন বস্তু বা বাস্তব অবস্থার মানসিক ছবি।

Conciliationism : আপসবাদ।

কোন রাজনৈতিক দলের মধ্যে যাহারা দলের নীতির বিরোধিতা করে তাহাদের সেই বিরোধিতা চাপা দিয়া একসঙ্গে চলিবার মনোভাবকে বলা হয় 'আপসবাদ'।

Concordat : ধর্মীয় চুক্তি।

কোন দেশের গভর্নমেণ্ট ও রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু পোপের মধ্যে অনুষ্ঠিত ধর্মসংক্রান্ত চুক্তি। এই চুক্তিতে পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্য, ক্যাথলিক পাদ্রী সম্প্রদায়ের অধিকার,গীর্জার জন্য উক্ত গভর্নমেণ্টের দান বা সাহায্য, গীর্জার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি বিষয় নির্দিষ্ট করা হয়। এই চুক্তি অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তির মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

Confederation : সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহ, রাষ্ট্র-সম্মিলন।

নিজ নিজ রাষ্ট্রের পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া বিশেষ উদ্দেশ্যে একাধিক রাষ্ট্রের মিলন।

Confiscation : বাজেয়াপ্তকরণ।

সরকার কর্তৃক বা সরকারের অনুমোদনে বিধিসিদ্ধ (আইনসম্মত) লুণ্ঠন। সরকার-বিরোধী কার্য-কলাপের অপরাধে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি জব্দ করা।

Congress, Indian National : ভারতের জাতীয় কংগ্রেস।

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন। এই সংগঠনের প্রধান ঘটনাবলী নিম্নে বিবৃত হইল :

ইহা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এলান অক্টাভিয়াস্ হিউম নামক একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান (আই. সি. এস.) ও কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় নায়কের উদ্যোগে প্রথম গঠিত হয়। দেশের তৎকালীন জাতীয় রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও বৈপ্লবিক গণ-জাগরণকে সংস্কারপন্থী আন্দোলনে রূপান্তরিতকরণ ও বিদেশী বৃটিশ শাসকদের সহিত আপস স্থাপনের উদ্দেশ্য লইয়া প্রথমে স্থাপিত হইলেও ইহা ক্রমশঃ স্বাধীনতাকামী শিক্ষিত জনসাধারণের সংগঠনে পরিণত হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন ও পরবর্তী কয়েকটি অধিবেশনের গৃহীত নীতি ছিল: জাতীয় চেতনার বিকাশ সাধন, ভারতবর্ষ ও গ্রেট বৃটেনের মধ্যে সৌহার্দ্য-সম্পর্ক স্থাপন এবং রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সুবিধা-সুযোগ লাভ করিয়া দেশের অগ্রগতির পথ তৈরি করা। তৎকালীন আপসপন্থী নেতৃবৃন্দ এমনকি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথাও ভাবিতেন না। শীঘ্রই কংগ্রেসের মধ্যে মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, পঞ্জাবের লালা লাজপত রায় এবং বাংলাদেশের বিপিন চন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে একটি চরমপন্থী দলের সৃষ্টি হয়। এই চরমপন্থী দল পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি লইয়া আপসপন্থী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুরাট-কংগ্রেসে আপসপন্থী নেতৃত্ব ও চরমপন্থী দলের বিরোধ চরম আকার ধারণ করে এবং শেষোক্ত দল কংগ্রেস ত্যাগ করে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চরমপন্থীরা কংগ্রেস বর্জন করে এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লখ্নৌ-কংগ্রেসে চরমপন্থীরা 'হোমরুল' বা স্বায়ত্তশাসনের দাবি লইয়া পুনরায় কংগ্রেসে যোগদান করে। এই পর্যন্ত কংগ্রেসের সহিত কৃষক-শ্রমিক প্রভৃতি জনসাধারণের সংযোগ ঘটে নাই। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে দেশব্যাপী এক গণ-সংগ্রামের মধ্য দিয়া কংগ্রেসকে কৃষক-শ্রমিক প্রভৃতি প্রকৃত জনসাধারণের সংগঠনে পরিণত করেন। এই গণ-সংগ্রামের মধ্য দিয়াই প্রথম কংগ্রেসের সহিত জনসাধারণের সংযোগ স্থাপিত হয়, কংগ্রেস প্রকৃত জনসাধারণের রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনসাধারণের জাতীয় রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ আরম্ভ হয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা-কংগ্রেসে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির ভিত্তিতে বৃটিশ সরকারকে চরম পত্র দেওয়া হয়। এই চরম পত্রের নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করিলে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে লাহোর-কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি গৃহীত হয় এবং উক্ত দাবি লইয়া গান্ধীজী আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই আন্দোলন চলে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ইহার পর ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনের অচল অবস্থা চলে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে লখ্নৌ-কংগ্রেসে জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে শ্রমিক-কৃষকের দাবির ভিত্তিতে কংগ্রেসকে প্রকৃত জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের রূপ দানের চেষ্টা চলে এবং আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও ফাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের সহিত যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের নূতন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র গৃহীত হইলে কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করে। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে কংগ্রেসের সভ্য-সংখ্যা ছয় লক্ষ হইতে বাড়িয়া ষাট লক্ষে পরিণত হয়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতি-পদে পুনর্নির্বাচন-প্রার্থী হইলে কংগ্রেস-নেতৃত্বের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। মহাত্মা গান্ধীর মনোনীত প্রার্থী ডাঃ সীতারামিয়াকে পরাজিত করিয়া সুভাষ চন্দ্র বসু দ্বিতীয়বারের জন্য কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন, কিন্তু নেতৃত্বের মধ্যে

মতভেদের ফলে সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর উভয় দলের বিরোধের পরিণতি হিসাবে সুভাষচন্দ্রের উপর শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। অতঃপর সুভাষচন্দ্র 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে একটি পাণ্টা প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া অন্যান্য বামপন্থীদের সহযোগে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯৩৮-৪০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস মুসলিম লীগের সহিত কয়েকবার আপসের চেষ্টা করে, কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে কংগ্রেস বৃটেনের সহিত সহযোগিতার শর্ত হিসাবে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিবার প্রস্তাব দেয়। বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে রামগড়-কংগ্রেসের প্রস্তাবে গ্রেট বৃটেনের যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া উহার সহিত কোন প্রকারের সহযোগিতা না করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস 'প্রতীক সত্যাগ্রহ' আরম্ভ করে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রধান নেতৃত্ব বিশ্বব্যাপী ফাসিস্ত-বিরোধী যুদ্ধে যোগদানের শর্ত হিসাবে ভারতের স্বাধীনতা দাবি করে, কিন্তু সেই দাবিও অগ্রাহ্য করা হয়। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের সহিত আপস করিয়া ভারতীয় সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে 'ক্রিপ্‌স্‌-মিশন' প্রেরণ করে। কিন্তু 'ক্রিপ্‌স্‌-প্রস্তাব' গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় কংগ্রেস উহা অগ্রাহ্য করে। ঐ বৎসর জুলাই মাসে কংগ্রেস-ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে 'ভারত ছাড়' (Quit India) প্রস্তাব পাশ হয়। এই প্রস্তাবে ব্যাপক অহিংস সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার কথাও উল্লেখ করা হয়। ৮ই আগস্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটির বোম্বাই-অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটির উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার পূর্বে শেষ চেষ্টা হিসাবে বৃটিশ সরকার ও বড়লাটের সহিত আলোচনা চালাইবার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু শাসকগণ নেতৃবৃন্দকে সেই আলোচনার কোন সুযোগ না দিয়া ৯ই আগস্ট ভোরে মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তার করিয়া সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র কংগ্রেস-সংগঠনকে অবৈধ ঘোষণা করেন। এই আকস্মিক গ্রেপ্তারে ক্রুদ্ধ হইয়া সমগ্র ভারতের জনসাধারণ সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক সংগ্রাম আরম্ভ করে। এই সংগ্রামই 'আগস্ট আন্দোলন' নামে খ্যাত। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মহাত্মা গান্ধী মুক্তিলাভ করেন। পর বৎসর গ্রীষ্মকালে ভুলাভাই দেশাই-এর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের সহিত আলোচনায় কংগ্রেস-মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্টের ভিত্তিতে একটি জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব দিলে বৃটিশ সরকার সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মুক্তিলাভ করেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দেওয়ায় কোন যুক্ত সমাধান সম্ভব হইল না। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাহাতে কংগ্রেস প্রায় সকল সাধারণ আসন ও মুসলিম লীগ প্রায় সকল মুসলিম আসন দখল করে। ঐ বৎসরের মার্চ মাসে বৃটিশ সরকার 'ক্যাবিনেট মিশন' প্রেরণ করে। এই মিশনের সহিত আলোচনায় কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতার দাবিতে ও মুসলিম লীগ দেশ ভাগের ভিত্তিতে 'পাকিস্তান'-এর দাবিতে অটল থাকে। কিন্তু আপাত ব্যবস্থা হিসাবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের লইয়া কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার (বড়লাটের কাউন্সিল) গঠনের আয়োজন চলে এবং

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে এই সরকার গঠিত হয়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে দেশ ভাগের ভিত্তিতে কংগ্রেস ভারতের ও মুসলিম লীগ পাকিস্তানের শাসন-ক্ষমতা লাভ করে। এখনও ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেসই স্বাধীন ভারতের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছে।

Conservative Party : রক্ষণশীল দল।

গ্রেট বৃটেনের দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৃটেনে যে 'টোরি' দল ছিল রক্ষণশীল দল তাহারই পরবর্তী বা আধুনিক নাম। বৃটেনের আভ্যন্তরিক ও সাম্রাজ্যবাদী নীতির দিক হইতে বৃটেনের অপর প্রধান দলের (শ্রমিক দলের) সহিত রক্ষণশীল দলের কোন মূলগত পার্থক্য নাই।

Constant Capital : স্থির মূলধন ; অপরিবর্তনশীল মূলধন।

[Capital শব্দ দ্রষ্টব্য]

Constitution, Political : রাষ্ট্রশাসন-বিধি ; রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্র।

যে বিধি অনুসারে কোন দেশের রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্য-বিভাগ গঠিত ও পরিচালিত হয় তাহাকে 'রাষ্ট্রশাসন-বিধি' বা 'রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্র' বলা হয়।

Constituent Assembly (or National Assembly) : রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র গঠনের ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় পরিষদ ; 'কনস্টিটিউয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি'।

এই 'অ্যাসেম্বলি' বা পরিষদ সর্বপ্রথম গঠিত হয় ফরাসী দেশে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন। • তৎকালীন ফরাসীদেশের স্বেচ্ছাচারী রাজা ষোড়শ লুইয়ের স্বেচ্ছাতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া নিয়মতন্ত্র প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ইহা গঠিত হইয়াছিল। ষোড়শ লুই এই 'অ্যাসেম্বলি' বা পরিষদ কর্তৃক রচিত শাসনতন্ত্র মানিয়া লইলে উক্ত পরিষদ ভাঙিয়া যায়। কিন্তু অল্প পর হইতেই রাজা ষোড়শ লুই পরিষদ কর্তৃক রচিত শাসনতন্ত্র অমান্য করিতে থাকিলে এই 'অ্যাসেম্বলি' বা পরিষদ দ্বিতীয়-বার মিলিত হয় এবং ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হইবার পর ১৭৮৯ হইতে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার অধিবেশন চলে। এই কয়েক বৎসর এই 'কনস্টিটিউয়েণ্ট 'অ্যাসেম্বলি'ই প্রকৃতপক্ষে ফরাসী দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিল। 'অ্যাসেম্বলি'র এই অধিবেশন 'দ্বিতীয় কনস্টিটিউয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি' নামে খ্যাত। 'অ্যাসেম্বলি'র এই ঐতিহাসিক অধিবেশনেই ইতিহাস-বিখ্যাত 'মানবাধিকার ঘোষণা' (Declaration of Rights of Man) রচিত হয়। ইহাতে রাজার সার্বভৌম ক্ষমতা অস্বীকার করিয়া ফ্রান্সের জনগণের বা ফরাসী জাতির 'সার্বভৌমত্ব' এবং সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার "পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়" বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ইহার পরই 'দ্বিতীয় কনস্টিটিউয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি' আত্মবিলোপ করে। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে নূতন 'কনস্টিটিউয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি' (Convention) নির্বাচিত হয় এবং ইহা ষোড়শ লুইকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। ফ্রান্সের এই 'কনস্টিটিউয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি' 'এস্টেট জেনারেল' (Estate General) নামেও অভিহিত হইত।

১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় ও ইউ-রোপের আরও কয়েকটি দেশে এবং ১৯৩৯-৪৫ সালের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ফরাসী দেশে অনুরূপ 'কনস্টিটিউয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি' গঠিত হইয়া এই সকল দেশে নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করিয়াছিল।

Constitutional Govt. (Monarchy) : নিয়মতান্ত্রিক শাসন-প্রণালী।

যে শাসনতন্ত্রে রাজা কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন থাকে।

Consumers' Co-op. : ক্রেতাদের সমবায়-সঙ্ঘ। [Co-operatives শব্দ দ্রষ্টব্য]

Contraband : আইন দ্বারা নিষিদ্ধ পণ্য। সাধারণতঃ যুদ্ধের সময় কোন যুদ্ধরত দেশ উহার শত্রুদেশে প্রেরিত যে সকল পণ্য আটক করে।

Contradiction : দ্বন্দ্ব (দার্শনিক অর্থে)। কোন বস্তু, অবস্থা ও সমাজ-বিকাশের অগ্রগতির মূলে উক্ত বস্তু, অবস্থা ও সমাজের বিভিন্ন আভ্যন্তরিক শক্তির মধ্যে যে মৌলিক সংগ্রাম চলে সেই মৌলিক সংগ্রামকেই বলা হয় 'দ্বন্দ্ব'।

মার্ক্সীয় দার্শনিক মতে, দ্বন্দ্ব হইল, "কোন বস্তুর মধ্যে, কোন বাস্তব অবস্থার মধ্যে, অথবা কোন সমাজের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী বিভিন্ন শক্তি ও ঝোঁকের সংগ্রাম" ; এই দ্বন্দ্ব কোন কিছুর পরিবর্তনের জন্য ও উহার বিকাশের জন্য 'আভ্যন্তরিক গতি' (প্রেরণা বা আবেগ) সৃষ্টি করে। "প্রত্যেকটি নূতন বিকাশ বা পরিবর্তন হইল পরস্পর-বিরোধী (বা বিপরীত) শক্তির সংগ্রামের ফল।" —Lenin: *Materialism & Empirio-Criticism*.

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, Contradiction (দ্বন্দ্ব) ও Antagonism (বিরোধ)— এই দুইটি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রায় সম অর্থবোধক হইলেও মূল অর্থে এই শব্দ দুইটি ভিন্ন। কারণ, Contradiction (দ্বন্দ্ব) হইতেই Antagonism (বিরোধ)-এর সৃষ্টি হয়। দ্বন্দ্ব হইল মূল কারণ, আর বিরোধ হইল সেই মৌলিক দ্বন্দ্বের পরিণতি। [Unity ও Struggle of Opposites দ্রষ্টব্য]

Controlled Economy : নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি ;

Mixed Economy : মিশ্র অর্থনীতি ;

Welfare Economy : কল্যাণকর

ধনতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র-পরিচালিত অর্থনীতি ও ব্যক্তিভিত্তিক অর্থনীতির সংমিশ্রণে যে নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে তাহাকে 'নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি' বা 'মিশ্র অর্থনীতি' অথবা 'কল্যাণকর অর্থনীতি' নামে অভিহিত করা হয়। অধিকতর মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনাহীনভাবে চালিত হইয়া ব্যক্তিভিত্তিক অর্থনীতি মাঝে মাঝে সমাজে যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে [Crisis শব্দ দ্রষ্টব্য] সেই বিপর্যয় রোধের উদ্দেশ্য লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রে ইহা প্রথম প্রবর্তিত হয়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে এক ভয়ঙ্কর আর্থিক সংকট প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আরম্ভ হইয়া সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অচল করিয়া ফেলিয়াছিল। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে রুজভেল্ট (Franklin Delano Roosevelt, 1882-1944) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়া পরিকল্পনাহীন ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ব্যক্তিভিত্তিক অর্থনীতিকে পরিকল্পনামূলক রাষ্ট্র-পরিচালিত অর্থনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া আর্থিক সংকটের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিভিত্তিক অর্থনীতির পাশাপাশি রাষ্ট্র-পরিচালিত অর্থনীতি গড়িয়া তোলেন। রুজভেল্টের এই প্রচেষ্টা 'নিউ ডিল' নামে খ্যাত [New Deal দ্রষ্টব্য]। রুজভেল্টের এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে 'নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি' বা 'মিশ্র অর্থনীতি' অথবা 'কল্যাণকর অর্থনীতি' নামেও অভিহিত করা হয়।

এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে 'নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি' বলার কারণ এই যে, ইহাতে ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনীতি, অর্থাৎ অধিকতর মুনাফালাভের উদ্দেশ্যে চালিত ব্যক্তিভিত্তিক

অর্থনীতিকে রাষ্ট্র-পরিচালিত অর্থনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করা হয়। ইহাকে 'মিশ্র অর্থনীতি' বলার কারণ এই যে, ইহাতে ব্যক্তিভিত্তিক অর্থনীতির পাশাপাশি রাষ্ট্র-পরিচালিত অর্থনীতি গড়িয়া তোলা হয়। আর ইহাকে 'কল্যাণকর অর্থনীতি' বলার কারণ এই যে, ব্যক্তিভিত্তিক অর্থনীতি সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের পরিবর্তে কেবল ব্যক্তিবিশেষের (মূলধনীদের) স্বার্থে অর্থাৎ তাহাদের অধিকতর মুনাফালাভের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়, কিন্তু রাষ্ট্র-পরিচালিত অর্থনীতি সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই গঠিত ও পরিচালিত হয় এবং সেই উদ্দেশ্যেই ইহা ব্যক্তিভিত্তিক অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করে।

এই অর্থনৈতিক মতের স্রষ্টা হইলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদ্ এ. পি. লার্নার (A. P. Lerner)। তিনি তাঁহার *Economics of Control* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এই অর্থনীতির নিম্নোক্তরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন :

"নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির মূল বিষয়বস্তু এই যে, নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি (সমাজতন্ত্রের) যৌথ সম্পত্তি-প্রথা এবং (ধনতন্ত্রের) ব্যক্তিভিত্তিক সম্পত্তি-প্রথাকে সমাজ গঠনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ না করিলেও ইহা এই উভয় প্রথাকে সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত সমাজ-পদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করে। নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি এই যে, অবস্থা বিশেষে যে ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বেশী কার্যকরী বা ফলপ্রদ, সেই ব্যবস্থাই গ্রহণ করা কর্তব্য। এই জন্যই সম্ভবতঃ এই অর্থনীতির নাম হওয়া উচিত 'কার্যকরী অর্থনীতি'।......" —৫ পৃষ্ঠা।

কিরূপ সরকার এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে পারে?—

নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির প্রবর্তন করিতে হইলে "এমন একটা গভর্নমেণ্ট প্রয়োজন, যে-গভর্নমেণ্ট সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে সমাজকে পরিচালিত করিতে বদ্ধপরিকর এবং কোন সম্প্রদায়বিশেষের আংশিক স্বার্থের বিরোধিতা দমন করিবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী। এইভাবে আমরা সেই গভর্নমেণ্টের দ্বারা সমাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক কাজগুলি করাইয়া লইতে পারিব এবং ইহার ফলে এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে যে প্রতিষ্ঠানগুলি সাফল্যের সহিত সমাজের ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারা চালিত সভ্যদিগকে (ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষী মূলধনীদিগকে) সমগ্র সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক কার্যাবলী সম্পন্ন করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে।" —৭ পৃষ্ঠা।

এই অর্থনীতির নাম সম্বন্ধে :

"এই অর্থনীতির জন্য 'নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি' নামটি বিশেষ উপযুক্ত নহে। কিন্তু যুক্তি-সম্মতভাবে গঠিত যে-গণতান্ত্রিক সমাজ সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র এই উভয় প্রকার সমাজ-ব্যবস্থা হইতেই মঙ্গলজনক ফললাভ করিতে ইচ্ছুক, সেই গণতান্ত্রিক সমাজের কোন একটিমাত্র ভাল নাম দেওয়া যায় না। আর 'মিশ্র অর্থনীতি' নামটি মোটেই উপযুক্ত নহে।" —৮ পৃষ্ঠা।

সমাজবাদী সমালোচনা :

উপরে গ্রন্থকার লার্ণার সাহেব সমাজতন্ত্রের কথা তুলিয়াছেন এবং নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সংমিশ্রণ বলিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সমাজবাদ অনুসারে, যে-কোন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলা চলে না। নিয়ন্ত্রিত বা মিশ্র অর্থনীতি প্রবর্তিত হয় ধনতান্ত্রিক সমাজে, আর ধনতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র মূলধনীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া উহা সর্বতোভাবে মূলধনীদের স্বার্থেই চালিত হয় এবং

তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই কোন কোন সময় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে বাধ্য হয়; যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডে আর্থিক সংকট হইতে মূলধনীদের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য ইস্পাত-শিল্পকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করা হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ধনতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা 'রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র' (State Capitalism) ব্যতীত অন্য কিছু নহে [State Capitalism দ্রষ্টব্য]। অন্য দিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি জনগণের আয়ত্তাধীন এবং সেখানে রাষ্ট্র মূলধনীশ্রেণী ও তাহাদের মুনাফাভিত্তিক ব্যক্তিগত অর্থনীতির উচ্ছেদ সাধন করে। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সমাজতান্ত্রিক সমাজে ধনতান্ত্রিক সমাজের মত মিশ্র অর্থনীতি প্রচলিত থাকিতে পারে না, সেখানে রাষ্ট্রের উপরেই সমগ্র অর্থনৈতিক উদ্যোগ ও কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকে।

বর্তমান সময়ে বহু ধনতান্ত্রিক দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির উপায় হিসাবে নিয়ন্ত্রিত বা মিশ্র অর্থনীতির প্রবর্তন করা হইতেছে। সেই সকল দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির ভার কেবল মাত্র ব্যক্তিভিত্তিক অর্থনীতির (অর্থাৎ মূলধনীদের) উপর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া না দিয়া রাষ্ট্র স্বয়ং বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করিতেছে। এইভাবে সেই সকল দেশে নিয়ন্ত্রিত বা মিশ্র অর্থনীতি প্রবর্তিত হইতেছে। ভারতেও মিশ্র অর্থনীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। এই সকল দেশে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা পরিকল্পনার ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা হইতেছে। এইভাবে 'পরিকল্পিত অর্থনীতি' (Planned Economy) বর্তমান অর্থনৈতিক জগতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিভিত্তিক ধনতান্ত্রিক সমাজে মিশ্র গণ্ডির মধ্যে 'পরিকল্পিত অর্থনীতি' কি সম্ভব?

[Planned Economy দ্রষ্টব্য]

Convention : বিশেষ সম্মেলন।

বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে, বিশেষ উদ্দেশ্যে এবং বিশেষভাবে আহূত কোন রাষ্ট্রীয় আইন-সভা অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সম্মেলন।

Co-operatives : সমবায়-সঙ্ঘ।

শ্রমিকদের বা দরিদ্র জনসাধারণের নিজেদের জন্য তাহাদের পরস্পরের সহযোগিতামূলক মিলনের দ্বারা গঠিত বিশেষ অর্থনৈতিক সংগঠন।

Consumers' Co-operatives : ক্রেতাদের সমবায়-সঙ্ঘ।

শ্রমিক ও অন্যান্য গরীব লোক নিজেদের জীবিকা নির্বাহের ব্যয় কমাইবার উদ্দেশ্যে নিজেদের মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা খাদ্য-বস্ত্র প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে তাহাকেই বলা হয় 'ক্রেতাদের সমবায়-সঙ্ঘ'। তাহারা এই সকল প্রতিষ্ঠান ব্যতীত জীবন-বীমা, মৃতের কবরের জন্য নিজস্ব প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিও গঠন করে।

Copernican Theory : কোপারনিকাসের তত্ত্ব, অর্থাৎ সৌরকেন্দ্রিক জগতের মতবাদ।

বিখ্যাত প্রুশীয় জ্যোতির্বিদ্ কোপারনিকাসের (১৪৭৩-১৫৪৩) পূর্ব পর্যন্ত খৃষ্টান-ধর্ম এই মত প্রচার করিয়া আসিতেছিল যে, পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া সূর্য এবং অন্য সকল গ্রহ আকাশে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কিন্তু কোপারনিকাস্ প্রমাণ করেন যে, গ্রহগণ পৃথিবীকে নহে, সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। কোপারনিকাসের এই নূতন মত মানুষের বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার সহিত তাহার ধর্ম-বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব বাধাইয়া দেয়। ইহাতে প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের

পরাজয় ঘটে এবং এই বৈজ্ঞানিক মত প্রাধান্য লাভ করে। পরে এই বিজয়ী মানব-অভিজ্ঞতা আরও বিকাশ লাভ করে এবং তাহা হইতে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সৃষ্টি হয়।

Corporation : শিল্প ও সমবায়-সঙ্ঘ ; কর্পোরেশন।

[Monopoly শব্দ দ্রষ্টব্য]

Corporate (or Corporative) State : 'কর্পোরেশন'-এর (বা সমবায়ের) ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র ; শ্রেণী-সহযোগিতা-মূলক রাষ্ট্র।

শিল্প, ব্যবসায় ও চাকরির ভিত্তিতে গঠিত সমবায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। ব্যাখ্যামূলক অর্থে, শিল্পের মালিক, শ্রমিক-কর্মচারী ও গভর্নমেণ্টের মিলনের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র।

ইহা ছিল ইতালীর ফাসিস্তদের পরিকল্পিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। মুসোলিনির শাসনকালে ইতালীতে এই ধরনের রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছিল। এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মূল বিষয়বস্তু হইল : শিল্পের মালিকদের প্রতিনিধি, সরকারী প্রতিনিধি এবং শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত বহু 'কর্পোরেশন'-এর ভিত্তিতে (শ্রেণী-সহযোগিতার ভিত্তিতে) দেশের অর্থনীতি সংগঠিত করা।

Correspondence, Doctrine of : প্রতিরূপবাদ।

দার্শনিক সুইডেন বের্গ-প্রবর্তিত মত-বিশেষ। এই দার্শনিক মত অনুসারে প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক বস্তু কোন আধ্যাত্মিক সত্য বা ভাবের প্রতিরূপ মাত্র।

Cosmism : অখণ্ড বিশ্ব-ব্যবস্থা বা বিশ্ব-শৃঙ্খলা ; বিশ্বতত্ত্বনির্ণায়ক শাস্ত্র।

এই বিশ্ব অখণ্ড ও এক নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন এবং তাহা ক্রমবিবর্তনেরই পরিণতি এই প্রকার মতবাদ। বিশ্বের নিয়ম-শৃঙ্খলা বুঝাইবার জন্য সর্বপ্রথম হোমর 'Cosmos' শব্দটি ব্যবহার করেন। তৎপরে গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাস্ ও আনাক্সাগোরাস্ ইহা দ্বারা ঐশ্বরিক নিয়ম ও প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তৎপরে দার্শনিক প্লাতো (Plato) এই শব্দটি দ্বারা স্বর্গীয় ও জাগতিক নিয়ম-শৃঙ্খলা বুঝাইয়াছেন ; এবং তৎপরে আরও অনেক দার্শনিক ইহা দ্বারা জাগতিক নিয়ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

Cosmogony : বিশ্বের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় মতবাদ।

Cosmos বা বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকাল হইতে বহু প্রকারের ধারণা বা মত প্রচলিত আছে। আদিম কালের মানুষের ধারণা ছিল যে, কোন জন্তু বা দানবের মেদ হইতে বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের কেহ কেহ মনে করিতেন যে, কোন একটি মাত্র উপাদান বা বস্তু হইতে বিশ্বের উৎপত্তি, যেমন প্রাচীনতম গ্রীক দার্শনিক থালেস্-এর (Thales) মতে জল হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। মহাকবি হোমর মনে করিতেন যে বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে সমুদ্র হইতে। বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক ধারণা এই যে, ক্রমবিবর্তনের ফলেই এই বিশ্ব-ব্যবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে।

Cosmopolitanism or World-Citizenship : এক-বিশ্বপরিবারবাদ ; বিশ্ব-নাগরিকতাবাদ।

এই মতবাদের প্রচারকদের নিজেদের কথায়, "এক-বিশ্বপরিবারবাদী কাহাকে বলে ? ইহা দ্বারা ভাষাগত অর্থে, এমন কোন ব্যক্তিকে বুঝায় যে ব্যক্তি বিশ্বের একজন অধিবাসী (কোন বিশেষ দেশের নহে), সমগ্র বিশ্বই তাহার আপন দেশ। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি সমগ্র বিশ্বের একজন নাগরিক, তাহার চিন্তা ও অনুভূতি বিশ্বের সকল মানুষের প্রতি নিবদ্ধ। অন্য কথায় সে হইল এমন এক ব্যক্তি আন্তর্জাতিকতাই

যাহার আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ।" এই উক্তিটি অস্ট্রীয় 'সোশ্যাল ডেমোক্রাট' দলের মুখপত্রে প্রকাশিত হয়।

এই মতবাদ অনুসারে, স্বদেশ-ভক্তি ও স্বদেশের মঙ্গল-চিন্তা, জাতীয় সংস্কৃতির উন্নতি সাধন—এই সকল হইল সংকীর্ণতার পরিচয়, সুতরাং বর্জনীয়; আর 'বিশ্ব-নাগরিকতাবাদ'ই (World-Citizenship) সকল দেশের মানুষের 'আদর্শ' হওয়া উচিত। মার্ক্সবাদীরা এই মতবাদের ঘোরতর বিরোধী। তাঁহারা ইহার কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন:

"এই উক্তিটির মধ্যে এমন এক দুনিয়ার চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে যাহাতে সাম্রাজ্যবাদী প্রভু ও উপনিবেশের জনগণ—এই দুইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, এই দুইয়ের ভিতরকার সংগ্রামের কোন অস্তিত্ব নাই, সবল ও দুর্বলের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই—যেন এই দুনিয়ায় কোন শোষণ নাই, অত্যাচার-উৎপীড়ন নাই, সকলেই যেন এক স্বাধীন-শোষণমুক্ত জগতের সমান অংশীদার, সকলেই যেন এক ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ। ইহাতে আন্তর্জাতিকতার বুলিও বাদ পড়ে নাই।"—Titarenko: *Patriotism and Internationalism.*

Council of Europe: ইউরোপীয় পরিষদ; ইউরোপীয় 'কাউন্সিল'।

ইউরোপের যুক্তরাষ্ট্র (United States of Europe) গঠনের প্রাথমিক পরীক্ষা হিসাবে পশ্চিমী শক্তিবৃন্দ কর্তৃক ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এই 'ইউরোপীয় পরিষদ' গঠিত হয়। নিম্নোক্ত দেশগুলি এই পরিষদের সভ্যপদ গ্রহণ করে:—বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আয়ার্ল্যাণ্ড, ইতালী, লুকসেম্বুর্গ, নেদারল্যাণ্ড (হল্যাণ্ড) নরওয়ে, সুইডেন এবং গ্রেট বৃটেন। এই পরিষদ দুইটি কক্ষে (Chambers) বিভক্ত: (১) নিম্নতর কক্ষ—উপরোক্ত দশটি দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণকে লইয়া গঠিত; এবং (২) উচ্চতর কক্ষ—ইহার নাম 'পরামর্শ-সভা' এবং ৮৭ জন প্রতিনিধি লইয়া ইহা গঠিত। 'ইউরোপীয় পরিষদের' গঠনতন্ত্রে ইহার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে যে, "ইউরোপের সাধারণ ঐতিহ্য এবং ইউরোপের দেশসমূহের সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে এই সকল দেশের মধ্যে দৃঢ়তর ঐক্য প্রতিষ্ঠাই ইহার উদ্দেশ্য।" পরিষদের অধিবেশনের আলোচনায় দেশ-রক্ষা ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলি স্থান লাভ না করিলেও ইহার পশ্চাতে একটি সামরিক জোট গঠনের যে উদ্দেশ্য প্রথমে গোপন ছিল তাহা পরে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

Coup D'etat: আকস্মিক রাজনৈতিক কৌশল; আকস্মিকভাবে বলপূর্বক ক্ষমতা দখল।

ইহা ফরাসীভাষা হইতে গৃহীত। জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধে বা তাহাদের মত গ্রহণ না করিয়া বলপূর্বক কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য আকস্মিক ভাবে চূড়ান্ত আঘাত দেওয়ার কৌশল। সাধারণতঃ কোন দেশের সামরিক বাহিনীর নেতৃবৃন্দই ইহা করিয়া থাকে। কয়েকটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত: ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম নেপোলিয়ন (বোনাপার্ট) ও ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় নেপোলিয়ন কর্তৃক ফ্রান্সে, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মুসোলিনী কর্তৃক ইতালীতে, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে পিলসুডস্কি কর্তৃক পোল্যাণ্ডে বলপূর্বক আকস্মিকভাবে ক্ষমতা দখল হয়। এই ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে দক্ষিণ-আমেরিকায়। এই মহাদেশে ইহা একটি চিরাচরিত রাজনৈতিক ঘটনা।

Credit: বাকী ক্রয় বা বিক্রয়; জমা; ঋণ; 'ক্রেডিট'।

পণ্য ক্রয় করিয়া উহার দাম ভবিষ্যতের কোন নির্দিষ্ট তারিখে শোধ করা।

Crisis (of Production): (উৎপাদন) সংকট।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কয়েক বৎসর অন্তর (সাধারণতঃ দশ-এগার বৎসর অন্তর) উৎপাদন-ধারার গতি ভঙ্গ হয়, দেশের সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় 'সংকট'। এই সংকটের কারণ সম্পর্কে বহু প্রকারের মত প্রচলিত আছে।

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিত বিভিন্নভাবে এই 'সংকটের' কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্বে একদল পণ্ডিত বলিতেন যে, প্রতি দশ বৎসর অন্তর সূর্য-বলয়ের মধ্যে একটি দাগ পড়ে, এই দাগেরই প্রতিক্রিয়া হইল আর্থিক সংকট (Sun-spot Theory)। আমেরিকার মেজর ডগ্‌লাস্ প্রভৃতি অর্থ-নীতিবিদ্ পণ্ডিতদের মতে, বাজারে মুদ্রার (ক্রয়-ক্ষমতার) ঘাটতির ফলেই সংকট দেখা দেয় (Not Enough Money Theory)। ইংলণ্ডের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ কেইনস্ (Keynes) ও তাঁহার মতাবলম্বীদের মতও প্রায় অনুরূপ। কেহ কেহ এই সংকটের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহবা ইহার কারণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ধনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশা প্রকাশ করিয়াছেন।

কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ এই সংকটকে 'অত্যধিক সঞ্চয়' অথবা 'অত্যধিক ব্যয়বাহুল্য'-এর ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সম্প্রতিকালেও বিভিন্ন অর্থ-নীতিবিদ্ পণ্ডিত বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন; কোন পণ্ডিত বলেন যে, অত্যধিক মজুরি বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ে মুনাফা কমিয়া যাইতেছে বলিয়াই সংকট দেখা দেয়, সুতরাং তাঁহারা শ্রমিকের মজুরি কমাইবার পরামর্শ দিয়াছেন; আবার কেহ-বা বলেন যে, সমাজের ক্রয়-ক্ষমতা কমিয়া যাইতেছে বলিয়াই সংকট দেখা দেয়, সুতরাং শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করিয়া সমাজের ক্রয়-ক্ষমতা ঠিক রাখ। এই সকল অবৈজ্ঞানিক, সামঞ্জস্যহীন ও পরস্পর-বিরোধী মতামত হইতে সংকটের প্রকৃত কারণ স্থির করা

মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে সংকটের মূল কারণ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং সেই সংকটের মূল কারণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কার্ল্ মার্ক্সই প্রথম দেখাইয়াছেন যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার পূর্ববর্তী কোন সমাজে এই ধরনের উৎপাদন-সংকট দেখা দিত না। ইহা ধন-তান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থারই বৈশিষ্ট্য। মার্ক্স্ উৎপাদন-সংকটকে ধনতন্ত্রের সকল আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, **এই সংকট হইল ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সংকট—শিল্প সংকট** বা **'অতি-উৎপাদন'-এর** (Over Production) **সংকট**। মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে যেভাবে সংকটের কারণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা নিম্নে সংক্ষেপে ও সহজ ভাষায় বিবৃত হইল:

মুনাফাই ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের একমাত্র লক্ষ্য। এই মুনাফা স্তূপীকৃত হইয়া অধিকতর মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে মূলধন-রূপে পুনরায় শিল্পে নিযুক্ত হয়। সুতরাং মূলধন স্তূপীকৃত হইয়া উৎপাদন-শক্তিকে (Productive Forces) নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে বাড়াইয়া তোলে; শিল্প-কৌশলের (মেসিনের) দ্রুত ক্রমোন্নতির ফলে কল-কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের (Labour-Power) সংখ্যা হ্রাস পায়, তাহার ফলে মোট মজুরির পরিমাণও কমিয়া যায়; মোট মজুরির পরিমাণ হইল সমাজের ক্রয়-ক্ষমতার (Purchasing Power) প্রধান অংশ, আর ইহা যখন কমিয়া যায় তখনই উন্নত মেসিন প্রভৃতির ফলে মোট উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ দ্রুত বাড়িতে থাকে। অন্যদিকে চড়তি বাজারের সময় (Boom Period) অধিকতর মুনাফালাভের আশায় মূলধনীরা পণ্যের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া চলে। কিন্তু যে হারে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় সেই হারে

মজুরি বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং এইভাবেও বাজারের পণ্যের মোট মূল্যের অনুপাতে মোট ক্রয়-ক্ষমতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পায় এবং মোট মূল্য ও মোট ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে অসমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। ক্রয়-ক্ষমতার হ্রাস ও উৎপাদনের বৃদ্ধি—এই দুই বিপরীত অবস্থার ফলে শেষ পর্যন্ত এক সময়ে বাজারে পণ্য-বিক্রয়ে অচল অবস্থা দেখা দেয় এবং তাহার ফলে মুনাফা ও পুনরুৎপাদন দুই-ই বন্ধ হয়। এইভাবে সংকট শুরু হইয়া যায়।

[Over Production দ্রষ্টব্য]

উপরোক্ত বিষয়টি আরও সহজভাবে বলিতে গেলে: শ্রমিকগণ নিজেদের শ্রম দ্বারা যে পণ্য উৎপাদন করে সেই পণ্য তাহারা ক্রয় করিতে পারে না। মার্ক্‌সীয় অর্থনীতি অনুসারে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে সংকট দেখা দেয় তাহার কারণ হইল ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরিক মৌলিক দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ ধনতন্ত্রে উৎপাদন-ব্যবস্থা সামাজিক রূপ গ্রহণ করিলেও সেই উৎপাদনের ফল সমাজ ভোগ করে না, ভোগ করে ব্যক্তিবিশেষ, —মুষ্টিমেয় মূলধনী। ইহাই হইল দ্বন্দ্বের প্রকৃত রূপ। সংক্ষেপে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক উৎপাদন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির দ্বন্দ্বই সেই মৌলিক দ্বন্দ্ব যাহার ফলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উৎপাদন-সংকট দেখা দেয়। মার্ক্‌স্-এর কথায়,—

"ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান ঝোঁক উৎপাদন-শক্তিসমূহকে এমনভাবে বাড়াইয়া তোলে যে, সমাজের চরম ক্রয়-ক্ষমতাও সেই উৎপাদন-শক্তিসমূহের বৃদ্ধির শেষ সীমা হইয়া দাঁড়ায়; সেই ঝোঁকের তুলনায় জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও সীমাবদ্ধ ক্রয়-ক্ষমতাই হইল সকল সংকটের মূল কারণ।"

'কমিউনিস্ট-ম্যানিফেস্টো'তে মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্ এইভাবে সংকটের কারণ ও রূপ বর্ণনা করিয়াছেন:

"উৎপাদন-সম্পর্ক, বিনিময়-সম্পর্ক ও সম্পত্তিগত সম্পর্কসহ আধুনিক বুর্জোয়া-সমাজটা যেন যাদুমন্ত্রবলে উৎপাদন ও বিনিময়ের বর্তমান বৃহদায়তন উপকরণ-সমূহ (Means) সৃষ্টি করিয়াছে, এই আধুনিক বুর্জোয়া-সমাজটা ঠিক একজন যাদুকরের মত —এই যাদুকর যেন তাহার যাদুমন্ত্রবলে নরক জাগাইয়া তুলিয়া এখন আর সেই নরকটাকে বাগ মানাইতে পারিতেছে না। গত দশক পর্যন্ত (১৮৪০) শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাস হইল উৎপাদনের বর্তমান অবস্থাগুলির বিরুদ্ধে, বুর্জোয়াশ্রেণী ও তাহাদের অস্তিত্বের ভিত্তিস্বরূপ সম্পত্তিগত সম্পর্কের (ব্যক্তিগত সম্পর্কের) বিরুদ্ধে আধুনিক উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিদ্রোহের ইতিহাস। বিভিন্ন সময়ের বাণিজ্য সংকটের কথা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সেই বাণিজ্য-সংকট প্রতিবার পূর্বাপেক্ষা বেশী ভয়ঙ্কররূপে বার বার ঘুরিয়া আসিয়া সমগ্র বুর্জোয়া-সমাজের অস্তিত্বকে ভীষণ পরীক্ষায় ফেলিয়াছে। এই সকল সংকটের সময় কেবল বর্তমান উৎপাদনের একটা বিরাট অংশই নহে, পূর্ব-সৃষ্ট উৎপাদন-শক্তির একটা বড় অংশও ধ্বংস করিয়া ফেলা হয়। এই সকল সংকটের সময় এমন একটা মহামারী দেখা দেয় যে-মহামারী অন্য যে-কোন সামাজিক যুগে অসম্ভব বলিয়া মনে হইত—সেই মহামারী হইল অত্যধিক উৎপাদনের (অতি-উৎপাদনের—Over Production-এর) মহামারী। তখন মনে হয়, সমগ্র সমাজটাকে কেহ যেন একটা অল্পকালস্থায়ী বর্বর যুগে আনিয়া ফেলিয়াছে; মনে হয় যেন একটা ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ, একটা সর্বব্যাপী ধ্বংসযুদ্ধ জীবিকা-নির্বাহের প্রত্যেকটি উপকরণের সরবরাহ অকস্মাৎ বন্ধ করিয়া দিয়াছে; সকল শিল্প-বাণিজ্যই যেন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে! কেন এমন হয়? কারণ, সভ্যতা অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে, জীবিকা-নির্বাহের উপকরণের আধিক্য,

ব্যবসায়-বাণিজ্যের আধিক্য অতিমাত্রায় দেখা দিয়াছে। সমাজের আয়ত্তাধীন উৎপাদন-শক্তিসমূহ এখন আর বুর্জোয়া-সম্পত্তির নিয়মাবলীর বিকাশসাধন করে না, বরং ইহার বিপরীত দিকে, বুর্জোয়া-সম্পত্তির এই নিয়মাবলী যে উৎপাদন-শক্তিকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছে সেই উৎপাদন-শক্তিসমূহ উক্ত নিয়মাবলীর তুলনায় এত বেশী বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, সেইগুলিকে এখন আর বাগ মানান যাইতেছে না। তাই যখনই সেই উৎপাদন-শক্তি ঐ শৃঙ্খলের বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে তখনই সেই উৎপাদন-শক্তি সমগ্র বুর্জোয়া সমাজটাকে বিশৃঙ্খলা দিয়া ওলট-পালট করিয়া ফেলে, বুর্জোয়া-সমাজের অস্তিত্বের ভিত্তিটাকে পর্যন্ত বিপন্ন করিয়া তোলে। সেই উৎপাদন-শক্তি যে ধনসম্পদ সৃষ্টি করে তাহা ধরিয়া রাখিবার পক্ষে বুর্জোয়া-সমাজের নিয়মের গণ্ডি খুবই সংকীর্ণ। কিন্তু বুর্জোয়ারা কি করিয়া এই সংকটের হাত হইতে অব্যাহতি পায়? একদিকে বাধ্য হইয়া উৎপাদন-শক্তির একটা বৃহৎ অংশ ধ্বংস করিয়া; অপর দিকে, নূতন বাজার জয় এবং পুরাতন বাজারগুলিকে আরও গভীরভাবে শোষণের ব্যবস্থা করিয়া;—অর্থাৎ আরও ব্যাপক, আরও গভীর ও ধ্বংসকারী সংকটের পথ তৈরি করিয়া এবং সংকট বন্ধ করার উপায়গুলি নষ্ট করিয়া এই সংকট হইতে বুর্জোয়ারা (সাময়িকভাবে) অব্যাহতি লাভ করে।"

Over Production : অতি-উৎপাদন; অত্যধিক উৎপাদন।

যে পরিমাণ পণ্য সমাজের জনসাধারণ ক্রয় করিতে পারে এবং মূলধনীরা তাহা হইতে তাহাদের উপযুক্ত মুনাফা লাভ করিতে পারে সেই পরিমাণ পণ্য অপেক্ষা বেশী পণ্য উৎপাদন করাকেই অতি-উৎপাদন বলা হয়। অতি-উৎপাদনের অর্থ এই নহে যে, মূলধনীরা যে পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করে তাহা সমাজের সকল মানুষের মোট প্রয়োজন হইতে বেশী হয়, প্রয়োজন থাকিলেও তাহা ক্রয় করিবার সামর্থ্য জনসাধারণের থাকে না। মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে বাজারের এই অচল অবস্থাটাকেই বলা হয় 'সংকট'।

"ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি শিল্প-সংকটই অতি-উৎপাদনের সংকট।"—K. Marx : *Capital, Vol. III.*

মার্ক্সীয় মতে, এই 'অতি-উৎপাদন' নিম্নোক্তরূপে ঘটে: ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কেবল সমাজের মানুষের ব্যবহারের জন্যই পণ্য উৎপাদন করা হয় না, মূলধনীরা মুনাফা অর্জনের জন্যই তাহাদের মূলধন নিয়োগ করিয়া পণ্য উৎপাদন করে। মুনাফা লাভই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য। যখন পণ্যের দাম খুব চড়া থাকে এবং মূলধনীরা খুব উচ্চহারে মুনাফা পাইতে থাকে, তখন তাহারা অন্য মূলধনীর সহিত প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়া আরও বেশী মুনাফা লাভের আশায় ক্রমশঃ বেশী করিয়া মূলধন নিয়োগ করে এবং তাহার ফলে আরও বেশী পণ্য উৎপন্ন হইতে থাকে। কিন্তু জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার (মজুরি প্রভৃতির) বৃদ্ধি উৎপাদনের অনুপাতে হয় না, তাহাদের ক্রয়-ক্ষমতা প্রায় পূর্বের মতই থাকে। এইবার বেশী মূলধন নিয়োগের বিপরীত ফল ফলিতে আরম্ভ করে। ক্রমাগত উচ্চ মুনাফা গ্রাসের ফলে সমাজের ক্রয়-ক্ষমতা পণ্যোৎপাদনের তুলনায় আরও সঙ্কুচিত হয়। এদিকে বেশী মূলধন নিয়োগের ফলে বেশী পণ্য উৎপাদনের দ্বারা মোট মুনাফা কিছুদিন বাড়িলেও মোট লগ্নি-করা মূলধনের অনুপাতে সেই মুনাফার শতকরা হার ক্রমশঃ নীচে নামিতে থাকে। সেই শতকরা হার ঠিক রাখিবার জন্য মূলধনীরা আরও বেশী মূলধন নিয়োগ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু নূতন মূলধন নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে

মুনাফার শতকরা হার আরও নীচে নামে। এইভাবে উৎপাদন-সংকট শুরু হয় এবং উৎপাদন-সংকটের অনিবার্য ফল হিসাবে মুদ্রার বাজারেও (ব্যাঙ্ক. শেয়ার-বাজার, ঋণ-পত্র প্রভৃতিতেও: সংকট ঘনাইয়া আসে। তাহার ফলে এবার শুরু হয় ব্যবসায়-সংকট; আর "পণ্যের দামের আকস্মিক ও ব্যাপক হ্রাসই হইল ব্যবসায়-সংকটের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও স্পষ্টতম লক্ষণ।" —(K. Marx) তখন ব্যাঙ্ক ও শেয়ার-বাজার, মুদ্রার লেন-দেন প্রভৃতি বন্ধ হইয়া যায়, কল-কারখানার উৎপাদন স্তব্ধ হইয়া পড়ে, মূলধনীদের গুদামে পণ্য সঞ্চিত হইয়া স্তূপের সৃষ্টি হয়, সঞ্চিত (অবিক্রীত) পণ্য তখন মূলধনীদের নিকট অতি-উৎপাদনজনিত অনাবশ্যক পণ্য হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, তখন আর তাহারা সেই পণ্য বিক্রয় করিয়া উপযুক্ত মুনাফা আদায় করিতে পারে না। তখন অবস্থা দাঁড়ায় এইরূপ :—"একদিকে, পুনরুৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল অবস্থার প্রাচুর্য, আর বাজারে সকল প্রকারের অবিক্রীত পণ্যের ছড়াছড়ি; অপর দিকে, দেউলিয়া মূলধনীর দল, আর সবকিছু হইতে বঞ্চিত ও উপবাসী শ্রমিক-সাধারণ।" —(K. Marx)

এই অবস্থা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য মূলধনীদের নিকট কেবল একটি 'উপায়ই' খোলা থাকে এবং তাহারা তখন সেই উপায়েই কাজ আরম্ভ করে। তাহারা তখন উন্মাদের মত পণ্য ও পণ্যোৎপাদনকারী কল-কারখানার একটা অংশ ধ্বংস করিয়া ফেলে: তাহারা তখন একদিকে অতি-উৎপাদন বন্ধ করিয়া 'কম উৎপাদন'-এর দ্বারা পণ্যের দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি করিয়া দাম বৃদ্ধির মারফত, এবং অপর দিকে "নূতন বাজার জয় ও পুরাতন বাজারের বেশী শোষণের মারফত" বেশী মুনাফালাভের জন্য ব্যস্ত হয়। তাহার ফলে কিছু সময়ের জন্য (৫,৭,১০ বৎসরের জন্য) তেজী বাজার ও শিল্পস্ফীতি দেখা দিলেও ভবিষ্যতে আরও ভীষণ একটা সংকট ও অতি-উৎপাদনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

Cyclical Crisis : আবর্তমান সংকট; পর্যায়ক্রমিক সংকট।

যে অর্থনৈতিক সংকট একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর দেখা দেয় তাহাকেই বলা হয় 'আবর্তমান' বা 'পর্যায়ক্রমিক সংকট'। মার্ক্সীয় মতে, এই সংকট ধনতান্ত্রিক সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য। এই সম্পর্কে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, প্রত্যেকটি সংকট উহার পূর্ববর্তী সংকট অপেক্ষা বহুগুণ বেশী গভীর ও ব্যাপক, বহুগুণ বেশী ভয়ঙ্কররূপে দেখা দেয়।

ইতিহাসে এই ধরনের সংকট প্রথম দেখা দেয় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে: তারপর ইহা পরপর দেখা দেয় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে, ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে, ১৯২৯-৩২ খৃষ্টাব্দে। শেষদিকের সংকটগুলি কোন দিনই শেষ হয় নাই; অর্থাৎ ১৯২০-২১ ও ১৯২৯-৩২ খৃষ্টাব্দের সংকট একটানা চলিয়া আসিয়া ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আবার নূতনভাবে আরম্ভ হইয়াছে। এই সংকটগুলি বিশ্বব্যাপী সাধারণ সংকটের (General Crisis) মধ্যেই একটা হইতে আর একটায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। তাই এই সংকটগুলির আরম্ভ ও সমাপ্তির সীমারেখা নির্দেশ করা অসম্ভব। ১৯২৯-৩২ খৃষ্টাব্দের সংকটের অবসান হইতে না হইতেই ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আবার একটা ভীষণ সংকটের ঢেউ উঠিতে থাকে, কিন্তু তখন প্রত্যেকটি শিল্প-প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশে উহার 'শিল্প-ব্যবস্থাকে প্রধানতঃ রণসম্ভার উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত করায় সেই শিল্প-সংকটের গতি ভিন্ন দিকে পরিবর্তিত হয়। তাহার পরেই ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং উহা তখন বিশ্ব-ব্যাপী মহাযুদ্ধের ঘনঘটায় চাপা পড়িয়া

যায়। কিন্তু সেই সংকটকে তখন সাময়িক-ভাবে এড়ান সম্ভব হইলেও মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পর আবার উহা আরও ভয়ঙ্কররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং বর্তমান বিশ্ব-ব্যাপী সাধারণ সংকটের আকারে অব্যাহত গতিতে আগাইয়া চলিয়াছে।

'General Crisis of Capitalism': 'ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকট'।

এই কথাটি মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সেই বিশেষ অর্থটি নিম্নরূপ :

বর্তমানকালে (অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের যুগে) ধনতন্ত্রের সকল আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব তীব্রতম আকারে সমগ্র ধনতান্ত্রিক তুনিয়াব্যাপী আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই সাধারণ সংকট আরম্ভ হইয়াছিল ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ হইতে। এই সাধারণ সংকটের যুগই হইল পুরাতন শোষণ-মূলক ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্য হইতে নূতন সমাজতান্ত্রিক সমাজের জন্মের যুগ। এই সাধারণ সংকটের মধ্যেই পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোবিয়েৎ ইউনিয়নের জন্ম হইয়াছিল।

মার্ক্সীয় মতে, এই নূতন সমাজতান্ত্রিক সমাজে কোন সংকট দেখা দেয় না। কারণ, যে সকল দ্বন্দ্বের ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজে সংকট দেখা দেয় সেই সকল দ্বন্দ্ব এই নূতন সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই নূতন সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন-ব্যবস্থা যেমন সামাজিক রূপ নেয়, সেইরূপ সেই উৎপাদনের ফল কোন ব্যক্তিবিশেষ (অর্থাৎ মুষ্টিমেয় মূলধনী) ভোগ করে না, ভোগ করে সমগ্র সমাজ। এই সমাজে সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিকল্পনানুযায়ী (Planning) পরিচালিত হয়।

[Planned Economy দ্রষ্টব্য]

Culture: সংস্কৃতি।

মানুষ দীর্ঘকালের কষ্টার্জিত যে শিক্ষা ও দক্ষতা এবং দীর্ঘকালের উদ্‌ভাবিত যে কর্ম-পদ্ধতি ও কৌশল দ্বারা নিজের বহুমুখী প্রয়োজন মিটায় এবং তাহার লব্ধ অভিজ্ঞতা ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, সেই সকল শিক্ষা, দক্ষতা, পদ্ধতি ও কৌশলকেই একত্রে বলা হয় 'সংস্কৃতি'। অতীতে মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে যে সকল তাৎপর্যপূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছে এবং বিপুল জ্ঞান-ভাণ্ডার গড়িয়া তুলিয়াছে তাহারই সামগ্রিক রূপ হইল 'সংস্কৃতি'। এই সংস্কৃতিই মানুষের আরও সর্বাঙ্গীন বিকাশের একমাত্র ভিত্তি। যে-কোন যুগের সংস্কৃতির মধ্যে সমসাময়িক যুগের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি, বিশেষ করিয়া সেই সমসাময়িক সমাজের উৎপাদন ও জীবনধারণ-পদ্ধতি প্রতিফলিত হয়। এই শিক্ষা-দীক্ষা, ঐতিহ্য ও জীবনযাত্রা-প্রণালীকে কোন প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার ধারাবাহিক সংগ্রামকেও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

নৃতাত্ত্বিক মতে, মানব-সভ্যতার নির্দিষ্ট স্তরকে বলা হয় 'সংস্কৃতি'।

Humanist Culture (or Humanism): মানবীয় সংস্কৃতি (মানবীয় ধর্ম বা মানবতাবাদ)।

Cumulative Voting: সংযুক্ত ভোট-প্রথা।

ভোটদানের প্রথা বিশেষ। এই প্রথা অনুসারে, যত সংখ্যক নির্বাচনপ্রার্থী থাকে ভোটদাতা ততসংখ্যক ভোট দিতে পারে এবং কোন ভোটপ্রার্থীকে ভোটদাতা তাহার প্রাপ্য সকল ভোট কিংবা তাহার প্রাপ্য ভোটের যতটা ইচ্ছা দিতে পারে।

Customs Union: শুল্ক-মৈত্রী ; শুল্ক-সম্মিলন।

বৈদেশিক শুল্ক সম্বন্ধে তুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মৈত্রী বা সম্মিলন। এই শুল্ক-মৈত্রীর বিশেষত্ব নিম্নরূপ :—তুই বা ততোধিক রাষ্ট্র উহাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বজায়

রাখিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হয় এবং একটি শুল্ক-অঞ্চল স্থাপন করে; এইভাবে মিলিত রাষ্ট্রগুলির নিজেদের মধ্যে কোন শুল্কগত বাধা-নিষেধ থাকে না। তারপর উহারা মিলিতভাবে অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত শুল্ক-প্রতিযোগিতায় ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে যোগদান করে। শক্তিশালী রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক আক্রমণ (অসমান প্রতিযোগিতা) হইতে আত্মরক্ষার জন্য (অর্থাৎ অনুন্নত শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য) সাধারণতঃ দুর্বল ও অনুন্নত রাষ্ট্রগুলি এই প্রকার 'শুল্ক-মৈত্রী' স্থাপন করে এবং ঐক্যবদ্ধ শক্তি লইয়া শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির সম্মুখীন হয়।

Cyclical Crisis : আবর্তমান সংকট; পর্যায়ক্রমিক সংকট।

[Crisis (of Production) দ্রষ্টব্য]

Cynicism : ব্যঙ্গাত্মক মতবাদ; মানব-বিদ্বেষ।

প্রাচীন গ্রীসের (খৃষ্টপূর্ব ৩৯৬ অব্দের সমসাময়িক কালের) একটি দার্শনিক মতবাদ। এই মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ শিল্প, বিজ্ঞান, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির বিরোধী ছিলেন। কেবলমাত্র নৈতিক চরিত্র ব্যতীত অন্য সব কিছুকেই তাঁহারা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। ডিওজেনিস্ (Diogenes) ছিলেন এই সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক।

D

Dark Age : অন্ধকার যুগ; অজ্ঞানতার যুগ; অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন কাল।

ইউরোপের ৫০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সহস্র বৎসরকাল। এই সহস্র বৎসরকাল ইউরোপ অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়া ছিল বলিয়া এই সময়কে 'অন্ধকার যুগ' বলিয়া অভিহিত করা হয়। অন্ধকার যুগের পরেই ইউরোপে নবজাগরণ (Renaissance) আরম্ভ হয়।

Darwinism : ডারউইনের মতবাদ; ডারউইন-তত্ত্ব।

জীব-সৃষ্টি সম্বন্ধে চার্লস্ ডারউইন (১৮০৯-৮২) কর্তৃক প্রবর্তিত মত। ডারউইনই প্রথম জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মতবাদ গড়িয়া তোলেন। এই মতবাদের মূল বিষয়বস্তু দুইটি: 'ক্রমবিবর্তন বাদ' (Theory of Evolution) ও তৎ-সংশ্লিষ্ট 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (Natural Selection) অথবা 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' (Survival of the Fittest)।

Theory of Evolution : ক্রমবিকাশ-বাদ; বিবর্তনবাদ; অভিব্যক্তিবাদ।

এই মত অনুসারে, যাবতীয় জীব সরল আদিম অবস্থা (জীবকোষ) হইতে ক্রমশঃ জটিলতর ও উন্নততর অবস্থায় বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই মত সম্পর্কে ডারউইনের *The Origin of Species* সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

চার্লস্ ডারউইন ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 'বিউগল্' নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের জন্য আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর ভ্রমণ করেন এবং এই সমুদ্র-যাত্রার ফলে সংগৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে দীর্ঘ বিশ বৎসর কাল প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার এই গবেষণার ফল *The Origin of Species* নামে পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁহার পরবর্তী গ্রন্থ *The Descent of Man* ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে

প্রকাশিত হয়। তাঁহার গবেষণার ফল প্রকৃতি-বিজ্ঞানে যুগান্তর আনয়ন করে। এই দুইখানি গ্রন্থ প্রকৃতি-বিজ্ঞানে মৌলিক ও চিরস্মরণীয় অবদান।

Natural Selection : প্রাকৃতিক নির্বাচন ;

or

Survival of the Fittest : যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন।

উক্ত গবেষণা দ্বারা ডারউইন এই মত প্রতিষ্ঠিত করেন যে, নিম্নতর প্রাণী হইতেই মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে এবং প্রাণী-জগতে নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিয়ত এক প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে ; আর প্রাকৃতিক অবস্থায় যাহারা বাঁচিয়া থাকিবার যোগ্য কেবল তাহারাই এই জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া টিকিয়া থাকে, অপর সকল জীব পরাজিত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় ; যাহারা এই সংগ্রামে জয়লাভ করে তাহারা উন্নততর জীবে পরিণত হয়। এইভাবে যাবতীয় জীব সরল আদিম অবস্থা হইতে ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া জটিলতর ও উন্নততর অবস্থায় পরিণত হয়। ইহারাই হইল টিকিয়া থাকিবার জন্য প্রকৃতি দ্বারা নির্বাচিত জীব। এই মতবাদকেই বলা হয় 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (Natural Selection) বা 'যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন' (Survival of the Fittest)।

ডারউইন তাঁহার এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রকৃতির নির্বাচন-পদ্ধতি সম্বন্ধে বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। 'নিম্নতর প্রাণী হইতেই মানুষের উৎপত্তি'—ডারউইনের এই মত এখন প্রকৃতি-বিজ্ঞানের একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু তাঁহার প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতবাদটি সংশোধিত আকারে গৃহীত হইয়াছে। পরবর্তীকালের আবিষ্কৃত তথ্যাদি দ্বারা এই সংশোধন করা হইয়াছে। এই সংশোধনের কারণ এই যে, ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচনে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের গবেষণার ফলে এই প্রভাব প্রমাণিত হওয়ায় ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতবাদটির প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়।

Dead Labour : মৃত শ্রম ; অতীত শ্রম।

এই কথাটি মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে নিম্নোক্ত বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় :—যে শ্রম উহার জীবন্ত কাজ, অর্থাৎ পণ্যোৎপাদনকারী ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া এবং এখন বস্তুর রূপ ধারণ করিয়া উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহাকেই বলা হয় 'মৃত শ্রম' বা 'অতীত শ্রম'। সংক্ষেপে বলিলে, পণ্যের মধ্যে নিহিত শ্রমকেই 'মৃত শ্রম' বলা হয়।

Debenture : ঋণ-পত্র ; 'ডিবেঞ্চার'।

কোন কোম্পানি কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া ঐ ঋণের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া ঐ ব্যক্তিকে যে পত্র লিখিয়া দেয় তাহাকেই 'ঋণ-পত্র' বা 'ডিবেঞ্চার' বলে। এই ঋণ-পত্রে ঋণের পরিমাণ, সুদের হার, ঋণ পরিশোধের তারিখ ও অন্যান্য শর্ত লিখিত থাকে।

Decades : দশক।

একটা শতাব্দীর প্রতি দশবৎসরকে এক 'দশক' বলা হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম 'দশক' বলিতে বুঝায় ১৯০১—১৯১০ পর্যন্ত, দ্বিতীয় 'দশক' বলিতে বুঝায় ১৯১১—১৯২০ পর্যন্ত, ইত্যাদি।

Decentralisation : বিকেন্দ্রীকরণ, কেন্দ্র-চ্যুতকরণ।

(রাজনৈতিক অর্থে) দেশের শাসন-কার্য একটিমাত্র কেন্দ্র হইতে অপসারিত করিয়া প্রদেশ, বিভাগ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শাসন-কেন্দ্রে ন্যস্ত করা। ভারতবর্ষের বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা হইল বিকেন্দ্রিত শাসন-ব্যবস্থা।

'Declaration of the Rights of Man' (UNO) : 'মানবীয় অধিকারের ঘোষণাপত্র'। ['Rights of Man, Declaration of' দ্রষ্টব্য]

De facto Recognition : কার্যতঃ স্বীকৃতি দান।

যখন কোন নূতন গভর্নমেণ্ট বা রাষ্ট্রকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী স্বীকার না করিয়াও, অর্থাৎ নামে না হইলেও, বিভিন্ন কার্যের দ্বারা স্বীকার করা হয়, যেমন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সম্পর্ক রক্ষা করা হয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় চুক্তি করা হয়, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আহ্বান করা হয়, তখন তাহাকে বলা হয় 'De facto Recognition' বা 'কার্যতঃ স্বীকৃতি দান'।

Deferred Shares : বিলম্বে বা অনির্দিষ্ট সময়ে দেয় অংশ। [Shares শব্দ দ্রষ্টব্য]

Deflation : মুদ্রা-সংকোচ ; মুদ্রার সংকোচ-সাধন।

বাজারে যে পরিমাণ মুদ্রা চালু থাকে তাহার সংকোচ সাধন করিয়া মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস করা। ইহা 'মুদ্রাস্ফীতি'র বিপরীত। 'মুদ্রা-সংকোচ'-এর ফলে জিনিসপত্রের দাম কমে, অর্থাৎ মুদ্রার ক্রয়-ক্ষমতা বাড়ে।

De jure Recognition : রীতি অনুযায়ী স্বীকৃতিদান।

কোন নূতন গভর্নমেণ্ট বা রাষ্ট্রকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী স্বীকার করিয়া উহার সহিত স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন।

Demagogue : রাজনৈতিক চালিয়াত ; বাগাড়ম্বরপ্রিয় বক্তৃতাবাগীশ।

এই শব্দটি গ্রীকভাষা হইতে গৃহীত। গ্রীকভাষার মূল অর্থে, যে জননায়ক নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মিথ্যা আশা ও অর্ধসত্য কথা দ্বারা জনসাধারণকে উত্তেজিত করে এবং জনসাধারণের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার কাজে লাগাইয়া তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

Democracy : গণতন্ত্র।

গ্রীকভাষার Demos (জনসাধারণ বা গণ), Kratein (শাসন করা)—এই শব্দ দুইটি হইতে Democracy (গণতন্ত্র) শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে। মূল অর্থে, ইহার দ্বারা জনগণের শাসন বুঝায়। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক গণতন্ত্রে সকল শ্রেণীর জনগণ অংশ গ্রহণ করিতে পারিত না, তৎকালীন সমাজে দাসদের (Slaves) কোন রাজনৈতিক অধিকার স্বীকার করা হইত না।

ভারতবর্ষের বহু স্থানে প্রাচীনকাল হইতে গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায়। ইউরোপে আইস্‌ল্যাণ্ডের গণতন্ত্র এক হাজার বৎসরের পুরাতন। তারপর ইংলণ্ডে চতুর্দশ শতাব্দীতে গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের 'আমেরিকার বিপ্লব' ও 'ফরাসী বিপ্লব' ইউরোপে গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং তখন হইতেই 'গণতন্ত্র' শব্দটি বর্তমান অর্থ গ্রহণ করে। পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেই এখন গণতন্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে। প্রায় সর্বত্রই ইংলণ্ডে প্রচলিত গণতন্ত্র অনুসরণ করা হয়।

গণতন্ত্র দুই প্রকারের—প্রত্যক্ষ (Direct) ও পরোক্ষ (Indirect)। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে জনসাধারণ নিজেরাই সমবেত হইয়া আইন তৈরি ও শাসন-কার্য পরিচালনা করে। আর পরোক্ষ গণতন্ত্রে জনসাধারণ তাহাদের প্রতিনিধিদের মারফত এই সকল কাজ করিয়া থাকে। কোন বৃহৎ দেশে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র অসম্ভব, তাই সর্বত্রই পরোক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত। গণতন্ত্রে সাধারণতঃ রাষ্ট্র-ক্ষমতা তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়—আইন-সভা, কার্যকারী বিভাগ (গভর্নমেণ্ট) ও বিচার বিভাগ। কার্যকারী বিভাগ একটি দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্টের উপর ন্যস্ত থাকে। আইন-সভার বিশ্বাস হারাইলে গভর্নমেণ্টকে পদত্যাগ করিতে হয়। প্রচলিত গণতন্ত্রে কয়েকটি পরস্পর-বিরোধী দল থাকে এবং যে দল আইন-সভায় সংখ্যা-

গরিষ্ঠতা লাভ করে সেই দলই গভর্নমেণ্ট গঠন করে। প্রকৃত গণতন্ত্রে জনগণকে সর্বাধিক অধিকার ও ক্ষমতা দান করা হয়।

মার্ক্সীয় মতে নিম্নোক্তরূপে গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হয়:

যে রাজনৈতিক সংগঠন ও কর্মপন্থার মারফত (সংখ্যাধিক্যের শাসন প্রভৃতির মারফত) বিভিন্ন শ্রেণী তাহাদের অর্থ-নৈতিক স্বার্থ রক্ষার সংগ্রাম কম-বেশী শক্তি-শালী করিয়া তুলিতে পারে তাহাকেই বলা হয় 'গণতন্ত্র'। সুতরাং গণতন্ত্রে বিভিন্ন শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রামের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। গণতন্ত্র শব্দটি ব্যাপক অর্থে, অর্থাৎ অন্য-নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার করা চলে না, এই শব্দটি সকল সময়ে আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন যুগে ও সমাজ-বিকাশের বিভিন্ন স্তরে গণতন্ত্র শব্দটি বিভিন্ন প্রকার অর্থ ও তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছে; যেমন, পুরাতন গ্রীক গণতন্ত্রের যুগে কেবলমাত্র শাসক-শ্রেণীগুলি ও স্বাধীন নাগরিকদের একটা বিশেষ অংশ (ধনীরা) রাজনৈতিক কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারিত। তখনকার গণতন্ত্র ছিল বিভিন্ন শাসকশ্রেণী ও ধনীদের গণতন্ত্র। বুর্জোয়া-সমাজে গণতন্ত্র কেবল বুর্জোয়াদের জন্যই, অর্থাৎ সেই গণতন্ত্র হইল 'বুর্জোয়া-গণতন্ত্র' (Bourgeois Democracy)। সেই বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের পার্শ্বে আর এক নূতন গণতন্ত্র নূতন অর্থ ও তাৎপর্য লইয়া দেখা দিয়াছে, তাহা হইল 'জন-গণতন্ত্র' (People's Democracy)।

Bourgeois Democracy: বুর্জোয়া-গণতন্ত্র।

প্রচলিত গণতন্ত্রকেই মার্ক্সীয় ভাষায় 'বুর্জোয়া-গণতন্ত্র' বলা হয়। মার্ক্সীয় মতে প্রচলিত গণতন্ত্র হইল বুর্জোয়া-গণতন্ত্র। এই মতে গণতন্ত্রের নিম্নোক্ত রূপ ব্যাখ্যা করা হয়:—ফরাসী বিপ্লবের সময় সামন্ত-তন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য বুর্জোয়াশ্রেণী তখনকার সমাজের শোষিত জনগণকে বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছিল। বুর্জোয়াশ্রেণী তখন শোষিত জনগণকে সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য তাহাদের নিকট সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছিল। তাহারা 'সাম্য' দ্বারা বুঝাইয়াছিল, সকলের সমান অধিকার; 'মৈত্রী' দ্বারা বুঝাইয়াছিল, সকলের ভিতর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক; আর 'স্বাধীনতা' দ্বারা বুঝাইয়াছিল সকল প্রকারের শোষণ, নিপীড়ন ও অত্যাচার হইতে মুক্তি। কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণী শোষিত জনগণের সাহায্যে সামন্তপ্রথার উচ্ছেদ করিয়া রাষ্ট্র-ক্ষমতা হস্তগত ও সমাজের উৎপাদন-ক্ষমতার উপর একচ্ছত্র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্গে সঙ্গে বহু-ঘোষিত সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শকে এক প্রহসনে পরিণত করিয়াছে। এই-ভাবে বুর্জোয়া-গণতন্ত্র মূলতঃ বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসন, শোষণ ও তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার রক্ষার যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

মার্ক্সবাদ এই গণতন্ত্র সম্পর্কে কমিউনিস্ট-দিগকে নিম্নোক্তরূপ মনোভাব গ্রহণের নির্দেশ দেয়:

"শ্রেণী-চেতনাসম্পন্ন শ্রমিক কি কখনও সমাজবাদী সংগ্রামের অজুহাতে গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে অস্বীকার করিতে পারে? অথবা, প্রথমটার জন্য (গণতান্ত্রিক সংগ্রামের জন্য) পরেরটাকে (সমাজবাদী সংগ্রামকে) অস্বীকার করিতে পারে? না, একজন শ্রেণী-চেতনাসম্পন্ন শ্রমিক নিজেকে 'সোশ্যাল ডেমোক্রাট' (অর্থাৎ কমিউনিস্ট) বলিয়া পরিচয় দেয় এই জন্য যে, সে এই দুই সংগ্রামের পারস্পরিক সম্পর্কটা বুঝিতে পারে; সে জানে যে, গণতন্ত্রের ভিতর দিয়া, রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিতর দিয়া, যে পথ চলিয়া গিয়াছে সেই পথ ব্যতীত সমাজতন্ত্রে পৌঁছিবার অন্য কোন পথ

নাই। কাজেই শেষ লক্ষ্যে, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌছাইবার উদ্দেশ্যে সেই শ্রেণী-চেতনাসম্পন্ন শ্রমিক পূর্ণ ও ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক সাফল্যলাভের জন্য চেষ্টা করে"—Lenin: *Peasant Question in 1905 Revolution.*

People's Democracy: জন-গণতন্ত্র; লোকায়ত্ত গণতন্ত্র।

সমাজের জনগণের জন্য গণতন্ত্র। অনগ্রসর দেশে (উপনিবেশ, অর্ধ-উপনিবেশ ও অনুন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে) সাম্রাজ্যবাদ, প্রতিক্রিয়াশীল (সাম্রাজ্যবাদের দালাল) বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীসমূহের প্রভুত্ব লোপ করিয়া শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজের জনগণের (অর্থাৎ শ্রমিক, কৃষক, শ্রমজীবী জনগণ, শোষিত ও নিপীড়িত মধ্যশ্রেণীসমূহ এবং জাতীয় বা প্রগতিশীল বুর্জোয়াদের) সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ত-তন্ত্র-বিরোধী গণফ্রন্টের (বা ঐক্যবদ্ধ জনগণের) শাসন ও সেই শাসনের মারফত সমাজের সকল ক্ষেত্রে জনগণের ব্যাপক অধিকার প্রতিষ্ঠা। জন-গণতন্ত্র হইল ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যবর্তী ব্যবস্থা।

[New Democracy দ্রষ্টব্য]

Proletarian Democracy: শ্রমিক-শ্রেণীর গণতন্ত্র; শ্রমিক-গণতন্ত্র;

Socialist Democracy: সমাজবাদী বা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র।

এই দুইটি কথার বিষয়বস্তু একই। কারণ, শ্রমিকশ্রেণীই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং শ্রমিকশ্রেণীর গণতন্ত্রই সমাজবাদী গণতন্ত্র। শ্রমিক-গণতন্ত্র বা সমাজবাদী গণতন্ত্র কেবল মাত্র শ্রমিক-রাষ্ট্রেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আর সোবিয়েৎ রাষ্ট্রই শ্রমিক-রাষ্ট্রের সর্বোৎকৃষ্ট রূপ। উক্ত দুইটি কথাই সমাজতন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন নাম।

সমাজের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ, অর্থাৎ শ্রমিক, অর্ধ-শ্রমিক, মধ্যবর্তী কৃষক প্রভৃতি যে জনগণকে ধনতান্ত্রিক সমাজে শোষিত ও সকল রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হয়, তাহারাই শ্রমিক-গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রে (অর্থাৎ সোবিয়েৎ রাষ্ট্রে) প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করিয়া থাকে। সমাজতন্ত্রে মুষ্টিমেয় ধনিক ও জমিদারশ্রেণীই কেবল কোন রাজ-নৈতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে না। বিপ্লবে পরাজিত ধনিক ও জমিদারশ্রেণী আবার যাহাতে তাহাদের ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ না পায় তাহার জন্য সমাজ-তন্ত্রে তাহাদের সকল রাজনৈতিক অধিকার হরণ করা হয় এবং ক্রমশঃ তাহাদের শ্রেণী-অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করা হয়। সমাজের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার কেবল শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রেই অর্থাৎ সমাজতন্ত্রেই সম্ভব। কিন্তু তাহা ধনতন্ত্রে সম্ভব নহে। কারণ, ধনতন্ত্রে মূলধনীশ্রেণী (Capitalist Class) সমাজের সকল উৎপাদন-ব্যবস্থা অধিকার করিয়া এবং তাহাদের নিজ রাষ্ট্রের মারফত শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি বিরোধী শ্রেণীগুলির সকল অধিকার হরণ করিয়া শ্রমিক প্রভৃতি বিরোধী শ্রেণীগুলিকে মজুরি-দাস (Wage-Slave) হিসাবে দমন করিয়া রাখে। যখন শ্রমিকশ্রেণী অন্যান্য শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণীগুলির সহায়তায় বিপ্লবের মারফত ধনিক রাষ্ট্রের উচ্ছেদ ও মূলধনীদের কবল হইতে সকল উৎপাদন-ব্যবস্থা মুক্ত করিয়া সেই উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর সমাজের সকল শোষিত মানুষের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, তখনই সেই শোষিত ও নিপীড়িত জনগণ মূলধনীদের দাসত্ব-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত স্বাধীন মানুষে পরিণত হয়; কেবল তখনই সকল মানুষ সমানভাবে সকল সামাজিক অধিকার ভোগ করিতে পারে এবং সমাজের নীতি-নির্ধারণ ও ক্রিয়া-কলাপে অবাধে ও পূর্ণমাত্রায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। ইহাই হইল শ্রমিক-গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র, এবং সমাজে মানুষের

এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই হইল শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা।

সুতরাং শ্রমিক-গণতন্ত্র (সোবিয়েৎ গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র) হইল শ্রমজীবী জনগণের গণতন্ত্র। শ্রমিক-গণতন্ত্র এক দিকে যেমন সমাজের শ্রমজীবী জনগণের রাজনৈতিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে, তেমনি অপর দিকে ইহা শোষক শ্রেণীগুলির সকল অধিকার হরণ ও তাহাদের শ্রেণী-অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে। এই জন্যই শ্রমিক-গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের অপর নাম হইল 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব' (Dictatorship of the Proletariat)। শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব অনির্দিষ্ট কাল চলিবে না। যখনই ইহার কর্তব্য সুসম্পন্ন হইবে তখনই ইহার অবসান হইবে, অর্থাৎ শ্রমিক-রাষ্ট্র লোপ পাইবে। শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্বের কর্তব্য হইল: (১) মূলধনী, জমিদার প্রভৃতি শোষকদের শ্রেণী-অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করা; (২) সমাজের অর্ধশ্রমিক, কৃষি-শ্রমিক, মধ্যবর্তী কৃষক প্রভৃতি পশ্চাৎ-পদ শ্রমজীবী জনগণকে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সংগঠিত করিয়া পরিকল্পনামূলক সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের মারফত ধাপে ধাপে শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজ গড়িয়া তোলা। শ্রমিকগণতন্ত্রে শ্রমজীবী জনগণ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র গঠনের সংগ্রামের মধ্য দিয়া তাহাদের সোবিয়েৎ সংগঠনের মারফত সাক্ষাৎ ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে। তাহারা নিম্ন ও উর্ধ্ব সোবিয়েতে তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন এবং প্রয়োজন হইলে নির্বাচিত প্রতিনিধিকে নাকচ করিয়া অন্য প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার লাভ করে; তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত সোবিয়েতের হস্তেই আইন প্রণয়ন ও আইন প্রয়োগের ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে; নির্বাচকগণ ভোট দেয় কারখানার শ্রমিক বা কর্মচারী হিসাবে, বাসস্থানের ভিত্তিতে নহে; জীবিকা-সংস্থানের জন্য কর্ম প্রাপ্তির অধিকার থাকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের; নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক সমান কাজের জন্য সমান মজুরি এবং কাজের পরিমাণ অনুসারে মজুরি লাভের অধিকার ভোগ করে। এই সকল ব্যবস্থার মারফত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিক শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজের সকল অর্থ-নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণের পূর্ণ সুযোগ ও অধিকার লাভ করে।

সংক্ষেপে ইহাই শ্রমিক-গণতন্ত্র, সমাজ-তান্ত্রিক গণতন্ত্র, বা সোবিয়েৎ গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, এবং এই বৈশিষ্ট্যই এই গণতন্ত্রের সহিত বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের পার্থক্য নির্ণয় করে। মানব-ইতিহাসে সর্বপ্রথম সোবিয়েৎ গণতন্ত্রই বিভিন্ন যুগের শোষক-শ্রেণীগুলির দ্বারা সৃষ্ট নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য, বিভিন্ন ধর্মের পার্থক্য, বিভিন্ন জাতির মধ্যে পার্থক্য ও বিভিন্ন প্রকার অসাম্য লোপ করিয়া সমাজে পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠা করে।—১৯২৮ খৃষ্টাব্দে **'তৃতীয় (কমিউনিস্ট) আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসে'** গৃহীত কর্মপন্থা হইতে—।

Democratic Party: গণতন্ত্রীদল; 'ডেমোক্রাটিক পার্টি'।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দুইটি দলের অন্যতম। অপরটির নাম 'রিপাব্লিকান পার্টি' (সাধারণতন্ত্রীদল)। 'ডেমোক্রাটিক পার্টি' প্রথম গঠিত হয় ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে। তখন 'ফেডারালিস্ট পার্টি' ছিল ইহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে শেষোক্ত পার্টিটি ভাঙিয়া যায়। ১৮১৭-১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'ডেমোক্রাটিক পার্টি'ই ছিল একমাত্র রাজনৈতিক পার্টি। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে এই পার্টির মধ্যে শুল্ক (Tariff) সম্বন্ধে এক প্রচণ্ড মতভেদ দেখা দিলে ইহার

একদল সভ্য 'ডেমোক্রাটিক পার্টি' ত্যাগ করিয়া 'রিপাব্লিকান পার্টি' নামে একটি নূতন পার্টি গঠন করে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দাসপ্রথা রহিতের প্রশ্ন লইয়া যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন 'ডেমোক্রাটিক পার্টি' ছিল দাসপ্রথার সমর্থক। প্রেসিডেন্ট এব্রাহাম লিঙ্কন-এর নেতৃত্বে পরিচালিত রিপাব্লিকান পার্টি 'ডেমোক্রাটিক পার্টি'কে পরাজিত করিয়া দাসপ্রথা রহিত করে। পরে 'ডেমোক্রাটিক পার্টি' উদারনৈতিক মতাবলম্বী বলিয়া পরিচিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণদিকের রাষ্ট্রগুলিতে 'ডেমোক্রাটিক পার্টি'ই সর্বেসর্বা। বর্তমানে মত ও অনুসৃত নীতির দিক হইতে 'রিপাব্লিকান পার্টি' ও 'ডেমোক্রাটিক পার্টি'র মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। 'ডেমোক্রাটিক পার্টি'র কয়েকজন বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট (রাষ্ট্রপতি) হইলেন : ক্লেভল্যাণ্ড (প্রথমবার ১৮৮৪ ও দ্বিতীয়বার ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন) ; উড্রো উইলসন (প্রথমবার ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ও দ্বিতীয়বার ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন*) ; ফ্রাঙ্কলিন ডিলানো রুজভেল্ট (প্রথমবার ১৯৩২, দ্বিতীয়বার ১৯৩৬ ও তৃতীয়বার ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন)।

De-Marche : রাষ্ট্রীয় প্রতিবাদ।

ভাষাগত অর্থে 'ব্যবস্থা অবলম্বন'। প্রচলিত রাজনৈতিক অর্থে, একটি রাষ্ট্র কর্তৃক অপর একটি রাষ্ট্রের নিকট উহার কোন কার্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন।

Determinism : নিয়তিবাদ ; নির্ধারণবাদ।

একটি দার্শনিক মতবাদ। এই দার্শনিক মতবাদটি নিম্নরূপ : মানুষের ইচ্ছা স্বাধীন নহে, সেই ইচ্ছা বিশেষ উদ্দেশ্য দ্বারা অলঙ্ঘনীয়রূপে নির্ধারিত হইয়া থাকে।

Determinism, Economic : অর্থনৈতিক কার্যকারণবাদ।

কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণ দ্বারা ফল নির্ধারণের মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে, সকল সামাজিক, দার্শনিক, নৈতিক, ধর্মসম্বন্ধীয় ও অন্যান্য বিষয়ের ক্রমবিকাশ কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণ সমূহের দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে।

এক সময়ে একদল পণ্ডিত এই মতবাদটিকে কার্ল মার্ক্স্-এর মতবাদ বলিয়া প্রচার করিতেন। মার্ক্সের সহকর্মী ফ্রেডরিখ্ এঙ্গেল্স্ এই প্রচারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন : "কেবল বাস্তব সামাজিক জীবনে শেষপর্যন্ত উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের দ্বারা ইতিহাসের গতি নির্ধারিত হয়। মার্ক্স্ বা আমি কেহই ইহার বেশী কিছুই বলি নাই।"—F. Engels : *Socialism : Utopian & Scientific* নামক পুস্তকের ভূমিকা। [Materialist Conception of History দ্রষ্টব্য]

Devaluation : মুদ্রার মূল্যমান হ্রাসকরণ ; মুদ্রার দাম বা ক্রয়-ক্ষমতা কমান।

কোন দেশের মুদ্রার স্বর্ণ ও রৌপ্যমূল্য হ্রাস করা এবং তাহার ফলস্বরূপ বৈদেশিক মুদ্রার তুলনায় ঐ দেশের মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা। মুদ্রার স্বর্ণ ও রৌপ্যমূল্য হ্রাস করিবার অর্থ হইল, ঐ মুদ্রা যে পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য ক্রয় করিতে পারে স্বর্ণ বা রৌপ্যের সেই পরিমাণ আইন দ্বারা হ্রাস করা ; আর বৈদেশিক মুদ্রার তুলনায় ঐ মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিবার অর্থ হইল, ঐ মুদ্রার বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রা যে পরিমাণে পাওয়া যাইত সেই পরিমাণ হ্রাস পাওয়া অর্থাৎ মূল্য হ্রাস করিবার পর ঐ মুদ্রা দ্বারা এখন পূর্বাপেক্ষা অল্প পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায়। আইন করিয়া এবং স্বর্ণমান (Gold Standard) তুলিয়া দিয়া, অর্থাৎ স্বর্ণের সম্পর্ক হইতে মুদ্রাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত উপায়টি ১৯৩১ সালে ইংলণ্ডে করা হইয়াছিল। যে সকল উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা হয় তাহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত দুইটি উদ্দেশ্য

প্রধান :—(১) বিদেশে পণ্য-রপ্তানি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা—কারণ, মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা হইলে বৈদেশিক মুদ্রায় পণ্যের মূল্য হ্রাস পায়, অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় অল্প পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দিয়া অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ পণ্য ক্রয় করা যায় ; সুতরাং বিদেশে পণ্য-রপ্তানি বৃদ্ধি পায় ; (২) দেশের মধ্যে ব্যবসায়ে তেজী ভাব (Boom) সৃষ্টি করা—কারণ, মুদ্রার মূল্য হ্রাস পাইলে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং তাহার ফলে মূলধনীদের বেশী মুনাফা লাভ হয়। এই দুইটি কারণ ব্যতীত, কোন দেশের গভর্নমেণ্ট উহার ঋণের প্রকৃত মূল্য হ্রাস করিবার জন্যও মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস করিয়া থাকে।

Diabolism (Devilism) : পিশাচ-পূজা ; পিশাচ-সিদ্ধি।

অসুর, ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতির অস্তিত্বে বিশ্বাস ; উহাদের পূজা।

Dialectics : গতি-বিজ্ঞান ; দ্বন্দ্ববাদ ; 'ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌'।

এই শব্দটি দর্শনশাস্ত্রে প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত থাকিলেও জার্মান দার্শনিক হেগেলই একটি নূতন বিশ্লেষণ-পদ্ধতি হিসাবে ইহার উৎকর্ষ সাধন করেন। কিন্তু হেগেল ইহা প্রয়োগ করেন ভাববাদের (Idealism) ক্ষেত্রে। হেগেলের শিষ্য কার্ল্‌ মার্ক্‌স্‌ 'ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌'-কে ভাববাদের ক্ষেত্র হইতে মুক্ত করেন এবং বস্তুবাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া ইহাকে স্বাভাবিক ও যথার্থ রূপদান করেন। [History of Materialism দ্রষ্টব্য] নিম্নে মার্ক্‌সীয় 'ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌' আলোচিত হইল :

গতি-বিজ্ঞান বা দ্বন্দ্ববাদ বা 'ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌' হইল মার্ক্‌সীয় বিশ্লেষণ-পদ্ধতি। মার্ক্‌সীয় মতে ইহা হইল, "প্রাকৃতিক জগত ও মানুষের চিন্তার গতি সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সাধারণ বিজ্ঞান,"—F. Engels : *Anti-Duhring*। অন্য কথায়, গতি বিজ্ঞান বা দ্বন্দ্ববাদ বা 'ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌' হইল, গতিশীল জগত এবং সাধারণভাবে সকল বস্তু ও সমাজের বিকাশ ও পরিবর্তনের নিয়মাবলীর বিশ্লেষণ-পদ্ধতি।

গতি-বিজ্ঞান বা দ্বন্দ্ববাদের মূল নিয়ম তিনটি :—

(১) **Unity and Struggle of Opposites :** দুই বিপরীত শক্তির সঙ্গতি ও সংগ্রাম।

(২) **Transition of Quantity into Quality :** পরিমাণগত পরিবর্তন হইতে গুণগত পরিবর্তন।

(৩) **Negation of Negation :** অসঙ্গতির অসঙ্গতি।

(১) Unity and Struggle of **Opposites :** দুই বিপরীত শক্তির সঙ্গতি ও সংগ্রাম।

ইহার অর্থ নিম্নরূপ : প্রত্যেকটি বস্তু ও প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক ব্যাপারের আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব ঐ বস্তু ও প্রাকৃতিক ব্যাপারের সহজাত, অর্থাৎ প্রত্যেকটি বস্তু ও প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক ব্যাপারের মধ্যে দ্বন্দ্ব সকল সময়েই থাকে, "কারণ উহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই আছে একটা ক্ষয়ের দিক (Negative Side) ও একটা বৃদ্ধির দিক (Positive Side), একটা অতীত ও একটা ভবিষ্যৎ, একটা মরণশীল দিক (Dying Side) ও একটা বিকাশশীল দিক (Developing Side) ; আর এই সকল বিপরীত শক্তির সংগ্রামই হইল একটা বিকাশধারার ভিতরের বিষয়বস্তু।"—*History of the C. P. S. U. (B).* [Contradiction শব্দটি দ্রষ্টব্য]। "প্রকৃত অর্থে গতি-বিজ্ঞান বা দ্বন্দ্ববাদ হইল বস্তুসমূহের মূলে অবস্থিত দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি।"—V. I. Lenin : *Dialectical Materialism.*

মার্ক্‌সীয় মতে, ধনতান্ত্রিক সমাজে মূল দ্বন্দ্ব হইল সমাজের উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে, এই সমাজে উৎপাদন

সামাজিক রূপ গ্রহণ করিলেও সেই সামাজিক উৎপাদনের ফল ভোগ করে ব্যক্তিবিশেষ, ফ্রেডরিখ্ এঙ্গেল্স্-এর কথায়, ধনতান্ত্রিক সমাজে "সামাজিক উৎপাদনের ফল ভোগ করে ব্যক্তিগতভাবে মূলধনীরা" *Socialism : Utopian and Scientific*। ধনতান্ত্রিক সমাজের এই দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করে শ্রেণী-বিরোধের ভিতর দিয়া, যে শ্রেণী-সংগ্রাম (Class-struggle) সমাজের সাক্ষাৎ ও প্রধান চালক-শক্তি সেই শ্রেণী-সংগ্রামের ভিতর দিয়া। এই শ্রেণী-সংগ্রামই সমাজ-বিকাশের গতি নির্ধারণ করে। [এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মার্ক্সীয় মতে, সমাজের সকল দ্বন্দ্বই বিরোধ সৃষ্টি করে না, ধনতান্ত্রিক সমাজে মূল শ্রেণীগুলির আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বই বিরোধ সৃষ্টি করে। ধনতান্ত্রিক সমাজে মূল শ্রেণী হইল দুইটি—মূলধনীশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণী।]

'দুই বিপরীত শক্তির সঙ্গতি ও সংগ্রাম'-এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত :—

(ক) **পদার্থবিজ্ঞানে :** সকল পদার্থের মূল স্বরূপ প্রত্যেকটি অণুর (Atom) মধ্যে দুইটি বিপরীত শক্তির সঙ্গতি রহিয়াছে; যেমন ধনাত্মক (Positive) বিদ্যুৎ ও ঋণাত্মক (Negative) বিদ্যুৎ-এর দ্বন্দ্বমূলক সঙ্গতি।

(খ) জীব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে : জীবদেহের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম পেশী সমূহের ভাঙা-গড়া—"জীবন-মৃত্যু, সৃষ্টি ও ধ্বংস, জোড়-বিজোড়…" পাশাপাশি একই সময়ে চলিয়াছে।

(গ) সমাজ-বিকাশের ক্ষেত্রে : সামন্ততান্ত্রিক সমাজে প্রধান দ্বন্দ্ব সামন্তশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে, আর সেই দ্বন্দ্বের পরিণতি বুর্জোয়া-সমাজে; আবার বুর্জোয়া-সমাজে প্রধান দ্বন্দ্ব বুর্জোয়াশ্রেণী ও শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে, আর সেই দ্বন্দ্বের পরিণতি সমাজতান্ত্রিক সমাজে।

(২) **Transition from Quantity into Quality :** পরিমাণগত পরিবর্তন হইতে গুণগত পরিবর্তন।

ইহার অর্থ নিম্নরূপ : প্রকৃতি ও সমাজের বিকাশধারা প্রতিনিয়ত "অতিক্ষুদ্র ও অদৃশ্য পরিমাণগত পরিবর্তন হইতে প্রকাশ্য ও মৌলিক পরিবর্তনের মধ্যে অর্থাৎ গুণগত পরিবর্তনের মধ্যে প্রবেশ করে; এই বিকাশধারার মধ্যে পরিমাণের গুণগত পরিবর্তন ক্রমে ক্রমে ঘটে না, সেই গুণগত পরিবর্তন ঘটে একটা অবস্থা হইতে আর একটা অবস্থায় লম্ফ প্রদানের আকারে অতি দ্রুত ও আকস্মিক ভাবে (সামাজিক ক্ষেত্রে ইহাই 'বিপ্লব'); কিন্তু এই দ্রুত ও আকস্মিক পরিবর্তন কার্য-কারণহীন ভাবে ঘটে না, এই পরিবর্তন ঘটে পরিমাণের অদৃশ্য ও ক্রমিক পরিবর্তনের সঞ্চিত শক্তির স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে।"—*History of the C. P. S. U. (B)*

'পরিমাণগত পরিবর্তন হইতে গুণগত পরিবর্তনের', অর্থাৎ একটা অবস্থা হইতে আর একটা অবস্থায় লম্ফ প্রদানের ("বৈপ্লবিক লম্ফের") একটি দৃষ্টান্ত :—

পদার্থবিজ্ঞানে : "জলের উত্তাপ প্রথমে জলের তরল অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটায় না, কিন্তু জলের উত্তাপ বাড়িতে বাড়িতে বা কমিতে কমিতে এমন একটা মুহূর্ত দেখা দেয় যখন জলের তরল অবস্থার হঠাৎ পরিবর্তন ঘটে এবং জল প্রথম ক্ষেত্রে (উত্তাপ বাড়িতে বাড়িতে) বাষ্পে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (তাপ কমিতে কমিতে) বরফে পরিণত হয়।"—F. Engels. *Anti-Duhring.*

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** এই দ্বিতীয় নিয়মটির সহিত গতি-বিজ্ঞান বা দ্বন্দ্ববাদের অন্য নিয়মগুলির সম্পর্ক বিচার করা প্রয়োজন। প্রথম নিয়ম, অর্থাৎ 'বিপরীত শক্তির সংগ্রাম' হইল সকল বিকাশ ধারার ও এই দ্বিতীয় নিয়মের মূল বিষয়বস্তু। সুতরাং এই

নিয়মগুলির একটা অন্যটা হইতে বিচ্ছিন্ন বা সম্পর্কহীন নহে; উপরোক্ত ১নং ও ২নং এবং নিম্নোক্ত ৩নং নিয়ম একত্রে 'প্রাকৃতিক জগৎ ও মানুষের চিন্তাধারার গতির' বিভিন্ন দিক ফুটাইয়া তোলে।]

(৩) Negation of Negation: অসঙ্গতির অসঙ্গতি।

প্রাকৃতিক জগৎ ও সমাজের বিকাশধারার মধ্যে বিকাশের যে পর্যায়টি উহার পূর্ব পর্যায়ের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায় এবং নিজেই আবার একটা নূতন দ্বন্দ্বের আকারে দেখা দেয়, আর এইভাবে নিজেই নিজের অসঙ্গতি সৃষ্টি করে, বিকাশের সেই পর্যায়টিকে বলা হয় 'অসঙ্গতির অসঙ্গতি'।

ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত :—

(ক) প্রকৃতির ক্ষেত্রে : "একটি যবের দানা লইয়া আরম্ভ করিলে দেখা যায় যে, (মাঠে রোপণের পর) যবের দানাটি বিলুপ্ত হয়, উহার স্থলে দেখা দেয় একটি চারা গাছ। এই চারা গাছটি হইল যবের বীজটির অসঙ্গতি। কিন্তু এই চারা গাছটির স্বাভাবিক জীবনের ক্রমিক পরিণতি কি? চারা গাছটি বাড়িতে থাকে, ইহাতে ফুল হয়, সার দেওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত এই চারা গাছটিতে আবার শস্যরূপে যবের দানা ফলে; যবের দানা যখন পাকে তখন সেই চারা গাছটি শুকাইয়া যায়, কারণ এবার চারা গাছটির বিলুপ্তির সময় হইয়াছে। এই নূতন অসঙ্গতির ফল হিসাবে আমরা যবের দানা পাইলাম, সেই দানার সংখ্যা এখন একশতেরও বেশি।"—F. Engels: *Dialectics of Nature.* এই দৃষ্টান্তে চারা গাছ হইল যবের বীজটির অসঙ্গতি, আর বহু দানা হইল এই চারা গাছটির অসঙ্গতি। এইভাবে আমরা পাই 'অসঙ্গতির অসঙ্গতি'।

(খ) সমাজ-বিকাশের ক্ষেত্রে : সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রধান অসঙ্গতি ছিল বুর্জোয়াশ্রেণী, আবার সেই বুর্জোয়াশ্রেণীর সমাজের, অর্থাৎ বুর্জোয়া-সমাজের অসঙ্গতি হইল শ্রমিকশ্রেণী।

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য** : প্রাকৃতিক জগৎ ও সমাজের দ্বন্দ্বমূলক (Dialectical) বিকাশধারা ক্রমশঃ নিম্নস্তর হইতে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করে। "বিকাশধারা আগাইয়া চলে বক্র বা পেঁচালো গতিতে, চক্রাকারে নহে",—অর্থাৎ নিম্ন হইতে উচ্চে এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে। উপরোক্ত দ্বিতীয় অসঙ্গতি, অর্থাৎ 'অসঙ্গতির অসঙ্গতি' বিকাশধারার প্রথম স্তরের কতকগুলি মৌলিক দিককেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু এই মৌলিক দিকগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়াই ঐ স্তর উচ্চতর স্তরে পরিণত হয়। যেমন যবের দানার ক্ষেত্রে বিকাশধারা আরম্ভ হইয়াছিল একটি-মাত্র যবের দানা দিয়া, তাহার পর অসঙ্গতির অসঙ্গতি হইতে আমরা যবের দানা পাইলাম একটির স্থলে অনেকগুলি এবং যবের দানাগুলি গুণের দিক হইতেও পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত ধরনের। "এই প্রক্রিয়ার পুনঃ পুনঃ ব্যবহারের ভিতর দিয়া প্রত্যেকটি নূতন অসঙ্গতির অসঙ্গতি যবের দানার এই গুণ আরও বাড়াইয়া তোলে।"—F. Engels: *Dialectics of Nature.* মার্ক্সীয় মতে, ভবিষ্যতের কমিউনিস্ট-সমাজ ও অতীতের আদিম কমিউনিস্ট-সমাজ—এই উভয়েরই বৈশিষ্ট্য হইল সম্পত্তির উপর সাধারণের অধিকার, কিন্তু ভবিষ্যতের কমিউনিস্ট-সমাজে সামাজিক জীবন হইবে আদিম কমিউনিস্ট-সমাজের সামাজিক জীবন অপেক্ষা শত শত, সহস্র সহস্র গুণ উন্নত। কারণ, উৎপাদন-পদ্ধতি ও উৎপাদন-কৌশল আদিম কমিউনিস্ট-সমাজের পর বহু সামাজিক স্তর অতিক্রম করিয়া আসিয়া ভবিষ্যতের কমিউনিস্ট-সমাজে বহুগুণ উন্নত হইয়া উঠিবে।]

"একটা প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক অসঙ্গতি বিকাশধারার প্রত্যেকটি স্তরের অগ্রগতির বেগ সৃষ্টি করে। বিভিন্ন বিপরীত শক্তির সৃষ্টি, তাহাদের সংগ্রাম ও বিলুপ্তি—এই সকলের মধ্যেই (ইতিহাসের ক্ষেত্রে আংশিকভাবে এবং চিন্তার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে) কার্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, বিকাশধারার নূতন পর্যায় দেখা দেয়। কিন্তু সেই পর্যায় হইল বিকাশধারার উচ্চতর স্তরের পর্যায়।"—F. Engels : *Dialectics of Nature.*

Dialectical Materialism : বস্তুবাদ ; দ্বন্দ্ব-প্রগতিমূলক বস্তুবাদ।

প্রাকৃতিক জগৎ ও সমাজ সম্পর্কে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি ; দ্বন্দ্বমূলক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ও বস্তুবাদী দর্শন—এই দুইয়ের সমন্বয়ে গঠিত মার্ক্সীয় দর্শন। ইহাই মার্ক্সবাদের দার্শনিক ভিত্তি।

"এই দৃষ্টিভঙ্গিকে 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' বলিবার কারণ এই যে, প্রাকৃতিক ব্যাপার সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ-পদ্ধতি, সেই প্রাকৃতিক ব্যাপার সম্পর্কে ইহার পরীক্ষা-পদ্ধতি ও ধারণা-সৃষ্টির পদ্ধতি হইল দ্বন্দ্বমূলক, আর প্রাকৃতিক ব্যাপার সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা ও সেই সম্পর্কে ইহার ধারণা হইল বস্তুবাদী।"—*History of the C. P. S. U. (B).* অন্য কথায়, এই দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ-পদ্ধতি, পরীক্ষা-পদ্ধতি ও শেষ সিদ্ধান্তে পৌছিবার পদ্ধতি দ্বন্দ্বমূলক বলিয়া এবং এই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত বস্তুবাদী বলিয়া এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বলা হয় 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ'। [Dialectics ও Materialism শব্দ দুইটি দ্রষ্টব্য]

Dictatorship : একনায়কত্ব ; অবাধ প্রভুত্ব।

এই শব্দটি ল্যাটিন ভাষা হইতে গৃহীত। মূল অর্থে, শাসিত জনসাধারণের সম্মতি ব্যতিরেকে এক বা কয়েক ব্যক্তির অবাধ বা যথেচ্ছ শাসন। প্রাচীন রোম সাধারণতন্ত্রের সময় হইতে এই শব্দটির প্রচলন হয়। তখন জাতীয় বিপদের সময় কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে রোম-সাধারণতন্ত্রের 'ডিক্টেটর' বা একনায়ক নিযুক্ত করা হইত এবং বিপদ কাটিয়া গেলে পুনরায় সাধারণতান্ত্রিক শাসন কার্যকরী হইত।

কিন্তু বর্তমান একনায়কত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। বর্তমান কালে ইহা হইল কোন শ্রেণী বা জনসাধারণের উপর এক বা কয়েক ব্যক্তির অথবা অপর কোন শ্রেণীর অবাধ প্রভুত্ব।

মার্ক্সীয় রাজনৈতিক অর্থে, একটা বা কয়েকটা শ্রেণীর উপর অপর একটা শ্রেণীর জবরদস্ত শাসনকেই বলা হয় 'একনায়কত্ব'। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজে চলিয়াছে সমাজের বেশীর ভাগ জনগণের উপর মূলধনী শ্রেণীর ছদ্মবেশী একনায়কত্ব। ফাসিবাদ (Fascism) হইল বৃহৎ মূলধনীদের প্রকাশ্য সন্ত্রাসবাদী একনায়কত্ব। আর শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat) হইল শ্রেণী-সংগ্রামে পরাজিত মূলধনী, জমিদার প্রভৃতি শোষক ও শাসকশ্রেণীগুলির উপর বিজয়ী শ্রমিক-শ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের (সমাজের বৃহত্তম সংখ্যক মানুষের সহযোগে) প্রকাশ্য একনায়কত্ব—অর্থাৎ সমাজতন্ত্র। [Democracy শব্দ দ্রষ্টব্য]

Dictatorship of the Bourgeoisie : বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্ব বা প্রভুত্ব ; বুর্জোয়া-একনায়কত্ব। [Democracy শব্দ দ্রষ্টব্য]

Dictatorship of the People (or People's Democratic Dictatorship) : জনগণের একনায়কত্ব (অথবা জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব) [Democracy ও New Democracy দ্রষ্টব্য]।

Dictatorship of the Proletariat : শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ; শ্রমিক-একনায়কত্ব।

মার্ক্‌সীয় সমাজতন্ত্রের ভিন্ন নাম।

"শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হইল শ্রমিক-শ্রেণীর একক শাসন। এই শাসন নূতন রাষ্ট্রের (অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের) সমগ্র শাসন-যন্ত্রটা নিজের হাতে তুলিয়া লয়, বুর্জোয়াশ্রেণীকে পরাজিত করে, এবং সমগ্র পেতিবুর্জোয়া-সম্প্রদায়, সমগ্র কৃষক (ধনী কৃষকদের বাদে), মধ্যবর্তী শ্রেণী-গুলির নিম্নাংশ ও বুদ্ধিজীবীদের নিরপেক্ষ করিয়া রাখে।"—Lenin: *Tasks of the Third International.*

"মূলধনের প্রভুত্বের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে, সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত জয়লাভের জন্য, শ্রমিক-শ্রেণীকে চালক-শক্তিরূপে মানিয়া লইবার শর্তে, শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী কৃষকজনগণ—এই দুইয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণী-মৈত্রীই হইল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব।"—J. V. Stalin: *Leninism.*

সোবিয়েৎ ইউনিয়নে বর্তমানে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব চলিতেছে।

Differential Rent: প্রভেদমূলক খাজনা। [Rent শব্দ দ্রষ্টব্য]

Diplomacy: কূটনীতি; কূটনৈতিক কৌশল।

দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ প্রতিনিধি-মারফত যে সম্পর্ক রক্ষা করা বা আলোচনা চালানো হয়। এই বিশেষ প্রতিনিধিদের 'রাষ্ট্রদূত' বা 'রাষ্ট্র-প্রতিনিধি' বলা হয় এবং তাহাদের ক্ষমতা অনুযায়ী তাহাদের বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়।

Dollar Diplomacy: ডলার কূট-নীতি; ডলারের কূটনীতি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিকে এই নামে অভিহিত করা হয়। কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধোত্তর কালের বৈদেশিক নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হইল উহার আর্থিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থের বিস্তার সাধন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মার্কিন-সরকার 'আন্তর্জাতিক মৈত্রী', 'শিল্প-বাণিজ্যের পুনর্গঠন', 'কমিউনিজ্‌ম্‌-এর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা' প্রভৃতি বিভিন্ন অজুহাতে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে লক্ষ লক্ষ ডলার ঋণ দেয় এবং এই প্রকার ঋণের মারফত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উহার উন্নত শিল্পের বিপুল পণ্যসম্ভার বিক্রয়ের জন্য বিদেশের বাজার একচেটিয়া করিয়া রাখে।

Discount: বাট্টা।

হুণ্ডি (Bill) প্রভৃতির টাকা নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে দেওয়া হইলে যে হারে সুদ কাটিয়া রাখা হয়।

Bank-Discount: ব্যাঙ্কের বাট্টা।

হুণ্ডির (Bill) টাকা নির্দিষ্ট দিবসের পূর্বে দিবার জন্য টাকা দিবার তারিখ হইতে উক্ত নির্দিষ্ট দিবস পর্যন্ত সময়ের সুদ বাবদ শতকরা হারে যে টাকা ব্যাঙ্ক কর্তৃক হুণ্ডির লিখিত টাকা হইতে কাটিয়া রাখা হয়।

Dividend: লভ্যাংশ; 'ডিভিডেণ্ড'।

'জয়েণ্ট স্টক কোম্পানি'র অংশীদারগণের মধ্যে লাভের যে অংশ ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

Division of Labour: শ্রম-বিভাগ; শ্রম-ভাগ।

কোন পণ্যের উৎপাদন সংক্রান্ত সকল প্রক্রিয়ার এক একটিতে এক একদল শ্রমিক নিয়োগ করিবার পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে একটি প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত শ্রমিক অপর প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে এবং নিজ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করে।

Social Division of Labour: সামাজিক শ্রম-বিভাগ।

সমাজের এক একদল মানুষের দ্বারা সমাজের এক একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন হওয়া। যেমন, কৃষকের দ্বারা কৃষিকার্য সম্পন্ন হয়, শ্রমিক কলকারখানায় পণ্যোৎপাদন করে, কুম্ভকার হাঁড়ি-কলসী তৈরি করে, ছুতোর কাঠের আসবাবপত্র তৈরি করে, ইত্যাদি।

Division of the World : পৃথিবী-বণ্টন ; পৃথিবীর ভাগ-বাটোয়ারা।

একচেটিয়া মুনাফালাভের জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন পশ্চাৎপদ ও শিল্পে অনুন্নত দেশসমূহের বাটোয়ারা। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে মূলধনীদের সম্পূর্ণ একচেটিয়া অর্থনৈতিক প্রভুত্বের ফলে যখন নিজ দেশে মূলধন লগ্নি করা বেশী লাভজনক হয় না, তখনই তাহারা অতিরিক্ত মুনাফালাভের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন পশ্চাৎপদ দেশ দখল বা প্রভাবাধীন করিয়া সেখানে মূলধন নিয়োগ করে, অথবা সেখানে নিজ দেশের পণ্যের একচেটিয়া বাজার তৈরি করে এবং ঐ পশ্চাৎপদ দেশের কাঁচা-মাল একচেটিয়া করিয়া রাখে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রত্যেকের মূলধন ও সামরিক শক্তির পরিমাণ অনুসারেই তাহাদের মধ্যে পৃথিবীর অংশ ভাগ হইয়া থাকে। এই ভাগ-বাটোয়ারা কখনও বা যুদ্ধ দ্বারা, আবার কখনও বা আপসেই নিষ্পন্ন হয়।

Doctrinaires : এই নামধারী রাজনৈতিক দল বিশেষ ; পাণ্ডিত্যাভিমানী।

ফরাসীদেশের একটি রাজনৈতিক দল, ইহারা ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের পর হইতে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির দাবি লইয়া দীর্ঘকাল আন্দোলন পরিচালনা করে। অন্য অর্থে, পাণ্ডিত্য প্রদর্শন সহকারে আত্মমত প্রকাশক, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঘটনার বিশেষ অবস্থা বিচার না করিয়া মূলনীতি প্রয়োগ করিয়া থাকে।

Doctrine : মত ; আদর্শ ; মতবাদ।

Doctrine of Monroe (or Monroe Doctrine) : মনরোনীতি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মনরোর ঘোষণা। তিনি ১৮২২ খৃষ্টাব্দে এই ঘোষণা করেন :—উভয় আমেরিকার কোন দেশের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে ইউরোপের কোন দেশের হস্তক্ষেপের অধিকার নাই।

Dogma : যুক্তিহীন বিশ্বাস দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত ; বিশ্বাসের গোঁড়ামি।

যে সিদ্ধান্ত যুক্তি বা প্রমাণের পরিবর্তে কেবল অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা গৃহীত হয় এবং সেই অন্ধ বিশ্বাসকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে।

Dollar Diplomacy : ডলার কূটনীতি ; ডলারের কূটনীতি।

[Diplomacy শব্দ দ্রষ্টব্য]

Domicile : স্থায়ী বাসস্থান।

মূল ল্যাটিন অর্থে, ক্ষুদ্র গৃহ। প্রচলিত অর্থে, যে স্থানে অন্য কোন দেশ হইতে আগত কোন ব্যক্তির স্থায়ী বাসস্থান আছে। অন্য দেশ হইতে আগত কোন ব্যক্তির স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার লাভ সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার আইন আছে। বৃটিশ আইনে—(১) যদি স্থায়ী বাসস্থান থাকে, অথবা (২) যদি বৃটেনে জন্মগ্রহণ করে, অথবা (৩) যদি ঐ দেশে স্থায়ীভাবে বাস করিবার ইচ্ছা থাকে, অথবা (৪) যদি ঐ দেশের ছেলে বা মেয়েকে বিবাহ করে, ইত্যাদি। এই আইন এক এক দেশে এক এক রূপ।

Dominion : স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত উপনিবেশ ; 'ডোমিনিয়ন'।

'বৃটিশ কমনওয়েলথ্'-এর অন্তর্ভুক্ত যে সকল রাষ্ট্র স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়াছে তাহাদের 'ডোমিনিয়ন' বলা হয়। বর্তমানে ৪টি 'ডোমিনিয়ন' আছে, যথা—কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড।

Dualism : দ্বৈতবাদ।

ফরাসী দার্শনিক রেণে দেকার্তে (১৫৯৬-১৬৫০) দ্বারা প্রবর্তিত দার্শনিক মতবাদ। এই দার্শনিক মত অনুসারে—মন (Mind) ও বস্তু বা বাহ্য জগৎ এই দুইয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রহিয়াছে। এই মত ভাববাদ ও বস্তুবাদ এই উভয়েরই বিরোধী।

Dynamic Theory : শক্তিতত্ত্ব ; গতিতত্ত্ব।

জার্মান দার্শনিক ইম্যান্থয়েল কাণ্ট (Emmanuel Kant—1724-1804) কর্তৃক প্রবর্তিত মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ— এই দুই পরস্পর বিরোধী শক্তির ক্রিয়ার ফলেই সকল পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে।

Dynamism : শক্তিবাদ ; গতিবাদ।

এই দার্শনিক মত অনুসারে, বিশ্ব মূলতঃ বিভিন্ন শক্তির সমবায়ে গঠিত হইয়াছে।

E

Eclecticism : সর্বমতসমন্বয়বাদ।

গ্রীক ভাষার মূল অর্থে, বাছিয়া লওয়ার নীতি ; ইহা একটি প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক মত। এই দার্শনিক মতের সমর্থকগণ কোন একটি বিশেষ মত গ্রহণ না করিয়া সকল মতের শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলি সংগ্রহ করিতেন এবং সেই বিষয়গুলি দ্বারা একটি নীতিশাস্ত্র রচনা করিয়া সেই অনুসারে জীবন যাপন করিতেন।

Economics : অর্থনীতিবিদ্যা ; অর্থনীতি-শাস্ত্র। [Political Economy দ্রষ্টব্য]

'Economic Determinism' : অর্থ-নৈতিক কার্য-কারণবাদ। [Determinism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Economic Penetration : অর্থ-নৈতিক অনুপ্রবেশ।

অদূর ভবিষ্যতে রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক অপর একটি রাষ্ট্রের (সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রের) মধ্যে অর্থ-নৈতিক প্রাধান্য স্থাপন করা, অর্থাৎ রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক মোড়লি কায়েম করা। এই অর্থনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক দুর্বল দেশের মধ্যে নিম্নোক্ত পন্থাগুলি গ্রহণ করা হয় : বিপুল পরিমাণ মূলধন নিয়োগ, কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা বা ক্রয়, রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্মাণ, শক্তিশালী রাষ্ট্রটির ব্যবসায়ীদের ঘাঁটি স্থাপন ও বিভিন্ন ব্যাঙ্কের শাখা প্রতিষ্ঠা, এবং উক্ত রাষ্ট্রের দ্বারা দুর্বল দেশটির বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি।

Economic Structure : অর্থনৈতিক গঠন ; অর্থনৈতিক কাঠামো।

[Structure শব্দ দ্রষ্টব্য]

Economism : অর্থবাদ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে রুশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনের কয়েকজন নেতা এই মতবাদ প্রচার করেন। এই মতবাদ অনুসারে, শ্রমিকশ্রেণীর কেবল আর্থিক দাবির জন্য সংগ্রাম করা উচিত, আর রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানো উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের দায়িত্ব ; শ্রমিকশ্রেণীর কোন স্বাধীন রাজনৈতিক ভূমিকা নাই এবং রাজ-নৈতিক সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের দ্বারা পরিচালিত হইবে।

স্বভাবতই মার্ক্সবাদীরা এই মতের ঘোরতর বিরোধী। তাঁহারা এই মতবাদের তীব্র সমালোচনা করিয়া ইহার প্রচারকদের 'মার্ক্সবাদের শত্রু' বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহারা এই মতকে 'লেজুড়বাদ' (Tailism) নামেও অভিহিত করেন। কারণ, এই মতবাদের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর কোন স্বাধীন ভূমিকা থাকে না।

Egoism : অহংবাদ।

একটি দার্শনিক মতবাদ। এই মতবাদ নিজের অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। [যে সকল মতবাদ ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবে প্রেরণা যোগাইয়াছিল ইহা তাহাদের মধ্যে অন্যতম, কারণ এই মতবাদ সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, উৎপীড়ন ও যথেচ্ছাচারের বিরোধিতা করিত।]

Egoistic Hedonism : আত্মসুখবাদ। [Hedonism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Elan Vital : প্রাণশক্তি ; জীবনীশক্তি। ভাববাদী দর্শনের 'পরম আত্মা', 'বিশ্বব্যাপী আত্মা' (Universal Spirit), 'পরম ভাব' (Absolute Idea), প্রভৃতির অপর নাম। [Idealism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Elementary Form of Value : মূল্যের প্রাথমিক রূপ। [Form of Value দ্রষ্টব্য]

Elements : মূল পদার্থসমূহ।

যে সকল পদার্থ দ্বারা বিশ্ব গঠিত হইয়াছে তাহাদিগকে মূল পদার্থ বলা হয়। হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রে মূল পদার্থ পাঁচটি : ক্ষিতি (মাটি), অপ্ (জল), তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম (আকাশ)। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক দর্শন অনুসারে মূল পদার্থ চারিটি : মাটি, বায়ু, জল ও অগ্নি। এই উভয় দার্শনিক মতে, এই সকল মূল পদার্থ হইতেই সব কিছুর সৃষ্টি হইয়াছে।

Emanation : ক্রমবিকাশ ; বিবর্তন।

প্রাচীন কালের একটি দার্শনিক মত। এই মত অনুসারে প্রত্যেক বস্তু পরম্পরাক্রমে ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

Embargo : বাণিজ্যসম্বন্ধীয় নিষেধাজ্ঞা।

এক রাষ্ট্র কর্তৃক অপর রাষ্ট্রের বাণিজ্য-জাহাজের বন্দর-ত্যাগ ও বন্দর-প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা। সাধারণতঃ যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় এইরূপ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

Empiricism : অভিজ্ঞতাবাদ ; প্রয়োগ-বাদ।

এই দার্শনিক মত অনুসারে কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা লব্ধ জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞান এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা ব্যতীত জ্ঞানলাভের অন্য কোন পদ্ধতি স্বীকৃত হয় না।

Empirio-Criticism : ইন্দ্রিয়ানুভূতি-বাদ।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা জ্ঞান অনুশীলনের মতবাদ। এই মতবাদের প্রবর্তক হইলেন অস্ট্রিয়ার ভাববাদী দার্শনিক এর্নেস্ট ম্যাক্। ম্যাক্-এর মতে, কোন বস্তু নয়, "শব্দ, স্থান, কাল, চাপ, প্রভৃতিই (অর্থাৎ সাধারণভাবে যাহাকে বলা হয় 'অনুভূতি' তাহাই) হইল বিশ্বের মূল উপাদান।"

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের 'রুশ-বিপ্লব'-এর ব্যর্থতার পর রুশিয়ার 'সোশ্যাল ডেমোক্রাট' দলের একটি অংশ এই মত গ্রহণ করিয়া মার্ক্সীয় 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ'-এর বিরুদ্ধে ইহাকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিলে লেনিন এই মতের তীব্র সমালোচনা করিয়া তাঁহার '*Materialism & Empirio-Criticism*' নামক বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন। লেনিনের মতে, যে দ্বন্দ্বমূলক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি "বস্তু ও বস্তুর প্রতিবিম্বকে মূলতঃ উহাদের আভ্যন্তরিক সম্পর্কের মধ্যে, উহাদের গতিশীল অবস্থার মধ্যে এবং উহাদের সৃষ্টি ও ক্ষয়ের মধ্যে রাখিয়া বিচার করে, সেই দ্বন্দ্বমূলক বিশ্লেষণ-পদ্ধতির তুলনায় এই ইন্দ্রিয়ানুভূতিবাদ বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ও ব্যাখ্যা-পদ্ধতিকে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলে। ইন্দ্রিয়ানুভূতি-বাদকে বলা যায় 'হাতুড়ে পদ্ধতি', আর এই মতবাদ যতই নিজেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-ক্ষমতাসম্পন্ন বলিয়া দাবি করুক, ইহা খুবই সংকীর্ণ ও পক্ষপাতদুষ্ট, অর্থাৎ ইহা ভাব-বাদের অসংখ্য রূপের একটি রূপ ভিন্ন অন্য কিছু নহে।" Lenin : *Materialism & Empirio-Criticism.*

Encyclopaedists : (ফরাসী) বিশ্বকোষ রচয়িতাগণ।

ফরাসীদেশের দিদেরো, দা' লেঁবের্ত, ভল্টেয়ার, হেল্ভেতিউস্, রুশো প্রভৃতি যে সকল বিখ্যাত পণ্ডিতগণ একত্রে ফরাসী বিশ্বকোষ রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বলা হয় 'এনসাইক্লোপেডিস্টস্'। ১৭৫১

হইতে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে ইহা রচিত হইয়াছিল। ইহাই পৃথিবীর প্রথম বিশ্বকোষ। *Encyclopaedia Britannica* রচিত হয় আরও পরে—১৭৭১ খৃষ্টাব্দে।

উক্ত ফরাসী বিশ্বকোষ-রচয়িতাগণ সকলেই ছিলেন ধর্ম সম্বন্ধে সন্দেহবাদী ও রাজনীতি সম্বন্ধে বিপ্লবপন্থী এবং তাঁহাদের এই বৈপ্লবিক মতবাদের দ্বারা তাঁহারা ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

English Revolution : ইংলণ্ডের বিপ্লব।
[Revolution শব্দ দ্রষ্টব্য]

Enterpreneur : মুনাফার জন্য মূলধন নিয়োগকারী ; 'এন্টারপ্রেণার'।

ফরাসী ভাষার একটি শব্দ। যে ব্যক্তি মুনাফালাভের উদ্দেশ্য লইয়া পণ্যোৎপাদনের জন্য জমি, যন্ত্রপাতি ও শ্রমশক্তিতে তাহার নিজের মূলধন নিয়োগ করে তাহাকেই বলা হয় 'এন্টারপ্রেণার'।

Epicurism or Epicureanism : এপিকিউরাস্-এর দার্শনিক মত—ভোগপরায়ণতাবাদ।

গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাস্-এর (খৃষ্টপূর্ব ৩৪১—২৭০ অব্দ) দার্শনিক মত। এই মত অনুসারে, সুখ মানুষের প্রধান কাম্য, আর দুঃখ পরিহার্য ; দর্শনের প্রধান কাজ হইল মানুষের সর্বাধিক সুখ লাভের ও দুঃখ পরিহার করিবার উপায় প্রদর্শন করা। এপিকিউরাসের মতে, সুখ সম্বন্ধে মানুষের নির্ভুল ধারণা থাকা চাই, সকল প্রকারের সুখ ভোগ্য নহে, ব্যক্তিগত (ইন্দ্রিয়গত) সুখ পরিহার করিয়া পূর্ণ মানসিক শান্তিলাভ করাই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য, আর এই মানসিক শান্তিলাভের জন্য চাই বিভিন্ন সদ্গুণ। এপিকিউরাসের কতিপয় শিষ্য এই দার্শনিক মতের ভুল ব্যাখ্যা করিয়া নানারূপ দুর্নীতিমূলক পাপকার্যে নিমগ্ন হইলে এপিকিউরাস্ তাহাদের শিষ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

Epistemology : জ্ঞানশাস্ত্র।

জ্ঞান সম্পর্কে দার্শনিক মত ; বিশ্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান আহরণের ভিত্তি ও পদ্ধতির চর্চা। অজ্ঞেয়তাবাদীদের (Agnostics) মতে, এই বিশ্ব সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না, কিন্তু মার্ক্সীয় দার্শনিক বস্তুবাদ অনুসারে, "এই বিশ্ব ও উহার নিয়মাবলী জানা সম্পূর্ণ সম্ভব ; প্রাকৃতিক নিয়মাবলী সম্পর্কে আমাদের পরীক্ষা ও লব্ধজ্ঞানের প্রয়োগের দ্বারা প্রমাণিত জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, আর সেই জ্ঞানের পশ্চাতে রহিয়াছে বাস্তব সত্যের পূর্ণ সমর্থন। এই বিশ্বে এমন কোন বস্তু নাই যাহা জানা যায় না। যে সকল বস্তু সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায় নাই সেই সকল বস্তুর রহস্য আমাদের বিজ্ঞান ও পরীক্ষা দ্বারা একদিন উদ্ঘাটিত হইবেই, এবং তখন উহাদের সম্পর্কে সকল তথ্য জানা যাইবে।" —*History of the C. P. S. U. (B).*

Equalitarianism : সমতাবাদ।

এই মতবাদের মূল কথা নিম্নরূপ :

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে সমাজের সকল নাগরিকের মজুরি ও জীবিকা নির্বাহের সাধারণ মান 'সম্পূর্ণ সমান' হইবে।

মার্ক্সীয় মত অনুসারে ইহা সম্পূর্ণ অবাস্তব, অসম্ভব ও ভ্রান্ত ; কেহ বা অজ্ঞতাবশতঃ, আবার কেহ বা দুষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া ইহাকে মার্ক্সবাদসম্মত বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করে। মার্ক্সবাদ কখনও একথা বলে না যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল লোক সমান সমান পাইবে ; ইহা অসম্ভব—কারণ, সমাজতান্ত্রিক সমাজের সাধারণ ভাণ্ডারে (উৎপাদনে) কাহারও অবদান হইবে বেশী, আবার কাহারও অবদান হইবে কম এবং যে যতখানি দিবে সে ততখানি পাইবে। মার্ক্সীয় মতে, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন যত বেশী উন্নত

হইবে ততই উৎপাদনের ভিতর নিপুণ শ্রম (Skilled Labour) ও অনিপুণ শ্রমের (Unskilled Labour) পার্থক্য কমিয়া আসিবে, আর তাহার ফলে সমাজের বিভিন্ন নাগরিকের আয়ও সমতার দিকে আগাইয়া যাইবে ; কিন্তু উৎপাদনের এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটিতে থাকিবে, সমাজ সমাজতান্ত্রিক স্তর হইতে কমিউনিজ্‌ম্‌-এর স্তরে প্রবেশ করিবে ; তখন বিভিন্ন পুরাতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক ধারণাসমূহ,—যেমন মজুরি, আয়, সমতা, প্রভৃতি—সম্পূর্ণ বদলাইয়া যাইবে ; সমাজতন্ত্রের নীতি হইল, সমাজকে যে যতখানি দিবে, সমাজের নিকট হইতে সে ততখানি পাইবে ; আর কমিউনিজ্‌ম্‌-এর নীতি হইল, সমাজকে সকলে সচেতনভাবে তাহাদের শক্তি অনুসারে দিবে এবং সমাজের নিকট হইতে সকলে তাহাদের প্রয়োজন অনুসারে পাইবে ; কমিউনিস্ট-সমাজে 'আয়' বলিয়া কোন কথাই থাকিবে না।

Equilibrium : ভারসাম্য ; সমন্বয়।

দুইটি শক্তি বা স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়ের

Ethics : নীতি-বিজ্ঞান ; নীতিশাস্ত্র।

যে দর্শন মানবের চরিত্র ও আচরণের নিয়মাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করে, তাহাকে নীতিশাস্ত্র বা নীতি-বিজ্ঞান বলা হয়।

যাঁহারা নীতিশাস্ত্রকে একটি সুগঠিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে দাঁড় করাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সাইপ্রাসের বিখ্যাত দার্শনিক জেনো (Zeno) সর্বাগ্রগণ্য। তাঁহার নীতিশাস্ত্রের মূল কথা হইল :—একমাত্র শুদ্ধ চরিত্র বা সাধুতাই মঙ্গলময়, অসাধুতাই একমাত্র পাপ, ইহা ব্যতীত আর সকলই তুচ্ছ ; কেবল প্রকৃষ্ট জ্ঞানের দ্বারাই চরিত্র-শুদ্ধি বা সাধুতা সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা লাভ করা সম্ভব এবং জীবনের এক-মাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত "প্রকৃতির সহিত সম্পূর্ণ মিল রাখিয়া জীবন যাপন করা" ; প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি সকল বিষয়ে নির্ভুল ধারণা ও মত গঠন করিতে পারেন—সেই ব্যক্তি দারিদ্র্যের মধ্যেও মনের শান্তি রক্ষা করিতে পারেন, অসংখ্য বন্ধনের মধ্যেও স্বাধীন অস্তিত্ব ও চিন্তা বজায় রাখিতে পারেন, আর রোগ-জর্জরিত হইয়াও, এমন কি মৃত্যুর সময়েও নিজেকে সুখী বলিয়া মনে করিতে পারেন।

Ethnic Groups : মানব-পরিবারের মূল শাখাসমূহ ; মানব-পরিবারের মৌলিক বা প্রাথমিক বিভাগসমূহ। [Race শব্দ দ্রষ্টব্য]

Ethnology : মানব-পরিবারের মূল শাখা বা বিভাগসম্বন্ধীয় জ্ঞান বা বিজ্ঞান বা শাস্ত্র। [Race শব্দ দ্রষ্টব্য]

Evolution : ক্রমবিকাশ ; বিবর্তন ; অভিব্যক্তি।

আদিমতম বা সরলতম জীবরূপ (এক কোষ বা 'সেল' বিশিষ্ট জীবন অর্থাৎ আমিবা) হইতে যে ধারায় ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে বিকাশলাভের মধ্য দিয়া বৃক্ষলতাদি ও প্রাণীসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকেই বলা হয় ক্রমবিকাশ, বিবর্তন বা অভিব্যক্তি। দেহের বিভিন্ন স্থানের অস্থি ও জীবকোষসম্বন্ধীয় বিভিন্ন তথ্য ও প্রস্তরীভূত কঙ্কালের ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধীয় গবেষণার মারফত এই প্রকার ক্রমবিকাশের প্রমাণ পাওয়া যায়। এক-মাত্র ক্রমবিকাশতত্ত্বের দ্বারাই বিভিন্ন প্রকার গাছপালা ও প্রাণীদের দৈহিক গঠনের সাদৃশ্য ও পার্থক্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব। নিম্নস্তরের গাছপালার সহিত উচ্চস্তরের গাছপালার এবং নিম্নস্তরের প্রাণীদের সহিত উচ্চস্তরের প্রাণীদের তুলনা করিলে উহাদের বাহ্যিক আকৃতির ও দেহের গঠনের ক্রমবিকাশ স্পষ্ট হইয়া উঠে ; যেমন, স্তন্যপায়ী জীবের আদিম স্তর

সম্বন্ধে গবেষণা করিলে প্রথমে মৎস্যের সহিত ও পরে সরীসৃপের সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়। অসম্পূর্ণ হইলেও প্রস্তরীভূত কঙ্কালের ধ্বংসাবশেষ হইতে আদিম স্তর হইতে জটিলতর জীবনের ক্রমবিকাশের নিদর্শন পাওয়া যায়। সাধারণভাবে এই ক্রমবিকাশের গতি উচ্চতর স্তরের দিকে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা পশ্চাৎগতিও হইতে পারে।

Theory of Evolution : ক্রম-বিকাশবাদ; বিবর্তনবাদ; অভিব্যক্তিবাদ। [Darwinism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Exchange : বিনিময়।

মুদ্রার মাধ্যমে দুই পণ্যের বিনিময়, অর্থাৎ মুদ্রার সাহায্যে বাজারে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়।

Exchange Control : মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণ।

মুদ্রার বিনিময়-হারের এবং মুদ্রার মূল্যের সমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে গভর্নমেণ্ট বা রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রাসম্পর্কিত সকল লেন-দেন নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা।

Exchange-Value : বিনিময়-মূল্য।

একটি পণ্যের মূল্যকে যখন অপর একটি পণ্যের মূল্যের সহিত তুলনা করা হয়, অর্থাৎ যখন একটি পণ্যের বিনিময়ে অপর পণ্য কতটি পাওয়া যায়—এই প্রকার একটা হিসাব করা হয়, তখনই আমরা পাই বিনিময়-মূল্য। মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে, বিনিময়-মূল্য হইল মূল্যের বাহিরের রূপ, এবং "ইহাই একমাত্ররূপ যাহার ভিতর দিয়া পণ্যের মূল্য নিজেকে প্রকাশ করিতে, অথবা নিজে প্রকাশিত হইতে পারে।" —Karl Marx : *Value, Price & Profit.*

Exploitation : শোষণ।

কোন ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তির, কোন শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর, অথবা কোন জাতি কর্তৃক অপর জাতির শ্রমফল বা ধনসম্পদ আত্মসাৎ করাকে 'শোষণ' বলা হয়। মার্ক্সীয় অর্থনীতি অনুসারে উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিকদের দ্বারা (অর্থাৎ মূলধনীদের দ্বারা) শ্রমিকের উৎপন্ন উদ্বৃত্তমূল্য (Surplus-Value) বা উদ্বৃত্ত শ্রম (Surplus Labour) আত্মসাৎ করার নামই 'শোষণ'; কারণ উদ্বৃত্ত মূল্য বা উদ্বৃত্ত শ্রম মূলধনীরা সৃষ্টি করে না, সৃষ্টি করে শ্রমিকেরা। [Value ও Surplus-Value দ্রষ্টব্য]

Export of Capital : মূলধন-রপ্তানি।

ধনতান্ত্রিক একচেটিয়া অবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ যে বিরাট পরিমাণ উদ্বৃত্ত মূলধন একচেটিয়া মূলধনীদের হাতে জমা হয়, সেই উদ্বৃত্ত মূলধনকে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশে লগ্নি করাকেই বলা হয় 'মূলধন-রপ্তানি'। মার্ক্সীয় মতে, যে অবস্থার জন্য মূলধন রপ্তানির আবশ্যকতা দেখা দেয় সেই অবস্থাটা এই যে, কতকগুলি দেশে ধনতন্ত্র খুবই 'পাকিয়া' উঠিয়াছে (অর্থাৎ, বিশেষ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে) বলিয়া উক্ত দেশগুলির একচেটিয়া মূলধনীরা নিজ নিজ দেশে আরও মূলধন লগ্নি করাকে বেশী 'লাভজনক' মনে করে না, সুতরাং তাহারা নিজ নিজ দেশের বাহিরে, অর্থাৎ অনুন্নত দেশে মূলধন লগ্নির নূতন ক্ষেত্র খুঁজিয়া লয়।

Expropriation : বেদখল করণ; বঞ্চিত করণ।

কোন সম্পত্তির প্রকৃত মালিককে সেই সম্পত্তির অধিকার হইতে বেদখল বা বঞ্চিত করা; কোন কিছুর অধিকার কাড়িয়া লওয়া।

Extended Form of Value : মূল্যের বর্ধিত রূপ।

মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে ব্যবহৃত।

[Form of Value দ্রষ্টব্য]

External Sovereignty : বহিসার্বভৌমত্ব। [Sovereignty শব্দ দ্রষ্টব্য]

F

Fabian Society : ফেবিয়ান-সঙ্ঘ ; 'ফেবিয়ান সোসাইটি'।

ইংলণ্ডের সংস্কারপন্থী সমাজবাদী দল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সিড্‌নি ওয়েব, জর্জ বার্ণার্ড শ' প্রভৃতি ইংলণ্ডের একদল উদারপন্থী পণ্ডিতের দ্বারা এই দলটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমান সেনাপতি ফেবিয়ুস্ কুঙ্কটেটর-এর নাম অনুসারে এই দলের নাম রাখা হয় 'ফেবিয়ান-সঙ্ঘ'। সেনাপতি ফেবিয়ুস কুঙ্কটেটর চূড়ান্ত যুদ্ধ এড়াইয়া যুদ্ধ বিলম্বিত করার রণকৌশলের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। 'ফেবিয়ান-সঙ্ঘ'-এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক-বিপ্লব বিলম্বিত করিয়া শ্রমিকশ্রেণীকে সংস্কারবাদের পথে পরিচালিত করা। ইহাই হইল উক্ত সেনাপতির নামের সহিত মিল রাখিয়া সঙ্ঘের এই নাম গ্রহণের প্রকৃত তাৎপর্য। সঙ্ঘ উহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রথম হইতেই শ্রমিকশ্রেণীকে মার্ক্‌স্-নির্দেশিত শ্রেণী-সংগ্রামের পথ হইতে ভিন্ন পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রচার করিতেন যে, সংস্কারের মারফত ধনতান্ত্রিক সমাজকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করা সম্ভব হইবে। এই সঙ্ঘ মার্ক্‌সীয় বস্তুবাদের পরিবর্তে ভাববাদকে (Idealism) ইহার দর্শন হিসাবে, মার্ক্‌সীয় অর্থনীতির পরিবর্তে রিকার্ডো ও বেন্থামের অর্থনীতিকে ইহার অর্থনৈতিক আদর্শ হিসাবে, এবং মার্ক্‌স্-নির্দেশিত শ্রেণী-সংগ্রামের পরিবর্তে সংস্কারবাদকে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার উপায় বলিয়া গ্রহণ করে। এই সঙ্ঘ কোন দিন ব্যাপক গণসমর্থন লাভ করিতে পারে নাই এবং প্রথম হইতেই ইহা মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বর্তমানে ইহা 'বৃটিশ লেবার-পার্টি'র অন্তর্ভুক্ত। সিড্‌নি ও বিয়েট্রি্‌স্ ওয়েব, জর্জ বার্ণার্ড শ, জি. ডি. এইচ্. কোল প্রভৃতি ইংলণ্ডের বিখ্যাত পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও অর্থনীতিবিদের নাম এই সঙ্ঘের সহিত সংযুক্ত।

Fabian Socialism : 'ফেবিয়ান' সমাজবাদ। [Socialism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Faction : উপদল।

কোন রাজনৈতিক পার্টির মধ্যে পার্টি-নীতির একটা বা কয়েকটা বিষয় সম্পর্কে মতভেদের ভিত্তিতে গঠিত কতিপয় ভিন্নমত পোষণকারী পার্টি-সভ্যের একটা ক্ষুদ্র দল। পার্টির মধ্যে উপদলের অস্তিত্ব পার্টির আভ্যন্তরিক ঐক্যের সহিত সামঞ্জস্যহীন।

Falangist : ফালাঙ্গ্‌স্ দল।

স্পেন দেশের ফাসিস্ত দলের নাম। এই ফাসিস্ত দল ইতালীর ফাসিস্ত দল ও জার্মানীর নাৎসি দলের সমগোত্রীয়। এই তিনটি দলের কর্মপন্থাও প্রায় একরূপ। স্পেনের 'এণ্টনিও প্রাইমো দি রিভেরা' নামক এক ব্যক্তি দ্বারা ইহা প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পরে ফাসিস্ত সেনাপতি ফ্রাঙ্কো এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩৬-৩৯ খৃষ্টাব্দব্যাপী গৃহযুদ্ধে ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে এই দলটি ইতালীর ফাসিস্ত ও জার্মানীর নাৎসীদের সামরিক সাহায্যে সাধারণতন্ত্রী দলকে পরাজিত ও ক্ষমতাচ্যুত করিয়া স্পেনের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ও পূর্ণ ফাসিস্ত শাসনের প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমান ফাসিস্ত আইন অনুসারে স্পেনে ফালাঙ্গ্‌স্ দলই একমাত্র স্বীকৃত রাজনৈতিক দল।

Fascism : ফাসিবাদ।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বেনিটো মুসোলিনি কর্তৃক প্রবর্তিত ইতালীর উগ্র জাতিয়তাবাদী আন্দোলন। ইতালীয় ভাষার 'ফাসিও' (Fascio—ইহার অর্থ 'আঁটি') শব্দ হইতে 'ফাসিস্ত' শব্দের উৎপত্তি। এক আঁটি ডাণ্ডা বা শলাকার সহিত একটি কুঠার—ইহাই এই আন্দোলনের প্রতীক চিহ্ন বলিয়া

এই আন্দোলনের নাম 'ফাসিবাদ' এবং দলের নাম 'ফাসিস্ত দল' হইয়াছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এক প্রচণ্ড শ্রমিক-অভ্যুত্থান দমন করিয়া মুসোলিনির নেতৃত্বে এই ফাসিস্ত দল ইতালীর রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করে। এই দলের কর্মপন্থা ছিল অতি উগ্র জাতীয়তা-বাদী,স্বেচ্ছাচারী, কমিউনিজ্‌ম্‌-বিরোধী এবং পার্লামেণ্ট ও গণতন্ত্র-বিরোধী। 'কর্পোরেট স্টেট' বা শ্রেণী-সহযোগিতামূলক রাষ্ট্রীয় সংগঠনের দ্বারা ফাসিস্তরা শ্রেণী-সংগ্রাম এড়াইবার ও ধর্মঘট প্রভৃতি বে-আইনি করিয়া শ্রমিক-আন্দোলন দমনের চেষ্টা করে।

কেবল মার্ক্‌স্‌বাদীরাই ফাসিবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। মার্ক্‌সীয় মতে ফাসিবাদ হইল একচেটিয়া মূলধনীদের সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল অংশের প্রকাশ্য সন্ত্রাসমূলক সামরিক একনায়কত্ব। বুর্জোয়া-শ্রেণী যখন তাহাদের বহুমুখী আভ্যন্তরিক সংকটের ফলে এবং শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণের ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক আন্দোলনের মুখে তাহাদের গণতন্ত্রের মুখোসে আবৃত একনায়কত্ব আর চালাইতে পারে না, তখনই তাহারা তাহাদের আর্থিক ও অন্যান্য সংকটের সকল বোঝা সামরিক শক্তির জোরে শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণের মাথায় চাপাইয়া সেই সংকটের কবল হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে তাহাদের গণতন্ত্রের মুখোস ত্যাগ করিয়া 'ফাসিবাদ' বা এই ধরনের অন্য কোন নামে প্রকাশ্য সন্ত্রাসমূলক সামরিক একনায়কত্ব স্থাপন করে। এই 'ফাসিবাদ'ই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত ; যেমন, ইতালীতে ইহার নাম ছিল 'ফাসিবাদ', আর জার্মানীতে ইহার নাম ছিল 'নাৎসিবাদ' বা 'জাতীয় সমাজবাদ'। ইতালীতে ফাসিবাদের নায়ক ছিলেন মুসোলিনি, আর জার্মানীতে ছিলেন হিট্‌লার।

ফাসিবাদের দুইটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : (১) দেশে—ব্যাপকভাবে শ্রমজীবী জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করিয়া তাহাদের ক্রীতদাসের অবস্থায় পরিণত করা, (২) বিদেশে—পরদেশ লুণ্ঠন ও পরদেশ দখলের যুদ্ধ, আর এই উদ্দেশ্যে দেশের জনসাধারণের মধ্যে তীব্র জাতি-বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদের লইয়া আক্রমণমূলক সামগ্রিক আয়োজন, সকল রকমের নীতি ও আদর্শ বর্জন, পরদেশের স্বাধীনতা হরণ, সামগ্রিক ধ্বংস ও ব্যাপক হত্যা।

[Fifth Column দ্রষ্টব্য]

Fatalism : অদৃষ্টবাদ ; নিয়তিবাদ।

প্রাচ্য জগতের একটি দার্শনিক মতবাদ। এই দার্শনিক মত অনুসারে, সকল ঘটনাই ভাগ্যনিয়ন্তা বা ভগবান কর্তৃক পূর্বে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

Federal Government : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পদ্ধতি।

এই শাসন-পদ্ধতি অনুসারে, কতিপয় রাষ্ট্র উহাদের আভ্যন্তরিক স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া মিলিতভাবে একটি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গঠন করে। এই কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কতিপয় সাধারণ বিষয় (যেমন, মুদ্রা, যানবাহন, দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক প্রভৃতি) কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে। সুইজারল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্র এই শাসন-পদ্ধতি অনুসারে গঠিত।

Federal Reserve System : যুক্ত-রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় মুদ্রানিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনসম্পন্ন রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সমগ্র দেশের জন্য কেন্দ্রীয়-ভাবে মুদ্রার নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে সাধারণতঃ সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি কেন্দ্রীয় রিজার্ভ (বা সংরক্ষণ) ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেই ব্যাঙ্কের মারফত যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র মুদ্রার প্রচলন কেন্দ্রীভূত করিয়া শিল্প-ব্যবসায়ের লগ্নি, ঋণ, সরবরাহ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করে। এই 'রিজার্ভ ব্যাঙ্কের' হাতে মুদ্রাসম্পর্কে

প্রভূত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়, ইহা দেশের সকল ব্যাঙ্কের ক্রিয়াকলাপ, লেন-দেন, লগ্নি প্রভৃতিও তদারক করিতে এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্ককে ইহার নির্দেশ পালনে বাধ্য করিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম এই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতেও এই প্রকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মুদ্রা নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

Feminism : স্ত্রী (বা নারী) স্বাধীনতাবাদ।

উনবিংশ শতাব্দীতে নারীদের জন্য পুরুষের সমান সামাজিক ও আইনগত অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত উদারপন্থীদের একটি আন্দোলন। উনবিংশ শতাব্দীতে ধনতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের উদারপন্থীদের একটা অংশ সামন্ততান্ত্রিক বন্ধনে আবদ্ধ নারীদের জন্যও পুরুষের সমান সামাজিক ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করে। এই আন্দোলন সমাজের কেবলমাত্র উচ্চ শ্রেণীগুলির নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচালিত হইত।

Fetishism : অন্ধবিশ্বাস; অতিরিক্ত বা অনাবশ্যক মূল্য আরোপ; 'ফেটিসিজ্‌ম্'।

কোন কিছুর উপর যুক্তিহীনভাবে বেশী ভক্তি দেখানো বা অতিরিক্ত মূল্য আরোপ করা; একটা কুসংস্কার বিশেষ; বস্তুর মধ্যে আত্মা বা কোন আধ্যাত্মিক শক্তি আছে—এই ধারণা পোষণ করা।

Fetishism of Commodity : পণ্যের উপর কাল্পনিক গুরুত্ব আরোপ।

এই কথাটি মার্ক্‌সীয় অর্থনীতিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার অর্থ নিম্নরূপ: পণ্যের এমন কতকগুলি সম্পর্ক কল্পনা করা যে-সকল সম্পর্ক আসলে মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক; ইহা একটা অন্ধ ধারণা এবং এই অন্ধ ধারণাটা নিম্নরূপ:—পণ্যের মূল্য একটা জিনিসবিশেষ, ইহা একটা স্বাভাবিক ও বাস্তব ব্যাপার। মার্ক্‌স্-এর কথায়, প্রকৃতপক্ষে পণ্যের মূল্য 'মানুষের ভিতরের একটা সামাজিক সম্পর্ক' ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অন্য কথায়, ইহা হইল উন্নত পণ্যোৎপাদন-ব্যবস্থায় মানুষের (শ্রমিকের) উপর তাহার নিজের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের প্রভুত্ব। অর্থাৎ, ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষ তাহার নিজের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন পণ্যের উপর প্রভুত্ব করে না, তাহার নিজের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন পণ্যই তাহার উপর প্রভুত্ব করে।

পণ্যের উপর এই প্রকার কাল্পনিক গুরুত্ব আরোপ করা ঠিক বর্বরযুগের মত। বর্বরযুগে মানুষের তৈরী গাছপালা, পাথরের টুকরা বা অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে এক একটা যাদুশক্তি বা আধ্যাত্মিক শক্তি আরোপ করা হইত, আর এই ভাবে সেই গাছপালা, পাথর প্রভৃতিকে ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন মনে করিয়া পূজা করা হইত; অর্থাৎ ঠিক এই যুগের পণ্যের মতই মানুষের সৃষ্ট দ্রব্য মানুষের উপর প্রভুত্ব করিত। মার্ক্‌স্-এর কথায়, "বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একটা দৈহিক সম্পর্ক আছে, কিন্তু পণ্যের ব্যাপারটা স্বতন্ত্র।······সে ক্ষেত্রে (পণ্যের ক্ষেত্রে), মানুষের মধ্যে যে একটা বিশেষ সামাজিক সম্পর্ক আছে সেই বিশেষ সামাজিক সম্পর্কটাই তাহাদের দৃষ্টিতে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একটা কাল্পনিক সম্পর্কের রূপ ধারণ করে।"—K. Marx : *A Contribution to the Critique of Political Economy.*

Feudalism (or Feudal System) : সামন্তপ্রথা; সামন্ততন্ত্র।

ভূম্যধিকারী অভিজাতবর্গের শাসনমূলক সমাজ-ব্যবস্থা, কৃষিই ছিল এই সমাজের ধনসম্পদের একমাত্র উৎস, সমাজের সকল ভূসম্পত্তির মালিক ছিল সামন্ততান্ত্রিক জমিদারগণ। সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপীয়া, অর্থাৎ ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব পর্যন্ত ইহাই ছিল ইউরোপের সাধারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এই সামন্তপ্রথা

বিভিন্ন রূপে বিকাশ লাভ করে। সামন্ত-তন্ত্রের শেষ স্তরে, বিশেষ করিয়া পূর্ব-ইউরোপে ভূমিদাসপ্রথা (Serf System) দেখা দেয়, ইহার পূর্বে ছিল দাসপ্রথা (Slave System)। ভূমিদাসপ্রথা দেখা দিবার কারণ হইল পণ্য-বিনিময়ের অগ্রগতি, অর্থাৎ ব্যবসায়ী বুর্জোয়ার সৃষ্টি। এই ভূমিদাস প্রথার মারফতই সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতবর্গের দ্বারা—জমিদারদের দ্বারা—কৃষকশোষণ চরম আকার ধারণ করে। আধুনিক শিল্প ও উহাদের মালিক বুর্জোয়া-শ্রেণীর অভ্যুদয়ের ফলেই ইউরোপের সামন্ত-প্রথা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই প্রথার ধ্বংসাবশেষ এখনও পৃথিবীর বহু দেশে, বিশেষতঃ প্রাচ্যজগতে টিকিয়া রহিয়াছে।

Feudal State : সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র।
[State শব্দ দ্রষ্টব্য]

Fideism : বিশ্বাসবাদ।

একটি দার্শনিক মতবাদ। এই মতবাদ বিশ্বাস, অন্তর্দৃষ্টি (Intuition), অথবা 'সহজাত বুদ্ধি'কে (Instinct) বিজ্ঞানের উপরে স্থান দেয়। [Idealism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Fifth Column : পঞ্চমবাহিনী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ও ঐ মহাযুদ্ধের সময় ফাসিস্ত শাসন-বহির্ভূত কোন দেশে হিট্‌লার, মুসোলিনি ও জাপানী সমর-নায়কদের আজ্ঞাবহ অনুচরদের 'পঞ্চমবাহিনী' নামে অভিহিত করা হইত। ইহারাই ছিল 'ফাসিস্ত-আক্রমণের অগ্রগামী বাহিনী।' পঞ্চমবাহিনীর কর্মপদ্ধতি ছিল ফাসিস্ত-নায়কদের নির্দেশে বিদেশে গুপ্তচর বৃত্তি, জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তিবৃদ্ধি, ধ্বংসকার্য, খুন এবং ফাসিস্ত-আক্রমণের সুবিধার জন্য পথ করিয়া দেওয়া। বিভিন্ন দেশে ফাসিস্তদের পঞ্চমবাহিনীর নায়কদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত হইল নরওয়ের কুইস্‌লিং (Quisling), ফ্রান্সের পেতাঁ (Petain) ও লাভাল, বেলজিয়ামের ডেগ্রেলি, হল্যাণ্ডের মুসার্ট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফাদার কাফ্‌লিন।

'পঞ্চমবাহিনী' নামটির সৃষ্টি স্পেন হইতে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফাসিস্ত বাহিনী দ্বারা মাদ্রিদ নগরীর অবরোধের সময় ফাসিস্ত-নেতা ফাঙ্কোর চারিটি সৈন্যবাহিনী মাদ্রিদ নগরীকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলে। ফাসিস্তদের সেনাপতি মোলা তখন অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন: "আমরা চারিটি বাহিনী লইয়া মাদ্রিদ আক্রমণ করিয়াছি, আমাদের আর একটি বাহিনী, অর্থাৎ পঞ্চমবাহিনীটি রহিয়াছে মাদ্রিদ নগরীর মধ্যে"। সেনাপতি মোলা মাদ্রিদ নগরীর মধ্যে ছদ্মবেশী ফ্রাঙ্কো-সমর্থক ফাসিস্তদের উদ্দেশ করিয়াই ইহা বলিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই সকল দেশে বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতাকারী বিশ্বাসঘাতকদের 'পঞ্চমবাহিনী' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

Filibustering : (আইনসভায়) আইন পাসে বাধাদানের কৌশল।

আইনসভায় সরকার পক্ষ কর্তৃক কোন খসড়া প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে উহা যাহাতে শীঘ্র পাস না হয় সেই উদ্দেশ্যে বিরোধীপক্ষ উহার বিভিন্ন সদস্যের দ্বারা পর পর বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া বাধা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভার বিরোধীপক্ষের এই কৌশলকে 'ফিলিবাস্টারিং' বলা হয়।

Finance Capital : মহাজনী মূলধন; 'ফিনান্স ক্যাপিট্যাল'।

বৃহদাকার ব্যাঙ্কের সহিত বৃহদাকার এক-চেটিয়া শিল্প-সঙ্ঘের পূর্ণ মিলন, অর্থাৎ ব্যাঙ্ক-মূলধন ও শিল্প-মূলধনের মিলন। ব্যাঙ্ক-মূলধনের সহিত একচেটিয়া শিল্প-সঙ্ঘের এই মিলনই হইল সাম্রাজ্যবাদের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সাম্রাজ্যবাদী যুগ হইল 'মহাজনী মূলধনের যুগ।'

লেনিন তাঁহার *Imperialism—The Highest Stage of Capitalism*

নামক বিখ্যাত গ্রন্থে 'মহাজনী মূলধন' সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন: "উৎপাদনের একত্রীকরণ, তাহা হইতে উদ্ভূত একচেটিয়া অবস্থা (Monopoly), ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের মিলন—ইহাই হইল মহাজনী মূলধনের ইতিহাস, আর এই ইতিহাসই মহাজনী মূলধনের বিষয় বস্তু।" মহাজনী মূলধনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ইহার সৃষ্টির ফলে যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন দেখা দিয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া লেনিন বলিয়াছেন: "একচেটিয়া অবস্থা ও মহাজনী মূলধনের জন্মের ফলে সমগ্র ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার ভাগ্য বৃহত্তম মূলধনীদের ক্ষুদ্র একটা দলের হাতে ন্যস্ত হইয়াছে। ব্যাঙ্ক-মূলধন ও শিল্প-মূলধনের মিলনের ফলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যে অবস্থায় ব্যাঙ্ক-মালিকরাই শিল্প পরিচালনা করিতেছে, আর বৃহত্তম শিল্পপতিদের রাখা হইয়াছে ব্যাঙ্কের পরিচালক-বোর্ডের মধ্যে। তাহার ফলে প্রত্যেকটি ধনতান্ত্রিক দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন ব্যাঙ্ক ও শিল্পের উপর একচেটিয়া প্রভুত্বকারীদের একটা ক্ষুদ্র দলের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, আর যাহারা অর্থনৈতিক জীবনের হর্তাকর্তা তাহারা সমগ্র দেশেরও হর্তাকর্তা হইয়া বসিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে যে ধরনের গভর্নমেণ্টই থাকুক না কেন, কার্যতঃ মহাজনী মূলধনের মালিক মুষ্টিমেয় মুকুটহীন রাজাই সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়া ফেলে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত গভর্নমেণ্ট এই মূলধনী দানবদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তাহার ফলে সকল ধনতান্ত্রিক দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর সমাধান বৃহত্তম মূলধনীদের একটা ক্ষুদ্র দলের উপরই নির্ভর করে।"

Financial Oligarchy: মুষ্টিমেয় মহাজনী মূলধনপতিদের প্রভুত্ব। [Monopoly শব্দ দ্রষ্টব্য]

First International: প্রথম আন্তর্জাতিক। [International শব্দ দ্রষ্টব্য]

Five Principles of Co-existence (Panchasheel): সহঅবস্থানের পঞ্চনীতি বা 'পঞ্চশীল'। [Co-existence শব্দ দ্রষ্টব্য]

Five Year Plans: পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (সোবিয়েৎ ইউনিয়নের)। [Planned Economy দ্রষ্টব্য]

Five Year Plans of India: ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। [Planned Economy দ্রষ্টব্য]

Fixed Capital: স্থির মূলধন; অপরিবর্তনশীল মূলধন। [Capital শব্দ দ্রষ্টব্য]

Foreign Market: বৈদেশিক বাজার। [Market শব্দ দ্রষ্টব্য]

Formalism: বাহ্যিক নিয়মনিষ্ঠা; বাহ্যাচারানুষ্ঠান; আকার বা রীতি প্রাধান্যবাদ।

সাহিত্য রচনা, কলাশিল্প, ধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রচলিত রীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করিবার, অথবা কোন বিষয়ের বাহ্যিক নিয়ম বা আকার যে কোন প্রকারে অব্যাহত রাখিবার মতবাদ; বাহ্যিক নিয়ম বা আকারের প্রতি অত্যধিক ঝোঁক।

Forms of Value: (বিনিময়) মূল্যের বিভিন্ন রূপ। [Value শব্দ দ্রষ্টব্য]

সমাজে মূল্য সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিবার সময় হইতে এই মূল্য (বিনিময়-মূল্য) বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছে। উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিনিময়-মূল্যের রূপেরও পরিবর্তন হইতে থাকে। কার্ল্ মার্ক্স্ই প্রথম বিভিন্ন বিনিময়-মূল্যের রূপ, অর্থাৎ বিনিময়-মূল্যের ক্রমবিকাশের ধারা খুঁজিয়া বাহির করেন। তাঁহার মতে, বিনিময়-মূল্যের বিভিন্ন রূপগুলি নিম্নরূপ:

(ক) Elementary Form of Value or Simple Form of Value. : (বিনিময়) মূল্যের প্রাথমিক রূপ।

একটি পণ্যের বদলে যে পণ্যটি এখনই পণ্যের মালিকের প্রয়োজন মিটাইতে পারে সেই পণ্যটি গ্রহণ। একটি দৃষ্টান্ত :—একজন লোক বাজারে একখানা কাপড় লইয়া আসিল, সে চায় একটি হাঁড়ি। আর একজন লোক আসিল একটি হাঁড়ি লইয়া, সে চায় একখানা কাপড়। ইহারা ইহাদের পণ্যের বিনিময়ে অন্য কোন পণ্য লইতে রাজি নহে, সুতরাং ইহাদের দুইজনের সাক্ষাৎ ঘটিলে পরই ইহাদের পণ্যের বিনিময় সম্ভব হয়। ইহাদের দুইজনের সাক্ষাৎ হইলে পর দুইজনের পরস্পরের সহিত নিজ নিজ পণ্য বিনিময় করিয়া ইহারা বাড়ি গেল। পণ্যের এই ধরনের বিনিময়ই হইল বিনিময়-মূল্যের প্রাথমিক রূপ।

কার্ল্ মার্ক্স্ মূল্যের এই প্রাথমিক রূপ হইতেই বিনিময়-মূল্যের বিকাশধারা খুঁজিতে আরম্ভ করিয়া বিনিময়-মূল্যের সর্বশেষ রূপে, অর্থাৎ মুদ্রারূপে পৌঁছিয়াছেন।

(খ) Extended Form of Value : (বিনিময়) মূল্যের বর্ধিত রূপ।

বিনিময়-মূল্যের প্রাথমিক রূপের দ্বিতীয়, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বর্ধিত পর্যায়। এই পর্যায়ে একটি পণ্যের বদলে বিভিন্ন রকমের পণ্য, অথাৎ যে পণ্যের এখনই প্রয়োজন নাই সেই পণ্যও গ্রহণ করা হইতে থাকে। এই পর্যায়ের বিনিময়ে নির্দিষ্ট কোন একটা পণ্য ব্যতীত, ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইবে— এই ধরনের পণ্যের সহিতও বিনিময়-ব্যবস্থা দেখা দেয়।

(গ) General Form of Value : বিনিময়-মূল্যের সাধারণ রূপ।

বিনিময়-মূল্যের বিকাশের তৃতীয় পর্যায়। এই পর্যায়ে বিভিন্ন পণ্যের বিনিময়ের জন্য অন্য একটা পণ্য বা প্রাকৃতিক বস্তু (যেমন কাপড়, কড়ি) মাধ্যম হিসাবে গৃহীত হয়। এই পর্যায়ে এক এক দেশে এক এক সময়ে এক একটি বিশেষ পণ্য বা বস্তু বিভিন্ন পণ্যের বিনিময়ের মাধ্যম (Medium) হিসাবে ব্যবহৃত হইত ; যেমন, কোন সময়ে কাপড়, কোন সময়ে কড়ি, কোন সময়ে বাসন ইত্যাদি।

(ঘ) Money Form of Value : (বিনিময়) মূল্যের মুদ্রারূপ।

দুইটি পণ্যের বিনিময়ের জন্য আধুনিক কালের সর্বজন-গৃহীত মাধ্যম, যেমন স্বর্ণ বা রৌপ্য, স্বর্ণ বা রৌপ্যের মুদ্রা ইত্যাদি। এই স্বর্ণ, রৌপ্য এবং মুদ্রাও এক একটি পণ্য, কারণ সামাজিক শ্রমের দ্বারাই এই-গুলির উৎপাদন হইয়া থাকে।

Four Freedoms : চতুর্বিধ স্বাধীনতা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিশ্বের জন-সাধারণের মন হইতে হতাশা দূর করিয়া উৎসাহ সৃষ্টি করিবার জন্য মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট নিম্নোক্ত চতুর্বিধ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন :—

(১) বাক্ স্বাধীনতা : দল-মত নির্বিশেষে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ; (২) ধর্মীয় স্বাধীনতা : প্রত্যেকের ইচ্ছানুযায়ী ধর্মা-চরণের স্বাধীনতা ; (৩) দারিদ্র্য হইতে মুক্তি : প্রত্যেকের কর্ম সংস্থানের নিশ্চয়তা ; (৪) ভয় হইতে মুক্তি : রাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যেক নাগরিকের জীবন ও ধন-সম্পত্তি রক্ষার নিশ্চয়তা দান।

Fourierism : ফুরিয়েঁবাদ।

ফরাসী দার্শনিক ও কাল্পনিক সমাজবাদী (Utopian Socialist) চার্ল্স্ ফ্রাঙ্কয় ফুরিয়েঁ-এর মতবাদ। ফুরিয়েঁ-র মতবাদ হইল :—বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ-হীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও কৃত্রিম সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন। তিনি সমাজের কেবল উৎপাদন ও বণ্টনই নহে, এমন কি জনসাধারণের গার্হস্থ্য জীবন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করিবার কথা প্রচার করিতেন। তাঁহার মতবাদ অনেকটা ইংলণ্ডের কাল্পনিক

সমাজবাদী রবার্ট ওয়েন-এর মতবাদের অনুরূপ। [Owenism ও Utopian Socialism দ্রষ্টব্য]

মার্কসীয় মতে, "ফুরিয়েঁবাদ……বিশ্ব-প্রেমিক বুর্জোয়াদের একটা অংশের সামাজিক চিন্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে।" —F. Engels: *Feuerbach*.

Fourteen Points: চৌদ্দদফা শর্ত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উড্রো উইল্‌সন কর্তৃক প্রস্তাবিত ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধের শান্তি-চুক্তির চৌদ্দদফা শর্ত। রাষ্ট্রপতি উইল্‌সন ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী এক বক্তৃতায় এই সকল শর্ত ঘোষণা করেন। এই চৌদ্দদফা শর্ত নিম্নরূপ: (১) গোপন আন্তর্জাতিক আলোচনা পরিহার করিয়া প্রকাশ্য আলোচনার মারফত শান্তিচুক্তি; (২) সমুদ্রে সকল দেশের জাহাজ চলাচলের অবাধ অধিকার; (৩) সম্ভবমত সকল প্রকার আর্থিক বাধানিষেধ দূরীকরণ; (৪) কোন রাষ্ট্রই উহার আভ্যন্তরিক নিরাপত্তার পক্ষে যাহা প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অধিক অস্ত্রশস্ত্র রাখিবে না—এইরূপ নিশ্চয়তা দান; (৫) নিরপেক্ষ-ভাবে সকল দেশের ঔপনিবেশিক দাবির সামঞ্জস্য বিধান; (৬) রুশিয়ার সকল অঞ্চল হইতে বৈদেশিক সৈন্যবাহিনীর অপসারণ এবং রুশিয়াকে স্বাধীনভাবে উহার রাজনৈতিক ব্যবস্থা গঠন করিতে দেওয়া; (৭) বৈদেশিক সৈন্যবাহিনীর বেলজিয়াম ত্যাগ ও বেলজিয়ামকে স্বাধীনতা দান; (৮) ফরাসীদেশের অধিকৃত অঞ্চলের মুক্তি সাধন এবং উহার হস্তে এ্যালসেস্-লোরেন প্রত্যর্পণ; (৯) ইতালীর সীমান্ত-অঞ্চলের বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতার স্বীকৃতির ভিত্তিতে ইতালীর সীমান্তের পুনর্বিন্যাস; (১০) অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর জন-সাধারণ যাহাতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারে তাহার জন্য তাহাদের অবাধ সুযোগ দান; (১১) রুমানিয়া, সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো হইতে বৈদেশিক সৈন্য অপসারণ, সার্বিয়ার জন্য সমুদ্র-পথের ব্যবস্থা, পারস্পরিক আনুগত্য ও জাতীয় স্বাধীনতার ঐতিহ্য অনুসারে মিত্রসুলভ মনোভাবের দ্বারা বলকান রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা এবং সেই সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক নিশ্চয়তা দান; (১২) তুরস্কের দ্বারা অধিকৃত বৈদেশিক অঞ্চলসমূহের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা এবং দার্দেনেল্‌স্ প্রণালীর মধ্য দিয়া সকল দেশের জাহাজ চলাচলের অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠা; (১৩) সকল পোলিশ জনগণ-অধ্যুসিত অঞ্চলসহ পোলাণ্ডের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন এবং উহার জন্য অবাধ সমুদ্রপথের ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারা উহার নিশ্চয়তা বিধান; (১৪) বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্র-সমূহের পারস্পরিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তার ভিত্তিতে জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা।

এই সকল শর্তের মধ্যে ১নং (গোপন কূটনীতি সম্বন্ধীয়), ৩নং, ৪নং, ৫নং এবং ৯নং শর্ত কখনও কার্যে পরিণত করা হয় নাই, কিন্তু বাকি সকল শর্ত শীঘ্র বা বিলম্বে কার্যে পরিণত হইয়াছে। ৬নং শর্তটি নীতিগতভাবে স্বীকৃত হইলেও ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দশটি রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রুশিয়ার গৃহযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। প্রেসিডেন্ট উইল্‌সনের প্রস্তাব (১৪নং) অনুসারেই সুইজারল্যাণ্ডের জেনিভা শহরে কেন্দ্র করিয়া প্রথম জাতিসঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছিল।

Free Port (or Free Harbour): খোলা বা অবাধ বন্দর (অথবা পোতাশ্রয়)। কোন দেশের যে বন্দর বা পোতাশ্রয় বিনা বাধায় বা বিনা শুল্কে অপর কোন রাষ্ট্র দ্বারা ব্যবহৃত হইতে পারে, অর্থাৎ অপর রাষ্ট্রের জাহাজ ঐ বন্দরে মাল নামাইতে ও উঠাইতে পারে এবং ঐ বন্দর

হইতে মাল লইয়া অন্যত্র যাইতে পারে সেই বন্দর বা পোতাশ্রয়কে 'খোলা' বা 'অবাধ বন্দর' (অথবা পোতাশ্রয়) বলা হয়।

Free Trade : অবাধ বাণিজ্য।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিনা বাধায় ও বিনা শুল্কে যে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালান হয় তাহাকে 'অবাধ বাণিজ্য' বলা হয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে এই 'অবাধ বাণিজ্য-নীতি'র উৎপত্তি হয়। তখন পর্যন্ত ইউরোপের সকল দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার নীতি প্রচলিত ছিল। এই স্বয়ং-সম্পূর্ণতার নীতি অনুসারে সকল ব্যবসায় দেশের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ রাখা ও সকল দ্রব্য দেশের মধ্যেই তৈরি করা হইত। এই স্বয়ং-সম্পূর্ণতার নীতির বিরুদ্ধেই দেখা দেয় 'অবাধ বাণিজ্যের নীতি'। ইংলণ্ড প্রভৃতি যে সকল দেশে পণ্যোৎপাদন-ব্যবস্থা বিশেষ উন্নতি লাভ করে সেই সকল দেশ হইতেই অবাধ বাণিজ্যের নীতি প্রচারিত হয়, কারণ ঐ সকল দেশে উৎপন্ন বিপুল পরিমাণ পণ্য তখন অন্য দেশে বিক্রয় করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজন হইতেই অবাধ বাণিজ্যনীতির উদ্ভব হয় এবং ইংলণ্ড এই অবাধ বাণিজ্য-নীতির নেতৃত্ব গ্রহণ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টম দশক পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র এই অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। তাহার পর হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী প্রভৃতি বহু দেশে শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা দেখা দেয়। কিন্তু অবাধ বাণিজ্যনীতির ফলে ইংলণ্ডের উন্নত কলকারখানার পণ্যের সহিত অসমান প্রতি-যোগিতায় হারিয়া যাওয়ায় দুর্বল দেশগুলির শিল্পোন্নয়ন-প্রচেষ্টা বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতে থাকে। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী প্রভৃতি দেশ বিদেশী পণ্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক (Tariff) বসাইয়া নিজ নিজ দেশের শিল্পোন্নয়ন অব্যাহত রাখিবার প্রয়াস পায়। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে প্রায় সকল দেশ উচ্চহারে শুল্ক বসাইয়া নিজ নিজ শিল্পকে অসমান প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিবার নীতি অনুসরণ করিতেছে।

Free Will : স্বাধীন ইচ্ছা; অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা; ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য।

মানুষের ক্রিয়াকলাপ কেবল তাহার নিজের ইচ্ছা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, বাহিরের কোন শক্তি দ্বারা তাহা নিয়ন্ত্রিত হয় না—এইরূপ ধারণা। দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম এই উভয় ক্ষেত্রেই এই ধারণা প্রচলিত। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই এই সম্বন্ধে মতভেদ আছে। দার্শনিকদের মধ্যে এক দলের বিশ্বাস যে, মানুষের কোন ইচ্ছাই স্বাধীন বা অনিয়ন্ত্রিত নহে, তাহা পূর্বকৃত কোন কার্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়, সুতরাং তাহা শেষ পর্যন্ত বিশ্বনিয়ন্তারই নিয়ন্ত্রণাধীন। এই দার্শনিক ধারণা ভাববাদের (Idealism) অন্তর্ভুক্ত। যে সকল দার্শনিক এই রূপ মত পোষণ করেন তাঁহাদের বলা হয় 'নির্ধারণবাদী' (Determinist)।

ধর্মের ক্ষেত্রে এই ধারণার সর্বাপেক্ষা বেশী বিরোধী ছিলেন জন ক্যাল্‌ভিন্ (John Calvin), আর সর্বাপেক্ষা বড় সমর্থক ছিলেন আর্মিনিয়াস্ (Arminius) এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত খৃষ্টানগণ, বিশেষতঃ প্রোটেস্ট্যান্ট খৃষ্টানগণ এই দুই পরস্পর-বিরোধী দলে বিভক্ত ছিল। বর্তমানে ধর্মের ক্ষেত্রে এই মতভেদ বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে।

French Revolution : ফরাসী বিপ্লব।
[Revolution শব্দ দ্রষ্টব্য]

Front : সক্রিয় সহযোগিতা; কার্যক্ষেত্রে ঐক্য; মহড়া; 'ফ্রন্ট'।

রাজনৈতিক অর্থে, কোন বিশেষ শক্তির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কর্মপন্থার ভিত্তিতে কার্যক্ষেত্রে একাধিক শক্তির মিলন বা ঐক্য।

National (United) Front : জাতীয় (যুক্ত) মহড়া; জাতীয় (যুক্ত) 'ফ্রন্ট'।

কোন পরাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন দেশের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য বিদেশী শাসক ও শোষকদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কর্মপন্থা ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে উক্ত পরাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন দেশের বিভিন্ন শ্রেণী ও পার্টির সাময়িক মিলন। বিদেশী শত্রু দ্বারা কোন স্বাধীন দেশ আক্রান্ত হইলে, অথবা আক্রান্ত হইবার কোন আশঙ্কা দেখা দিলে ঐ স্বাধীন দেশেরও বিভিন্ন শ্রেণী ও পার্টি ঐক্যবদ্ধ হইয়া 'জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট' গঠন করিতে পারে। এই যুক্তফ্রণ্টের একটি বিশেষ শর্ত হইল বিভিন্ন পার্টি ও শ্রেণীর পরস্পরের কাজের প্রকাশ্য সমালোচনার অধিকার।

People's Front : গণ-ফ্রণ্ট ; জনগণের মহড়া ; জনগণের মিলিত শক্তি।

কোন সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কর্মপন্থা ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমজীবী, চাষী, সরকারী কর্মচারী, ছোট ব্যবসায়ী, সাধারণ বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিপীড়িত জনসাধারণের মিলন। এই ধরনের গণফ্রণ্টের মূল ভিত্তি হইল শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণের ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্ট।

Popular Front : গণফ্রণ্ট ; 'পপুলার ফ্রণ্ট'।

ফাসিবাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলের ঐক্য বা 'ফ্রণ্ট'। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ফাসিবাদের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে বাধা দানের উদ্দেশ্যে 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' (Communist International) কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবে এই 'ফ্রণ্ট' গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দেশ অনুসারে ইউরোপের প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্টগণ এই 'ফ্রণ্ট' গঠনের চেষ্টা করেন। প্রত্যেক দেশে সক্রিয়ভাবে ফাসিবাদের অগ্রগতিতে বাধা দান এবং কেবল কয়েকটি মৌলিক গণতান্ত্রিক সংস্কারমূলক কাজই ছিল এই গণফ্রণ্ট বা 'পপুলার ফ্রণ্ট'-এর কর্মসূচীর প্রধান বিষয়। তৎকালীন অবস্থায় ফাসিবাদকে বাধা দেওয়াই প্রধান আন্তর্জাতিক ও জাতীয় কর্তব্য ছিল বলিয়া ব্যাপক ঐক্য বা 'ফ্রণ্ট' গঠনের উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটিকে এই প্রস্তাবে বাদ দেওয়া হইত। ফাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়া ফরাসী দেশে ও স্পেনে 'পপুলার ফ্রণ্ট' গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু 'পপুলার ফ্রণ্টে'র অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দলের আভ্যন্তরিক বিরোধ এবং বাহির হইতে সাম্রাজ্যবাদী এবং ফাসিস্ত শক্তিগুলির চাপ ও ষড়যন্ত্রের ফলে উভয় দেশেই 'পপুলার ফ্রণ্ট' পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। স্পেন দেশে হিট্‌লার-মুসোলিনির সামরিক সাহায্যে ফাসিস্তপন্থী সেনাপতি ফ্রাঙ্কো 'পপুলার ফ্রণ্ট' গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং উক্ত গভর্নমেণ্টকে পরাজিত করিয়া ফাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

United Front : সংযুক্ত বা ঐক্যবদ্ধ মহড়া বা 'ফ্রণ্ট'।

কোন সমস্যার উপর একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে কার্যক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির সহিত বিভিন্ন সংস্কারপন্থী পার্টি এবং কমিউনিস্ট প্রভাব-বহির্ভূত শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণের কাজের ঐক্য।

Proletarian United Front : শ্রমিক ও শ্রমজীবী (বা মেহনতী) জনগণের সংযুক্ত ফ্রণ্ট (বা মহড়া)।

মার্ক্সীয় কর্মপদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে, সকল প্রকার সংযুক্ত (বা ঐক্যবদ্ধ) ফ্রণ্টের (বা মহড়ার) ভিত্তি হইল শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণের সংযুক্ত ফ্রণ্ট। বিভিন্ন সংস্কারপন্থী পার্টির সহিত কমিউনিস্ট পার্টির সংযুক্ত ফ্রণ্ট গঠন করিবার প্রধান ও মূল উদ্দেশ্য হইল ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামে ঐক্য প্রতিষ্ঠা। "এই উদ্দেশ্যে যাহা সকলের প্রথমেই অবশ্য কর্তব্য, যে কাজটি দ্বারা প্রথম আরম্ভ

করিতে হইবে সেই কাজটি হইল ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক 'ফ্রন্ট' গঠন—প্রত্যেকটি কারখানার, প্রত্যেকটি জিলার, প্রত্যেকটি অঞ্চলের, প্রত্যেকটি দেশের, সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকদের ঐক্য প্রতিষ্ঠা।"—G. Dimitroff: *United Front.*

Futurism : ব্যঞ্জনাবাদ।

কলাশিল্প বা চারুশিল্পের এক বিশেষ পদ্ধতি ; এই পদ্ধতি অনুসারে অঙ্কিত চিত্রে বিভিন্ন ভাব ফুটাইয়া তোলা হয়।

পূর্বে শিল্পীরা যে সকল চিত্র অঙ্কন করিতেন তাহা হইত কোন দৃশ্য বা মানুষের ভাব-ব্যঞ্জনাহীন নকল মাত্র। সেই সকল চিত্রে শিল্পীরা তাহাদের নিজেদের মনের ভাব অথবা যে ব্যক্তির চিত্র অঙ্কন করা হইত সেই ব্যক্তির মনের ভাব ফুটাইয়া তুলিতেন না। ইহাই ছিল তৎকালীন প্রচলিত রীতি। কিন্তু ইহার ফলে সেই সকল চিত্র হইত নিষ্প্রাণ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইতালীতে বিখ্যাত কবি এফ.টি. মারিনেত্তির প্রভাবে বালা (Balla), বোকিওনি (Boccioni), কারা (Carra), রসোলো (Rossolo), সেভেরিনা (Severina) প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পিগণ এই প্রচলিত শিল্প-রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া উপরোক্ত ব্যঞ্জনামূলক নূতন পদ্ধতিতে চিত্র অঙ্কন আরম্ভ করেন। এই শিল্পীরা প্রাকৃতিক দৃশ্য বা কোন ব্যক্তির চিত্র যাহাই অঙ্কন করিতেন তাহাতেই তাঁহারা নূতন নূতন ভাব ফুটাইয়া তুলিতেন। ইহার ফলে অঙ্কিত চিত্রাবলী সজীবতা ও নূতন সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইত। এই পদ্ধতি ক্রমশঃ ইউরোপের সর্বত্র সমাদৃত হইতে থাকে এবং ১৯১১ সালে প্যারী নগরীতে ও ১৯১২ সালে লণ্ডন নগরীতে এই পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রের দুইটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হয়।

G

Gandhism : গান্ধীবাদ।

বিভিন্ন বিষয়ে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর (১৮৬৯-১৯৪৮) মতই 'গান্ধীবাদ' নামে খ্যাত। ইহা রাজনীতি ও সমাজনীতির সহিত ধর্মের সংমিশ্রণে গঠিত। মহাত্মা গান্ধীর সকল চিন্তাধারার মূল ভিত্তি হইল অহিংসা ও নৈতিক শক্তি। এই দুইয়ের ভিত্তিতে তিনি ব্যক্তি, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে নিজস্ব মতবাদ গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার মতে, অহিংসা নিছক একটা কর্ম-কৌশল নহে, ইহা মানব-জীবনের মূল নীতি বা ভিত্তি স্বরূপ এবং ইহা মানবের 'জীবনী শক্তির মূল উৎস স্বরূপ', ইহা মানব-জীবনের 'সর্বকালের শাশ্বত, অলঙ্ঘনীয় মূলনীতি'। তিনি এই অহিংসা ও নৈতিক শক্তিকে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া ইতিহাসে এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ক্ষেত্রে ইহা বৈদেশিক শাসক-শক্তির সহিত শান্তিপূর্ণ অসহযোগ ও নিরুপদ্রব আইন অমান্যের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর এই অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বারম্বার (১৯২১, ১৯৩০-৩৪ ও ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলেও তিনি এই সংগ্রাম-পদ্ধতি দ্বারা ভারতের কোটি কোটি মানুষকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সংগ্রাম-পদ্ধতির ব্যর্থতার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে মহাত্মা গান্ধীকে বারম্বার সংগ্রাম প্রত্যাহার ও বৈদেশিক শাসক-শক্তির সহিত আপস করিতে হইলেও তিনি এই সংগ্রাম-পদ্ধতি ত্যাগ করেন নাই। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার এই অসহযোগ ও আইন-অমান্য বা সত্যাগ্রহের পদ্ধতি

রুশিয়ার কাউন্ট লিও টলস্টয়-এর (১৮২৮-১৯১০) নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। টলস্টয় ছিলেন নৈরাষ্ট্রবাদী (Anarchist)। কিন্তু টলস্টয় ইহা প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন নৈরাষ্ট্রবাদী সমাজ-বিপ্লবের ক্ষেত্রে, আর মহাত্মা গান্ধী ইহা প্রয়োগ করিয়াছিলেন বৈদেশিক অধিকারের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে।

[এই প্রসঙ্গে টলস্টয়ের মতবাদ উল্লেখযোগ্য : টলস্টয়ের মতবাদকে 'ধর্মীয় নৈরাষ্ট্রবাদ' (Religious Anarchism) আখ্যা দেওয়া হয়। কারণ, তিনি খৃষ্টধর্মের ভিত্তিতে নৈরাষ্ট্রবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, রাষ্ট্র ও উহার আইনকানুনের সহিত খৃষ্টধর্মের কোন সামঞ্জস্য নাই, আইনের শাসনের পরিবর্তে চাই প্রেমের শাসন ; রাষ্ট্র যতদিন থাকিবে ততদিন উহার নিষ্ঠুর শাসনও অব্যাহত থাকিবে, সুতরাং রাষ্ট্রের অবসান ঘটাইতেই হইবে ; সেই উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাষ্ট্রের সহিত অসহযোগ চালাইতে হইবে ; প্রত্যেকের কর্তব্য হইবে রাষ্ট্রের সামরিক চাকরি গ্রহণ না করা, কর বন্ধ করা, আইন-আদালত অগ্রাহ্য করা, তাহা হইলেই রাষ্ট্র অচল হইয়া পড়িবে।] মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ক্ষেত্রে টলস্টয়ের এই পদ্ধতিই প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

সমাজগঠনের ক্ষেত্রেও মহাত্মা গান্ধী নৈরাষ্ট্রবাদকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন। কিন্তু ইউরোপের উগ্র নৈরাষ্ট্রবাদের সহিত মহাত্মা গান্ধীর নৈরাষ্ট্রবাদের কোন সম্পর্ক নাই। তিনি ইউরোপের উগ্র নৈরাষ্ট্রবাদের পরিবর্তে টলস্টয়ের 'ধর্মীয় নৈরাষ্ট্রবাদ'-এর ভিত্তিতেই তাঁহার নূতন সমাজ-ব্যবস্থা কল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার এই নূতন সমাজ গঠনের কল্পনা বিভিন্ন সময়ে 'হরিজন' (*The Harijan*) পত্রিকার মারফত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত এই সকল প্রবন্ধ হইতে সমাজ, গণতন্ত্র ও সমাজে ব্যক্তির স্থান সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ সম্বন্ধে একটা ধারণা করা চলে।

সমাজ ও ব্যক্তি : মহাত্মা গান্ধীর মতে, শ্রেণীহীন সমাজই আদর্শ সমাজ। এই শ্রেণীহীন সমাজে ব্যক্তিদের সচেতন ও স্বেচ্ছাকৃত সম্মতি দ্বারাই ইহার ঐক্য ও সামাজিক বন্ধন রচিত হইবে। কিন্তু এই প্রকার সমাজ-গঠন এখনই সম্ভব নহে বলিয়া আপাততঃ সকল কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণতান্ত্রিক গ্রাম্য সত্যাগ্রহী সমাজের চুক্তিবদ্ধ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই প্রকার চুক্তিবদ্ধ সঙ্ঘ সম্পূর্ণ অহিংস হইতে পারে না, কারণ ইহাও এক প্রকারের রাষ্ট্র, এবং রাষ্ট্র থাকিলেই উহার বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা (সৈন্য, পুলিস, প্রভৃতি) এবং সেই ব্যবস্থা প্রয়োগের প্রশ্ন দেখা দিতে বাধ্য। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই নূতন রাষ্ট্র প্রধানতঃ অহিংসই হইবে। "অহিংসার ভিত্তিতে গঠিত সমাজ কেবল বহু গ্রাম্য সমাজ-সঙ্ঘের একত্র মিলনের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইবে। স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতাই হইবে সেই মিলিত সমাজের সসম্মানে ও শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের ভিত্তি।"—*The Harijan*, 13th Jan., 1940। প্রত্যেকটি গ্রাম হইবে এক একটি সার্বভৌম ক্ষমতা-সম্পন্ন সাধারণতন্ত্র বা 'পঞ্চায়েৎ'। ইহার অর্থ এই যে, প্রত্যেকটি গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে এবং ইহার সকল কার্য নিজে করিতে পারিবে, এমন কি সমগ্র পৃথিবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতেও সক্ষম হইবে। ইহা যাহাতে বহির্জগতের যে কোন আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে, এমন কি প্রয়োজন হইলে ইহার জন্য ধ্বংস বরণ করিতেও পারে সেই ভাবে ইহাকে শিক্ষা দিতে ও প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে। এইভাবে গ্রামই হইবে সমাজের সর্বনিম্ন সংগঠন। অবশ্য একথা দ্বারা ইহা বুঝা যায় না যে,

পার্শ্ববর্তী কোন সাধারণতন্ত্র বা 'পঞ্চায়েৎ' এবং বহির্জগতের উপর এই গ্রাম কোন বিষয়ে নির্ভর করিবে না, কিংবা উহাদের স্বতঃপ্রণোদিত সাহায্য গ্রহণ করিবে না। স্বভাবতই ইহা হইবে এক বিশেষ উন্নত স্তরের সমাজ, এবং এই সমাজের প্রত্যেকটি নরনারী হইবে তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, আর সে এ সম্পর্কেও সচেতন থাকিবে যে, এখানে কেহ এমন কোন দ্রব্য লাভ করিতে চাহিবে না যে দ্রব্য অন্য সকলে সম পরিমাণ শ্রম ব্যতীত লাভ করিতে পারে না। পিরামিডের চূড়া যেমন উহার নিম্নাংশের উপর দাঁড়াইয়া থাকে, অসংখ্য গ্রাম লইয়া গঠিত এই সমাজ সেইরূপ হইবে না। এই সমাজ হইবে একটা সমুদ্র-বলয়ের মত, যাহার কেন্দ্র হইবে ব্যক্তি, এবং ব্যক্তি তাহার গ্রামের জন্য ও গ্রাম গ্রাম-সঙ্ঘের জন্য আত্মবলি দিতে প্রস্তুত থাকিবে, আর অবশেষে এইভাবে সকলের (ব্যক্তি-গ্রাম-গ্রামসঙ্ঘের) সমন্বয়ে স্বাধীন ব্যক্তিসমষ্টির এক ও অখণ্ড জীবন গড়িয়া উঠিবে।… এই সমাজের প্রান্তীয় গ্রাম-সঙ্ঘসমূহ কখনও ভিতর দিকের সঙ্ঘ-সমূহকে ধ্বংস করিবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করিবে না, বরং উহাদিগকে শক্তি যোগাইবে এবং উহাদের নিকট হইতে শক্তি সংগ্রহ করিবে।"—*The Harijan*, 28th July, 1946.

গণতন্ত্র ও অহিংসা : মহাত্মা গান্ধীর মতে, অহিংসাই প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি। তিনি গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়াছেন, "অবিকৃত অহিংসার শাসন" এবং ঘোষণা করিয়াছেন যে, "যত দিন পর্যন্ত অহিংসাকে একটা 'জীবন্ত শক্তি' বলিয়া স্বীকার করা না হইবে, যতদিন পর্যন্ত অহিংসাকে একটা মামুলি কর্মকৌশল হিসাবে গণ্য না করিয়া উহাকে একটা 'অলঙ্ঘনীয় মূলনীতি' বলিয়া গ্রহণ করা না হইবে, ততদিন গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা একটা বহু দূরের স্বপ্ন হইয়া থাকিবে। কারণ, প্রকৃত গণতন্ত্র সকলের জন্যই সমান সুযোগ-সুবিধা আনিয়া দেয়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বেশী ধনী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ যদি অপরের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের মনোভাব পোষণ করে, তাহা হইলে অপরের পক্ষে সেই সুবিধা-সুযোগ ভোগ করিতে পারা অসম্ভব। ক্ষমতা বা প্রভুত্বলাভের আকাঙ্ক্ষাই হিংসার উৎস।" "বর্তমান কালে অসাধুতা ও ভণ্ডামি বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু তাহাই গণতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী ফল নহে। লোক-সংখ্যার আধিক্যও গণতন্ত্রের প্রকৃত পরিচয় নহে। লোকসংখ্যা অল্প হইলেও তাহারা যদি গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই অল্প লোকসংখ্যা দ্বারাও প্রকৃত গণতন্ত্র চলিতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বল প্রয়োগের দ্বারা প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। গণ-তন্ত্রের মনোভাব কখনও বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া যায় না, ইহা ভিতর হইতেই দেখা দেয়।"—*The Harijan*, 26th Aug., 1934।

রাষ্ট্র ও অহিংসা : "কোন সরকার (Government) কখনও সম্পূর্ণ অহিংস হইতে পারে না, কারণ ইহাকে সমাজের সকল লোকের প্রতিনিধিত্ব করিতে হয়।" কিন্তু মহাত্মা গান্ধী মনে করিতেন যে, সমাজের সকল লোক যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে অহিংসা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে তাহা হইলে ইহা ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে। কোন সরকারই সম্পূর্ণ অহিংস হইতে না পারিলেও "যে সরকার সর্বাপেক্ষা কম শাসন-ক্ষমতা প্রয়োগ করে, সেই সরকারই সর্বশ্রেষ্ঠ।" তাঁহার মতে, স্বায়ত্তশাসনের অর্থ হইল, "সরকার স্বদেশীয়ই হউক, কিংবা বিদেশীয়ই হউক, সেই সরকারের কর্তৃত্ব হইতে মুক্তিলাভের জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা।"

General Crisis of Capitalism : ধনতন্ত্রের সাধারণ সঙ্কট। [Crisis শব্দ দ্রষ্টব্য]

General Form of Value : মূল্যের (বা বিনিময়-মূল্যের) সাধারণ রূপ। [Form of Value দ্রষ্টব্য]

Genesis of Capital : মূলধনের জন্ম বা উদ্ভব। [Capital শব্দ দ্রষ্টব্য]

Geneva Convention : জেনেভা-চুক্তি।

যুদ্ধ-বন্দীদের সম্পর্কে প্রথম জেনেভা-চুক্তি। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের প্রধান শক্তিসমূহ কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তি—ইহাতে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও পীড়িত সৈন্যদের প্রতি সকরুণ ব্যবহার করা হইবে বলিয়া স্থির হয়।

Genocide Convention : ব্যাপক নরহত্যাসম্বন্ধীয় চুক্তি।

'জেনোসাইড' কথাটি কোন ইংরেজী অভিধানে নাই। পোল্যাণ্ডের অধ্যাপক আর. লামকিন (Prof. R. Lamkin) কোন জাতিগত, ধর্মীয় বা ভাষাগত কারণে পরিকল্পিত ব্যাপক নরহত্যা বুঝাইবার জন্য এই শব্দটি তৈরি করেন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এই সম্বন্ধীয় চুক্তি জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের (U. N. O.) সদস্য-দেশসমূহের প্রতিনিধিদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ এই প্রকার নরহত্যায় বাধা দিবে এবং হত্যাকারীদের শাস্তি বিধান করিবে—ইহাই হইল এই চুক্তির প্রধান বিষয়বস্তু।

Gentleman's Agreement : ভদ্রলোকের চুক্তি।

যথারীতি স্বাক্ষরিত চুক্তির পরিবর্তে কেবল মৌখিক প্রতিশ্রুতি বা পত্রালাপের ভিত্তিতে কৃত অস্বাক্ষরিত বা মৌখিক চুক্তি।

Gerry Mander : অবৈধভাবে নির্বাচনী অঞ্চল ভাগ করা; 'জেরি ম্যাণ্ডার'।

ক্ষমতাধিকারী দল বা ব্যক্তি কর্তৃক রাষ্ট্রীয় আইনসভার প্রতিনিধি নির্বাচনে কোন দল বা ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে অন্য কোন দল বা ব্যক্তি বিশেষকে (সাধারণতঃ ক্ষমতাধিকারী দলের নিজ প্রতিনিধিগণকে) সুবিধা দানের জন্য অবৈধ ও অস্বাভাবিক-ভাবে নির্বাচনী অঞ্চল ভাগ করা।

এক সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্স্ রাজ্যে ক্ষমতাধিকারী দল কর্তৃক বিরোধী দলের বিরুদ্ধে উক্ত প্রকারে নির্বাচনী অঞ্চল ভাগ করা হইয়াছিল। সেই সময় উক্ত রাজ্যের গভর্নর ছিলেন এলব্রিজ জেরি (Elebridge Gerry)। তাঁহারই নাম অনুসারে এই প্রকারে অবৈধ ও অস্বাভাবিকভাবে নির্বাচনী অঞ্চল ভাগ করাকে 'জেরি ম্যাণ্ডার' (Gerry Mander) নামে অভিহিত করা হয়।

Gold Standard : স্বর্ণমান।

যে মুদ্রা-ব্যবস্থায় যে কোন সময় ব্যাঙ্ক-নোট নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণে পরিণত করা যায় তাহাকেই 'স্বর্ণমান' বলা হয়। স্বর্ণমান তিন প্রকার, যথা—(১) পূর্ণ স্বর্ণমান (Full Gold Standard): এই মুদ্রা-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ইহার নোটের (বা কাগজী মুদ্রার) পরিবর্তে উহাতে লিখিত স্বর্ণমুদ্রা দিতে এবং নির্দিষ্ট মূল্যে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকে; (২) স্বর্ণ পিণ্ডমান (Gold Bullion Standard): এই মুদ্রা-ব্যবস্থায় দেশের মধ্যে কোন স্বর্ণমুদ্রা চালু থাকে না, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নোট ভাঙাইয়া স্বর্ণ বা স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায় না, কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট দামে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকে (গ্রেট বৃটেনে ১৯২৫ হইতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল); (৩) স্বর্ণ-বিনিময় মান (Gold Exchange Standard): এই মুদ্রা-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উহার নোটের পরিবর্তে স্বর্ণমুদ্রা দিতে অথবা স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকে না, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কেবল বৈদেশিক

মুদ্রার হুণ্ডি ক্রয়-বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকে। স্বর্ণের অবাধ আমদানি-রপ্তানি স্বভাবতই স্বর্ণমানের সহিত সম্পর্কযুক্ত থাকে।

স্বর্ণের সহিত সম্পর্কযুক্ত থাকে বলিয়া স্বর্ণমানমূলক মুদ্রা-ব্যবস্থা স্থায়ী হয়, অর্থাৎ স্বর্ণমূল্য যেমন প্রায় অপরিবর্তনশীল, উহার উপর প্রতিষ্ঠিত মুদ্রা-ব্যবস্থাও সেইরূপ প্রায় অপরিবর্তনশীল থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে যে নোট বা কাগজী মুদ্রা বাজারে ছাড়া হয় তাহাও মজুদ স্বর্ণের সহিত সম্পর্কযুক্ত থাকে। স্বর্ণমান রহিত করা হইলে মুদ্রার নিয়ন্ত্রণ শিথিল হইতে পারে, অর্থাৎ কাগজী মুদ্রার পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি হইতে পারে এবং তাহার ফলে আর্থিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিতেও পারে, কিন্তু তখনও নিয়মিত-ভাবে বাজারে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয়ের মারফত পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রিত ও মুদ্রা-ব্যবস্থাকে কম-বেশী স্থায়ী রাখা সম্ভব হইতে পারে। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ থাকে, আর যদি মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা হয় তাহা হইলেই মুদ্রা-ব্যবস্থা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে গ্রেট বৃটেনে এই-ভাবেই মুদ্রার স্থিতি সাধন করা হইতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও স্থইজারল্যাণ্ডে স্বর্ণমানমূলক মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বর্তমান কালের অর্থনীতি-বিদ্‌গণ স্বর্ণের সহিত সম্পর্কহীন মুদ্রা-ব্যবস্থারই পক্ষপাতী।

Government : শাসন-ব্যবস্থা ; সরকার ; গভর্নমেণ্ট।

যে পদ্ধতিতে কোন দেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক শাসন-ব্যবস্থা সংগঠিত ও পরিচালিত হয় ; যে সকল ব্যক্তি কোন দেশের শাসন-সংক্রান্ত সংগঠনগুলি পরি-চালনা করে সমবেতভাবে তাহাদেরও 'সরকার' বা 'গভর্নমেণ্ট' নামে অভিহিত করা হয়। বহু প্রাচীন কালেও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ; কোথাও এক ব্যক্তি, কোথাও কয়েক ব্যক্তি, আবার কোথাও বা বহু ব্যক্তি একত্রে শাসন-কার্য পরিচালনা করিতেন। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত আরিস্তত্‌ল্ শাসনকার্যের পরিচালকদের সংখ্যা দ্বারা শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন শ্রেণীভাগ করিয়া-ছেন। আরিস্তত্‌ল্-কৃত সেই শ্রেণীভাগ অনুসারে একব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থাকে বলা হয় 'রাজতন্ত্র', (Monarchy), কয়েক ব্যক্তি দ্বারা পরি-চালিত শাসন-ব্যবস্থাকে বলা হয় 'অটো-ক্রেসি' (স্বৈরতন্ত্র) বা 'ওলিগার্কি' (কয়েক ব্যক্তির শাসন), আর বহু ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থাকে বলা হয় 'ডেমোক্রেসি' (গণতন্ত্র)। ইহা ব্যতীত অন্য প্রকারের শাসন-ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল, যেমন ইহুদীদের প্রতিপত্তির সময় পুরোহিতগণ শাসন-কার্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিত এবং এই শাসন-ব্যবস্থাকে বলা হইত 'থিওক্রেসি' (পুরোহিততন্ত্র)। প্রাচীন কালেই গ্রীকরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে 'স্বৈরতন্ত্র' ও 'কয়েক ব্যক্তির শাসন' এবং 'রাজতন্ত্র', প্রচলিত ছিল। এই সকল শাসন-ব্যবস্থায় জন-সাধারণের কোন অধিকার ছিল না।

মধ্যযুগে গীর্জার প্রভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব হয় এবং ইংলণ্ডই এই বিষয়ে প্রথম পথ প্রদর্শন করে। ধীরে ধীরে এই প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থা পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তখনও সেই শাসন-ব্যবস্থা গণতন্ত্রের রূপ গ্রহণ করে নাই, কারণ তখনও সমাজের অভিজাতবর্গ ও বিত্ত-বানদের মধ্যেই সেই প্রতিনিধিত্ব সীমাবদ্ধ ছিল এবং সেই শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণের সম্মতি থাকিলেও জনসাধারণ ছিল চেতনা-হীন ও নিষ্ক্রিয়। পরবর্তী স্তরে দেখা

যায় যে, শাসকগণ প্রতিনিধিদের নিকট তাহাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য জবাবদিহি করে। এইভাবে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব হয় এবং তাহাও প্রথমে দেখা দেয় ইংলণ্ডে।

প্রকৃত গণতন্ত্রের (অর্থাৎ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার) উদ্ভব হয় ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের যুগান্তকারী ফরাসী বিপ্লব হইতে এবং সেই গণতন্ত্র ক্রমশঃ সভ্য জগতে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু সেই গণতন্ত্রেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত এক বিশেষ ত্রুটি ছিল। প্রাচীন গ্রীক গণতন্ত্রে যেমন দাস বা ক্রীতদাসদের কোন অধিকার ছিল না, তেমনি এই যুগের গণতন্ত্রেও নারীদের কোন অধিকার বহুদিন পর্যন্ত স্বীকৃত হয় নাই। বিংশ শতাব্দীতে নারীদের অধিকার স্বীকার করায় এই গণতন্ত্র বাহ্যিক দিক হইতে পূর্ণতা লাভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দুইটি নূতন ধরনের শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। উহাদের একটি সোবিয়েৎতন্ত্র বা সোবিয়েৎ শাসন-ব্যবস্থা (অর্থাৎ সমাজতন্ত্র)। ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় 'সোবিয়েৎ ইউনিয়ন'-এ, এই শাসন-ব্যবস্থায় মূলধনীশ্রেণী ও ভূস্বামীশ্রেণী ব্যতীত সমাজের জনসাধারণের পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়; [Soviet State ও Socialism দ্রষ্টব্য] আর ইহার ঠিক বিপরীত 'ফাসিবাদ' বা 'নাৎসিবাদ' নামে একনায়কত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থা (Dictatorship) প্রতিষ্ঠিত হয় ইতালী ও জার্মানীতে। এই শেষোক্ত শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণের সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার হরণ করিয়া তাহাদের অসংখ্য শোষণ-মূলক বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কয়েকটি দেশে 'জনগণতন্ত্র' (People's Democracy) বা 'নূতন গণতন্ত্র' (New Democracy) নামে এক নূতন ধরনের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। [People's Democracy ও New Democracy দ্রষ্টব্য]

Great Powers: বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠী; কয়েকটি শ্রেষ্ঠ বা নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্র।

পৃথিবীর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ বা নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্রকে 'গ্রেট পাওয়ার্স' বা 'বৃহৎ শক্তি-গোষ্ঠী' নামে অভিহিত করা হয়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া ও ও রুশিয়া একত্রে ওয়াটালু'র যুদ্ধে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিবার পর ইউরোপের রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধানের উদ্দেশ্যে উক্ত চারিটি দেশ কর্তৃক যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেই সম্মেলনেই উক্ত চারিটি দেশকে বুঝাইবার জন্য সর্বপ্রথম 'গ্রেট পাওয়ার্স' কথাটি ব্যবহৃত হয়। তখন হইতেই পৃথিবীর নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্রগুলিকে বুঝাইবার জন্য ঐ কথাটির প্রচলন আরম্ভ হয়। উক্ত বৃহৎ চতুঃশক্তিই দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর ভাগ্য নির্ধারণ করিত। কিন্তু ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জার্মান সাম্রাজ্য গঠিত হইবার পর জার্মানী এবং কিছুকাল পরে ইতালীও 'বৃহৎ শক্তি' বলিয়া স্বীকৃত হয়। ইহারা সকলেই ইউরোপীয় শক্তি। পরে বিশ্বব্যাপী জাগরণ দেখা দিবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের রুশ-জাপান যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর জাপানও 'বৃহৎ শক্তি' বলিয়া গণ্য হইতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মান, অষ্ট্রীয় ও রুশীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায় এবং যুদ্ধের অবসানে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান এই পাঁচটি রাষ্ট্রের উদ্যোগে 'ভার্সাই সন্ধি' অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় হইতে এই পাঁচটি দেশই 'বৃহৎ পঞ্চশক্তি' নামে অভিহিত হইত এবং জার্মানীতে হিট্লারের ক্ষমতা দখলের পূর্ব পর্যন্ত এই 'বৃহৎ পঞ্চশক্তি'ই সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক ব্যাপারে নেতৃত্ব করিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 'অক্ষশক্তি'

অর্থাৎ জার্মানী, ইতালী ও জাপানের পরাজয়ের পর বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীরও পরিবর্তন ঘটে। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ও মহাচীন নূতন দুইটি 'বৃহৎ শক্তি' রূপে আবির্ভূত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স ও মহাচীন—এই পাঁচটি দেশ 'বৃহৎ পঞ্চশক্তি' বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করে। এই 'বৃহৎ পঞ্চশক্তি'র উদ্যোগেই নূতন জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান (U. N. O.) গঠিত হয় এবং জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সংগঠন 'নিরাপত্তা পরিষদে' (Security Council) ইহারা হইল পাঁচটি স্থায়ী সদস্য, এই পরিষদে আর যে পাঁচটি সদস্য আছে তাহারা অস্থায়ী, অর্থাৎ প্রতি বৎসর ইহারা নির্বাচিত হয়। জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে গৃহীত যে কোন প্রস্তাব নাকচ করিবার ক্ষমতা (Veto Power) এই পাঁচটি স্থায়ী সদস্য-দেশ বা 'বৃহৎ পঞ্চশক্তি'কে দেওয়া হইয়াছে।

Green Book : নীল কেতাব।

সরকারী কার্যবিবরণী পুস্তক। পূর্বে এই পুস্তকের প্রচ্ছদপট সবুজ থাকিত বলিয়াই ইহার নাম 'গ্রীন বুক' রাখা হইত।

Gresham's Law : গ্রেসামের তত্ত্ব।

স্যার টমাস গ্রেসাম কর্তৃক আবিষ্কৃত অর্থনীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় তত্ত্ব। তত্ত্বটি নিম্নরূপ :—উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট মুদ্রা একই সময়ে প্রচলিত থাকিলে উৎকৃষ্ট মুদ্রাগুলি বিদেশে রপ্তানি হয় এবং লোকে সঞ্চয় করিয়া রাখে বলিয়া কেবলমাত্র নিকৃষ্ট মুদ্রাগুলিই দেশে প্রচলিত থাকে।

Guerilla War : গেরিলা-যুদ্ধ।

ফরাসী ভাষার 'Guerre' শব্দ হইতে স্পেনীয় ভাষার 'Guerilla' শব্দের উৎপত্তি। মূল অর্থে 'সামান্য যুদ্ধ'—কৃষকের যুদ্ধ। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সময় ফরাসী বাহিনী স্পেন অধিকার করিলে স্পেনের কৃষকগণ ফরাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে যে লুকোচুরির যুদ্ধ চালায় তাহাকে 'গেরিলা-যুদ্ধ' নামে অভিহিত করা হয়। তখন হইতে কৃষক জনসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত অনিয়মিত যুদ্ধকে 'গেরিলা-যুদ্ধ' বলা হয়।

Guilds : মধ্যযুগের কারিগর-সঙ্ঘ; 'গিল্ড'।

মধ্যযুগে নগরে নগরে হস্তশিল্পী ও ব্যবসায়ীরা সামন্ততান্ত্রিক বাধা ও বিরোধিতা হইতে নিজেদের সাধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্য যে সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিত তাহাদের বলা হইত 'গিল্ড'।

Guild Socialism : কারিগর-সঙ্ঘের ভিত্তিতে গঠিত সমাজবাদ, 'গিল্ড'-সমাজবাদ। [Socialism শব্দ দ্রষ্টব্য]

H

Habeas Corpus : বিচারার্থ বন্দীকে আদালতে হাজির করিবার পরোয়ানা; 'হেবিয়াস কর্পাস'।

কথাটি ল্যাটিন ভাষা হইতে গৃহীত, ইহার ভাষাগত অর্থ হইল 'সশরীরে হাজির করিতে হইবে।' প্রচলিত অর্থে—বন্দীকে বিচারালয়ে উপস্থিত করার জন্য এবং তাহাকে আটক রাখিবার কারণ প্রদর্শনের জন্য বিচারক বা আদালত কর্তৃক জারি-করা পরোয়ানা। সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে 'হেবিয়াস কর্পাস অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ হয়।

Handicraftsman : কারিগর; হস্তশিল্পী।

ধনতন্ত্রের পূর্বের যুগের, অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক সমাজের শ্রমিক। এই শ্রমিক নিজেই ছিল তাহার উৎপাদনের উপকরণের

মালিক এবং সে সেই উৎপাদনের উপকরণ দ্বারা নিজহস্তে কাজ করিত আর নিজের শ্রম দ্বারা উৎপন্ন পণ্য নিজেই বাজারে নিয়া বিক্রয় করিত।

Hedonism : সুখবাদ।

এই দার্শনিক মতবাদ অনুসারে, সুখ বা আনন্দ লাভই হইল মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

Egoistic Hedonism : আত্মসুখবাদ। এই মত অনুসারে, আত্মসুখ অথবা স্বল্প-কালস্থায়ী ইন্দ্রিয়-সুখই মানুষের একমাত্র কাম্য। ভারতবর্ষের চার্বাক, গ্রীসের এপিকিউরাস্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ এই মতবাদ প্রচার করেন।

Universal Hedonism : বিশ্বসুখবাদ। এই মতে, সমাজের অথবা অধিকতম মানুষের অধিকতম সুখ সাধনের চেষ্টাই পরমানন্দদায়ক। ডেভিড হিউম (১৭১১-৭৬), জেরিমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২) প্রভৃতি নীতিবিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই দার্শনিক মত প্রচার করেন।

Hellenism : হেলেনবাদ; হেলেনীয় সভ্যতা বা সংস্কৃতি।

প্রাচীন কালে 'হেলাস' বা গ্রীকদেশের বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল সমগ্রভাবে তাহাকে বলা হয় 'হেলেনবাদ' বা 'হেলেনীয় সভ্যতা'। প্রাচীন কালে গ্রীস্ ও গ্রীকদের দ্বারা অধিকৃত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহকে সমগ্র-ভাবে 'হেলাস' বলা হইত। প্রাচীন গ্রীকগণ নিজেদের গ্রীক পুরানোক্ত আদি-মানব ডিউকালিয়ন-এর পুত্র হেলেন-এর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিত। হেলেনের নাম হইতেই তাহার বংশধর গ্রীকদের 'হেলেনীয় জাতি' এবং গ্রীক-সভ্যতকে 'হেলেনীয় সভ্যতা' বলা হইত। বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের মতে, প্রাচীন গ্রীক-সভ্যতা ও সংস্কৃতি মানব-মনের চরম উৎকর্ষের পরিচয় দেয় এবং এই সকল গ্রীক-আদর্শ সর্বকালের সকল মানুষের অনুকরণীয়।

বর্তমানকালে 'হেলেনবাদ' শব্দটি দ্বারা প্রাচীন গ্রীসের অতি উন্নত সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, ইতিহাস, স্থাপত্যশিল্প, নানাবিধ কলাশিল্প প্রভৃতির চর্চা এবং উহাদের অনুকরণে এ যুগেও ঐরূপ উন্নত সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি রচনার প্রয়াস বুঝায়। এই উদ্দেশ্যে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 'হেলেনবাদ' বা প্রাচীন গ্রীক-সভ্যতা ও সংস্কৃতির চর্চা আরম্ভ হইয়াছে। এই সম্পর্কে লণ্ডনের 'হেলেনীয় চর্চাসমিতি' ও উহার মুখপত্র *The Journal of Hellenic Studies* বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

Historic : ঐতিহাসিক।

কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা কর্তব্যের চরিত্র ও গুরুত্ব নির্ণয় করিবার জন্য এই কথাটি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়।

Historical Materialism : ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। [Materialistic Conception of History দ্রষ্টব্য]

History : ইতিহাস।

পূর্ববৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞান। এই শব্দটি গ্রীক ভাষা হইতে গৃহীত। গ্রীক ভাষায় ইহার অর্থ হইল—মানবজাতির উৎপত্তির সময় হইতে তাহাদের সর্ববিধ ক্রিয়া-কলাপসম্বন্ধীয় জ্ঞান। প্রচলিত অর্থে, কোন জাতির প্রাচীনতম কাল হইতে উহার সর্ববিধ ক্রিয়া-কলাপের পূর্ণ বিবরণ; অথবা কোন জাতি বা রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশসম্বন্ধীয় ধারাবাহিক বিবরণ। মানবজাতির সমগ্র ইতিহাসকে সাধারণ-ভাবে তিন ভাগে ভাগ করা হয়; যথা, প্রাচীন ইতিহাস (বা পুরাকাল), মধ্যযুগের ইতিহাস ও আধুনিক ইতিহাস।

প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস্ (Herodotus, 484-424 B. C.) 'ইতিহাসের জনক' বলিয়া কথিত হন। তাঁহার রচিত ইতিহাস নয়টি খণ্ডে বিভক্ত এবং ইহা প্রাচীন গ্রীসের আইওনীয় ভাষায়

লিখিত। এই ইতিহাসে প্রাচীন পারস্য, লিডিয়া ও মিশরের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু হিরোডোটাসের ইতিহাসের প্রধান বিষয়বস্তু হইল গ্রীকদের সহিত পারসিকদের যুদ্ধের বিবরণ। এই ইতিহাসে মারাথন, থার্মোপাইলি ও সালামিস্-এর যুদ্ধ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য প্রাচীন ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেন এথেন্স-এর থুসিডাইড্‌স্ (Thucydides, 460-399 B. C.), রোমের লিভি (Livy, 59 B. C.-17 A. D.) ও রোমের তাসিতুস্ (Tacitus, 58-120 A. D.)। থুসিডাইড্‌স্-এর বিখ্যাত গ্রন্থ হইল 'পিলোপোনেসীয় যুদ্ধের ইতিহাস'। তিনি নিজ দেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া বহু দেশ ভ্রমণ করেন এবং উক্ত যুদ্ধ সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই যুদ্ধের ইতিহাস রচনা করেন। তাঁহার রচিত ইতিহাস কেবল ঘটনা-পঞ্জী নহে, ইহা একখানি রাজনৈতিক গ্রন্থও বটে। নির্ভুল তথ্য ও তারিখ এবং সকল ঘটনার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য। লিভির পূর্ণ নাম তিতুস্ লিভিউস্ লিভি (Titus Livius Livy)। তাঁহার রচিত 'রোম নগরীর ইতিহাস' (*History of Rome*) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ইতিহাস ১৪২টি খণ্ডে সম্পূর্ণ। ইহার মধ্যে মাত্র ৩৫টি খণ্ড এ পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে। লিভির ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বিশদ বর্ণনা। কর্ণেলিউস্ তাসিতুস্-এর (Cornelius Tacitus) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা হইল *The Annales* ও *Historiac*। প্রথমোক্ত গ্রন্থখানি রোম-সম্রাট তিবেরিউস্ হইতে নেরো পর্যন্ত (১৪-৬৮ খৃষ্টাব্দ) এবং দ্বিতীয়খানি সম্রাট গাল্‌বা হইতে দোমিতিয়ান পর্যন্ত (৬৮-৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) রোম-সাম্রাজ্যের ইতিহাস। ইহা ব্যতীত তাঁহার রচিত *Germania* নামে জার্মান-জাতির ইতিহাসও বিশেষ প্রসিদ্ধ।

উপরোক্ত প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের ইতিহাসে ব্যবহৃত তথ্যাবলী যাচাই করিবার জন্য কোন বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করেন নাই এবং ঘটনাবলী ও উহাদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণই ছিল তাঁহাদের রচিত ইতিহাসের বিষয়বস্তু। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইতিহাস রচনার এই পদ্ধতিই অনুসৃত হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে এড্‌ওয়ার্ড গিবন (Edward Gibbon, 1737-94) এবং উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানীর লিওপোল্ড ফন্ রাঙ্কে (Leopold von Ranke, 1795-1886) তাঁহাদের রচিত ইতিহাসে এক নূতন ও উন্নততর পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এই উন্নত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই তখন হইতে বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুসৃত হইতেছে এবং এই পদ্ধতিই 'আধুনিক পদ্ধতি' বলিয়া খ্যাত। গিবন ও রাঙ্কের রচিত ইতিহাসের—প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল: (১) নির্ভুল প্রমাণাদি দ্বারা ব্যবহৃত তথ্যসমূহের যাচাই; (২) ইতিহাসের সামগ্রিক রূপ গ্রহণ, অর্থাৎ ইতিহাস এখন কেবল রাজাদের ক্রিয়াকলাপ বা রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও উহাদের বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া উহা এখন রাজনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, সংস্কৃতি প্রভৃতি জনজীবনের সকল বিষয়সম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপের ইতিহাসে পরিণত হইল; (৩) ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক গুণ লাভ, অর্থাৎ ইতিহাস কেবল ঘটনাপঞ্জী নহে, ইহা গতিশীল, ইহার আরম্ভ আছে, ক্রমবিকাশ ও পরিণতি আছে; এবং এই গতি একটি বিশেষ নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, আর ঘটনাবলী এই নিয়মের সূত্রে গ্রথিত—যেমন কোন সমাজে এমন কোন ঘটনা ঘটিতে পারে

না যাহা উক্ত সমাজ-ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্যহীন।

এড্ওয়ার্ড গিবন যে ইতিহাস রচনা করিয়া অবিস্মরণীয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইল *The Decline and Fall of the Roman Empire*। ইহা চারিটি সুবৃহৎ খণ্ডে সম্পূর্ণ এবং ইহা লিখিতে ষোল বৎসরাধিক সময় ব্যয়িত হইয়াছিল। চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ এই সুবৃহৎ ইতিহাস চিরকাল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থসমূহের অন্যতম বলিয়া গণ্য হইবে। আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম স্রষ্টা লিওপোল্ড ফন্ রাঙ্কে মোট ৪৭ খানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হইল *History of the Popes* এবং এই গ্রন্থ তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ইহা ব্যতীত তিনি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ভেনিস্-এর ইতিহাসও রচনা করেন। মৃত্যুর সময় তিনি *History of the World* রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। অনেকের মতে ফন্ রাঙ্কেই আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

Ancient History (Antiquity) : প্রাচীন ইতিহাস (পুরাকাল)।

প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া 'মধ্যযুগ'-এর পূর্ববর্তী সময়ের, অর্থাৎ রোম নগরীর পতন (৪৭৬ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত সময়ের পৃথিবীর ইতিহাস। এই সময়কেই চল্‌তি কথায় 'পুরাকাল' বলা হয়।

Mediaeval History : মধ্যযুগের ইতিহাস।

রোম নগরীর পতনের (৪৭৬ খৃষ্টাব্দ) পর হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাস।

Modern History : আধুনিক ইতিহাস; আধুনিককালের ইতিহাস।

ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমানকাল পর্যন্ত জগতের ইতিহাস।

Natural History : প্রাকৃতিক ইতিহাস।

পূর্বে জীববিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্র ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল; বর্তমানে কেবল জীবজন্তুর বিবরণই প্রাকৃতিক ইতিহাসের বিষয়বস্তু। অন্য বিষয়গুলিকে লইয়া এখন বিজ্ঞানের এক একটি ভিন্ন ভিন্ন শাখা গঠিত হইয়াছে।

Profane History : সাংসারিক ব্যাপারের ইতিহাস।

Hoard (or Hoarding) : পুঁজি।

শিল্পে বা ব্যবসায়ে নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে, অথবা কৃপণের চরিত্র হিসাবে যে অর্থ জমান হয় তাহাকে পুঁজি বলা হয়। যে অর্থ নিয়োগ না করিয়া জমাইয়া রাখা হয় তাহাকেই বলা হয় পুঁজি। সেই জমানো অর্থ যখনই উৎপাদন বা ব্যবসায়ের কোন কাজে লগ্নি করা হয় তখনই জমানো অর্থ, অর্থাৎ পুঁজি (Hoarded Money) মূলধনে (Capital-এ) পরিণত হয়। পুঁজি হইল মুদ্রার মূলধনে পরিণত হইবার পূর্বাবস্থা।

Holy Roman Empire : পবিত্র রোম-সাম্রাজ্য।

সম্রাট অগাস্টাস্ কর্তৃক খৃষ্টপূর্ব ২৭ অব্দে রোম-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশাল রোম-সাম্রাজ্য ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে থিওডোসিউস্ কর্তৃক পশ্চিম অথবা ল্যাটিন এবং পূর্ব অথবা গ্রীক—এই দুইটি সাম্রাজ্যে বিভক্ত হয়। পূর্ব বা গ্রীক সাম্রাজ্য ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী থাকে এবং পশ্চিম বা ল্যাটিন সাম্রাজ্য ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে বিলুপ্ত হওয়ার পর আবার ৮০০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সার্লেমেন কর্তৃক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাম্রাজ্য ১৮০৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। এই পশ্চিম-সাম্রাজ্যই 'হোলি রোমান এম্পায়ার' নামে খ্যাত।

Home-Market : দেশীয় বাজার, আভ্যন্তরিক বাজার। [Market শব্দ দ্রষ্টব্য]

Home-Rule : স্বায়ত্তশাসন ; 'হোমরুল'। আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় আন্দোলনের ধ্বনি। 'হোমরুল'-এর ধ্বনি লইয়া আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় আন্দোলন পরিচালিত হয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বালগঙ্গাধর তিলক ও অ্যানি বেশান্ত কর্তৃক ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসনের দাবি লইয়া 'হোমরুল' আন্দোলন প্রবর্তিত হয়। পরে মহাত্মা গান্ধী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনে যোগদান করেন। [Indian National Congress দ্রষ্টব্য]

House of Commons : হাউস্ অফ কমন্স্।

গ্রেট বৃটেনের পার্লামেন্টের নিম্ন পরিষদ। প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটে ইহার ৬১৫ জন সদস্য পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। ইহার সভাপতিকে বলা হয় 'স্পীকার'। 'হাউস্ অফ কমন্স্'-এর সদস্যগণ ছয়শত পাউণ্ড বাৎসরিক বেতন ও বিনা খরচে রেল-ভ্রমণের সুবিধা পাইয়া থাকেন।

House of Lords : লর্ড-সভা ; 'হাউস্ অফ লর্ডস্'।

গ্রেট বৃটেনের পার্লামেন্টের উচ্চ পরিষদ। আর্ক বিশপ ও বিশপ এবং লর্ড, ব্যারণ, মার্কুইস, আর্ল প্রভৃতি অভিজাতবর্গের ৭৪০ জন সদস্য লইয়া 'হাউস্ অফ লর্ডস্' গঠিত। লর্ড সভায় ইংলণ্ডের অভিজাতদের সদস্যপদ বংশানুক্রমিক। 'হাউস্ অফ কমন্স্' কর্তৃক গৃহীত কোন 'বিল' বা আইন নাকচ করিবার অধিকার লর্ড-সভার নাই। লর্ড-সভার সভাপতিকে বলা হয় 'দি লর্ড চ্যান্সেলর', ইনি মন্ত্রিসভার সদস্য।

Humanism : মানবতাবাদ।

যে দর্শনশাস্ত্রে কেবল মানবীয় ব্যাপার (ঐশ্বরিক বিষয় নহে) এবং সমগ্র মানবজাতির স্বার্থ সম্বন্ধে আলোচনা হয় তাহাকে 'মানবতাবাদ' বলে। 'ইউরোপের নবজাগৃতি' বা 'রেনেশাঁস্'-এর সময় প্রথম মানবতাবাদের উৎপত্তি হয়।

Humanist Culture : মানবীয় সংস্কৃতি।

চতুর্দশ-ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপীয় 'নবজাগৃতি'র সময় (Renaissance) হইতে যে ঐতিহ্য ও বিদ্রোহাত্মক ভাবধারা সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ধারাবাহিকভাবে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে সেই ঐতিহ্য ও বিদ্রোহাত্মক ভাবধারা এবং উহার ফলস্বরূপ বহুমুখী অগ্রগতি ও উন্নতিকে সমষ্টিগত ভাবে বলা হয় 'মানবীয় সংস্কৃতি'।

Humanity, Religion of : মানবত্ব ধর্ম ; মানবীয় ধর্ম।

যে ধর্ম সর্বপ্রকার অতীন্দ্রিয় ব্যাপার অগ্রাহ্য করিয়া প্রধানতঃ মানবজাতির কল্যাণ বৃদ্ধির চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে তাহাকে বলা হয় 'মানবত্ব ধর্ম' বা 'মানবীয় ধর্ম'। ফরাসী দার্শনিক অগাস্ট কোঁৎ এই দার্শনিক মতের প্রবর্তক।

Hypothesis : প্রকল্প।

কোন অবস্থা বা ঘটনার আভ্যন্তরিক সম্পর্ক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিচার বা বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য ঐ বিচার বা বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসাবে যে প্রাথমিক অবস্থাটিকে কল্পনা করিয়া নেওয়া হয় তাহাকেই বলা হয় 'হাইপোথিসিস্' বা 'প্রকল্প'।

Idea : ভাব ; ধারণা।

বাস্তব জগতের প্রতি বস্তু যে শাশ্বত বা নিত্য আদর্শের সম্পূর্ণ প্রতিরূপ, সেই শাশ্বত বা নিত্য আদর্শের নামই 'ভাব'।

—প্লাতো

'ভাব' হইল, চিন্তা বা মানস প্রত্যক্ষের (Mental Perception) অব্যবহিত বিষয়

—দেকার্তে, লক প্রভৃতি দার্শনিকদের মত।

অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের অতীত প্রত্যয়সমূহই হইল 'ভাব'।

—কাণ্ট

"আমার মতে, 'ভাব' মানব-মনে প্রতিফলিত ও চিন্তায় রূপান্তরিত বস্তু ভিন্ন অন্য কিছু নহে"। —কার্ল্ মার্ক্স্

[History of Materialism দ্রষ্টব্য]

Idealism : ভাববাদ।

যে দার্শনিক মত অনুসারে বাহ্য বস্তুসমূহ প্রকৃত নহে, ভাবের প্রতিচ্ছবি মাত্র, সেই দার্শনিক মতকেই বলা হয় 'ভাববাদ'। অন্য কথায়, যে দার্শনিক মত 'ভাব' বা আত্মাকে প্রকৃতি বা বস্তুর উপর প্রাধান্য দেয়, অর্থাৎ 'ভাব' বা 'আত্মা'কেই প্রকৃতি বা বস্তুর উৎপত্তির মূল বলিয়া গ্রহণ করে, তাহাকেই 'ভাববাদ' বলা হয়। 'ভাববাদ' হইল দর্শনশাস্ত্রের দুইটি প্রধান ভাগের অন্যতম, অপরটি হইল 'বস্তুবাদ'।

[Materialism শব্দ দ্রষ্টব্য]

এই 'ভাববাদ' অনুসারে, (ক) এই বিশ্ব 'পরমভাব' (Absolute Idea), 'পরমাত্মা' বা 'বিশ্বব্যাপী আত্মা' (Universal Spirit), 'প্রাণশক্তি' (Elan Vital), 'সৃজনী-শক্তি' (Creative Force) প্রভৃতির প্রতিচ্ছবি (Reflection) ভিন্ন অন্য কিছু নহে ; (খ) মনই (Mind) হইল একমাত্র মূল বাস্তব সত্য, আর বাস্তব জগৎ, সত্তা, প্রকৃতি—এই সকলের অস্তিত্ব কেবল মনে, ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে, ধারণায় ও ভাবে ; (গ) প্রকৃতি ও উহার নিয়মাবলী সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে, আর বিজ্ঞান কোন দিনই প্রাকৃতিক রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সক্ষম হইবে না।

[Epistemology শব্দ দ্রষ্টব্য]

মার্ক্সীয় মতে, মূল উদ্দেশ্যের দিক হইতে দার্শনিক ভাববাদ হইল সমাজের শোষণকারী শাসকশ্রেণীগুলির নিজস্ব আদর্শ। "দার্শনিক ভাববাদ ধর্মযাজকদের সবকিছুকে ধোঁয়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিবার পথ প্রস্তুত করিয়া দেয়।"—Lenin : *Materialism and Empirio-Criticism.*

Absolute Idealism : পরম ভাববাদ ; নির্বিশেষ ভাববাদ।

দার্শনিক হেগেলের মতে, আত্মা ও অনাত্মার (বাহ্য জগতের) পশ্চাতে এক মূল পরমতত্ত্ব (Absolute Idea) রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা আত্মা-অনাত্মার বাহিরে তৃতীয় পদার্থরূপে নহে —ইহাদের অন্তর্নিহিত সত্তার মধ্যেই রহিয়াছে। পরম বা নির্বিশেষ ভাববাদ অনুসারে, চৈতন্য ও বস্তু পরমভাব বা পরমতত্ত্বেরই ক্রমবিকাশ।

Objective Idealism : বাস্তব ভাববাদ।

দার্শনিক শেলিং-এর (Schelling) মত, —বাহিরের বস্তু ও জীবাত্মা সমান পরিমাণে বাস্তব ও চিদাত্মক এবং 'পরম-সত্তা' (Absolute Idea) হইতেই সকল কিছুর সৃষ্টি। এই দার্শনিক মতকেই 'বাস্তব ভাববাদ' বলা হয়।

Subjective Idealism : আত্মমুখী ভাববাদ ; আত্মগত ভাববাদ।

"বাহিরের বস্তুসমূহ আমার মনেরই রূপান্তর এবং আমি আমার অনুভূতি দ্বারা ইহাদের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি বলিয়াই ইহাদের অস্তিত্ব আছে"—এই প্রকার দার্শনিক মত।

Practical Idealism : নৈতিক আদর্শবাদ ; বাস্তব বা ব্যবহারিক আদর্শবাদ।

কর্তব্যে অগ্রসর হইবার জন্য একটি বিশেষ লক্ষ্যের প্রতি অবিচল অনুরক্তি ; যেমন, যে লক্ষ্য মানবজাতির সর্বাঙ্গীন মুক্তির জন্য মানুষকে কর্মের দিকে টানিয়া লইয়া যায় সেই লক্ষ্যকে সকল সময়ে আঁকড়াইয়া থাকার মতবাদ। দার্শনিক ভাববাদের সহিত নৈতিক আদর্শবাদের কোন সম্পর্ক নাই।

Ideology : মতাদর্শ।

যে আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির মারফত শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থ প্রকাশ পায় ও

তাহা রক্ষা হয় সেই আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে একত্রে বলা হয় 'ইডিওলোজি' বা 'মতাদর্শ'।

মার্ক্সীয় মতে বর্তমান সমাজে মূলতঃ দুইটি মতাদর্শ আছে—একটি হইল মূলধনী বা বুর্জোয়াশ্রেণীর মতাদর্শ এবং অপরটি হইল শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ; বুর্জোয়ারা তাহাদের মতাদর্শকে 'নিরপেক্ষ' বা 'সকল শ্রেণীর উর্ধ্বে' বলিয়া জাহির করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই মতাদর্শ বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থই সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া চলে।

Imperialism : সাম্রাজ্যবাদ।

['সাম্রাজ্যবাদ' সম্বন্ধে কেবলমাত্র মার্ক্সীয় সাহিত্যেই বিস্তৃত ও ধারাবাহিক আলোচনা পাওয়া যায়। এই জন্য নিম্নে শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদীদের মত অনুসারে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হইল।]

'সাম্রাজ্যবাদ' হইল ধনতন্ত্রের বিকাশ-ধারার "উচ্চতম স্তর"—শেষস্তর; "একচেটিয়া ধনতন্ত্রের স্তর" (Stage of Monopoly Capitalism); "মহাজনী মূলধন" (Finance Capital) ও "একচেটিয়া কারবারী সঙ্ঘের যুগ"; "শ্রমিক-বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব সময়।"—Lenin : *Imperialism—the Highest Stage of Capitalism.*

"সাম্রাজ্যবাদ" হইল এমন একটা যুগ যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একটা বাস্তব প্রয়োজন হিসাবে দেখা দেয়।"—Stalin : *Leninism.*

"সাম্রাজ্যবাদ অথবা মহাজনী মূলধনের (Finance Capital) যুগ বলিতে বুঝায় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের একটা উচ্চ স্তরকে—সেই উচ্চ স্তরটা এমন একটা স্তর যে স্তরে মূলধনীদের একচেটিয়া কারবারী সঙ্ঘসমূহ, যেমন বাণিজ্য-সঙ্ঘ (Syndicate), মূল্যনিয়ন্ত্রণ-সঙ্ঘ (Cartel), ব্যবসায়-সঙ্ঘ (Trust) চূড়ান্ত গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে; বিপুল পরিমাণে সঞ্চিত ব্যাঙ্ক-মূলধন শিল্প-মূলধনের সহিত মিশিয়া গিয়াছে; বিদেশে মূলধন-রপ্তানি বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে; সমগ্র পৃথিবীটা অপেক্ষাকৃত বেশী ধনী দেশগুলির মধ্যে আঞ্চলিকভাবে ভাগ হইয়া গিয়াছে, এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-সঙ্ঘসমূহের মধ্যে পৃথিবীর অর্থনৈতিক ভাগ-বাটোয়ারা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।"—Lenin : *Imperialism—the Highest Stage of Capitalism.*

সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন স্তর: (১) ১৮৬০-৭০ খৃষ্টাব্দ: ইহা অবাধ প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ স্তর; এই স্তরেই ধনতন্ত্রের একচেটিয়া অবস্থা ধীরে ধীরে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সময়কে বলা যায় একচেটিয়া স্তরের (সাম্রাজ্যবাদের) ভ্রূণ-অবস্থা (Embrionic Stage)।

(২) ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের সংকটের পর: মূল্য নিয়ন্ত্রণ-সঙ্ঘের জন্ম ও ব্যাপক বিস্তার, কিন্তু তখনও সেইগুলি স্থায়িত্ব লাভ করে নাই, সেইগুলির অবস্থা তখনও বদলাইতেছে।

(৩) উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে শিল্প ও ব্যবসায়ের তেজী অবস্থা এবং ১৯০০-০৩ খৃষ্টাব্দের সংকট; এই সময়ে মূল্য নিয়ন্ত্রণ-সঙ্ঘই সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইল, আর ধনতন্ত্র প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদের স্তরে আরোহণ করিল।

সাম্রাজ্যবাদের মূল বৈশিষ্ট্য: (১) মূলধন ও পণ্যোৎপাদনের কেন্দ্রীভূত অবস্থা ও বিভিন্ন প্রকারের একচেটিয়া সঙ্ঘের জন্ম।

(২) শিল্প-মূলধনের সহিত ব্যাঙ্ক-মূলধনের সংমিশ্রণ এবং এইভাবে সৃষ্ট 'মহাজনী মূলধন'-এর ভিত্তিতে মহাজনী মূলধনের মুষ্টিমেয় মালিকের প্রভুত্বের সৃষ্টি।

(৩) পূর্বের পণ্য-রপ্তানি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের মূলধন-রপ্তানির অসাধারণ গুরুত্ব লাভ। [রপ্তানি-করা মূলধন অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও পশ্চাৎপদ দেশে যাইয়া সেখানে কল-কারখানা, রেলপথ, প্রভৃতি

গড়িয়া তোলে এবং তাহার মারফত সেই সকল দেশে একটি শ্রমিকশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গড়িয়া তোলে। এই সাম্রাজ্যবাদী শোষণের মারফত যে অতিরিক্ত মুনাফা (Super Profit) লাভ হয়, সাম্রাজ্যবাদীরা সেই অতিরিক্ত মুনাফা হইতে ঘুষ দিয়া তাহাদের নিজেদের দেশের শ্রমিকদের মধ্যে একটা 'শ্রমিক-অভিজাতদল' সৃষ্টি করে। সেই দলটা সকল সময়ে সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করে।]

(৪) আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সঙ্ঘসমূহের সৃষ্টি ও উহাদের নিজেদের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীর ভাগ-বাটোয়ারা।

(৫) বৃহত্তম ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পৃথিবীর আঞ্চলিক ভাগ-বাটোয়ারা। [যখন পৃথিবীর ভাগ-বাটোয়ারা সম্পূর্ণ হয় তখন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সম্মুখে তাহাদের দখল বিস্তৃত করার জন্য যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের-যুগে শোষণের নূতন ক্ষেত্র দখলের জন্য যুদ্ধ অনিবার্য।]

Labour-Imperialist : শ্রমিক-সাম্রাজ্যবাদী।

যে ব্যক্তি বাহিরে শ্রমিক, কিন্তু কাজে সাম্রাজ্যবাদী; যে ব্যক্তি শ্রমিকসুলভ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আদর্শ কেবল মুখেই বলে, আর কাজে উপনিবেশসমূহে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও উৎপীড়ন চালায় বা সমর্থন করে তাহাকেই বলা হয় 'শ্রমিক-সাম্রাজ্যবাদী'।

Inalienable Rights of Man : মানবের শাশ্বত (বা জন্মগত) অধিকার।

সামন্তপ্রথা-বিরোধী বুর্জোয়া-বিপ্লবে ঘোষিত 'স্বাধীনতা, মৈত্রী ও সাম্য'-এর বাণী। এই কথা তিনটির অর্থ হইল :— সমাজের সকলের জন্য স্বাধীনতা, সমাজের সকল মানুষের মধ্যে মৈত্রী বা সখ্যভাব, এবং সকলের সমান অধিকার। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের সময় প্রথম এই বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল।

Indian National Congress : ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। [Congress, Indian National দ্রষ্টব্য]

Indian Parliament : ভারতীয় পার্লামেণ্ট।

ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভাকে ভারতীয় পার্লামেণ্ট বলা হয়। ভারতীয় পার্লামেণ্টের তিনটি অংশ : (১) প্রেসিডেণ্ট ; (২) লোকসভা (House of the People) ; ও (৩) রাজ্য-পরিষদ (Council of States)। লোকসভাকে ভারতীয় পার্লামেণ্টের 'নিম্ন পরিষদ' (Lower House) এবং রাজ্য-সভাকে 'উচ্চ পরিষদ' (Upper House) বলা হয়।

লোকসভার মোট সদস্য-সংখ্যা পাঁচশতের অধিক হইবে না। সদস্যগণ বিভিন্ন রাজ্যের প্রাপ্তবয়স্ক ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। লোকসভার স্থায়িত্বকাল পাঁচ বৎসর। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট ইচ্ছা করিলে পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই লোকসভা ভাঙিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। আবার জরুরী অবস্থার ঘোষণা বলবৎ থাকিলে লোকসভার আয়ুষ্কাল পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইন করিয়া বাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। লোকসভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন স্পীকার (সভাপতি) ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করেন।

রাজ্য-পরিষদের মোট সদস্য-সংখ্যা দুইশত পঞ্চাশ জনের বেশী হইবে না। ইহাদের মধ্যে বারজন প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হইবেন এবং অবশিষ্ট সদস্যগণ বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরূপে রাজ্য-আইনসভা দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। রাজ্য-পরিষদ পার্লামেণ্টের স্থায়ী পরিষদ, লোকসভার মত ইহা পাঁচ বৎসর অন্তর ভাঙিয়া দেওয়া হয় না। প্রতি তিন বৎসর অন্তর রাজ্য-পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত হন। ভারতের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট

পদাধিকার বলে রাজ্য-পরিষদের 'চেয়ারম্যান'রূপে কার্য করেন। সদস্যগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে একজনকে ডেপুটি 'চেয়ারম্যান' নির্বাচিত করেন।

Indian Renaissance : ভারতের নবজাগৃতি। [Renaissance দ্রষ্টব্য]

Individualism : ব্যক্তি-স্বতন্ত্রতাবাদ ; ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ।

এই সমাজতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় মতবাদ অনুসারে কোন ব্যক্তির নিজস্ব কার্যে রাষ্ট্রের অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করা হয় না।

Industrial Bourgeois : শিল্পপতি-বুর্জোয়া ; শিল্পীয় বুর্জোয়া।

[Bourgeoisie শব্দ দ্রষ্টব্য]

Industrial Capital : শিল্প-মূলধন ; শিল্পীয় মূলধন।

মার্ক্সীয় মতে, মূলধনের আদর্শ রূপ ; সমাজের সমগ্র মূলধনের যে অংশ উদ্বৃত্ত শ্রম আত্মসাৎ করিবার উদ্দেশ্যে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ ও শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য লগ্নি করা হয়, মূলধনের সেই অংশকে বলা হয়, শিল্পীয় মূলধন'।

[Capital শব্দ দ্রষ্টব্য]

Industrialisation : শিল্পায়ন ; শিল্প-বিস্তার।

সামন্তপ্রথার উচ্ছেদ করিয়া সমগ্র দেশে শ্রম-শিল্পের বিস্তারসাধন ; নূতন নূতন কল-কারখানা গড়িয়া তুলিয়া কৃষি-প্রধান দেশকে শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত করণ।

Industrial Reserve Army : শিল্পের সংরক্ষিত বাহিনী।

বেকার শ্রমিককে এই নামে অভিহিত করা হয়। সকল সময়েই একটা বিরাট সংখ্যক শ্রমিক স্থায়ীভাবে বেকার হইয়া থাকে বলিয়া ইহাদের দ্বারা কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের দাবাইয়া রাখা হয়। কাজে নিযুক্ত শ্রমিকেরা যখনই বেতন-বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য আন্দোলন আরম্ভ করে তখনই মালিকেরা তাহাদের ছাঁটাই করিয়া বেকার শ্রমিকদের দ্বারা কাজ চালাইবার চেষ্টা করে ; তাহার ফলে অনেক ক্ষেত্রে কাজে নিযুক্ত শ্রমিকেরা আন্দোলনে নামিতে ভয় পায়। এই স্থায়ী বেকার শ্রমিকবাহিনী শ্রমিকশ্রেণীর ভিতর ঐক্য স্থাপনের অন্তরায়। পৃথিবীর সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশেই মালিকেরা বেকার শ্রমিকদের দ্বারা কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের দাবাইয়া রাখিবার কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে।

Industrial Revolution : শিল্প-বিপ্লব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে শিল্পের অবস্থার আমূল পরিবর্তন। এই আমূল পরি-বর্তন দেখা দেয় বিশেষভাবে শক্তি-চালিত (বাষ্প-চালিত) যন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে। তখন হইতেই আরম্ভ হয় আধুনিক ধনতন্ত্রের যুগ। এই শিল্প-বিপ্লবের জন্মস্থান ইংলণ্ডে তখন শিল্প-বিপ্লবের পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল অবস্থাই বর্তমান ছিল, যেমন—(১) মূল-ধনের বিপুল সঞ্চয় ; (২) সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-দাসত্ব হইতে মুক্ত যথেষ্ট সংখ্যক 'স্বাধীন' শ্রমিক ; (৩) একটা পৃথিবী-জোড়া বাজার ; (৪) লোহা ও কয়লার বিপুল সম্পদ ; (৫) প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক উদ্ভাবন ; (৬) যান-বাহনের উপযুক্ত ব্যবস্থা (সমুদ্র-পথের আবিষ্কার, উন্নত জাহাজ-ব্যবস্থা, 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভৌগোলিক কেন্দ্র'-সমূহের প্রতিষ্ঠা এবং দেশের মধ্যে উন্নত রাস্তাঘাট ও নদী-খাল প্রভৃতি নির্মাণ)।

Inflation : মুদ্রাস্ফীতি।

সমাজের মোট পণ্যের প্রচলনের (ক্রয়-বিক্রয়ের) জন্য যে পরিমাণ ধাতু-মুদ্রা ও কাগজী-মুদ্রার (Paper Money) প্রয়োজন সেই পরিমাণ মুদ্রা অপেক্ষা বেশী কাগজী-মুদ্রা চালু করাকে বলা হয় 'মুদ্রাস্ফীতি'। মুদ্রাস্ফীতির ফলে সমাজের মোট উৎপন্ন পণ্য ও মোট প্রচলিত মুদ্রাসমষ্টির সমতা নষ্ট হয় এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে পণ্যের দাম বৃদ্ধি পায়।

Insurrection : সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান। শাসকশ্রেণীর হাত হইতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত বিপ্লবী নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত ও সংগঠিত জনগণের সশস্ত্র অভ্যুত্থান।

Instruments of Production : উৎপাদনের যন্ত্র। [Production শব্দ দ্রষ্টব্য]

Intellectualism : জ্ঞানপ্রাধান্যবাদ। জ্ঞানের চর্চা। শুদ্ধ বুদ্ধি হইতেই জ্ঞান উদ্ভূত হয়—এইরূপ মতবাদ।

Intelligentsia : বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায়। সাধারণভাবে মধ্যবর্তী (Middle) শ্রেণীগুলির ভিতরের শিক্ষিত অংশ, যেমন ডাক্তার, যন্ত্রবিদ্ (Engineer), কলাশিল্পী, উকিল-ব্যারিস্টার প্রভৃতি।

Interest : সুদ।
শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী তাহার শিল্পে বা ব্যবসায়ে নিয়োগ করিবার জন্য ব্যাঙ্ক বা মহাজনের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া সেই ঋণের প্রতিদানে (বা ভাড়া হিসাবে) ব্যাঙ্ক বা মহাজনকে যাহা দেয় তাহাকে 'সুদ' বলা হয়। যতদিন পর্যন্ত মূল ঋণ পরিশোধ করা না হয় ততদিন ঋণের শতকরা হারে মাসিক বা বাৎসরিক হিসাবে এই সুদ দিতে হয়। শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী তাহার মুনাফা হইতেই এই সুদ যোগাইয়া থাকে।
মার্ক্সীয় অর্থনীতি অনুসারে, মূলধনীর উদ্বৃত্ত-মূল্য (Surplus-Value) আত্মসাৎ করিবার পর সেই উদ্বৃত্ত-মূল্যকে যে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় সেই তিনটি ভাগের একটিকে বলা হয় 'সুদ'। অপর দুইটি ভাগকে বলা হয় 'মুনাফা' ও 'খাজনা'। শিল্পপতি মুদ্রা-মূলধনের (Money-Capital) মালিকের, অর্থাৎ ব্যাঙ্ক বা মহাজনের নিকট হইতে যে টাকা ধার করে শিল্পপতি সেই টাকা মূলধন হিসাবে তাহার শিল্পে নিয়োগ করিয়া উদ্বৃত্ত-মূল্য হস্তগত করার পর সেই উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা অংশ মুদ্রা-মূলধনের মালিকের নিকট হইতে ধারকরা টাকার প্রাপ্য বাবদ সুদ হিসাবে মুদ্রা-মূলধনের মালিককে দেয়। সুতরাং উদ্বৃত্ত-মূল্য হইল মুনাফা ও খাজনার মত সুদেরও মূল উৎস।

Internal Sovereignty : আভ্যন্তরিক সার্বভৌমত্ব। [Sovereignty শব্দ দ্রষ্টব্য]

International Law (or Law of Nations) : আন্তর্জাতিক আইন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পরের সম্পর্ক নির্ণায়ক লিখিত ও অলিখিত বিধি। তক আইনের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রুসেল্স্ নগরীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের প্রথম সম্মেলন আহূত হয় এবং উক্ত সম্মেলনে 'আন্তর্জাতিক আইন-প্রতিষ্ঠান' নামে একটি সংগঠন স্থাপিত হয়। ঐ বৎসরই ঘেণ্ট শহরে 'ইনস্টিটিউট অফ ইণ্টারন্যাশনাল ল' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর হেগ শহরে আন্তর্জাতিক আইনের কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় এবং 'লীগ অফ নেশন' (জাতিসঙ্ঘ) স্থাপিত হইবার পর জাতিসঙ্ঘই আন্তর্জাতিক আইন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

Internationale' L" : "লা' ইণ্টারন্যাশনাল"—কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সঙ্গীত।
পৃথিবীর সকল দেশের কমিউনিস্টদের ও সোবিয়েৎ ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক সঙ্গীত। ইহা ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশের ইউজেন পটার নামক একজন কমিউনিস্ট শ্রমিক কর্তৃক রচিত হয় এবং বেলজিয়ামের পিরি গায়তের (Pierre Gayter) নামক একজন শ্রমিক-সুরকার ইহার সুর তৈরি করেন।

Internationals : আ ন্ত র্জা তি ক ; আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট-সঙ্ঘ। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট বা সমাজবাদীদের নীতির সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে সংগঠিত প্রতিষ্ঠান।

First International : প্রথম আন্তর্জাতিক।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কার্ল্ মার্ক্স্ ও ফ্রেডারিখ্ এঙ্গেল্স্ কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সঙ্ঘ' নামে 'প্রথম আন্তর্জাতিক' প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দেশের যে সকল শ্রমিক-সংগঠন তাহাদের আন্দোলনের লক্ষ্য হিসাবে সমাজবাদ গ্রহণ করিয়াছিল সেই সকল সংগঠনকে লইয়াই এই 'প্রথম আন্তর্জাতিক' গঠিত হয়। ইহার স্থায়িত্বকাল ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। 'প্যারী কমিউন'-এর পরাজয়ের দুই বৎসর পর, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই 'প্রথম আন্তর্জাতিক' ভাঙিয়া যায়। "'প্রথম আন্তর্জাতিক' সমাজবাদের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংগ্রামের ভিত্তি রচনা করে।"—Lenin : *The Third International, its Place in History.*

Second International : দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার স্থায়িত্বকাল ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ইহার প্রতিষ্ঠার কিছু কাল পর হইতে ইহার মধ্যে নানা প্রকারের সুবিধাবাদ প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। এই 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'ই ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধ-পরবর্তী কালে বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের সময় শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে; তারপর আর্থিক সংকটের সময় শ্রমিক-স্বার্থের বিরোধিতা করে এবং আরও পরে ঠিক এইভাবেই ফাসিস্তদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালাইতে অস্বীকার করিয়া পরোক্ষভাবে ফাসিস্তদের সাহায্য করে। ইহা ব্যতীত 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'-এর প্রধান নেতৃবৃন্দের অনেকে কতকগুলি দেশে (যেমন, জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম) প্রকাশ্যে ফাসিস্তদের সহিত হাত মিলায়। এই সকল ক্রিয়াকলাপ সত্ত্বেও প্রথম দিকের কার্যাবলীর দ্বারা—

"দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক এমন একটা যুগের সূচনা করিয়াছে যে-যুগে কতকগুলি দেশে ব্যাপক ও গভীর গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরী হইয়াছে।" —Lenin : *The Third International.*

Third International (Communist International or 'Comintern') : তৃতীয় আন্তর্জাতিক (কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক বা 'কমিণ্টার্ন')।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে লেনিনের ব্যক্তিগত নেতৃত্বে 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' প্রতিষ্ঠিত হয়। সকল দেশের কমিউনিস্টদের লইয়া ইহা গঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' অথবা সংক্ষেপে 'কমিণ্টার্ন'ও বলা হয়। পৃথিবীর সকল দেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য যে সকল শ্রমিক-পার্টি এই 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক'-এর সভাপদের শর্ত মানিয়া চলিতে সম্মত হইয়াছিল কেবল তাহাদের লইয়াই 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' গঠিত হইয়াছিল। 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক'-এর মূল ভিত্তি ছিল 'শ্রেণী-সংগ্রাম' (Class Struggle) ও শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের (Dictatorship of the Pro'etariat) মার্ক্সবাদী নীতি। 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক'-এর শেষ কংগ্রেস্ (সপ্তম কংগ্রেস) অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে। এই কংগ্রেসে জর্জি ডিমিট্রফ্ আন্তর্জাতিকের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ফাসিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য স্থাপনের সংগ্রামের উপর তাঁহার বিখ্যাত রিপোর্ট পেশ করেন। বিভিন্ন দেশে গণ-কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ও নীতি পূর্ণ হওয়ায় ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' ভাঙিয়া দেওয়া হয়।

International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) : 'স্বাধীন ট্রেড য়ুনিয়নসমূহের আন্তর্জাতিক

ফেডারেশন'। [The World Organisations of Labour—Labour Movement দ্রষ্টব্য]

Internationalism : আন্তর্জাতিকতাবাদ।

পৃথিবীর সকল দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ অভিন্ন, সাধারণ শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাহাদের পৃথিবীব্যাপী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালনার দায়িত্বও অভিন্ন—এই চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত নীতি।

মার্ক্সীয় মতে পৃথিবীর সকল শ্রমিক একটি মাত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তাহাদের স্বার্থ এবং সংগ্রাম চালনার দায়িত্বও অভিন্ন। 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক-ঐক্য' বা 'শ্রমিক-আন্তর্জাতিকতা' (Proletarian Internationalism) কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ হইল, শ্রমিকশ্রেণীর সর্বাঙ্গীন মুক্তির জন্য পৃথিবীর সকল শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের নীতি ও কর্মপন্থা, পরাধীন জনগণের জাতীয় মুক্তি এবং "দুনিয়াব্যাপী একটিমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পৃথিবীর সকল দেশের সকল শ্রমজীবী জনগণের ভবিষ্যৎ মিলন।"

মার্ক্সীয় মতে, স্বদেশ-ভক্তি ও আন্তর্জাতিকতা পরস্পর-বিরোধী নহে, এই দুইটি পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। "শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা স্বদেশভক্তিকে কেবল যে স্বীকার করে তাহাই নহে, বরং একটি অন্যটির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যে ব্যক্তি তাহার নিজের দেশের মানুষকে ভালবাসে, এবং অপর দেশের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে, যে ব্যক্তি স্বদেশভক্তির সহিত অপর দেশের জনগণের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তাহার জলন্ত ঘৃণাকে সংযুক্ত করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদী ও প্রকৃত স্বদেশভক্ত।"—Titarenko : *Patriotism & Internationalism.*

International Labour Organisation : আন্তর্জাতিক শ্রমিক-প্রতিষ্ঠান। ভের্সাই-সন্ধির শর্ত ও জাতিসঙ্ঘের গঠনতন্ত্র অনুসারে জেনিভা শহরে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক-প্রতিষ্ঠান। জাতিসঙ্ঘের মধ্যে মিলিত সকল দেশ ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চারিটি বিভাগ আছে :—সাধারণ সম্মেলন (ভিন্ন নাম—আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সম্মেলন), পরিচালক কমিটি, বিভিন্ন সহকারী সংগঠন ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক-দপ্তর। সাধারণ সম্মেলন বৎসরে একবার আহূত হয়। প্রত্যেক দেশের সরকার এই সম্মেলনে চারিজন প্রতিনিধি প্রেরণ করে। সেই চারিজনের মধ্যে দুইজন সরকারী, একজন মালিকদের ও অন্যজন শ্রমিকদের প্রতিনিধি। সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ প্রত্যেক দেশের আইনসভায় পাশ করাইতে হয়। আন্তর্জাতিক দপ্তরটি পরিচালক কমিটি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ইহা শ্রমিকসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিভিন্ন দেশে তথ্য সরবরাহ করে, ঐ সকল বিষয়ে অনুসন্ধান-কার্য চালায় এবং একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করে। ষাটটি রাষ্ট্র এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য।

Intuition : অন্তরের অনুভূতি; সহজ প্রত্যক্ষ; সহজাত জ্ঞান।

দার্শনিকদের মতে, ইহা এমন একটি জ্ঞান যাহা দ্বারা জ্ঞেয় বস্তু বা বিষয় একেবারে সত্যরূপে অন্তরে প্রতিভাত হয়। এই জ্ঞান মানুষের ইন্দ্রিয়লব্ধ নহে, ইহা মানুষের মনের সম্পদ, মন এই গুণ লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, অর্থাৎ এই গুণ সহজাত।

Iron-Age : লৌহ-যুগ।

[Civilization শব্দ দ্রষ্টব্য]

Iron-Curtain : লৌহ-যবনিকা।

এই কথাটি প্রথম উইনস্টন্ চার্চিল ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী থাকা কালে ব্যবহার করেন। এই কথাটি দ্বারা পূর্ব-ইউরোপের অন্তর্গত পূর্ব-জার্মানী, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া,

রুমানিয়া ও সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, অর্থাৎ ইউরোপের উত্তর প্রান্তস্থ স্টেটিন হইতে দক্ষিণ প্রান্তস্থ এড্রিয়াটিক সাগরের তীরবর্তী ত্রিয়েস্ত বন্দর পর্যন্ত রেখার পূর্বদিককে বুঝান হইয়াছে। এই কথাটি দ্বারা চার্চিল বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন উহার স্বার্থসিদ্ধির জন্য পূর্ব-ইউরোপের এই সমগ্র অঞ্চলকে অবশিষ্ট ইউরোপ ও সমগ্র পৃথিবী হইতে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে যে, এই অঞ্চলের অন্তর্গত দেশসমূহে পশ্চিম-ইউরোপ বা বহির্বিশ্বের কোন লোককে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না এবং সেই জন্যই এই সকল দেশের কোন সংবাদই বহির্বিশ্বের মানুষ জানিতে পারে না। কিন্তু এই অভিযোগ যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং ইহা যে কুৎসা-রটনা ভিন্ন অন্য কিছু নহে তাহা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সকল দেশ ভ্রমণ করিয়া বিশ্ববাসীর নিকট ঘোষণা করিয়াছেন।

Isolationism : বিচ্ছিন্নতাবাদ ; স্বতন্ত্রতাবাদ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজনৈতিক মত। ইউরোপের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এই রাজনৈতিক মতের মূল মর্ম। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এই মতের প্রাধান্যের জন্যই তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্‌সনের ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম জাতিসঙ্ঘে যোগদান করে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম হইতেই এই মতের সমর্থকগণ যুক্তরাষ্ট্রকে ইউরোপের এই মহাযুদ্ধে জড়িত না করিবার জন্য আন্দোলন করে এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশকে কোন প্রকারের সাহায্য দিবার বিরোধিতা করে। কিন্তু ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্য ভাগে যুদ্ধ প্রবল আকারে আরম্ভ হইলে যুক্তরাষ্ট্রে এই মতের সমর্থকগণের প্রভাব খর্ব হয়। তখন হইতে এই মতবাদ প্রবল হইয়া উঠে যে, ইংলণ্ড প্রভৃতি মিত্রশক্তি পরাজিত হইলে যুক্তরাষ্ট্রও বিপন্ন হইবে, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ ও পৃথিবীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না।

J

Jacobinism : জাকোবিনবাদ।

ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯-৯৪) একটি দৃঢ়তাপূর্ণ বিপ্লবী ঝোঁক। ফরাসী বিপ্লবের প্রথম দিকে জাকোবিনবাদীরা নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বিখ্যাত বিপ্লবী রবস্পেয়ার এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। 'জাকোবিনবাদ'-এর আদর্শ ছিল 'অবাধ গণতন্ত্র', সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খলের ধ্বংস এবং ইউরোপের সম্মিলিত প্রতিবিপ্লবী বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার জন্য জনগণের বৈপ্লবিক যুদ্ধের সংগঠন গড়িয়া তোলা। প্রতিবিপ্লবী বাহিনীর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিতে পারিলেও জাকোবিনবাদীরা আর্থিক সংকট হইতে উদ্ভূত সমস্যাসমূহের এবং বেকার সমস্যার ও মূল্য-বৃদ্ধির সমাধান করিতে ব্যর্থ হন। তাহার ফলেই ইঁহাদের সামাজিক সমর্থন হ্রাস পায় এবং ফরাসীদেশের 'বুর্জোয়ারা' (ধনিকশ্রেণী) তাঁহাদের নিকট হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে সক্ষম হয়।

Jingo : যুদ্ধোন্মাদ।

যে ব্যক্তি যুদ্ধবিগ্রহের জন্য বা বলপূর্বক পররাজ্য গ্রাসের জন্য আন্দোলন করে।

John Bull : জনবুল—ইংরেজ জাতি।

'জনবুল' কথাটি দ্বারা সমগ্রভাবে ইংরেজ জাতিকে বুঝায়। ইংরেজ লেখক আরবুথনট-এর *John Bull and His Island* নামক ব্যঙ্গাত্মক রচনা হইতে এই কৌতুকপূর্ণ নামটির উৎপত্তি হইয়াছিল।

Joint-Stock Company : যৌথ কারবার ; যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মূলধনে গঠিত কারবারী প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেক দেশে নানাবিধ রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা এই 'যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান' নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

Jurisprudence : আইনশাস্ত্র ; আইনবিদ্যা ; ব্যবহার-বিজ্ঞান।

যে শাস্ত্র মানুষের আইনগত অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করে এবং কিভাবে মানুষ সেই আইনগত অধিকার সর্বাধিক মাত্রায় ভোগ করিতে পারে তাহা দেখায়।

Jury : বিচার-সভার সভ্যগণ।

বিচারালয়ে বিচারকের সহিত যাঁহারা সমবেতভাবে সত্যাসত্য নির্ণয় করেন।

Just War : ন্যায় যুদ্ধ। [War শব্দ দ্রষ্টব্য]

K

Kantism (Philosophy of Kant) : কাণ্টবাদ ; কাণ্টের দর্শন

জার্মানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট-এর (১৭২৪-১৮০৪) দার্শনিক মত। কাণ্ট তাঁহার পূর্বের সকল দার্শনিক চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করিয়া নিজের দার্শনিক মত গড়িয়া তোলেন। তাঁহার মতে, প্রকৃত দার্শনিক পদ্ধতি হইল বিচারপূর্বক বিশ্লেষণ (Criticism)। তাঁহার মতে, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে যে, জ্ঞানের উপাদান অন্তর্জাত, না বাহিরের প্রকৃতি হইতে ইন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ। ইহাই কাণ্টের দার্শনিক পদ্ধতি—'বিচারবাদ' (Criticism)।

কাণ্ট পূর্ববর্তী সকল দার্শনিক চিন্তাধারার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন :

জ্ঞানের মূল বিষয় তিনটি, যথা—(১) আত্মা -ইহা একটি সচেতন পদার্থ ; (২) বিশ্ব-ইহা গোচরীভূত প্রাকৃতিক বিষয়সমূহের সামগ্রিক রূপ ; (৩) ঈশ্বর—ইনি এক অন্য-নিরপেক্ষ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা। অবশ্য, এই সকল ধারণা কেবল মনেরই গোচরীভূত, অর্থাৎ ইহাদের অস্তিত্ব কেবল চিন্তা দ্বারাই উপলব্ধি করা সম্ভব। সংক্ষেপে, কাণ্টের দার্শনিক মত বস্তুবাদীও নহে, আবার সম্পূর্ণ ভাববাদীও নহে, তবে ভাববাদের দিকেই ইহার ঝোঁক বেশী।

Ku Klux Klan : 'কু ক্লুক্স্ ক্লান'।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গদের একটি গুপ্ত সমিতি। ইহা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিট্‌লারের নাৎসিবাদের জাতি-বিদ্বেষের মতই এই সমিতিরও মূলমন্ত্র জাতি-বিদ্বেষ। নিগ্রোদের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে আমেরিকার শ্বেতাঙ্গদের রক্তের পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার অজুহাতে ইহারা নিগ্রোদের ভোটাধিকারের বিরোধিতা করে এবং নামমাত্র অপরাধে, অথবা অনেক সময় বিনা অপরাধেও নিগ্রোদের হত্যা করে ও হত্যার ভয় দেখায়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইহাদের কঠোর হস্তে দমন করা হয়, কিন্তু ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহারা আবার প্রবল হইয়া উঠে। বর্তমানে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে এই গুপ্ত সমিতির সভ্য-সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ।

Kuomintang : 'কুয়ো মিন টাং' পার্টি

চীনের রাজনৈতিক পার্টি। ইহার অর্থ—'জনগণের জাতীয় দল'। এই পার্টি ডাঃ সুন ইয়াৎ-সেন কর্তৃক ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহা ১৯১১ খৃষ্টাব্দের প্রথম জাতীয় বিপ্লবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। এই পার্টিই ১৯১২ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় বিপ্লব পরিচালনা করে। উত্তর-চীনের সামরিক প্রভুদের বিরুদ্ধে এই দলের দ্বারাই ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দের 'মহাবিপ্লব' এবং বৈপ্লবিক অভিযান সংগঠিত ও পরিচালিত

হয়। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে চিয়াং কাই-সেকের নেতৃত্বে এই পার্টি বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বিপ্লবী দলগুলিকে দলিত করিয়া এককভাবে সমগ্র চীনের ক্ষমতা দখল করে। ১৯২৭ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কুয়ো মিন টাং ও কমিউনিস্টদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলে। অতঃপর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে চীনের বিরুদ্ধে জাপানীদের আক্রমণ আরম্ভ হইলে কমিউনিস্টদের সহিত একযোগে এই পার্টি জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়। যুদ্ধশেষে পুনরায় কুয়ো মিন টাং ও কমিউনিস্টদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইলে কুয়োমিন টাং পার্টি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও চীনের মূল ভূখণ্ড হইতে বিতাড়িত হইয়া তাইওয়ান (ফরমোজা) দ্বীপে আশ্রয় লয়।

Labour : শ্রম। [Labour Power দ্রষ্টব্য]

Labour Aristocracy : শ্রমিক-আভিজাত্য। [Imperialism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Labour-Imperialist : শ্রমিক-সাম্রাজ্যবাদী। [Imperialism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Labour Party : শ্রমিক দল; লেবার পার্টি।

গ্রেট বৃটেনের শ্রমিক-পার্টি, সমাজবাদীদল। ইহা 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের' অন্তর্ভুক্ত। ইহা বৃটেনের দুইটি বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের একটি, অপরটি হইল 'রক্ষণশীল দল' বা 'কনজারভেটিভ পার্টি'। বৃটেনের সকল ট্রেড য়ুনিয়ন, বিভিন্ন সমাজবাদী ও সমবায়-সঙ্ঘ লেবার পার্টির অন্তর্ভুক্ত। এই দল সমাজবাদী হইলেও বিপ্লবে বিশ্বাসী নহে। এই দল ধনতন্ত্র অব্যাহত রাখিয়া দেশের আর্থিক জীবনের উপর অধিক মাত্রায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী এবং 'রক্ষণশীল দল' বা 'কনজারভেটিভ পার্টি'র মতই সমান সাম্রাজ্যবাদী। 'লেবার পার্টি' ও 'কনজারভেটিভ পার্টি'র মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য নাই।

Labour Power & Labour : শ্রমশক্তি ও শ্রম।

Labour Power : শ্রমশক্তি।

এই দুইটি কথা মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে নিম্নোক্ত বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়:

যে ক্ষমতা বা শক্তি (মস্তিষ্ক, স্নায়ু, পেশী, প্রভৃতির ভিতরের শক্তি) দ্বারা মানুষ শ্রম করিতে পারে তাহাকেই বলা হয় 'শ্রমশক্তি'। জীবিকানির্বাহের জন্য এই শ্রমশক্তি মূলধনীর নিকট বিক্রয় করা ব্যতীত শ্রমিকের বাঁচিবার অন্য কোন উপায় থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রমশক্তির ক্রেতা মূলধনী শ্রমশক্তির বিক্রেতা শ্রমিককে কাজে না লাগায় ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রমশক্তি শ্রমিকের দেহের মধ্যে সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। একজন বেকার শ্রমিকের শ্রমশক্তি আছে, কিন্তু তাহার দ্বারা শ্রম হয় না, অর্থাৎ তাহার শ্রমশক্তি কোন শ্রম (দ্রব্য বা পণ্য অর্থাৎ শ্রমশক্তির বাস্তবরূপ) তৈরি করে না। কারণ, তাহার শ্রমশক্তির কোন ক্রেতা নাই, সুতরাং তাহাকে কেহ কাজে লাগায় না। মার্ক্সের কথায়—"যখন আমরা শ্রমশক্তির কথা বলি তখন তাহা দ্বারা শ্রম বুঝায় না, ঠিক যেমন আমরা যখন হজম-শক্তির কথা বলি তখন তাহা দ্বারা হজম করা বুঝায় না; হজম করা বলিতে ভাল পাকস্থলী ব্যতীত আরও কিছু বুঝায়।—K. Marx : *Wage-Labour & Capital.*

Labour : শ্রম।

শ্রমশক্তি যখন কর্মরত অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ শ্রমশক্তি যখন পণ্য উৎপাদন করে, তখনই শ্রমশক্তি শ্রমে (অর্থাৎ শ্রমশক্তির

বাস্তবরূপে) পরিণত হয়। "এ মূলধনী ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রমশক্তি ক্রয় করে, আর ব্যবহারের সময়েই শ্রমশক্তি শ্রমে পরিণত হয়। শ্রমশক্তির ক্রেতা (অর্থাৎ মূলধনী) শ্রমশক্তির বিক্রেতাকে (অর্থাৎ শ্রমিককে) কারখানা প্রভৃতিতে কাজে লাগাইয়াই শ্রমশক্তি ব্যবহার করে। ব্যবহারের পূর্বে যে শ্রম-শক্তি ছিল একটা সম্ভাবনা মাত্র, ব্যবহারের সময় সেই সম্ভাবনাই বাস্তবে—কর্মরত শ্রমশক্তিতে—শ্রমকারী রূপে—পরিণত হয়।"—Karl Marx : *Wage-Labour & Capital.* [Value শব্দ দ্রষ্টব্য]

Wage Labour : মজুরি-শ্রম।

মার্ক্সীয় অর্থনীতি অনুসারে, শ্রমশক্তির ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা মূলধনী ও শ্রমিকের পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক প্রকাশ পায় তাহাকেই বলা হয় 'মজুরি-শ্রম'। ধনতন্ত্রের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমশক্তি নিজেই একটি পণ্যে পরিণত হইয়াছে। সমাজ-বিকাশের ভিতর দিয়া অর্থাৎ সামন্তপ্রথার ধ্বংসের ফলে "শ্রমিক দুই অর্থে 'মুক্ত' হইল —প্রথমতঃ, সে তাহার শ্রমশক্তি মূলধনীর নিকট বিক্রয় করিবার ব্যাপারে 'বাধামুক্ত' বা 'স্বাধীন' হইল ; দ্বিতীয়তঃ, সে জমি অথবা সাধারণভাবে উৎপাদনের উপকরণ-সমূহের মালিকানা হইতে 'মুক্ত' হইল, অর্থাৎ সে হইল একজন সম্পত্তিহীন শ্রমিক, 'প্রোলেতারিয়ান', সে এখন আর তাহার শ্রমশক্তি বিক্রয় না করিয়া জীবিকা-নির্বাহের ব্যবস্থা করিতে পারে না।"—Karl Marx : *A Contribution to the Critique of Political Economy.*

মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে মজুরি-শ্রমের অপর নাম হইল **মজুরি-দাসত্ব (Wage Slavery)**। ধনতন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিকের এই মজুরি-দাসত্বের অবসান হইবে।

Labour Movement : শ্রমিক-আন্দোলন।

শ্রমিকদের নিজস্ব সংগঠনের (রাজনৈতিক পার্টি, ট্রেড য়ুনিয়ন, কো-অপারেটিভ প্রভৃতি) দ্বারা তাহাদের নিজ স্বার্থ রক্ষা ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম।

মার্ক্সীয় মতে, শ্রমিকশ্রেণী ও উহার আন্দোলন বৈপ্লবিক হইতে বাধ্য। শ্রমিক-আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনটি : (১) প্রথম হইতে সংগঠন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, সঙ্ঘ বা ট্রেড য়ুনিয়ন গঠন ; (২) প্রত্যেকটি দেশের সকল স্তরের শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং পৃথিবীর শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দ্বারা প্রত্যেক দেশের ও পৃথিবীর শ্রমিকদের শক্তিবৃদ্ধি, সাম্রাজ্যবাদ ও সাধারণভাবে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্বের শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সফলতার মধ্য দিয়া সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতি ; (৩) শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী অংশ হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টির সৃষ্টি।

The World Organisations of Labour : বিভিন্ন বিশ্ব-শ্রমিক সংস্থা বা সংগঠন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যে বিরাট শ্রমিক-জাগরণ দেখা দেয় তাহার ফলে কয়েকটি সুবৃহৎ আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে 'বিশ্ব ট্রেড য়ুনিয়ন-ফেডারেশন' (World Federation of Trade Unions) গঠিত হয়। পরে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে 'বিশ্ব ফেডারেশন'-এর একাংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া 'স্বাধীন ট্রেড য়ুনিয়ন-সমূহের স্বেচ্ছামূলক আন্তর্জাতিক ফেডারেশন' (International Confederation of Free Trade Unions) নামে একটি পৃথক সংগঠন স্থাপন করে। পরে 'খৃষ্টীয় ট্রেড য়ুনিয়ন সমূহের বিশ্ব ফেডারেশন' (International

Confederation of Christian Trade Unions) নামে একটি ধর্মীয় ট্রেড য়ুনিয়ন-সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই তৃতীয় সংগঠনটির শক্তি কোনদিনই উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পায় নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় সংগঠন দুইটিই সর্ববৃহৎ সংগঠন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

The World Federation of Trade Unions (WFTU): বিশ্ব ট্রেড য়ুনিয়ন-ফেডারেশন, বা বিশ্বের সংযুক্ত ট্রেড য়ুনিয়ন-সংস্থা।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগরীতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ট্রেড য়ুনিয়ন আন্দোলনের প্রতিনিধিগণের এক সম্মেলনে এই 'বিশ্ব ট্রেড য়ুনিয়ন-ফেডারেশন' গঠিত হয়। এই সম্মেলনে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন প্রভৃতি ৭৯টি দেশের ৮ কোটি ৮০ লক্ষ সংগঠিত শ্রমিকের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। ইতালীর লুই সেইলাঁ ইহার সম্পাদক নির্বাচিত হন। তখন হইতে তিনিই সম্পাদক হিসাবে কার্য পরিচালনা করিতেছেন। 'বিশ্ব ট্রেড য়ুনিয়ন-ফেডারেশন'-এর উদ্দেশ্য হইল:

"এ্যাংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শান্তি-সংগ্রামে এবং শতকরা ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ ভাগ অস্ত্রহ্রাস ও অ্যাটম বোমা নিষিদ্ধকরণের জন্য নিকট ও মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও দক্ষিণ-আমেরিকার পশ্চাৎপদ শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করা।"—Louis Saillant: *Speech in the Meeting of the Council of the WFTU* (*Nov. 1951*).

'বিশ্ব-শ্রমিক ফেডারেশন'-এর প্রধান কর্মপন্থা হইল: (১) সোবিয়েৎ ইউনিয়নের শান্তিনীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও বিশ্ব শান্তি-আন্দোলনের জন্য প্রচার-কার্য চালনা; (২) ইউরোপে 'মার্শাল-প্ল্যান' ও কোরিয়া, মালয়, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি দেশে সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম; (৩) বিভিন্ন দেশে শ্রমিকশ্রেণীর অধিকার রক্ষার জন্য, বিশেষতঃ বর্ধিত হারে মজুরি প্রভৃতির জন্য শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রভৃতি সক্রিয় পন্থা দ্বারা সংগ্রাম চালনা; (৪) পূর্ব-ইউরোপের জনগণতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ও উদ্যোগে যে সকল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আরম্ভ হইয়াছে সেইগুলির প্রতি সমর্থন; (৫) বিশ্বের শান্তিরক্ষা এবং শ্রমিক ও সর্বশ্রেণীর জনগণের উন্নততর জীবনযাত্রার জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম; (৬) অর্থনৈতিক অবনতি ও একচেটিয়া ধনতন্ত্রের নূতন মহাসমর আরম্ভের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী গণ-প্রতিরোধ সৃষ্টি; (৭) প্রত্যেক দেশের শ্রমিক-জনসাধারণ ও তাহাদের ট্রেড য়ুনিয়নসমূহের উদ্যোগে শান্তিমূলক শিল্প বিস্তার ও সেই শিল্পে বর্ধিত হারে শ্রমিক নিয়োগ এবং সেই সঙ্গে আভ্যন্তরিক বাজারের বিস্তার সাধন; (৮) শ্রমিকদের ট্রেড য়ুনিয়ন-অধিকার ও জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দৃঢ়ভাবে গণ-সংগ্রাম পরিচালনা; (৯) প্রত্যেক দেশের বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী গৃহীত দৃঢ় কর্মপন্থার দ্বারা সকল জাতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম; (১০) উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ কার্যকরী করিবার পক্ষে শান্তি অপরিহার্য বলিয়া শান্তি রক্ষার নিমিত্ত অস্ত্রসজ্জা ও যুদ্ধারম্ভে বাধা দান এবং সকল আন্তর্জাতিক সমস্যা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের ব্যবস্থার জন্য দৃঢ়ভাবে গণ-সংগ্রাম পরিচালনা করা।

'বিশ্ব ট্রেড য়ুনিয়ন-ফেডারেশন'-এর প্রতিষ্ঠার পর ইহার উদ্যোগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করিয়া ঔপনিবেশিক ও অর্ধ-ঔপনিবেশিক দেশসমূহে শ্রমিক-আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করে। ভারত, দক্ষিণ-আমেরিকার দেশসমূহ, মিশর, ইরান, আলজিরিয়া প্রভৃতি যে সকল দেশে পূর্ব হইতে ট্রেড য়ুনিয়ন-আন্দোলন

ছিল সেই সকল দেশে ট্রেড য়ুনিয়ন-আন্দোলন আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে। ইহা ব্যতীত নিম্নোক্ত পরাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন দেশসমূহে নিম্নোক্ত নূতন ট্রেড য়ুনিয়ন-সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়:—'নিখিল কোরিয়া লেবার ফেডারেশন' (AKFL), 'নিখিল ইন্দোনেশিয়া ট্রেড য়ুনিয়ন সঙ্ঘ' (SOBSI), 'ফিলিপাইনের ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেস' (CLOP), 'ভিয়েৎনাম ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেস' (CGT), 'নিখিল ব্রহ্ম ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেস' (ABTUE), 'ইরানের ঐক্যবদ্ধ ট্রেড য়ুনিয়নসমূহের কেন্দ্রীয় সমিতি', 'ঈজিপ্ট ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেস' (ETUE), 'তিউনিসিয়া শ্রমিক ট্রেড য়ুনিয়ন' (USTT), 'মরোক্কো ট্রেড য়ুনিয়ন-ফেডারেশন' (G E F U M), 'নাইজিরিয়া ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেস' (NTUE), 'দক্ষিণ-আফ্রিকা ট্রেড য়ুনিয়ন লেবার কাউন্সিল' (SATLE), ইত্যাদি। এই সকল দেশে শিল্পীয় শ্রমিকদের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-শ্রমিকদের আন্দোলনও প্রবল হইয়া উঠে। ভারতের 'নিখিল ভারত ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেস' এই 'বিশ্ব ট্রেড য়ুনিয়ন ফেডারেশন'-এর

International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) : স্বাধীন ট্রেড য়ুনিয়নসমূহের আন্তর্জাতিক কনফেডারেশন।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে উপরোক্ত 'বিশ্ব শ্রমিক-ফেডারেশন' (WFTU) হইতে 'বৃটিশ ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেস' (BTUE), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'কংগ্রেস অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানিজেশন' (CIO) ও হল্যাণ্ডের 'ট্রেড য়ুনিয়ন-সংগঠন' (NYY) বাহির হইয়া আসিয়া 'স্বাধীন ট্রেড য়ুনিয়ন সমূহের আন্তর্জাতিক কনফেডারেশন' (ICFTU) গঠন করে। পরে ইউরোপ এবং আমেরিকার মধ্যপন্থী ও দক্ষিণপন্থী ট্রেড য়ুনিয়নসমূহ এবং 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'-এর অন্তর্ভুক্ত 'সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক' ট্রেড য়ুনিয়নসমূহ 'বিশ্ব শ্রমিক-ফেডারেশন' (WFTU) ত্যাগ করিয়া এই আন্তর্জাতিক কনফেডারেশনে (ICFTU) যোগদান করে। ভারতের আই. এন. টি. উ. সি. এবং 'হিন্দ মজদুর-সভা' আন্তর্জাতিক কনফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত। আন্তর্জাতিক কনফেডারেশনের দাবি অনুসারে, পৃথিবীর তিয়াত্তরটি দেশের পাঁচ কোটি ত্রিশ লক্ষ শ্রমিক ইহার সভ্য। বিভিন্ন মহাদেশে ইহার শাখা-অফিস প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এশিয়া মহাদেশের শাখা-অফিসটি কলিকাতায় অবস্থিত। ইহা ব্যতীত সমগ্র এশিয়ার ট্রেড য়ুনিয়ন-কর্মীদের শিক্ষা দানের জন্য কলিকাতা, জাপান ও ফিলিপাইনে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি ইহার কর্ম-সূচীর অন্তর্ভুক্ত:—(১) সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ও 'বিশ্ব ট্রেড য়ুনিয়ন ফেডারেশন'-এর সহিত আপসহীন বিরোধ ; (২) সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য 'মার্শাল-প্ল্যান'-এর সহিত পূর্ণ সহযোগিতা ; (৩) বিভিন্ন দেশের পণ্যমূল্য-বৃদ্ধি, অতিরিক্ত মুনাফা ও অস্ত্রবৃদ্ধির প্রতিযোগিতার 'তীব্র সমালোচনা' ; (৪) শ্রমিকদের জন্য মজুরি-বৃদ্ধির দাবি, কিন্তু জাতীয় সংকট দেখা দিলে ক্রমবর্ধমান হারে মজুরির পরিবর্তে নির্দিষ্ট হারে মজুরি দানের পরামর্শ দান ; (৫) বেকারি দূর করিবার জন্য আন্দোলন ; (৬) সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ; ইত্যাদি।

Labour Rent : শ্রম-খাজনা।

জমির খাজনা হিসাবে যে শ্রম দেওয়া হয়। সামন্তপ্রথায় অর্ধ-ভূমিদাসগণ ভূস্বামীদের জমিতে 'বেগার' খাটিয়া খাজনার বদলে শ্রম দান করিত। [Rent শব্দ দ্রষ্টব্য]

Laissez-Faire : অবাধ নীতি।

এই কথাটি ফরাসী ভাষা হইতে গৃহীত এবং ইহার মূল অর্থ 'বাধা দিও না'। ইহা

একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতবাদ। কাহারও ব্যক্তিগত কার্যে, বিশেষতঃ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তির উপর সরকারের হস্তক্ষেপ না করিবার নীতি। সম্ভবতঃ ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল এবং সামন্তপ্রথার বাধা-নিষেধের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের জাগরণশীল ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ধ্বনিরূপে ইহা দেখা দিয়াছিল।

Landless Peasant : জমিহীন বা ভূমিহীন কৃষক। [Peasant শব্দ দ্রষ্টব্য]

Land-Proletariat : কৃষি-শ্রমিক ; ক্ষেত-মজুর।

যে শ্রমিক কৃষির সহিত যুক্ত, অর্থাৎ যে কৃষকের কোন জমি নাই অথবা এত কম জমি আছে যে, সেই জমি তাহার ও তাহার পরিবারের জীবিকানির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট নহে ; সুতরাং সেই কৃষককে বাধ্য হইয়া অপরের জমিতে দিন-মজুর হিসাবে কাজ করিতে হয়, তাহাকেই বলা হয় 'কৃষি-শ্রমিক' বা 'ক্ষেত-মজুর'।

Law : নিয়ম ; শৃঙ্খলা ; আইন।

মূল অর্থে, নিয়ম বা শৃঙ্খলা। প্রধানতঃ দুইটি অর্থে এই কথাটির ব্যবহার হয়: (১) প্রাকৃতিক নিয়ম, অর্থাৎ বিশ্ব-প্রকৃতি যে সকল নিয়ম-শৃঙ্খলে বাঁধা, ইহাকে বলা হয় Natural Law ; (২) সামাজিক মানুষকে যে সকল রাষ্ট্র-কৃত নিয়ম-শৃঙ্খলা মানিয়া সমাজে বাস করিতে হয়, ইহাকে বলা হয় Jurisprudence (আইনশাস্ত্র)।

(১) Natural Law : প্রাকৃতিক নিয়ম।

যে নিয়মে বিশ্ব-প্রকৃতি চলিয়া থাকে এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ঘটিয়া থাকে ; যেমন গতিসম্বন্ধীয় নিয়ম (Law of Motion)। ইহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত যে, নির্দিষ্ট অবস্থায় একই প্রকারের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। প্রত্যেকটি নিয়মসম্বন্ধীয় জ্ঞানের ভিত্তি হইল পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, কার্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় ও উহার ব্যাখ্যা।

(২) Law (Jurisprudence) : আইনশাস্ত্র।

যে নিয়ম-শৃঙ্খলা দ্বারা সামাজিক মানুষের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং যাহা ভঙ্গ করিলে সমাজের প্রত্যেক মানুষকেই কোন না কোন শাস্তি বা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এই সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা বা আইন ব্যতীত মানুষ সমাজে একত্রে বাস করিতে পারে না। এই জন্যই মানব-সমাজের গোড়া হইতে আইনের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই সকল আইন-কানুন সৃষ্টির ব্যাপারে প্রথম দিকে ধর্ম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল এবং তখন আইন-কানুনকে ঈশ্বরের নির্দেশ বলিয়া মনে করা হইত। এই ধারণা হইতে বর্তমান কালে নৈতিক নিয়মাবলীর (Moral Laws) সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া অনেকের অনুমান। প্রথম দিকের আইনে আদিম মানুষের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন প্রথার প্রভাব ছিল অনেক বেশি। অনেক দেশে আদিম কালের বিভিন্ন প্রথার সংস্কার সাধন করিয়াই আইন তৈরী হইয়াছে। প্রাচীন কালে যাঁহারা আইন তৈরি করিয়াছিলেন, যেমন ব্যাবিলনের সম্রাট হামুরাবি, ইহুদী-নায়ক মুসা (Moses), তাঁহারা কেহই বর্তমান কালের ধারণানুযায়ী আইনজ্ঞ বা আইন-প্রণয়নকারী ছিলেন না। তাঁহারা কেবল তাঁহাদের পূর্বের ও সমকালীন প্রচলিত প্রথাগুলিকেই সাজাইয়া আইন তৈরি করিয়াছিলেন। অবশ্য গ্রীকগণ বিশেষ উন্নত আইন তৈরি করিয়াছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন দেশের বর্তমান আইন মূলতঃ রোম-সাম্রাজ্যে প্রচলিত আইনের ভিত্তিতেই রচিত।

বিভিন্নভাবে আইনের শ্রেণী ভাগ করা হইয়াছে। রোমানগণ আইনের নিম্নোক্ত রূপ শ্রেণীভাগ করিয়াছেন : (১) নাগরিক বা জাতীয় আইন ; (২) জাতিসমূহের আইন—ইহাই আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি।

বর্তমান কালের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই উহার ইতিহাস, সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতির ভিত্তিতে নিজস্ব আইন রচনা করিয়াছে। প্রত্যেক দেশের আইন-সভাই উহার রচয়িতা।

League of Nations : জাতিসঙ্ঘ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভের্সাই-সন্ধি ও অন্যান্য শান্তি-চুক্তির ভিত্তিতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কর্মকেন্দ্র ছিল সুইজারল্যাণ্ডের জেনিভা শহরে।

জাতিসঙ্ঘের মূলনীতি ছিল নিম্নরূপ : জাতিসঙ্ঘের সভ্য-জাতিসমূহের প্রত্যেকের সমান মর্যাদা লাভ; আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রত্যেক জাতির নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষার নিশ্চয়তা দান; দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে উহাদিগকে জাতি-সঙ্ঘের সালিশ মানিয়া লইতে হইবে; কোন দেশ জাতিসঙ্ঘের নির্দেশ অমান্য করিয়া পররাজ্য আক্রমণ করিলে তাহার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক শাস্তিবিধান করা হইবে; অস্ত্র-হ্রাসের ব্যবস্থা করা হইবে; ইত্যাদি। প্রতি বৎসর একবার করিয়া জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন হইত। সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত ৫৪টি সভ্য-দেশের প্রত্যেকে একটি করিয়া ভোট দিতে পারিত। সঙ্ঘের কাউন্সিলের অধিবেশন হইত বৎসরে তিনটি। গ্রেট বৃটেন, ফরাসী দেশ ও সোবিয়েৎ ইউনিয়ন—এই তিনটি রাষ্ট্র ছিল জাতিসঙ্ঘের স্থায়ী সভ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্‌সন্ জাতিসঙ্ঘের প্রধান উদ্যোক্তা হইলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসঙ্ঘে যোগদান করে নাই। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ ও জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে হিট্‌লার-শাসিত জার্মানী কর্তৃক সঙ্ঘ ত্যাগ, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ইতালী কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণ ও ইতালীকে শাস্তি দিতে সঙ্ঘের ব্যর্থতা, জার্মানী কর্তৃক বিনা বাধায় অষ্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া গ্রাস এবং ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পোল্যাণ্ড আক্রমণ প্রভৃতি ঘটনা জাতি-সঙ্ঘের অসারতা প্রতিপন্ন করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

Left : বাম; বামপন্থী।

এই শব্দটি দ্বারা সাধারণ অর্থে প্রতিক্রিয়া-শীলদের বিরোধী কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য সংগ্রামী ও গণতান্ত্রিক দলসমূহকে একত্রে বুঝায়। যখন এই শব্দটিকে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রাখা হয়, যেমন 'Leftist' ('বামপন্থী' বা 'বামবাদী') তখন তাহা দ্বারা যুক্তিহীন বিশৃঙ্খলামূলক উগ্র কর্মপন্থার সমর্থকদের বুঝায়, এই বিশৃঙ্খলামূলক কর্মপন্থা কোন ক্রমেই প্রগতিশীল আন্দোলনে সাহায্য করে না। কোন কোন ক্ষেত্রে 'Leftism' ('বামবাদ' বা 'বামপন্থা') সুবিধাবাদীদের একটি অপকৌশলও হইতে পারে। সুবিধাবাদীরা এই অপকৌশলের সাহায্যে ভূয়া বৈপ্লবিক ও গালভরা বুলির দ্বারা তাহাদের সুবিধাবাদের আসল চেহারাটাকে ঢাকিয়া রাখে। এই সকল সুবিধাবাদীরা নিজেদের 'বামবাদী' অর্থাৎ 'অতিবিপ্লবী' বলিয়া জাহির করে।

Left Wing Parties : বামপন্থী দলসমূহ।

এই কথাটি দ্বারা বিভিন্ন প্রগতিশীল দলকে বুঝায়। সকল প্রগতিশীল দলকে এই নামে অভিহিত করিবার কারণ এই যে, প্রায় সকল দেশের পার্লামেণ্টে বা আইনসভায় এই সকল দলের প্রতিনিধিগণ সাধারণতঃ 'স্পীকার' বা সভাপতির বাম-দিকে আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের 'ফরাসী বিপ্লব'-এর সময় গঠিত 'ফরাসী জাতীয় পরিষদ'-এ (French National Assembly) ফরাসী দেশের তৎকালীন বামপন্থী প্রগতিশীল দলগুলি পরিষদে 'স্পীকার'-এর বাম দিকে, মধ্যপন্থীরা মধ্যস্থলে এবং রক্ষণশীলগণ 'স্পীকার'-এর

ডান দিকে আসন গ্রহণ করিতেন। তখন হইতেই সকল দেশের পার্লামেন্টে বা আইনসভায় এই রীতিটি প্রচলিত হয় এবং এইভাবে আসন গ্রহণের রীতি হইতে প্রগতিশীল প্রতিনিধিদের Left Wing এবং রক্ষণশীলদের Right Wing নামে অভিহিত করা হয়।

Legalism : আইনানুরক্তি; আইনের মোহ।

অন্যান্য কর্মপন্থা বাদ দিয়া কেবল মাত্র আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বনের দিকে ঝোঁক।

Legal Tender : বিহিত অর্থ; আইন অনুসারে গ্রহণীয় মুদ্রা।

আইন অনুসারে যে মুদ্রা দ্বারা লেন-দেন করা চলে। ভারতবর্ষে রূপার টাকা বা এক টাকার নোটের দ্বারা যে কোন পরিমাণ অর্থ লেন-দেন করা চলে, আর আধুলি দ্বারা দুই টাকার বেশী দেওয়া চলে না।

Legion of Honour : সম্মানিত বাহিনী।

সম্মানজনক উপাধি। ফরাসী দেশে সামরিক বা অন্য বিভাগে প্রশংসাজনক কার্যের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সময় ইহা প্রথম প্রবর্তিত হয়।

Leninism : লেনিনবাদ; 'লেনিন-ইজম্'।

"'লেনিনবাদ' হইল সাম্রাজ্যবাদের যুগের, অর্থাৎ শ্রমিক-বিপ্লবের যুগের মার্ক্সবাদ। অথবা আরও সঠিকভাবে বলিলে, 'লেনিনবাদ' হইল সাধারণভাবে শ্রমিক-বিপ্লবের তত্ত্ব (Theory) ও কর্ম-কৌশল, এবং বিশেষভাবে শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্বের তত্ত্ব ও কর্ম-কৌশল।"—J.V. Stalin : *Leninism.*

[Marxism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Levellers : সমতাস্থাপক দল; সমতাবাদী দল।

যাহারা সর্বপ্রকার সামাজিক বৈষম্য দূর করিয়া সমাজে সাম্য স্থাপন করিতে চায়। ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর গৃহ-যুদ্ধের সময় এইরূপ একটি দল গঠিত হইয়াছিল। এই দল ক্রমওয়েলের একনায়কত্বমূলক শাসনের বিরুদ্ধে ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ করে এবং পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন হয়।

[English Revolution দ্রষ্টব্য]

Liberalism : উদারবাদ; উদারনীতি।

রক্ষণশীলতা-বিরোধী সংস্কারপন্থী মতবাদ। এই মতবাদ বিপ্লব-বিরোধী এবং সংস্কারের দ্বারা সামাজিক উন্নয়নের পন্থা অবলম্বন করে।

Liberal Party : উদারনৈতিক পার্টি বা দল।

উদারবাদের সমর্থকগণ উদারনৈতিক পার্টি নামে অভিহিত হয়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে 'হুইগ পার্টি' ছিল তাহাই পরে 'লিবারেল পার্টি' নাম গ্রহণ করে। বর্তমান 'লেবার পার্টি'র অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইংলণ্ডে 'কন্জারভেটিভ পার্টি'র পরেই ছিল 'লিবারেল পার্টি'র স্থান। কিন্তু ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধের পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই 'কন্জারভেটিভ পার্টি' ও 'লেবার পার্টি'র চাপে 'লিবারেল পার্টি' ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যায়। তাহার পর এই পার্টির কেবল নাম-মাত্র অস্তিত্ব বজায় থাকে। এই পার্টির সমৃদ্ধির সময় ইহা বহু ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

ভারতবর্ষেও জাতীয় আন্দোলনের গোড়ার দিকে এই দল বিশেষ শক্তিশালী ছিল এবং এই দলই তখন জাতীয় আন্দোলন পরিচালনা করিত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর কংগ্রেস কর্তৃক সংগ্রামের পথ গ্রহণ করিলে এই দলের প্রভাব নষ্ট হইয়া যায়।

Life-Process of Capital : মূলধনের জীবনধারা।

কথাটি মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার অর্থ, মূলধনের বিস্তার ও আত্মবৃদ্ধির

ধারা ; এই ধারার মূল উৎস হইল শ্রমিকের তৈরী 'উদ্বৃত্ত শ্রম' (Surplus Labour), এই 'উদ্বৃত্ত শ্রম' গ্রাস করিয়াই মূলধনের পক্ষে নিজেকে বর্ধিত করা সম্ভব হয়, অর্থাৎ 'উদ্বৃত্ত শ্রম' হইতেই মুনাফার সৃষ্টি হয় এবং মূলধনীরা সেই মুনাফা জমাইয়া ও পুনরায় উৎপাদনে নিয়োগ করিয়া ক্রমশঃ মূলধনের কলেবর (পরিমাণ) বৃদ্ধি করে।

Limited Liability (Limited Company) : সীমাবদ্ধ দায় বা দায়িত্ব।

কোন যৌথ কারবারের অংশীদারদের অংশের অনুপাতে দেনার জন্য দায়িত্ব। কোন 'লিমিটেড কোম্পানি'তে অংশীদারদের দায়িত্বের পরিমাণ তাহাদের অংশের অনুপাতে স্থির হয়। যে যৌথ কারবারে অংশীদারদের দায়িত্ব তাহাদের অংশের অনুপাতে সীমাবদ্ধ থাকে সেই কারবারকে 'লিমিটেড কোম্পানি' (Limited Company) বলা হয়।

Liquidation, To Go Into : কারবার গুটানো ; দেউলিয়া হওয়া।

দেনা-পাওনা মিটাইয়া কারবার গুটাইয়া ফেলা।

Liquid Asset : চল্‌তি সম্পত্তি।

যে সম্পত্তি কারবারে খাটিতেছে এবং যাহা সহজেই নগদ টাকায় পরিবর্তিত করা যায়।

Little Assembly : ক্ষুদ্র পরিষদ।

[United Nations Organisation (U. N. O.) দ্রষ্টব্য]

Living Wage : জীবিকানির্বাহের উপযুক্ত মজুরি। [Wages শব্দ দ্রষ্টব্য]

Localism : বিশেষ স্থানের প্রতি অনুরাগ বা আসক্তি ; স্থানীয় সংকীর্ণতা।

স্থানবিশেষের প্রতি আসক্তি হেতু চিন্তা বা মনোভাবের সংকীর্ণতা।

Love, Platonic : নিষ্কাম প্রেম।

[Platonism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Ludite Movement : লুডাইট-আন্দোলন।

ইংলণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শ্রমিকদের যন্ত্রপাতি ধ্বংস করার আন্দোলন ; কারখানায় নূতন যন্ত্রপাতি চালু করিবার ফলে বহু শ্রমিক বেকার হইয়া পড়ে বলিয়া ক্রোধের বশে সেই সকল নূতন যন্ত্রপাতি ভাঙিয়া ফেলিয়া, অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তাহা চালাইতে বাধা দিবার আন্দোলন।

এই আন্দোলনের নেতা ছিল নেড্‌লুড (Ned Lud) নামক একজন শ্রমিক। তাহারই নাম হইতে এই আন্দোলনের নাম হয় 'লুডাইট আন্দোলন'। লুড শ্রমিকদের একটি বড় দল গঠন করিয়া তাহাদের লইয়া যন্ত্র ভাঙা, যন্ত্র পোড়ানো, কারখানা জ্বালানো প্রভৃতি কাজের দ্বারা নূতন যন্ত্র চালু করিবার কাজে বাধা দিতে আরম্ভ করে। এই আন্দোলন ইংলণ্ডের ইয়র্কশায়ার, ল্যাঙ্কাশায়ার ও নটিংহামশায়ারে বিস্তৃত হয় এবং ইহা ১৮১১-১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলে। ইহার পর শ্রমিকরা বুঝিতে পারে যে, এই ধরনের আন্দোলনের দ্বারা যান্ত্রিক উন্নতিতে বাধা দেওয়া যায় না এবং শ্রমিকদের বেকারী ও অন্যান্য দুর্দশার জন্য যন্ত্রপাতি দায়ী নহে—দায়ী যন্ত্রপাতি ও কারখানার মালিক মূলধনীশ্রেণী। ইহার পর এই আন্দোলনের অবসান হয়।

Lumpen Proletariat : অপরাধপ্রবণ গরীব লোক ; 'লুম্পেন প্রোলেতারিয়াত'।

যে সকল গরীব লোক রাষ্ট্রের খরচে অর্থাৎ ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করে তাহাদেরই 'লুম্পেন প্রোলেতারিয়াত' বলা হয়। ইহারা চল্‌তি সামাজিক অবস্থার চাপে কোন না কোন রকমে চারিত্রিক দিক হইতে অধঃপতিত হইয়া অপরাধপ্রবণ হইয়া ওঠে ; যেমন চোর, ডাকাত, খুনী, দস্যু প্রভৃতি। ইহাদের সহিত বেকার শ্রমিকদের কোন সম্পর্ক নাই, ইহারা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন 'শ্রেণী'।

নৈরাষ্ট্রবাদীরা (Anarchists) ইহাদিগকে সর্বাপেক্ষা বেশী বিপ্লবী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু কমিউনিস্টরা ইহাদের কোন বৈপ্লবিক শক্তি বলিয়াই স্বীকার করেন না। কার্ল্ মার্ক্স্ ও ফ্রেডারিখ্ এঙ্গেল্স্ তাঁহাদের রচিত 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে ইহাদের সম্পর্কে নিম্নোক্তরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন: "ইহারা একটি 'সাংঘাতিক শ্রেণী', সমাজের আবর্জনাস্বরূপ, পুরাতন সমাজ-গহ্বরের নিম্নতম স্তর হইতে উৎক্ষিপ্ত অকর্মণ্য পুতিগন্ধময় এক বিরাট দঙ্গল, শ্রমিক-বিপ্লবের স্রোত বাহিয়া ইহারা এখানে-ওখানে আন্দোলনে ঢুকিয়া পড়িতে পারে; ইহাদের জীবনধারণের অবস্থা এমনই যে, ইহারা অতি সহজেই প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রকারীদের আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হইতে পারে।"

Lynch Law: 'লিঞ্চ'-আইন।

আইন-আদালতের আশ্রয় না লইয়া স্বয়ং অপরাধীকে শাস্তিদানের ব্যবস্থা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহা প্রচলিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া রাজ্যের জন লিঞ্চ (১৭৩৬-৯৬) নামক একজন ধনী কৃষকের নাম হইতে এই তথাকথিত 'আইন'টির নামকরণ হইয়াছে। এই ব্যক্তি আইন-আদালতের আশ্রয় না লইয়া পলাতক দাস (নিগ্রো) ও নিগ্রো-অপরাধীদের হত্যা করিয়া শাস্তি দিত। সেই হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, বিশেষতঃ দক্ষিণ ভাগের শ্বেতকায় সাহেবগণ মার্কিন-সভ্যতা রক্ষার অজুহাতে আইন-আদালতের আশ্রয় না লইয়া এমনকি সামান্য অপরাধেও অপরাধী নিগ্রোদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডই 'লিঞ্চ-ল' বলিয়া কুখ্যাত। প্রকৃতপক্ষে ইহা কোন আইন নহে, বর্তমান কালেও যে পৃথিবীর কোন সভ্যদেশে এইরূপ বর্বর কাণ্ড ঘটিতে পারে তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

M

Machiavellian Policy: মাকিয়াভেলির নীতি।

ইতালীর রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ নিকোলো মাকিয়াভেলি (Niccolo Machiavelli, 1469-1527) দ্বারা প্রবর্তিত ধূর্ততামূলক রাষ্ট্রনীতি, অর্থাৎ 'যেন তেন প্রকারেণ' রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার নীতি। 'ধূর্ততা, অপকৌশল ও বিশ্বাসঘাতকতা—এই গুলিই ছিল মাকিয়াভেলির কূট রাষ্ট্রনীতির ভিত্তি। মাকিয়াভেলি তাঁহার এই কূট রাষ্ট্রনীতি ব্যাখ্যা করিয়া *The Prince* নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

[European Renaissance—Renaissance শব্দ দ্রষ্টব্য]

Magna Charta: স্বাধীনতা-সনদ।

ইংলণ্ডের প্রজাদের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় মূল সনদ। ১২১৫ খৃষ্টাব্দে ইহা রাজা জন-এর নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছিল। এই স্বাধীনতা-সনদের প্রধান বিষয়গুলি ছিল নিম্নরূপ: (১) প্রজাদের নিকট হইতে রাজা তাঁহার নিজের জন্য কোন অর্থ আদায় করিতে পারিবেন না; (২) রাজ্যের সর্বোচ্চ পরিষদের (পার্লামেন্টের) মত না লইয়া রাজা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত করিতে অথবা প্রথমা কন্যার বিবাহ দিতে পারিবেন না; (৩) রীতিমত বিচার ব্যতীত কোন কারিগরকে কারারুদ্ধ করা, কোন শাস্তি দেওয়া বা আইনের আশ্রয়-চ্যুত করা হইবে না; (৪) কোন অধিকার বা বিচার, বিক্রয় বা বিলম্বিত করা অথবা উহা হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা হইবে না; (৫) স্থায়ী দেওয়ানী আদালত (Civil Court) প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

Malthusianism : ম্যাল্‌থাসের মতবাদ। ইংলণ্ডের রেভারেণ্ড টমাস্ রবার্ট ম্যাল্‌থাস্ (১৭৬৬-১৮৩৪) কর্তৃক প্রচারিত জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণসম্বন্ধীয় মতবাদ। ম্যাল্‌থাসের মতে, কোন দেশেই লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে; যদি কোন দেশের অধিবাসীরা ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি রোধ না করে তবে দেশব্যাপী দারিদ্র্য অনিবার্য; এইরূপ স্থলে দারিদ্র্য, পাপাচার, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির ফলে নিজ হইতেই মানুষ মরিয়া দেশের লোক-সংখ্যা হ্রাস পাইবে। এই মতবাদ আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া যুক্তিবাদীরা এই মতবাদ অগ্রাহ্য করেন।

Mandate : অন্যের হইয়া শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষমতা।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক প্রবর্তিত এক ধরনের ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থা। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মানী ও তুরস্কের কতিপয় উপনিবেশকে এই শাসন-ব্যবস্থার অধীনে রাখা হয়। 'লীগ অফ নেশনস্' (বা জাতিসঙ্ঘ) গ্রেট বৃটেন ও ফরাসী দেশের উপর উক্ত উপনিবেশ-গুলির শাসন-কার্য পরিচালনার ভার অর্পণ করে। এই 'ম্যানডেট'-শাসিত দেশগুলিকে 'ক', 'খ', 'গ'-এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছিল। 'ক' শ্রেণীর মধ্যে ছিল ইরাক, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন; এই দেশগুলিকে সাময়িকভাবে, অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত ইহারা স্বায়ত্তশাসন লাভের উপযুক্ত না হয় কেবল ততদিনই ইহাদের 'ম্যানডেট'-ব্যবস্থার অধীনে রাখা হইয়াছিল। 'খ' শ্রেণীর দেশ গুলিকে ইহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য 'ম্যানডেট'-এর অধীনে রাখা হয়। 'গ' শ্রেণীর অঞ্চল-গুলিকে শাসনভার প্রাপ্ত দেশের অংশ হিসাবে (অর্থাৎ উহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ করিয়া) শাসন করা হইত।

Marginal Utility : প্রান্তিক উপযোগ, পার্যন্তিক উপযোগ। [Utility শব্দ দ্রষ্টব্য]

Margin of Cultivation : অলাভ-জনক চাষ, পার্যন্তিক চাষ।

যে চাষের দ্বারা (অর্থাৎ জমি-চাষের দ্বারা) অতি কষ্টে কেবলমাত্র মজুরের জীবিকা-নির্বাহের খরচ ও মূলধনের সুদ পাওয়া যায়, কিন্তু খাজনা দেওয়া সম্ভব হয় না, সেইরূপ জমির চাষ।

Market : বাজার।

সাধারণভাবে যে স্থানে পণ্যের বিনিময় হয়, অর্থাৎ পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হয় সেই স্থানকে 'বাজার' বলে। কোন কোন সময় পণ্যের চাহিদা বুঝাইবার জন্যও 'বাজার' শব্দটি ব্যবহার করা হয়, যেমন 'বস্ত্রের বাজার' নাই, অর্থাৎ বস্ত্রের চাহিদা নাই। গভীর অর্থে, বাজার হইল পণ্য বিনিময়ের জন্য পণ্যের মালিকদের সহিত ক্রেতাদের যোগসম্পর্ক। [Price শব্দটি দ্রষ্টব্য]

Home Market : দেশের বাজার; দেশীয় বাজার; দেশের আভ্যন্তরিক বাজার।

সমাজে পণ্যের উৎপাদন আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় আরম্ভ হয় এবং তাহার ফলে দেশের আভ্যন্তরিক বাজারের সৃষ্টি হয়। পণ্যের উৎপাদনের বিকাশের দ্বারাই এই বাজার সৃষ্টি হয় এবং সমাজে শ্রম-বিভাগ যতখানি বাড়িয়া উঠে দেশের আভ্যন্তরিক বাজারও ততখানি বিকাশ লাভ করে। মূলতঃ দেশের আভ্যন্তরিক বাজারের উপরেই দেশের শিল্পের প্রসার নির্ভর করে।

Foreign Market : বৈদেশিক বাজার।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় অথবা বিনিময়কে সাধারণ ভাবে 'বৈদেশিক বজার' বলা হয়।

"ধনতন্ত্রের পক্ষে যে একটা বৈদেশিক বাজারের প্রয়োজন হয়, তাহার প্রধান কারণ এই নহে যে ধনতন্ত্রের পক্ষে নিজের

দেশের বাজারে সকল পণ্য বিক্রয় করা সম্ভব হয় না; তাহার কারণ এই যে, ধনতন্ত্রের পক্ষে অপরিবর্তিত অবস্থায় ঠিক একই উৎপান-ধারা ঠিক একই পরিমাণে চালাইয়া যাওয়া অসম্ভব (তাহা সম্ভব ছিল ধনতন্ত্রের গোড়ার দিকে), আর তাহারই ফলে দেখা দেয় উৎপাদনের সীমাহীন বৃদ্ধি এবং এই সীমা ছাড়াইয়া-যাওয়া উৎপাদনই ধনতন্ত্রের গোড়ার দিকের অর্থনৈতিক গণ্ডির সংকীর্ণ সীমা (অর্থাৎ দেশের আভ্যন্তরিক বাজারের সীমা) ছাপাইয়া যায়।" Lenin: *Development of Capitalism in Russia.*

[Imperialism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Marshall Plan: মার্শাল-পরিকল্পনা।

'মার্শাল-পরিকল্পনার' অন্য নাম Organisation for European Economic Co-operation বা 'ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতার সংগঠন'। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাষ্ট্র-সচিব জন মার্শাল (John Marshall) হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে তিনি ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থার এক ভয়াবহ চিত্র বর্ণনা করিয়া এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য অবিলম্বে ইউরোপকে যথেষ্ট পরিমাণে ডলার সরবরাহের আবশ্যকতা উল্লেখ করেন। তিনি এই সম্পর্কে বলেন যে, ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করিতে প্রস্তুত; কিন্তু এই সাহায্য পাইতে হইলে ইউরোপের দেশগুলিকে প্রথমেই উহাদের নিজ নিজ প্রয়োজন স্থির করিতে হইবে এবং তাহার কত অংশ নিজেরা সংগ্রহ করিতে পারিবে তাহাও স্থির করিতে হইবে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগরীতে 'মার্শাল-পরিকল্পনা' অনুযায়ী সাহায্য গ্রহণে ইচ্ছুক ষোলটি ইউরোপীয় রাষ্ট্র মিলিত হইয়া অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য একটি কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই সম্মেলন হইতে ঘোষণা করা হয় যে, এই কর্মসূচী দ্বারা ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সম্ভব হইবে। এই কর্মসূচীটি নিম্নরূপ: (১) 'মার্শাল-পরিকল্পনায়' অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেকটি দেশে দৃঢ় ও ব্যাপকভাবে উৎপাদন-পরিকল্পনা অনুসরণ করা হইবে; (২) প্রত্যেক দেশে আভ্যন্তরিক মুদ্রা-মূল্য অব্যাহত রাখা হইবে; (৩) পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলি পরস্পরকে যত বেশী সম্ভব সাহায্য করিবে; (৪) আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সহিত ইউরোপের ব্যবসায়-বাণিজ্যে যে ঘাট্তি পড়িবে তাহা পূরণের জন্য সকল রাষ্ট্র মিলিত ভাবে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। ষোলটি দেশের এই ঘাট্তির পরিমাণ হিসাব করা হয় ২২৪৪ কোটি ডলার।

ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব-ইউরোপের কেবল সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়া উক্ত প্যারী-সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু 'মার্শাল-পরিকল্পনা'র আনুসঙ্গিক আপত্তিকর শর্ত-সমূহের প্রতিবাদে ঐ দুইটি দেশ সম্মেলন ত্যাগ করে। উহাদের মতে, 'মার্শাল-পরিকল্পনা' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধকালীন উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের পরিকল্পনা ভিন্ন অন্য কিছু নহে, এবং এই পরিকল্পনার ফলে ইহাতে অংশ গ্রহণকারী দেশগুলির অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পরিবর্তে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটিবে। এই পরিকল্পনার সর্বাপেক্ষা আপত্তিকর শর্তগুলির মধ্যে একটি ছিল যে, পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণকারী কোন দেশের প্রয়োজন ঐ দেশ একাকী স্থির করিতে করিতে পারিবে না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত পরামর্শ করিয়াই তাহা স্থির করিতে হইবে। আর একটি শর্ত ছিল যে, মার্কিন পরিকল্পনা-কর্মচারীরাই পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণকারী দেশগুলির শিল্প-কল-কারখানার

তত্ত্বাবধান করিবে। পরবর্তী কালে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়ার সন্দেহ বহুলাংশে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যাহা হউক, ইউরোপের অর্থ-নৈতিক পুনরুজ্জীবনে 'মার্শাল-পরিকল্পনার' ব্যর্থতা উহাতে অংশ গ্রহণকারী ষোলটি দেশের বর্তমান দুর্দশা ও ক্রমবর্ধমান সংকট হইতেও বুঝিতে পারা যায়।

Marxism (Marxism-Leninism) : মার্ক্‌স্‌বাদ (মার্ক্‌স্‌বাদ-লেনিনবাদ)।

শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্দোলনের তত্ত্ব (Theory) ও কর্মপন্থা। শ্রমিকশ্রেণীর যে মূলতত্ত্ব বা বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি কার্ল্‌ মার্ক্‌স্‌ ও ফ্রেডারিখ্‌ এঙ্গেল্‌স্‌ কর্তৃক প্রথম প্রচারিত হয় এবং পরে লেনিন কর্তৃক আরও বর্ধিত হয়, সেই মূলতত্ত্ব বা দৃষ্টিভঙ্গিকেই বলা হয় মার্ক্‌স্‌বাদ অথবা মার্ক্‌স্‌বাদ-লেনিনবাদ। [Leninism শব্দটি দ্রষ্টব্য]

"মার্ক্‌স্‌বাদ হইল কার্ল্‌ মার্ক্‌সের শিক্ষা ও বিশ্লেষণ-পদ্ধতি। মার্ক্‌স্‌ ছিলেন একজন বিরাট প্রতিভাবান ব্যক্তি। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর তিনটি মতাদর্শের আরও বিকাশ সাধন করিয়া উহাদের পূর্ণরূপ দান করেন। এই তিনটি মতাদর্শের এক একটি ছিল মানব-সমাজের তিনটি সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশের এক একটি বৈশিষ্ট্য—যথা: বনিয়াদী জার্মান দর্শন, বনিয়াদী ইংলিশ অর্থনীতি ও ফরাসী দেশের বৈপ্লবিক মতবাদের সহিত সংযুক্ত ফরাসী সমাজবাদ (French Socialism)। মার্ক্‌স্‌-এর শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হইল, তাঁহার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্রষ্টা হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বব্যাপী ঐতিহাসিক ভূমিকার ব্যাখ্যা।"—Lenin: *Teachings of Karl Marx.*

মার্ক্‌স্‌বাদ হইল মার্ক্‌সীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত সমাজবাদ। কার্ল্‌ মার্ক্‌স্‌ (Karl Marx—1818-83) ও ফ্রেডারিখ্‌ এঙ্গেল্‌স্‌ (1820-95) যে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা ও ব্যাখ্যা করেন তাহাই 'মার্ক্‌স্‌বাদ' নামে খ্যাত। মার্ক্‌স্‌বাদের মূল উৎস তিনটি: (১) জার্মান দর্শন, বিশেষতঃ হেগেল-এর দর্শন; (২) ইংলণ্ডের বনিয়াদী অর্থনীতি, বিশেষতঃ রিকার্ডোর অর্থনীতি; (৩) ফরাসী দেশের বৈপ্লবিক মতবাদ। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism) মার্ক্‌স্‌বাদের ভিত্তি। মার্ক্‌স্‌বাদ অনুসারে, সমাজের ভিত্তি হইল অর্থ নৈতিক কাঠামো (Economic Structure) বা উৎপাদন-পদ্ধতি, অর্থাৎ অর্থ নৈতিক কাঠামো বা উৎপাদন-পদ্ধতি অনুসারেই সমাজ গড়িয়া উঠে; আর রাজনৈতিক ব্যবস্থা, আইনকানুন, ভাবধারা প্রভৃতি হইল বহির্গঠন (Super Structure) মাত্র; যেমন, হস্ত-চালিত তাঁত সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও উহার অনুরূপ ধর্ম, আইনকানুন, রীতিনীতি প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছিল, আবার উন্নত বাষ্প-চালিত তাঁত সৃষ্টি করিয়াছিল উহার অনুরূপ রাজনীতি, ধর্ম, রীতিনীতি, আইনকানুন সহ উন্নত ধন-তান্ত্রিক সমাজ। সংক্ষেপে, ইহাই মার্ক্‌সের 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' (Historical Materialism)। ইতিহাস কেবল ধারাবাহিক শ্রেণী-সংগ্রামেরই ইতিহাস। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ধারাবাহিক বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্য দিয়া বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্তপ্রথার উচ্ছেদ করিয়াছে; সামন্ততান্ত্রিক সমাজের খোলসের মধ্যে থাকিয়া উৎপাদন-শক্তি (Productive Forces) বাড়িয়া এমন একটা অবস্থায় আসিয়াছিল যে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মধ্যে উহার আরও বৃদ্ধি অসম্ভব হইয়াছিল, তাই এই উন্নত উৎপাদন-শক্তির মালিক বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ধ্বংস করিয়া এমন একটা উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে যেখানে উৎপাদন-শক্তির আরও বহু গুণ বৃদ্ধি সম্ভব, সেই উন্নত সমাজই ধনতান্ত্রিক সমাজ; কিন্তু ধনতন্ত্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে উহার মধ্যেই উহার

ধ্বংসকারীও ('কবর-খননকারী'), অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীও জন্মগ্রহণ করিয়াছে; ধনতন্ত্রের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীও প্রবল হইয়া উঠিতেছে এবং যখন উৎপাদন-শক্তি ধনতন্ত্রের মধ্যে আর বাড়িতে পারিবে না, অর্থাৎ ধনতন্ত্র উৎপাদন-শক্তির সহিত সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়িবে, তখন এই শ্রমিকশ্রেণীই আবার ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ করিবে; ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বসমূহই উহার ধ্বংস ডাকিয়া আনিবে। ধনতন্ত্রে শ্রমিকগণই সমস্ত মূল্য সৃষ্টি করে। কিন্তু মূলধনীরা শ্রমিকদিগকে ঐ মূল্যের একটা সামান্য অংশ (মজুরি) দিয়া বাকি সকল মূল্য 'উদ্বৃত্ত মূল্য' হিসাবে আত্মসাৎ করে এবং এইভাবে শ্রমিকগণ মূলধনীদের দ্বারা শোষিত হয়। ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকগণ এই ব্যবস্থা মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। কারণ, একদল শ্রমিক এই ব্যবস্থা স্বীকার না করিলে বেকার শ্রমিকের দল তাহাদের স্থান গ্রহণ করিবে। শ্রমিকগণকে শোষণমূলক ব্যবস্থা মানিতে বাধ্য করিবার জন্যই ধনতন্ত্র সর্বক্ষণ এক বেকার শ্রমিকবাহিনী সৃষ্টি করিয়া রাখে। অব্যাহত যান্ত্রিক উন্নতির ফলে এই বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া চলে এবং ইহার ফলে মজুরির গতি সকল সময় নিম্নদিকে থাকে। অব্যাহত যান্ত্রিক উন্নতির ফলে পণোৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলে, কিন্তু মজুরির হার সেই অনুপাতে বাড়ে না। সুতরাং মজুরি কোন সময়ই পণ্যোৎপাদনের সহিত সমান তালে চলে না, আর মোট পণ্যোৎপাদনের তুলনায় মোট মজুরি (অর্থাৎ মোট ক্রয়-ক্ষমতা) কম হইবার ফলেই শেষ পর্যন্ত দেখা দেয় আর্থিক সংকট। মূলধনীরা নূতন নূতন বাজার দখল করিয়া, যন্ত্রপাতি ধ্বংস করিয়া বা উৎপন্ন পণ্য নষ্ট করিয়া এবং মজুরি হ্রাস করিয়া এই সংকট হইতে ত্রাণ পাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুকাল পর সেই সংকট আবার আরও বেশী ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দেয়। এই অবস্থায় মধ্যেই একদল মূলধনীর মূলধন ক্রমশঃ বাড়িয়া চলে এবং সেই বৃহৎ মূলধনীরা ক্ষুদ্র মূলধনীদের গ্রাস করে, অর্থাৎ ক্ষুদ্র মূলধনীরা হয় পণ্যোৎপাদনের ক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করে, নতুবা তাহারা বৃহৎ মূলধনীদের সহিত মিশিয়া যায়। এই ভাবে চলে মূলধনের একত্রীকরণ (Accumulation of Capital) ও মূলধনের কেন্দ্রীকরণ (Centralisation of Capital)। ইহার ফলে দেখা দেয় বিপুল পরিমাণ পণ্যোৎপাদনের উপযুক্ত বিশেষ উন্নত যন্ত্র-সজ্জিত সুবৃহৎ শিল্পসজ্ঞ। ইহাদের উন্নত যন্ত্রসজ্জার জন্য অপেক্ষাকৃত অনেক কম শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। ইহার ফলে স্থায়ী বেকার শ্রমিকের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায়, মজুরির হার পণ্যোৎপাদনের অনুপাতে আরও হ্রাস পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাপেক্ষা বহু গুণ বেশী গভীর ও স্থায়ী সংকট দেখা দেয়। অভাবনীয় যান্ত্রিক উন্নতি এবং বিপুল পরিমাণ পণ্যোৎপাদন সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণীর দুরবস্থা ক্রমশই চরম আকার ধারণ করে। এইভাবে ধনতান্ত্রিক সমাজের মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত হইতেছে, আর অপর দিকে শ্রমজীবী জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাহার ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজের মুষ্টিমেয় মূলধনীরা অগণিত বুভুক্ষু শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনসাধারণের মুখোমুখী দাঁড়াইতেছে। এই বিপুল সংখ্যক বুভুক্ষু জনগণের কর্ম ও আহার্যের সংস্থান করা মূলধনীদের সাধ্যাতীত। এখন এই বুভুক্ষু শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণের বাঁচিবার কেবল একটি পথই খোলা থাকে। সেই পথ হইল বিপ্লবের পথ। শ্রমিকশ্রেণীকে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের দ্বারা শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়া সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা নিজেদের আয়ত্তাধীন করিতে হইবে। তখন উৎপাদন-ব্যবস্থা হইবে সাধারণের সম্পত্তি এবং ইহার ভিত্তিতে যে নূতন উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা হইবে

কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম স্তর বা সমাজতন্ত্র। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে (Dictatorship of the Proletariat) পরিচালিত সকল শোষিত জনগণ সমাজের সকল উৎপাদন-ব্যবস্থাগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করিবে। এই সমাজে ব্যক্তিগত মুনাফার কোন প্রশ্ন থাকিবে না, কারণ সকল উৎপাদন-যন্ত্র হইবে সাধারণের সম্পত্তি। তখন সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা চলিবে পরিকল্পনা অনুসারে। তাহার ফলে সমাজের পণ্যোৎপাদন ও ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে পূর্ণ সমতা বজায় থাকিবে। সুতরাং সেই সমাজে কখনও সংকট দেখা দিবে না।

মার্ক্‌স্‌বাদের উদ্ভবের পর হইতে আজ পর্যন্ত জগতের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্র ইহা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। এমন কি, ইহার বিরোধীরাও আর মার্ক্‌স্‌বাদকে ব্যর্থ বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে সাহস করে না। যতই দিন যাইতেছে ততই মার্ক্‌স্‌বাদ যে নির্ভুল তাহা প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু সময়ের অগ্রগতি ও অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মার্ক্‌স্‌বাদের নূতন ব্যাখ্যা এবং আরও বিকাশসাধনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাহাতে অপারগ হইলে মাঝে মাঝে মার্ক্‌স্‌বাদীদের বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এই বিভ্রান্তির ফলেই কেহ কেহ মার্ক্‌স্‌বাদের 'সংশোধন' করিতে চাহেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর এড্‌ওয়ার্ড বার্ণস্টিন প্রথম মার্ক্‌স্‌বাদ সংশোধনের আন্দোলন আরম্ভ করেন। তাঁহার যুক্তি ছিল এই যে, মার্ক্‌সের মতবাদ অনুযায়ী শ্রমিকের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে না, বরং ধনতন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের অবস্থাও উন্নতি লাভ করিতেছে; ইহা ব্যতীত, মার্ক্‌সের সময় শ্রমিকদের ট্রেড য়ুনিয়ন অথবা শ্রমিকদের রাজনৈতিক পার্টি 'সোশ্যালিস্ট পার্টি' গড়িয়া উঠে নাই, কিন্তু এখন শক্তিশালী ট্রেড য়ুনিয়ন ও সোশ্যালিস্ট পার্টিগুলি আন্দোলন করিয়া শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি বিধান করিতে পারে এবং পার্লামেন্টে শ্রমিক-প্রতিনিধিদের দ্বারা নানাবিধ আইন পাস করাইয়া শ্রমিকদের মঙ্গল সাধন করিতে পারে। বার্ণস্টিনের এই মত 'সংশোধনবাদ' (Revisionism) নামে কুখ্যাত এবং ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল মার্ক্‌স্‌বাদের বৈপ্লবিক কর্মপন্থার পরিবর্তে মার্ক্‌স্‌বাদকে সংস্কারবাদে (Reformism-এ) রূপান্তরিত করা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর একদল সংস্কারপন্থী লোক প্রচার করেন যে, বিপ্লব ও ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী নহে, ধনতন্ত্রকে রাষ্ট্রের সুনিয়ন্ত্রণে পরিকল্পিতভাবে পুনর্গঠিত ও পরিচালনা করা সম্ভব এবং তাহার ফলে আর শিল্প-সংকট দেখা দিবে না। লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্টগণই কেবল এই প্রকার 'সংশোধনবাদ' ও 'সংস্কারবাদ'-এর তীব্র বিরোধিতা করেন এবং তাঁহারাই ছিলেন খাঁটি মার্ক্‌স্‌বাদী। লেনিন জগতের নূতন পরিস্থিতি অনুযায়ী মার্ক্‌স্‌বাদের আরও বিকাশ সাধন করেন। তাঁহার মতবাদ 'লেনিনবাদ' (Leninism) নামে খ্যাত এবং ইহা মার্ক্‌স্‌বাদেরই আরও বিকাশপ্রাপ্ত বা বর্ধিত রূপ। এই জন্য মার্ক্‌স্‌ ও লেনিনের শিক্ষা একত্রে 'মার্ক্‌স্‌বাদ-লেনিনবাদ' অথবা কেবলমাত্র 'মার্ক্‌স্‌বাদ' নামে অভিহিত হয়।

[Leninism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Marxian Theory of Rent : খাজনা সম্বন্ধে মার্ক্‌সীয় তত্ত্ব। [Rent শব্দ দ্রষ্টব্য]

Marxian Theory of Value : মূল্য সম্বন্ধে মার্ক্‌সীয় তত্ত্ব।

[Value শব্দ দ্রষ্টব্য]

Masses : জনগণ।

সমাজের নিম্নস্তরের শ্রেণীসমূহের সকল মানুষকে সমষ্টিগতভাবে এই নাম দেওয়া হয়।

Materialism : বস্তুবাদ।

যে দার্শনিক মত আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহকে অস্বীকার করে এবং কেবলমাত্র বস্তু ও উহার গতিশক্তিকেই বিশ্বের উৎস বলিয়া

স্বীকার করে। এই দার্শনিক মতবাদ অনুসারে বিশ্বপ্রকৃতির বা বস্তুর অস্তিত্ব মানুষের চেতনা, অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না, অর্থাৎ মানুষের চেতনা, অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা যদি নাও থাকে তাহা হইলেও বিশ্বপ্রকৃতির বা বস্তুর স্বাধীন অস্তিত্ব আছে এবং থাকিবে, মানুষের জন্মের পূর্বেও বিশ্বপ্রকৃতির বা বস্তুর স্বাধীন অস্তিত্ব ছিল। "…বস্তু হইল. বাস্তব সত্য, উহাকে আমরা পাই আমাদের অনুভূতির মধ্যে।…বস্তু, বিশ্বপ্রকৃতি প্রভৃতি দৈহিক দিক হইল মুখ্য (আদি); আর আত্মা, চেতনা, অনুভূতি প্রভৃতি মানসিক দিক হইল গৌণ।"

"চেতনা (অর্থাৎ অনুভূতি, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি)-নিরপেক্ষ বহির্বিশ্বের স্বাধীন অস্তিত্বের মতবাদই বস্তুবাদের মূলকথা।" —Lenin: *Materialism & Empirio-Criticism*.

[Dialectics, Epistemology, Objective, Truth প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য]

সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুবাদী দার্শনিকগণের অন্যতম ফ্রেডারিখ্ এঙ্গেল্‌স্ বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে নিম্নরূপ পার্থক্য করিয়াছেন: "চিন্তার সহিত সত্তার সম্বন্ধের প্রশ্ন—আত্মার সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধের প্রশ্ন হইল সমগ্র দর্শনশাস্ত্রের প্রধান প্রশ্ন।……দার্শনিকগণ এই প্রশ্নটির যে উত্তর দেন সেই উত্তরটিই তাঁহাদের দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। যাঁহারা বিশ্বপ্রকৃতির উপর আত্মার প্রাধান্য দেন এবং সেই জন্যই শেষ পর্যন্ত কোন না কোন আকারে বিশ্বের সৃষ্টির মূলে কিছু একটাকে অনুমান করিয়া লন, তাঁহাদের লইয়া হইল ভাববাদীদের দল। আর অন্যান্য যাঁহারা বিশ্বপ্রকৃতিকেই (বা বস্তুকেই) প্রাধান্য দেন তাঁহাদের লইয়াই বস্তুবাদীদের বিভিন্ন দল গঠিত।" "হেগেল ছিলেন একজন ভাববাদী—ইহার অর্থ এই যে, তাঁহার মতে মনের চিন্তা কোন বস্তুর বিমূর্ত (Abstract) প্রতিবিম্ব নহে, বস্তু ও বস্তুর বিকাশধারা হইল কেবল স্থিতিশীল (শাশ্বত) 'ভাব'-এর প্রতিবিম্ব, সেই 'ভাব'ই আসল, আর সেই 'ভাব' বিশ্বের সৃষ্টির পূর্ব হইতেই কোথাও না কোথাও ছিল।"— F. Engels: *Anti-Duhring.*

এক ধরনের লোক আছে যাঁহারা বস্তুবাদকে নিজেদের চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতার পক্ষে একটা দার্শনিক যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করে। "নীতিভ্রষ্ট লোকেরা 'বস্তুবাদ' শব্দটি দ্বারা বোঝে উদরসর্বস্বতা, মাতলামি, চোখের লিপ্সা, দৈহিক ভোগ-বিলাস, ঔদ্ধত্য, লোভ, মুনাফাখোরী ও শেয়ার-বাজারের ধাপ্পাবাজী—সংক্ষেপে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনে যে সকল নোংরা অনাচারে নিজেকে নিমজ্জিত করে তাহার সকল কিছুই।" F. Engels: *Anti-Duhring.*

Materialism, Historical (Materialistic Conception of History: ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা বা ব্যাখ্যা)।

ইহা মার্ক্‌স্‌বাদের মূল বিষয়সমূহের অন্যতম; ইহা হইল সামাজিক বিকাশ ও সমাজ-জীবনে মার্ক্‌সীয় বস্তুবাদের প্রয়োগ, অর্থাৎ মার্ক্‌সীয় বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা সমাজের বিকাশের ও সমাজ-জীবনের বিশ্লেষণ। এই মার্ক্‌সীয় বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, উৎপাদন-পদ্ধতিই হইল সমাজের বিকাশ, সমাজের ইতিহাস ও রাজনীতি, আইনকানুন, সামাজিক ভাবধারা প্রভৃতির উৎপত্তির নিয়ন্ত্রণকারী ভিত্তি। অন্য কথায়, বিভিন্ন যুগে ইতিহাসের (সমাজের) অগ্রগতি কেবল বিভিন্ন যুগের সমাজের অর্থনৈতিক গঠনের (কাঠামোর—Economic Structure-এর) দ্বারাই ব্যাখ্যা করা সম্ভব; আবার এই অর্থনৈতিক কাঠামোর চরিত্র ও রূপ নির্ভর করে শিল্পের বিকাশের উপর, অর্থাৎ সমাজের

উৎপাদন-পদ্ধতির উপর। যেমন, মার্ক্সের কথায় :

"বায়ু-চালিত উৎপাদন যন্ত্র আমাদের দেয় সামন্তদের সমাজ (সামন্ততান্ত্রিক সমাজ), আর বাষ্প-চালিত উৎপাদন-যন্ত্র আমাদের দেয় মূলধনীদের সমাজ (ধনতান্ত্রিক সমাজ)।" —K. Marx : *Poverty of Philosophy.* [Economic Structure দ্রষ্টব্য]

Materialism, History of : বস্তুবাদের ইতিহাস।

ইউরোপে প্রথমে গ্রীক দার্শনিকগণই ভাবের (Idea) উপর বস্তুর প্রাধান্য স্বীকার করেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, ভাব (Idea) নহে, বস্তুই বিশ্বপ্রকৃতির উৎস। ইউরোপীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কথিত গ্রীক দার্শনিক থালেস্-এর (Thales) মতে জল, আনাক্সিমেনেস্-এর মতে বাতাস, আর হিরাক্লিতাস্-এর মতে আগুন হইতেই এই বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টি। প্রথমতঃ, তাঁহাদের চিন্তাধারা যতই আদিম স্তরের হউক না কেন, তাঁহারা এই ধারণা করিয়াছিলেন যে, সকল পদার্থই এক অনন্ত পরিবর্তন-ধারার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। দ্বিতীয়তঃ, গ্রীক দার্শনিকগণ এই ধারণা করিয়াছিলেন যে, সকল পদার্থ ক্ষিতি, অপ্, মরুৎ, অগ্নি—এই চারিটি মূল উপাদান হইতে সৃষ্ট। তৃতীয়তঃ, এই গ্রীক দার্শনিকগণ ধারণা করিয়াছিলেন যে, উক্ত পরিবর্তন-ধারা স্বাভাবিক নিয়মেই, অর্থাৎ কোন ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাব বা নির্দেশ ব্যতীতই চলিতেছে।

ইহার পর আসিলেন গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাস্ (Epicurus)। এপিকিউরাস্ তাঁহার দর্শনের দ্বারা মানব-জীবনকে দুঃখের পরিবর্তে আনন্দময় করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যদের নিকট দর্শন ছিল এমন একটি উপায় যাহা দ্বারা মানুষ তাহার মন হইতে অতীন্দ্রিয় শক্তিসম্বন্ধীয় সকল ধারণা দূর করিয়া জীবনকে যুক্তিসম্মত ও সুখময় করিয়া তুলিতে পারে। [Epicurism শব্দ দ্রষ্টব্য]

আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশের প্রথম কয়েক শতাব্দীতে কয়েকজন দার্শনিক তাঁহাদের সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক-জ্ঞানের ভিত্তিতে নিজেদের দার্শনিক মত গড়িয়া তোলেন এবং তাহা দ্বারা বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের ধারণাকে সম্ভবমত বৈজ্ঞানিক রূপ দান করেন। তখন হইতে বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা দ্বারা বলীয়ান হইয়া বস্তুবাদী দর্শন এক নূতন বৈপ্লবিক ভূমিকা গ্রহণ করে। ইহা এই অর্থে বৈপ্লবিক যে, ইহা তৎকালীন সামন্তপ্রথার উপর আক্রমণ করিয়াছিল। ইংলণ্ডের দার্শনিক জন লক্ (John Locke) ছিলেন এই সকল দার্শনিকদের অন্যতম এবং ইংলণ্ডের সপ্তদশ শতাব্দীর 'বুর্জোয়া-বিপ্লব'-এর একজন প্রধান তত্ত্বকার। লক্ মানব-জ্ঞানের মূল উৎস ও নিঃসন্দিগ্ধতা সম্বন্ধে এক পূর্ণাঙ্গ ও নূতন আলোচনা করেন। "মানব-মনের কতকগুলি ধারণা সহজাত এবং তাহা কোন অভিজ্ঞতা বা প্রমাণের ধার ধারে না।"—এই প্রকারের কতকগুলি অবৈজ্ঞানিক ধারণা দূর করাই ছিল লকের দার্শনিক আলোচনার মূল উদ্দেশ্য। তিনি তাঁহার দার্শনিক মতের দ্বারা রাজাদের ঐশ্বরিক শক্তি ও অধিকারসমূহ অগ্রাহ্য করেন এবং সাধারণভাবে সকল রাজনৈতিক সমস্যা যুক্তিসম্মত ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিচার করেন। কিন্তু ইংলণ্ডের বিপ্লব বিরাট সম্ভাবনা লইয়া দেখা দিলেও ইহা শেষ পর্যন্ত সামন্তপ্রথার সহিত আপস করে এবং তাহার ফলেই তৎকালীন বস্তুবাদী দর্শনেও 'প্রতিক্রিয়াশীল' ভাববাদের প্রভাব দেখা দেয়।

ইহার পর আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লবের সময় বস্তুবাদী দর্শন নূতন প্রগতিশীল সামাজিক ভূমিকা লইয়া দেখা দেয়। ফরাসী বিপ্লবের অগ্রদূত রূপে দেখা

দেন একদল প্রগতিশীল দার্শনিক। তাঁহারা ছিলেন ফরাসী দেশের 'বুর্জোয়া'শ্রেণীর প্রতিনিধি। এই 'বুর্জোয়া'শ্রেণী তখন সামন্ততান্ত্রিক উৎপীড়ন ও শোষণে অস্থির হইয়া ফরাসী দেশের রাজা ও পুরোহিত-গণের দ্বারা চাপানো অসংখ্য বাধানিষেধের জাল ছিন্ন করিয়া মুক্তিলাভের জন্য সংগ্রাম করিতেছিল। এই সময় উক্ত প্রগতিশীল দার্শনিকগণ তাহাদের পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহারা এই জন্য জাতীয়তাবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের প্রগতিশীল দার্শনিক মতের দ্বারা দেখান যে, মানুষের জীবন পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী গঠিত হয়, সুতরাং মানুষের উন্নততর জীবনের জন্য উন্নততর সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক অবস্থা প্রয়োজন। মানুষের জীবন সুখী ও শান্তিময় করিয়া তোলাই ছিল এই দার্শনিকগণের উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁহারা মানুষকে নিজের ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান আহরণ করিতে বলিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, কুসংস্কার, পুরোহিতগোষ্ঠী, ধর্মীয় অনু-শাসন প্রভৃতি সহ ধর্ম ও সেই ধর্মের দূষিত প্রভাবই মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রধান অন্তরায়। এই সকল দার্শনিক ভাবধারাই ফরাসী বিপ্লবের 'মুক্তি, মৈত্রী ও সাম্য'—এই বিখ্যাত ধ্বনির মধ্যে সহজ ও স্পষ্ট রূপ লাভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই বস্তুবাদী দার্শনিক ভাবধারার মধ্যে যতই ত্রুটি থাকুক না কেন [Mechanism or Mechanistic Materialism দ্রষ্টব্য] তখন ইহার মধ্য দিয়াই ফরাসী দেশ ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও শাসন-জর্জরিত কোটি কোটি মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তখন পর্যন্ত ইহাই ছিল জগতের সর্বাপেক্ষা যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত এবং মানুষের একমাত্র কল্যাণকামী দার্শনিক মত। আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও একদল বুদ্ধিজীবী ফরাসী দেশের এই দার্শনিক মত গ্রহণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে টমাস জেফার্সন (Thomas Jefferson) ছিলেন অন্যতম। ইঁহারা তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্রের আলেকজান্দার হ্যামিল্টন-পরিচালিত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের (Isolationists) ক্রমবর্ধমান শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং 'আমেরিকান বিপ্লবের' গণতান্ত্রিক নীতিতে ফিরিয়া যাইবার জন্য সংগ্রাম করেন।

বস্তুবাদী দর্শনের পরবর্তী ও উন্নততর স্তরের উদ্ভব হয় জার্মানী হইতে। এই দেশে যুগান্তকারী ফরাসী বিপ্লবের প্রচণ্ড প্রভাবে সমগ্র দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘকাল-ব্যাপী আলোড়ন চলিবার পর দার্শনিক হেগেল-এর রচনাবলী প্রকাশিত হয়। হেগেলের দর্শন ছিল পরস্পর-বিরোধী মত লইয়া গঠিত। হেগেল একটি পরিবর্তন-মূলক বৈপ্লবিক তত্ত্বের সহিত খৃষ্টধর্ম (প্রোটেস্ট্যাণ্ট) ও সামন্ততান্ত্রিক প্রুশীয় রাষ্ট্রের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উন্নততর 'বুর্জোয়া'-ব্যবস্থাকে সমর্থন করিবার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সামন্তপ্রথার সহিত আপসের মনোভাব দেখান। তিনি প্লাতোর দার্শনিক মতবাদ হইতে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত শাশ্বত ভাবের (Eternal Idea) ধারণা গ্রহণ করিয়া উহার সহিত মানুষের চিন্তা ও কার্যের গতিশীল ব্যাখ্যা সংযুক্ত করেন এবং ইহার নাম দেন 'পরম ভাব' (Absolute Idea)। হেগেলের এই পরস্পর-বিরোধী দার্শনিক মতের প্রথম অংশকে (অর্থাৎ পরিবর্তন বা গতি সম্বন্ধীয় অংশকে) বলা হয় 'দ্বন্দ্ব-প্রগতি' (ডায়লেক্‌টিক্‌স্) এবং অপর অংশকে বলা হয় 'ভাববাদ' (Idealism)। হেগেলের মতে, ভাব (Idea) দ্বন্দ্ব-গপ্রতির মারফত চরম বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া 'পরম ভাব'-

(Absolute Ideaতে) পরিণত হয় এবং তাঁহার মতে এই 'পরম ভাব' ও সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর অভিন্ন। হেগেল এইভাবে তাঁহার দ্বন্দ্ব-প্রগতিমূলক দার্শনিক মতবাদের দ্বারা মানুষের চিন্তার সক্রিয় সৃজনশীল দিকের ও সামাজিক পরিবর্তন-ধারাসম্বন্ধীয় ধারণার বিকাশ সাধন করিয়া ফরাসী যান্ত্রিক বস্তুবাদী (Mechanistic Meterialist) দার্শনিকদিগের অপেক্ষা বহুদূর অগ্রসর হইয়া যান, কিন্তু আবার অন্যদিকে তাঁহার সমসাময়িক প্রুশীয় সামন্তপ্রথার সহিত আপস স্থাপন এবং সেই আপসের অনিবার্য ফলস্বরূপ চিন্তার ক্ষেত্রে 'পরম ভাব'-এর আমদানি করিবার ফলে তাঁহার মতবাদের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়।

হেগেলের মৃত্যুর পর তাঁহার এই পরস্পর-বিরোধী মতের জন্যই তাঁহার শিষ্যগণ দুইটি পরস্পর-বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। এক দলের মুখপাত্র হইলেন কার্ল্ মার্ক্স্, ফ্রেডারিখ্ এঙ্গেল্স্ ও লুদ্‌ভিগ্ ফয়ারবাক্। এঙ্গেল্স্-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় মার্ক্স্ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদী দর্শন ও ফরাসী কাল্পনিক সমাজবাদের (Utopian Socialism-এর) সহিত ইংলিশ অর্থনীতি-শাস্ত্র মিলিত করেন এবং হেগেলের পরিবর্তনসম্বন্ধীয় দর্শনকে রূপান্তরিত করিয়া একটি সম্পূর্ণ নূতন বৈপ্লবিক দর্শন গড়িয়া তোলেন। এই নূতন দর্শনই 'দ্বন্দ্ব-প্রগতি-মূলক বস্তুবাদ' (Dialectical Materialism) নামে খ্যাত।

মার্ক্স্ তাঁহার এই কাজে লুদ্‌ভিগ্ ফয়ার-বাকের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করেন। ফয়ারবাক্‌ও প্রথমে ছিলেন হেগেলের শিষ্য, কিন্তু পরে তিনি হেগেলের ভাববাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া স্পিনোজার (Spinoza) দার্শনিক মত ও ফরাসী বস্তুবাদ গ্রহণ করেন। ফয়ার-বাকই মার্ক্স্‌কে বস্তুবাদ গ্রহণে সাহায্য করিলেও মার্ক্স্ শীঘ্রই তাঁহার দার্শনিক মতের ত্রুটি বুঝিতে পারেন এবং ফয়ার-বাক্‌সম্বন্ধীয় এগারটি মৌলিক প্রবন্ধে (Theses) তিনি ফয়ারবাকের দার্শনিক মতের সমালোচনা করেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মার্ক্স্ এঙ্গেল্স্-এর সহযোগে কাল্পনিক সমাজবাদকে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদে পরিবর্তিত করেন। তাঁহাদের এই সকল কার্যের অর্থাৎ তাঁহাদের অর্থনীতি, ইতিহাস ও দর্শনের মূল ভিত্তি হইল দ্বন্দ্ব-প্রগতিমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism)। এই দ্বন্দ্ব-প্রগতিমূলক বস্তুবাদী দর্শন নিম্নোক্ত দুইটি মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য উপাদানে গঠিত: (১) বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে একান্ত-ভাবে বস্তুবাদী ধারণা; (২) সর্বপ্রকারের গতি ও বিকাশ ধারার প্রকৃতি সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব-প্রগতিমূলক ধারণা এবং তৎসহ ক্রমবিকাশ-শীল শক্তি ও অবস্থাসমূহের জটিল সমস্যা-বলীর বিশ্লেষণ-কৌশল। মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্-এর মতে, দর্শনের বিরাট ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে এবং সেই ভূমিকা হইল তাহার নিজের, সমাজের ও প্রাকৃতিক জগৎ সম্বন্ধে এরূপ জ্ঞান আয়ত্ত করিতে সাহায্য করা যে জ্ঞানের দ্বারা মানব-সমাজের পূর্ণ বিকাশ সাধন সম্ভব হইতে পারে। মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্ বুঝিয়াছিলেন যে, যদি দর্শনশাস্ত্র গণমানবের উদ্দেশ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত এবং বিশ্বপ্রকৃতি ও সমাজসম্বন্ধীয় যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা সম্ভব সেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সহিত নিজেকে সংযুক্ত করিতে পারে কেবল তাহা হইলেই দর্শন সার্থকতা লাভ করিতে পারে, অন্যথা নহে। কিন্তু দর্শন যখন মানবজাতিকে সর্বপ্রকারের শোষণ হইতে মুক্তি দানের কার্যে নিযুক্ত হয় তখন দর্শন আর প্রচলিত অর্থে দর্শন থাকে না। তাই এঙ্গেল্স্ দেখাইয়াছেন যে আধুনিক বস্তুবাদের, অর্থাৎ দ্বন্দ্ব-প্রগতি-মূলক বস্তুবাদের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের

দর্শনের যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহা হইল কেবল চিন্তার মূল উপাদান ও উহার নিয়মাবলী, ইহা ব্যতীত অন্য দিকগুলি প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হয়। অন্য কথায়, এই নূতন বস্তুবাদের (দ্বন্দ্ব-প্রগতিমূলক বস্তুবাদের) পক্ষে এমন কোন দর্শনের প্রয়োজন নাই যাহা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অতীত। মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্ দর্শনশাস্ত্রকে কেবল একটা তাত্ত্বিক আলোচনা হিসাবে দেখেন নাই, তাঁহারা দর্শনশাস্ত্রকে দেখিয়াছেন গণমানবের উন্নততর জীবনের দাবির স্পষ্ট অভিব্যক্তি রূপে এবং সেই জীবন আয়ত্ত করিবার পক্ষে অপরিহার্য জ্ঞানের উৎস হিসাবে। মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্-এর মতে, ঠিক এখানেই পূর্বের দার্শনিকগণ ভুল করিয়াছেন। মার্ক্‌স্-এর কথায়, "এপর্যন্ত দার্শনিকগণ কেবল বিভিন্নভাবে জগতের ব্যাখ্যাই করিয়াছেন, কিন্তু জগতের পরিবর্তন ঘটানোই হইল প্রকৃত কর্তব্য।"

Means of Consumption : ব্যবহারের উপকরণ; প্রয়োজন মিটাইবার উপকরণ; ব্যবহার-সামগ্রী।

যেমন শিল্পে ব্যবহারের উপকরণ হইল যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতি। জীবনধারণের উপকরণ হইল খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ প্রভৃতি।

Means of Exchange : বিনিময়ের উপকরণ।

যে পণ্যের বিনিময় হয়; যে উৎপন্ন দ্রব্য উহার মালিকের বা উৎপাদনকারীর নিজের ব্যবহারে লাগে না, কিন্তু অন্য কোন লোকের ব্যবহারে লাগে।

Means of Life : জীবন ধারণের উপকরণ।

খাদ্য, বস্ত্র, জুতা, গৃহ, জ্বালানি, উৎপাদন-যন্ত্র প্রভৃতি এই সকল দ্রব্য সমাজের বিকাশ ও জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য।

Means of Production : উৎপাদনের উপকরণ। [Production শব্দ দ্রষ্টব্য]

Measure of Value : মূল্যের মান, মূল্যের মাপ।

মুদ্রার মূলকাজ, যে কাজের দ্বারা মুদ্রা সকল পণ্যের মূল্যের পরিমাপ করে। মুদ্রার এই মূল কাজটি হইতেই মুদ্রার অন্যান্য কাজ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে দেখা দেয়।

Mechanistic Materialism (Mechanism) : যান্ত্রিক বস্তুবাদ; যান্ত্রিকতাবাদ।

একপ্রকারের দার্শনিক বস্তুবাদ। এই বস্তুবাদ অনুসারে বস্তু, প্রকৃতি ও সমাজের বিকাশ-ধারা হইল কেবলমাত্র সংখ্যা, পরিমাণ অথবা অবস্থার সহজ যৌগিক বৃদ্ধি বা হ্রাস এবং ঘটনার সহজ পুনরাবৃত্তি; আর গতি বা পরিবর্তন হইল কেবলমাত্র বাহিরের বিভিন্ন শক্তির আভ্যন্তরিক সংঘর্ষের পরিণতি। সংক্ষেপে, এই বস্তুবাদ পরিমাণগত পরিবর্তন হইতে গুণগত পরিবর্তন ও অসঙ্গতির অসঙ্গতি স্বীকার করে না। সুতরাং এই ধরনের বস্তুবাদ দ্বন্দ্ব-প্রগতিমূলক বস্তুবাদের (Dialectical Materialism-এর) বিরোধী।

দর্শনশাস্ত্রের এই 'যান্ত্রিক বস্তুবাদ' প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশের পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশের প্রতিফলিত রূপ হিসাবে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। যান্ত্রিক বস্তুবাদ ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান—এই দুইয়ের ভিতর দিয়াই তখনকার দিনের বিভিন্ন সামন্ত-তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার বিরুদ্ধে বিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণীর সংগ্রাম প্রতিফলিত হইয়াছিল। এই যান্ত্রিক বস্তুবাদ আধুনিক বিজ্ঞানের প্রথম স্তরের একটা বিরাট সাফল্য হিসাবে দেখা দিয়াছিল।

ফ্রেডারিখ্ এঙ্গেল্‌স্-এর মতে, "রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে বস্তুর দেহ গঠনের ধারা সম্বন্ধে যান্ত্রিক বস্তুবাদের নিয়মাবলীর স্বাধীন প্রয়োগ খুবই যুক্তিসম্মত, কিন্তু

উচ্চতর প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর ক্ষেত্রে যান্ত্রিক বস্তুবাদের নিয়মাবলীর প্রয়োগ কার্যকরী নহে। কিন্তু উচ্চতর প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর ক্ষেত্রেও যান্ত্রিক বস্তুবাদের প্রয়োগ—ইহা ছিল বনিয়াদী ফরাসী বস্তুবাদের একটি বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এই যান্ত্রিক বস্তুবাদের নিয়মাবলীর যথেচ্ছ প্রয়োগই আবার বনিয়াদী ফরাসী বস্তুবাদের একটা অনিবার্য ত্রুটিও বটে। বনিয়াদী ফরাসী বস্তুবাদের দ্বিতীয় বিশেষ ত্রুটি এই যে, বনিয়াদী ফরাসী বস্তুবাদ সমগ্র বিশ্বকে একটি নিয়মের ধারা হিসাবে, একটি ঐতিহাসিক ধারার মধ্যে একটি ক্রমবিকাশশীল বস্তু হিসাবে দেখিতে অক্ষম। এই অক্ষমতা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশের তৎকালীন স্তরের সহিত এবং সেই সময়ে প্রচলিত আধ্যাত্মিক, অর্থাৎ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ-বিরোধী দার্শনিক নিয়মাবলীর সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।"—F. Engels : *Anti-Duhring*

Mediaeval History : মধ্যযুগের ইতিহাস। [History শব্দ দ্রষ্টব্য]

Medium : মাধ্যম ; উপকরণ।

Medium of Circulation : পণ্য-প্রচলনের মাধ্যম ; পণ্য-বিনিময়ের মাধ্যম।

যে জিনিসটিকে মধ্য স্থলে রাখিয়া বাজারে পণ্যসমূহের ক্রয়-বিক্রয় হয়, অর্থাৎ মুদ্রা।

Menshevik : মেনশেভিক্ দল বা উক্ত দলের সভ্য।

বিপ্লবের পূর্বে রুশিয়ার 'সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি'র ভিতরের একটি উপদল। পার্টির ভিতরের সংখ্যাধিক দলটির নামছিল 'বলশেভিক্ দল'। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত 'সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি'র দ্বিতীয় কংগ্রেসে মৌলিক নীতি ও কর্মপন্থা সম্পর্কে মতভেদের ফলে পার্টি 'বলশেভিক্' ও 'মেনশেভিক্'—এই দুইটি দলে ভাগ হইয়া যায়। লেনিনের নেতৃত্বে বেশীর ভাগ সভ্য যে দলে গিয়াছিল সেই দলের নাম হইল 'বলশেভিক্ (সংখ্যাধিক) দল, আর প্লেখানভ, মার্টভ, এ্যাক্সেলরড প্রভৃতির নেতৃত্বে সংখ্যাল্প সভ্যেরা একদিকে গেলেন বলিয়া তাঁহাদের নাম হইল 'মেনশেভিক্' (বা সংখ্যালঘু) দল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এই 'মেনশেভিক্ দল' পার্টি হইতে বিতাড়িত হয়।

Metaphysics : অধ্যাত্মবিদ্যা ; অতি-বিজ্ঞান।

বস্তুবাদ-বিরোধী দার্শনিক মত। এই মত অনুসারে "বস্তু ও বস্তুর সম্পর্কে ধারণা অর্থাৎ ভাব পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, ভাবকে ধরিতে হইবে আগে, আর বস্তুকে পরে এবং ভাবের সহিত বস্তু সম্পর্কহীন।" 'Metaphysics' শব্দটির ভাষাগত অর্থ হইল 'বাস্তব জগতের উর্ধ্বে', অর্থাৎ "বাস্তব জগতের উর্ধ্বে যে জগৎ সেই জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা।" Metaphysics (অধ্যাত্মবিদ্যা বা অতিবিজ্ঞান) কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহা কাল্পনিক। এইজন্য দার্শনিক বেকনের (Francis Becon) মতে ইহা দর্শন পদবাচ্য নহে, ইহা 'অবাস্তব অভিমত' মাত্র।

খৃষ্টপূর্ব ৭০ অব্দে প্রথম এই শব্দটি আরিস্তত্‌ল্-এর রচনায় "দেহাতীত (বা দেহের উর্ধ্বে) বস্তু' অর্থাৎ যাহা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সাপেক্ষ নহে, এই ধরনের কিছু বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল।

[Idealism ও Fideism দ্রষ্টব্য]

Middle Age : মধ্যযুগ।

রোম-সাম্রাজ্যের পতন ও সামন্তপ্রথার অবসান—এই দুইয়ের মধ্যবর্তী কাল। এই কাল প্রায় এক হাজার বৎসর, অর্থাৎ পঞ্চম শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ধরা হয়। [History শব্দ দ্রষ্টব্য]

Middle Class : মধ্যবর্তী শ্রেণী।

'মধ্যবর্তী শ্রেণী' বলিতে প্রথমে সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজের 'বুর্জোয়া' অথবা শহুরে শ্রেণীকে বুঝাইত। সামন্ততান্ত্রিক যুগে

একদিকে সামন্তপ্রভু (ভূস্বামী) ও অন্যদিকে ভূমিদাস কৃষক প্রভৃতি শোষিত জনগণ—এই দুইয়ের মধ্যভাগে অবস্থিত যে শ্রেণীটি তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠতর উৎপাদন-পদ্ধতির মালিক হিসাবে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল সেই শ্রেণী, অর্থাৎ 'বুর্জোয়া'শ্রেণী হইল সামন্ততান্ত্রিক যুগের 'মধ্যবর্তী শ্রেণী'।

Middle Classes : মধ্যবর্তী শ্রেণীসমূহ।

বর্তমান কালে মূলধনীশ্রেণী ও শ্রমিক-শ্রেণী এই দুইয়ের মধ্যস্থলে কয়েকটি বিত্তশালী সম্প্রদায় দেখা যায়, যেমন ছোট ব্যবসাদার, দোকানদার, পেশাদার বুদ্ধিজীবী, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি। ভূমিহীন কৃষকবাদে সাধারণভাবে কৃষকদেরও ইহাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

Middle East Treaty Organisation (METO) : মধ্যপ্রাচ্য-চুক্তিসংস্থা (মেটো)। **or Middle East Defence Organisation (MEDO) :** মধ্যপ্রাচ্যের আত্মরক্ষা-সংস্থা (মেডো)। **or Bagdad Treaty :** বাগদাদ-চুক্তি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের নেতৃত্বে মধ্য-প্রাচ্যের (পশ্চিম-এশিয়ার) কয়েকটি দেশের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহা সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চুক্তি বলিয়া প্রচার করিয়া ইহাকে 'মধ্যপ্রাচ্যের আত্মরক্ষা-চুক্তি'ও বলা হয় এবং এই চুক্তি ইরাকের রাজধানী বাগদাদ নগরীতে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহাকে 'বাগদাদ-চুক্তি' নামেও অভিহিত করা হয়। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর হইতে ২২শে নভেম্বর পর্যন্ত বাগদাদ নগরীতে বৃটেন, ইরাক, পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্ক—এই পাঁচটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সম্মেলন হয় এবং এই সকল রাষ্ট্র এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। উপরোক্ত রাষ্ট্রগুলির বেসামরিক প্রতিনিধিদের সহিত উহাদের প্রধান সেনাপতিগণ সম্মেলনে উপস্থিত থাকায় এই চুক্তির সামরিক উদ্দেশ্যও বিশেষ স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমন্ত্রিত হইলেও বিশেষ কূটনৈতিক কারণে তাহারা ইহাতে সরকারীভাবে যোগদান করে নাই। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্মেলনে যোগদান না করিলেও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীদের সহিত ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক ও সামরিক সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিবে। অবশ্য এই সম্মেলনে ইরাকস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং একজন উচ্চপদস্থ মার্কিন নৌ-সেনাপতি 'পর্যবেক্ষক' হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

ইহার পূর্বে অনুষ্ঠিত নিম্নোক্ত দুইটি সামরিক চুক্তিকে ভিত্তি করিয়াই এই নূতন বাগদাদ-চুক্তি ও উহার বিভিন্ন সংগঠন তৈরী হইয়াছে : (১) এই বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে বাগদাদ নগরীতে অনুষ্ঠিত 'তুরস্ক-ইরাক সামরিক চুক্তি' এবং (২) মার্কিন-পাকিস্তান অস্ত্রসরবরাহ-চুক্তি। পরে এই দুইটি সামরিক চুক্তিকে সম্প্রসারিত করিয়াই এই নূতন 'মধ্যপ্রাচ্য-চুক্তি' বা 'মধ্য-প্রাচ্য আত্মরক্ষা-চুক্তি', অথবা 'বাগদাদ-চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে পূর্ব হইতেই বিভিন্ন চুক্তির মারফত তুরস্ক, পাকিস্তান, ইরাক ও ইরানের সশস্ত্র বাহিনী ও বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের পরিচালনাধীন ও আজ্ঞাবহ হইয়াছিল। ইহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই বাগদাদ-চুক্তি ইউরোপের 'উত্তর-আতলান্তিক চুক্তি' (NATO) এবং 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি'র (SEATO) মতই যে একটি আঞ্চলিক সামরিক জোট এবং এই দুইটি চুক্তির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত, তাহা বিভিন্ন কারণে স্পষ্টই বুঝা যায়; যেমন এই 'বাগদাদ-চুক্তি'তে স্বাক্ষরকারী বৃটেন ও তুরস্ক হইল 'উত্তর-আতলান্তিক চুক্তিসংস্থা'র সভ্য, আবার বৃটেন ও পাকিস্তান 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তিসংস্থা'র সভ্য।

'বাগদাদ-চুক্তি'র উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয় যে, সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে মধ্য-প্রাচ্যের দেশসমূহের আত্মরক্ষার জন্যই এই চুক্তি হইয়াছে। কিন্তু এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের রাষ্ট্র-নায়কগণের উক্তি ও চুক্তি-সংস্থার সংগঠন হইতে স্পষ্ট-রূপে প্রমাণিত হয় যে, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন তৈল-অঞ্চল ও সুয়েজখালের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের প্রভুত্ব অব্যাহত রাখা, এবং সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, ভারত প্রভৃতি যুদ্ধবিরোধী ও স্বাধীনতাকামী দেশসমূহের বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহকে লইয়া সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ব্যূহ রচনা প্রভৃতির উদ্দেশ্যেই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

বাগদাদ-চুক্তির প্রধান শর্ত এই যে, স্বাক্ষরকারী দেশগুলির কোন একটি আক্রান্ত হইলে উহাকে অন্যান্য স্বাক্ষরকারী দেশগুলি সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দান করিবে। এই সম্মেলনে বৃটেন, তুরস্ক, ইরান ও পাকিস্তানের ইরাকস্থ রাষ্ট্রদূত ও ইরাকের প্রতিনিধিকে লইয়া একটি স্থায়ী পরিষদ (কাউন্সিল) গঠিত হয়। ইরাকের রাজধানী বাগদাদ নগরীতে এই পরিষদের স্থায়ী দপ্তর স্থাপিত হয়। বাগদাদ-চুক্তিসংস্থার সর্বপ্রধান দুইটি কমিটি হইল—সামাজিক ও অর্থনৈতিক কমিটি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি এই চুক্তি-সংস্থার সহিত সংযোগ রক্ষা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বাগদাদচুক্তি-পরিষদকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে, তাহারা চুক্তি-স্বাক্ষরকারীদের সকল প্রকার অস্ত্রসম্ভার ও অর্থনৈতিক সাহায্য দান করিবে।

বাগদাদ-চুক্তি যে একটি আক্রমণমুখী চুক্তি এবং ইহা যে বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক তাহা সোবিয়েৎ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ, ভারতের পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও কৃষ্ণ মেনন, সৌদি আরবের রাজা এবং মিশরের নেতৃবৃন্দ স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন। অনেকের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন প্রভৃতি পশ্চিমী শাসকগোষ্ঠী সমগ্র পৃথিবীকে কতকগুলি আক্রমণমুখী আঞ্চলিক সামরিক জোটের দ্বারা ঘিরিয়া ফেলিবার যে নীতি অনুসরণ করিতেছে, বাগদাদ-চুক্তি সেই-প্রকার একটি আক্রমণমুখী জোট ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অপর দুটি আঞ্চলিক সামরিক জোট হইল 'উত্তর-আতলান্তিক চুক্তি-সংস্থা' (NATO) ও 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি-সংস্থা' (SEATO)।

Middle Man : মধ্যবর্তী লোক; দালাল।

অর্থনৈতিক অর্থে, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যবর্তী লোক। যে ব্যক্তি কোন পণ্যের উৎপাদক, নির্মাতা বা ব্যবসায়ীর নিকট হইতে কোন পণ্য ক্রয় করিয়া অপর ব্যবসায়ী বা ব্যবহারকারীর নিকট বিক্রয় করে।

Middle Peasant : মধ্যবর্তী কৃষক; মাঝারী কৃষক।

সমগ্র কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী অংশ ধনী কৃষক ও গরীব কৃষক (ক্ষেত-মজুর বা ভূমিহীন কৃষক) এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অংশ। ধনী কৃষকগণ তাহাদের জমিতে কাজ করিবার জন্য মজুর নিয়োগ করিয়া তাহাদের শ্রম আত্মসাৎ করে। কিন্তু "মাঝারী কৃষকগণ অপরের শ্রম আত্মসাৎ করে না, অন্যের শ্রমের উপর বাঁচিয়া থাকে না, তাহারা নিজেরাই নিজেদের জমিতে কাজ করে এবং নিজেদের শ্রমের দ্বারা জীবনযাপন করে।"—V. I. Lenin : *Development of Capitalism in Russia.*

Mixed Economy : মিশ্র বা মিশ্রিত অর্থনীতি। [Controlled Economy দ্রষ্টব্য]

Mode of Production : উৎপাদন-পদ্ধতি। [Production শব্দ দ্রষ্টব্য]

Modern History : আধুনিক ইতিহাস; বর্তমান কালের ইতিহাস।

[History শব্দ দ্রষ্টব্য]

Monad, Theory of : সচেতন পরমাণুতত্ত্ব।

একটি দার্শনিক তত্ত্ব। জার্মান দার্শনিক গড্‌ফ্রিড্ ভিল্‌হেল্‌ম্ লাইব্‌নিজ্ (১৬৪৬-১৭১৬) ইহার উদ্‌ভাবক। লাইব্‌নিজ্-এর মতে, 'মোনাড' বা সচেতন পরমাণু হইল সমস্ত পদার্থের অবিভাজ্য উপাদান—সমস্ত বস্তুর সর্বশেষ উপাদান, অর্থাৎ ইহাকে আর ভাগ করা চলে না। এই পরমাণু অবিমিশ্র এবং সকল পদার্থের পরমাণুর গঠনই একরূপ। ইহাদের মধ্যে কেবল পদার্থ ভেদে গুণগত বৈষম্য দেখা যায়। সচেতন পরমাণু আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ এবং উহা আপন নিয়মে পরিণতি লাভ করে। এই পরমাণুর গুণ দুই প্রকার—অনুভূতি ও চেষ্টা। ইহা দর্পণের মত আপনার মধ্যে বিশ্বকে প্রতিবিম্বিত করে। মানব-দেহ বিভিন্ন প্রকার সচেতন পরমাণুর সমবায়ে গঠিত। কিন্তু মানবের আত্মা একটি মাত্র সচেতন পরমাণুর দ্বারা গঠিত এবং ইহা মানবের সমস্ত সত্তার কেন্দ্রস্বরূপ।

Money : মুদ্রা ; অর্থ।

প্রচলিত অর্থে, মুদ্রা এমন একটি জিনিস যাহা লোকে বিনা দ্বিধায় বিনিময়ের মাধ্যমরূপে এবং ঋণ পরিশোধের উপায়রূপে গ্রহণ করিতে পারে।

মার্ক্‌সীয় অর্থে, মুদ্রা একটি বিশেষ ধরনের পণ্য, এই পণ্যটি মূল্যের মান (বা মাপ) এবং পণ্য-বিনিময় ও পণ্য-প্রচলনের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। মুদ্রা হইল "বাস্তব ধনসম্পদের সর্বজন-স্বীকৃত প্রতিনিধি"—কার্ল্ মার্ক্‌স্। মার্ক্‌সীয় মতে, সমাজে মুদ্রার প্রচলন নিজে নিজেই হইয়াছিল, ইহার জন্য কোন দিন কোন পরিকল্পনা বা কোন চুক্তি হয় নাই। প্রথমে বিভিন্ন ধরনের পণ্য (যেমন পশুর লোম, পশু, তামাক, হাড়ি, কড়ি প্রভৃতি) সাময়িকভাবে মুদ্রাহিসাবে ব্যবহৃত হইত। "একটা বিশেষ পণ্যের সহিত যে এই বিশেষত্বটা (মূল্যের মুদ্রারূপ) যুক্ত হইল তাহা একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র।"—K. Marx : *Value, Price & Profiit.* বিনিময়ের আরও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশেষ পণ্য মূল্যের একটি সর্বজনস্বীকৃত তুল্যদ্রব্য (Equivalent) বা মান হিসাবে কাজ করিবার জন্য নিজে নিজেই অন্য সকল পণ্য হইতে পৃথক হইয়া গেল ; বিনিময়-ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশধারা মূল্যের বিভিন্ন রূপের স্তর অতিক্রম করিয়া মূল্যের মুদ্রারূপের (Money Form) স্তরে আসিয়া শেষ হইল। তখন স্বর্ণ হইল মূল্যের সেই মুদ্রারূপ এবং একটি বিশেষ ধরনের পণ্য। মুদ্রা হইল "বিনিময় ও সামাজিক উৎপাদনের বিকাশধারার সর্বশেষ পরিণতি।" —V. I. Lenin : *Marx's Economic Doctrine.* স্বর্ণ, রৌপ্য বা যে কোন ধাতুই মুদ্রাহিসাবে ব্যবহৃত হউক না কেন তাহাই পণ্য ; এই পণ্য ঠিক অন্য সকল পণ্যের মতই, অর্থাৎ তাহার ভিতরে শ্রম আছে, সুতরাং তাহার মূল্য বা ব্যবহারিক মূল্যও আছে। মুদ্রার বিভিন্ন কাজ নিম্নরূপ :

(১) মূল্যের মান ও দামের মাপকাঠি ;

(২) পণ্য-প্রচলনের মাধ্যম (এই কাজে পূর্ণ মূল্যসম্পন্ন মুদ্রার অর্থাৎ স্বর্ণের পরিবর্তে উহার নিজের প্রতিনিধি অথবা নিদর্শন-হিসাবে ব্যাঙ্ক-নোট, কাগজী মুদ্রা, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে) ;

(৩) লেন-দেনের উপকরণ ;

(৪) সঞ্চয় ও পুঁজির (Hoarding) উপকরণ (ধনতন্ত্রের গোড়ার দিকে মূলধনীরা প্রায়ই তাহাদের মুদ্রা মূলধনরূপে তাড়াতাড়ি লগ্নি না করিয়া পুঁজি করিয়া রাখিত, কিন্তু এখন তাহারা মুদ্রা পুঁজি না করিয়া মূলধনরূপে নিয়োগ করে।) ;

(৫) আন্তর্জাতিক লেন-দেন (বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্যও মুদ্রা অর্থাৎ স্বর্ণ ব্যবহৃত হয়)।

Money Form of Value : মূল্যের মুদ্রারূপ। [Form of Value ও Money দ্রষ্টব্য]

Monism : অদ্বৈতবাদ।

একটিমাত্র মূল পদার্থ (Element) বা সচেতন মূল উৎস হইতে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি ও বিকাশ হইয়াছে—এইরূপ মতবাদ।

Monopoly : একচেটিয়া ; একচেটিয়া অবস্থা ; একচেটিয়া সঙ্ঘ ; একচেটিয়া কারবার।

কতকগুলি পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টনের উপর প্রভুত্বকারী মূলধনীদের সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘবদ্ধ মূলধনীরা কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদনের অধিকাংশের উপর, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সমগ্র উৎপাদনের উপর একচেটিয়া প্রভুত্ব স্থাপন করে। একচেটিয়া ধনতন্ত্র হইল একচেটিয়া কারবারী সঙ্ঘের প্রভুত্বের যুগ, এই যুগে বৃহদাকারের উৎপাদন এবং মূলধনের একত্রীকরণ ও কেন্দ্রীকরণ অবাধে চলিতেছে।

একচেটিয়া অবস্থার জন্ম হয় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে। ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা চরমে উঠে এবং তাহার ভিতর হইতেই একচেটিয়া সঙ্ঘের জন্ম ধীরে ধীরে আরম্ভ হয়। ১৮৬০-৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই "অবাধ প্রতিযোগিতার বিকাশের উচ্চতম স্তর, শেষ সীমা ; তখন একচেটিয়া সঙ্ঘের সন্ধান পাওয়াই কঠিন, কারণ একচেটিয়া সঙ্ঘ তখন রহিয়াছে কেবল ভ্রূণ অবস্থায়।"—Lenin : *Imperialism, the Highest Stage of Capitalism.* কিন্তু ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এই একচেটিয়া সঙ্ঘই ধনতান্ত্রিক জগতের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায়।

অবশ্য একচেটিয়া সঙ্ঘের জন্ম ও বিকাশের ফলে মূলধনীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শেষ হইল না। কারণ, "যে একচেটিয়া সঙ্ঘ অবাধ প্রতিযোগিতার ভিতর হইতে বাড়িয়া উঠে, সেই একচেটিয়া সঙ্ঘ অবাধ প্রতিযোগিতার বিলোপ সাধন করে না। উহা অবাধ প্রতিযোগিতার পাশাপাশি অবস্থান করে, উহা যেন অবাধ প্রতিযোগিতার উপর উহার পক্ষপুট বিস্তার করিয়া উড়িতে থাকে এবং তাহার ফল হিসাবে কতকগুলি তীব্র বিরোধ, সংঘর্ষ ও সংঘাত সৃষ্টি করে।"

"অবাধ প্রতিযোগিতার বদলে একচেটিয়া সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাই সাম্রাজ্যবাদের মূল বৈশিষ্ট্য, আসল বিষয়বস্তু।"—Lenin : *Imperialism, the Highest Stage of Capitalism.*

একচেটিয়া সঙ্ঘের বিভিন্ন রূপ :

Cartel : মূল্যনিয়ন্ত্রণ-সঙ্ঘ ; 'কার্টেল'। কতকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠান একত্রে মিলিয়া প্রধানতঃ তাহাদের উৎপন্ন পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে চুক্তি করিয়া যে সঙ্ঘ গঠন করে তাহাকেই বলা হয় 'মূল্যনিয়ন্ত্রণ-সঙ্ঘ'। এই সঙ্ঘের নিয়মানুসারে মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যতীত অন্য সকল ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনতা বজায় থাকে।

Syndicate : বাণিজ্য-সঙ্ঘ ; 'সিণ্ডিকেট'।

'মূল্যনিয়ন্ত্রণ-সঙ্ঘ' অপেক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে চুক্তিবদ্ধ কয়েকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান লইয়া গঠিত সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘের মধ্যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের স্বাধীনতা অনেক বেশী পরিমাণে হারাইয়া ফেলে। বাণিজ্য-সঙ্ঘ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই উহার অন্তর্ভুক্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের পণ্য বিক্রয় ও কাঁচা-মাল ক্রয়ের ভার গ্রহণ করে।

Trust : ব্যবসায়-সঙ্ঘ ; 'ট্রাস্ট'।

কতকগুলি বিভিন্ন ধরনের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ মিলনের রূপ। ব্যবসায়-সঙ্ঘের ভিতর সম্মিলিত মালিকেরা ব্যবসায়-সঙ্ঘের অংশীদার হইয়া থাকে। ব্যবসায়-সঙ্ঘ একটা একক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানরূপে এক ব্যবস্থাপনার দ্বারা পরিচালিত হয়।

Combine : শিল্প-সঙ্ঘ ; পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্পসমূহের সঙ্ঘ ; 'কম্বাইন'।

"যে সকল পৃথক শিল্প-প্রতিষ্ঠান পণ্যোৎপাদনের ধারার মধ্যে পরস্পরের সহিত কোন-না-কোনভাবে সম্পর্কযুক্ত, সেই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মিলন,...যেমন, যে খনিশিল্প-প্রতিষ্ঠান একটি ধাতুশিল্প-প্রতিষ্ঠানকে কয়লা ও পোড়া কয়লা সরবরাহ করে, সেই খনিশিল্প প্রতিষ্ঠানটির সহিত উক্ত ধাতুশিল্প-প্রতিষ্ঠানের মিলন।" —Leontiev : *Outline of Political Economy*. এই দুইটি মিলিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সহিত যদি আরও কতকগুলি সংশ্লিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠান—যেমন একটা যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠান—আসিয়া মিলিত হয়, তবে এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মিলনকে বলা হয় **লম্বিত শিল্পসঙ্ঘ** (Vertical Combine)। আর শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি যদি একই শ্রেণীর হয়, অর্থাৎ উহারা যদি একই পণ্য উৎপাদন করে, তবে উহাদের মিলনকে বলা হয় **সমান্তরাল শিল্পসঙ্ঘ** (Horizontal Combine)।

Corporation : একচেটিয়া কারবারী সঙ্ঘ ; 'কর্পোরেশন'।

বিভিন্ন একচেটিয়া সঙ্ঘ ও ব্যক্তিগত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের একত্রে মিলিত বিরাট আকারের সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘের ভিতরে কেবল এক প্রকারের সংশ্লিষ্ট শিল্পই নহে, বিভিন্ন প্রকারের, অর্থাৎ পরস্পরের সহিত যোগসম্পর্কহীন শিল্প-প্রতিষ্ঠান (যেমন কয়লা-খনি, কাপড়ের কারখানা, জাহাজের ব্যবসায়, যানবাহন, সংবাদপত্র, ঔষধপত্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান) একত্রে মিলিত হয়। উৎপাদন ও ব্যবসায়ের সর্বক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাই এই ধরনের সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। শেয়ার বাজারের বিকাশ ও সকল ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার ফলেই এই ধরনের দানবীয় আকারের একচেটিয়া কারবারী সঙ্ঘের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে।

[Finance Capital দ্রষ্টব্য]

Bureaucratic Capital : আমলাতান্ত্রিক মূলধন।

এই কথাটি আসিয়াছে চীনের পুরাতন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মাও সে-তুঙের বিশ্লেষণ হইতে। কথাটির অর্থ নিম্নরূপ : অতি অল্পসংখ্যক একচেটিয়া বড় বুর্জোয়া রাষ্ট্র-যন্ত্রটাকে কুক্ষিগত করিয়া সেই যন্ত্রটাকে নিজেদের একচেটিয়া মুনাফা লাভের জন্য ব্যবহার করে। তাহারা তাহাদের মূলধনের শোষণের পশ্চাতে রাষ্ট্রের সমগ্র ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিয়া এবং তাহাদের অধিকৃত রাষ্ট্রক্ষমতার বলে বলীয়ান হইয়া তাহাদের একচেটিয়া মূলধনের দ্বারা জনগণকে শোষণ করিবার একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। এইভাবে তাহাদের মূলধন তাহাদের অধিকৃত রাষ্ট্রক্ষমতার সহিত মিশিয়া যায় এবং দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান হইয়া উঠে। মাও সে-তুঙের কথায় :

"একচেটিয়া মূলধন রাষ্ট্র-ক্ষমতার সহিত মিশিয়া গিয়া রাষ্ট্র-পরিচালিত একচেটিয়া ধনতন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। আবার এই একচেটিয়া ধনতন্ত্র অতি ঘনিষ্ঠভাবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ, চীনের জমিদারশ্রেণী ও পুরাতন ধরনের ধনী কৃষকদের (সামন্ত-তান্ত্রিক ধনী কৃষকদের) সহিত মিলিত হইয়া পরগাছা (বা মুৎসুদ্দি) সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র-পরিচালিত একচেটিয়া ধনতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। এই রাষ্ট্র-পরিচালিত একচেটিয়া মূলধনই চীনদেশে সাধারণভাবে 'আমলা-তান্ত্রিক মূলধন' নামে পরিচিত এবং এই আমলাতান্ত্রিক মূলধনের মালিক বুর্জোয়াদের বলা হয় 'আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া', অর্থাৎ চীনের বড় বুর্জোয়া।"—Mao Tse-tung : *Present Situation and Our Task* (Report to the Central Committee, 1947).

Monotheism : একেশ্বরবাদ।

যে মতবাদ কেবল একজনমাত্র ঈশ্বরকে স্বীকার করে।

Monroe Doctrine : মন্‌রো-নীতি।

[Doctrine of Monroe দ্রষ্টব্য]

Multilateral Agreements : বহু-পক্ষীয় চুক্তি।

অনেকগুলি দেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি।

Munic Agreement : মিউনিক-চুক্তি।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানীর মিউনিক শহরে জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেনের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি। এই চুক্তিতে চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেতানল্যাণ্ড নামক প্রদেশটি জার্মানীকে দেওয়া হয়। সুদেতান প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে জার্মান জাতীয় লোক ছিল শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী। এই অজুহাতে জার্মানীর নাৎসী ডিক্‌টেটর হিট্‌লার চেকোস্লো-ভাকিয়ার এই প্রদেশটি জার্মানীর প্রাপ্য বলিয়া দাবি করেন। প্রথমে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর এই দাবি মানিতে অস্বীকার করে এবং উক্ত দুই রাষ্ট্র ও চেকোস্লোভাকিয়া জার্মানীকে বাধা দিবার জন্য সৈন্য সমাবেশ করিতে আরম্ভ করিলে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই সময় ইতালীর ডিক্‌টেটর মুসোলিনির পরামর্শে হিট্‌লার মিউনিক শহরে গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী ও জার্মানীর এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই মিউনিক-সম্মেলনে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স শান্তি রক্ষার অজুহাতে সুদেতানল্যাণ্ড সম্পর্কে জার্মানীর দাবি মানিয়া লইয়া জার্মানী ও ইতালীর সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিই 'মিউনিক-চুক্তি' নামে কুখ্যাত।

হিট্‌লার মিউনিক-সম্মেলনে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তিনি সুদেতানল্যাণ্ড ব্যতীত চেকোস্লোভাকিয়ার অন্য অংশ দাবি করিবেন না। কিন্তু তিনি এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ ও করেন। ইহার পর হইতে হিট্‌লারের দাবি মিটাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিবার নীতি (Appeasement Policy) বন্ধ হয়। ইহার পরিবর্তে হিট্‌লারকে বাধা দানের নীতি গৃহীত হয়।

Muslim League : মুসলিম লীগ।

অখণ্ড ভারতের মুসলমানদের সর্বপ্রধান সংগঠন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' প্রথম গঠিত হয়। ইহার পর হিন্দুদের হইতে পৃথক সত্তা সম্বন্ধে মুসলমানদের চেতনা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে 'হোম-রুল' দাবির ভিত্তিতে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সহযোগিতার জন্য-'লখ্নৌ-চুক্তি' সম্পাদিত হয়। কিন্তু 'হোম-রুল'-আন্দোলনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সহযোগিতারও অবসান ঘটে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ-সরকার আইনসভায় মুসলমানদের পৃথক বা সাম্প্র-দায়িক নির্বাচনের অধিকার (Communal Award) মানিয়া লওয়ার পর হইতে মুসলিম লীগের সংগঠন ও শক্তি বিশেষ-ভাবে বাড়িয়া যায়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ আলি জিন্না মুসলিম লীগের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে লখ্নৌ শহরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে উহার মূল লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়ঃ "যে সকল স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাজ্যে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু জনসাধারণের অধিকার ও স্বার্থ গঠনতন্ত্রের দ্বারা যথাযথরূপে সুরক্ষিত করা হইবে সেই প্রকার স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাজ্যের মিলনের (ফেডারেশনের) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই মুসলিম লীগের লক্ষ্য।"

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মুসলিম লীগের গঠনতান্ত্রিক সাব-কমিটি 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার একটি পরিকল্পনা রচনা করে। এই পরিকল্পনায় ভারতের

মুসলমান-অধিবাসীদের সংখ্যার ভিত্তিতে ভারতে এক-তৃতীয়াংশ স্থান (সিন্ধু, পঞ্জাব, বেলুচিস্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, আদিবাসী অঞ্চল, দিল্লী প্রদেশ, যুক্তপ্রদেশের কয়েকটি জিলা, সমগ্র বঙ্গদেশ, সমগ্র আসাম প্রদেশ ও নিজামের শাসনাধীন অঞ্চল) দাবি করা হয়।

মুসলিম লীগের দাবি বৃটিশ-সরকার কর্তৃক স্বীকৃত না হওয়ায় বৃটিশ-সরকারের 'জাতীয় দেশরক্ষা-পরিষদ' হইতে মুসলিম লীগের সদস্যগণকে পদত্যাগ করিতে বলা হয়। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে দেশের রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ভুলাভাই দেশাই ও লীগের পক্ষ হইতে লিয়াকৎ আলি খাঁ যুক্তভাবে ইংরেজ সরকারের নিকট কংগ্রেস ও লীগের প্রত্যেকের শতকরা চল্লিশ এবং অন্যান্য দলের একত্রে শতকরা কুড়িভাগ প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে কেন্দ্রে একটি সাময়িক জাতীয় সরকার গঠনের পরিকল্পনা পেশ করেন। কিন্তু বৃটিশ-সরকার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লীগের সভাপতি মহম্মদ আলি জিন্না ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া ছয়টি মুসলমান অঞ্চল লইয়া 'স্বাধীন পাকিস্তান' গঠনের দাবি তোলেন। এই দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে লীগ কর্তৃক ঘোষিত ১৬ই আগস্টের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম-দিবস'-এ কলিকাতায় যে বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয় তাহা সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে।

'কেবিনেট মিশন'-এর পরিকল্পনা অনুসারে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর প্রধান মন্ত্রিত্বে গঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-সভায় লীগ যোগদান করে। মুসলিম লীগের দাবি অনুসারে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে 'মাউণ্টব্যাটেন-পরিকল্পনা অনুসারে ভারতবর্ষ খণ্ডিত হইয়া 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামে দুইটি রাষ্ট্র গঠিত হইলে মুসলিম লীগ পাকিস্তান-রাষ্ট্রের গভর্নমেণ্ট গঠন করে।

Mysticism : অতীন্দ্রিয়তাবাদ ; অপরোক্ষ জ্ঞানবাদ।

মানব ও ঈশ্বরের মধ্যে আধ্যাত্মিক সংযোগ সম্পর্কিত ধর্মীয় মতবাদ।

Mythology : পুরাণ ; দেবতত্ত্ব ; উপকথা।

পৌরাণিক বা দেবতাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে প্রচলিত কাল্পনিক উপাখ্যান।

N

Nation : জাতি।

মার্ক্সীয় মতে জাতি হইল, "ঐতিহাসিক বিকাশধারার ভিতর দিয়া উদ্ভূত এমন একটি স্থায়ী জনসমাজ যাহার ভাষা এক, বাসভূমি এক, অর্থনৈতিক জীবন এক এবং সংস্কৃতিগত সমাজ-জীবনের মধ্য দিয়া প্রকাশিত মানসিক গড়নও এক।"—J. V. Stalin : *Marxism and National Question.*

আধুনিক জাতিগুলি জাগরণশীল ধনতন্ত্রের যুগের (অর্থাৎ ধনতন্ত্রের প্রথম যুগের) সৃষ্টি। "বৃটিশ, ফরাসী, জার্মান ও ইতালীয়রা জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে ধনতন্ত্রের অগ্রগতি ও সামন্ততান্ত্রিক অনৈক্যের বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রের প্রাধান্যলাভের সময়।" অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনার মতই একটি জাতি "পরিবর্তনের সাধারণ নিয়মের অধীন, ইহার একটা ইতিহাস আছে, আরম্ভও আছে এবং শেষও আছে।"—J. V. Stalin : *Marxism & National Question.*

Nationalism : জাতীয়তাবাদ।

সাধারণ অর্থে 'জাতীয়তাবাদ' হইল কোন

পরাধীন দেশের জনগণের আভ্যন্তরিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতালাভের সংকল্পের অভিব্যক্তি।

[Self-Determination দ্রষ্টব্য]

National Debt : জাতীয় ঋণ।

কোন দেশের গভর্নমেণ্ট কর্তৃক উক্ত দেশের অভ্যন্তরে অথবা বাহির হইতে যে ঋণ গ্রহণ করা হয়।

[National Wealth দ্রষ্টব্য]

National (United) Front : জাতীয় (যুক্ত) ফ্রণ্ট ; জাতীয় (যুক্ত) মহড়া।

[Front শব্দ দ্রষ্টব্য]

National Income : জাতীয় আয়।

কোন দেশের বা জাতীর সকল ব্যক্তির আয়ের সমষ্টি। নিম্নোক্ত উপায়গুলির যে কোন একটি অবলম্বন করিয়া কোন দেশের জাতীয় আয় স্থির করা হয়:— (১) সকল ব্যক্তির আয় যোগ করিয়া; (২) সকল ব্যক্তির উৎপাদন, অর্থাৎ তাহাদের উৎপাদন ও কাজের জন্য তাহাদিগকে যে পারিশ্রমিক বা বেতন দেওয়া হয় সেই পারিশ্রমিক বা বেতন যোগ করিয়া; (৩) দেশের সকল ব্যক্তি যে সকল দ্রব্য ক্রয় করে সেইগুলির মোট দাম ও তাহাদের সঞ্চিত অর্থ যোগ করিয়া। কিন্তু যে সকল কাজ বিনা পারিশ্রমিকে বা বিনা বেতনে করান হয় তাহা এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না। কারণ, যে উৎপাদন বা কাজকে টাকার অঙ্কে পরিণত করা যায় না তাহা হিসাব করা অসম্ভব। যে সকল ব্যক্তি রাষ্ট্র হইতে পেন্সন বা অন্য কোন নিয়মিত সাহায্য লাভ করে তাহাদের আয়ও জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হয় না, কারণ এই পেন্সন বা সাহায্য দেওয়া হয় সাধারণতঃ উচ্চ আয়ের উপর আয়কর (প্রত্যক্ষ কর) বসাইয়া এবং আয়কর ধার্য করিবার সময়েই সেই উচ্চ আয় জাতীয় আয়ের মধ্যে গণনা করা হয়। সুতরাং রাষ্ট্র হইতে দেওয়া পেন্সন বা অন্য কোন নিয়মিত সাহায্যকে জাতীয় আয়ের মধ্যে গণনা করিলে একই অর্থ দুইবার গণনা করা হয়। সরকার কর্তৃক বিভিন্ন দ্রব্যের উপর ধার্যকরা অপ্রত্যক্ষ কর (Indirect Tax) সম্বন্ধেও এই জটিলতা দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে সকলের ব্যক্তিগত আয়ের সমষ্টি হইতে অপ্রত্যক্ষ করের সমষ্টি বাদ দিয়া তাহা জীবিকা-নির্বাহের খরচ কমাইবার উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন আর্থিক সাহায্যের সহিত যুক্ত করা হয়।

জাতীয় উৎপাদনের (National Output) সহিত জাতীয় আয়ের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। জাতীয় উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর জাতীয় আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে। কারণ, প্রচলিত অর্থে, দেশের সমগ্র মূলধন, জমি ও শ্রমের সমন্বয়ে কৃত উৎপাদনের সমষ্টিকেই বলা হয় 'জাতীয় উৎপাদন'; আর জাতীয় আয় হইল জাতির সকল ব্যক্তির ব্যবহৃত দ্রব্যের সমষ্টি, অর্থাৎ ব্যবহৃত দ্রব্য সমূলের মূল্যের সমষ্টি। (এখানে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, দেশের লোক কিছুই সঞ্চয় করে না, যাহাই আর করে তাহাই ব্যয় করে।) সুতরাং জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে হইলেই জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্ন উঠে। ইহার ভিন্ন অর্থ এই যে, ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইলেই জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে।

মোট জাতীয় আয়কে দেশের মোট লোকসংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া জনপ্রতি গড় আয় (Average Per Capita Income) বাহির করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রকার জনপ্রতি গড় আয় নির্ধারণ অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। অনগ্রসর ও শিল্পে অনুন্নত দেশের অধিকাংশ মানুষের প্রকৃত আয় নগণ্য বা জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশের আয় নাই বলিলেই চলে। অথচ জনপ্রতি গড় আয় নির্ধারণের এই প্রকার হিসাবে তাহাদের আয় আছে বলিয়া এবং শিল্পপতি প্রভৃতি ধনীদের আয়কে

দরিদ্রদের আয়ের সমান করিয়া দেখান হয়। জাতীয় আয় কি ভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তর বা শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বণ্টিত হয় তাহাই প্রকৃত সমস্যা। সুতরাং জাতীয় আয় ও জনপ্রতি গড় আয়ের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে হইলে সমাজের প্রত্যেক স্তর বা শ্রেণীর মানুষের আয় কত তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন।

হিসাবে জাতীয় আয় ও জনপ্রতি গড় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই সকল ক্ষেত্রে উহাকে দেশের সমৃদ্ধির লক্ষণ বলিয়া ধরা চলে না। জাতীয় আয় ও জনপ্রতি গড় আয় যে হারে বৃদ্ধি পায় যদি সেই হারেই জিনিসপত্রের মূল্য ও সরকার কর্তৃক ধার্য অপ্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে জাতীয় আয় ও জনপ্রতি গড় আয়ের কোন প্রকৃত বৃদ্ধি হয় না। কারণ, তাহার ফলে সমাজের ক্রয়-ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি পায় না। এমন কি অত্যধিক মূল্য ও কর বৃদ্ধির ফলে ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পায় বলিয়া জাতীয় আয় পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পাইতে পারে।

National Income of India: ভারতের জাতীয় আয়।

ভারত-সরকারের অধীনস্থ কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান (Statistic) সংস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করিয়া ১৯৪৮-৪৯ সন হইতে ১৯৫৪-৫৫ সন পর্যন্ত প্রতি বৎসরের মোট জাতীয় আয় ও জনপ্রতি গড় আয় নির্ধারণ করিয়াছে। উক্ত সংস্থা দুইভাবে জাতীয় আয় নির্ধারণ করিয়াছে: (১) ১৯৪৮-৪৯ সনের দ্রব্য-মূল্যের ভিত্তিতে, এবং (২) বর্তমান সময়ের দ্রব্য-মূল্যের ভিত্তিতে।

(১) ১৯৪৮-৪৯ সনের দ্রব্য-মূল্যের ভিত্তিতে ১৯৪৮-৪৯ সন হইতে ১৯৫৪-৫৫ সন পর্যন্ত প্রতি বৎসরের মোট জাতীয় ও জনপ্রতি গড় আয় নিম্নরূপ :—

১৯৪৮-৪৯ সনের মূল্য অনুযায়ী ভারতের জাতীয় আয়ের হিসাব

বৎসর	মোট জাতীয় আয় কোটি টাকা	জনপ্রতি গড় আয় টাকা
১৯৪৮-৪৯	৮,৬৫০	২৪৬.৯
১৯৪৯-৫০	৮,৮২০	২৪৮.৬
১৯৫০-৫১	৮,৮৫০	২৪৬.৩
১৯৫১-৫২	৯,১০০	২৫০.১
১৯৫২-৫৩	৯,৪৬০	২৫৬.৬
১৯৫৩-৫৪	১০,০৪০	২৬৯.০
১৯৫৪-৫৫	১০,১৭০	২৬৯.০

১৯৫৫-৫৬ সনের মূল্য অনুযায়ী ভারতের জাতীয় আয়ের হিসাব

বৎসর	মোট জাতীয় আয় কোটি টাকা	জন প্রতি গড় আয় টাকা
১৯৪৮-৪৯	৮,৬৫০	২৪৬.৯
১৯৪৯-৫০	৯,০১০	২৫৩.৯
১৯৫০-৫১	৯,৫৩০	২৬৫.২
১৯৫১-৫২	৯,৯৭০	২৭৪.০
১৯৫২-৫৩	৯,৮২০	২৬৬.৪
১৯৫৩-৫৪	১০,৪৯০	২৮১.০
১৯৫৪-৫৫	৯,৯১০	২৬২.১

এই তালিকায় দেখা যায় যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্ব বৎসরে, অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সনে জনপ্রতি গড় আয় যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসরে (১৯৫৪-৫৫ সনে) জনপ্রতি গড় আয় তিন টাকা কমিয়া গিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার আরম্ভের সময় অনুমান করা হইয়াছিল যে, পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে জাতীয় আয় শতকরা ১৮ টাকা বৃদ্ধি পাইবে, আর সেই হিসাবে ১৯৫৪-৫৫ সনে জনপ্রতি গড় আয় তিন শত টাকার বেশী হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই, বরং জনপ্রতি গড় আয় তিন টাকা কমিয়া গিয়াছে। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিই ইহার কারণ।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসরে (১৯৫৫-৫৬ সনে) জাতীয় আয় ছিল ১০,৮০০ কোটি টাকা এবং জনপ্রতি গড় আয় ছিল ২৮১ টাকা। এই আয়কে আরও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ১৯৫৫-৫৬ সনের মোট জাতীয় আয় ১০,৮০০ কোটি টাকার মধ্যে ৩,৫৩৮ কোটি টাকা হইল ৩৮ কোটি ৩৭ লক্ষ সাধারণ লোকের আয় এবং ইহাতে তাহাদের জনপ্রতি গড় আয় হয় মাত্র ৯৩ টাকার মত; আর বাকি মূলধনী ও অবস্থাপন্ন ৩৬ লক্ষ লোকের আয় হইল ৭,২৬২ কোটি টাকা, এবং ইহাতে তাহাদের জনপ্রতি গড় আয় হয় ২০,১৭২ টাকা। হিসাব করা হইয়াছে যে, ১৯৫৬-৫৭ সন হইতে ১৯৬০-৬১ সন পর্যন্ত এই পাঁচ বৎসরে মোট জাতীয় আয় দাঁড়াইবে ১৩,৪৮০ কোটি টাকা। সুতরাং এই পাঁচ বৎসর পরে জাতীয় আয় পূর্বাপেক্ষা ২৬৮০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু এই বর্ধিত আয়ের মধ্যে মূলধনী ও অবস্থাপন্ন ৩৬ লক্ষ লোক পাইবে ১৯৩০ কোটি টাকা, আর ৪০ কোটি (বর্ধিত ২ কোটি) সাধারণ লোক পাইবে মাত্র ৭৫০ কোটি টাকা। ইহাতে মূলধনী ও অবস্থাপন্ন ৩৬ লক্ষ লোকের জনপ্রতি মোট গড় আয় হইবে ২৫,৫৩৩ টাকার মত এবং ৪০ কোটি সাধারণ লোকের জনপ্রতি মোট গড় আয় হইবে মাত্র ১০৭৲ টাকার মত। ইহা ব্যতীত, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে যে ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি পড়িবে তাহা ব্যয় করিলে ১৯৬০-৬১ সনে শতকরা ১৫৲ টাকা মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা আছে এবং তাহা হইলে জাতীয় ঋণ, কর ও মূল্য-বৃদ্ধির ফলে প্রকৃত আয় যথেষ্ট হ্রাস পাইবে।

National Movement : জাতীয় আন্দোলন।

বাহিরের কোন শক্তির অধীনতা-পাশ হইতে মুক্তি লাভ ও স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য পরাধীন দেশের সকল শ্রেণীর মিলিত আন্দোলন। এই আন্দোলন সাধারণতঃ পরাধীন দেশের শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে।

মার্ক্‌সীয় মতে, "সমগ্র বিশ্বব্যাপী সামন্ত-প্রথার বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত জয়লাভের যুগ বহুমুখী জাতীয় আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিল। এই সকল আন্দোলনের অর্থ-নৈতিক ভিত্তি হিসাবে পণ্যোৎপাদন-ব্যবস্থাকে নিরঙ্কুশ করিবার জন্য স্বদেশের বাজার বুর্জোয়াদের দখলে আনয়নের প্রয়োজন, এক ভাষা-ভাষী জনগণ সহ রাজনৈতিক দিক হইতে ঐক্যবদ্ধ বাসভূমির প্রয়োজন, সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষার বিকাশ ও সেই বিকাশকে সাহিত্যের মধ্য দিয়া দৃঢ় ভাবে গড়িয়া তোলার পথে সকল বাধা দূরীভূত করিবার প্রয়োজন। ভাষা হইল মানুষের ভিতর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপায়। ভাষার ঐক্য ও উহার বাধামুক্ত বিকাশ হইল আধুনিক ধনতন্ত্রের আনুষঙ্গিক অবাধ ও ব্যাপক বাণিজ্যের এবং জনগণের ব্যাপক ও স্বাধীনভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সর্বশেষে, ভাষার ঐক্য ও উহার বাধামুক্ত বিকাশই হইল বাজার এবং প্রত্যেকটি বড় মালিক ও ছোট মালিক আর বিক্রেতা ও ক্রেতার ভিতরের ঘনিষ্ঠ যোগ-সম্পর্কের মূলভিত্তি।

"আধুনিক ধনতন্ত্রের এই সকল প্রয়োজন মিটাইবার সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায় হইল বুর্জোয়াদের **জাতীয় রাষ্ট্রের** প্রতিষ্ঠা। তাই জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাই হইল প্রত্যেকটি জাতীয় আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য।"—Lenin : *On the Right of Nations to Self-determination.*

National Revolution : জাতীয় বিপ্লব। [Revolution শব্দ দ্রষ্টব্য]

Nationalisation of Industry : শিল্পের জাতীয়করণ।

কোন দেশের গভর্নমেণ্ট কর্তৃক ঐ দেশের এক বা একাধিক শিল্পের পরিচালনাভার গ্রহণ।

'জাতীয়করণ' ও 'সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করণ'—এই দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। প্রথমটি করা হয় ধনতান্ত্রিক সমাজে, আর দ্বিতীয়টি কেবল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সম্ভব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডের শ্রমিক-গভর্নমেণ্ট কর্তৃক লৌহ-শিল্পের 'জাতীয়করণ' করা হইয়াছিল, পরে রক্ষণশীল-গভর্নমেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া সেই 'জাতীয়করণ' নাকচ করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে কোন শিল্পকে একবার সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করিলে তাহা কিছুতেই নাকচ করা হইত না।

মার্ক্‌সীয় মতে, 'জাতীয়করণ' হইল,—ধনতান্ত্রিক সমাজে মূলধনীশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য গভর্নমেণ্ট কর্তৃক এক বা একাধিক শিল্পের পরিচালনার ভার গ্রহণ। বিভিন্ন শিল্প যখন আর্থিক সংকটের চাপে প্রায় অচল হইয়া পড়ে এবং মূলধনীদের মুনাফা হ্রাস পায়, তখন গভর্নমেণ্ট জাতীয়করণের নামে সেই সকল শিল্পের পরিচালনা-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করে এবং যে সকল মূলধনী ঐ সকল শিল্পে মূলধন নিয়োগ করিয়াছে, সেই মূলধনীদের উচ্চ মুনাফা লাভের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। ইংলণ্ডে লৌহ-শিল্পের জাতীয়করণ ইহার একটি দৃষ্টান্ত। [যে সংকট হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ইস্পাত-শিল্পের জাতীয়করণ করা হইয়াছিল, সেই সংকট দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই জাতীয়করণ নাকচ করিয়া শিল্পগুলি মালিকদের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হয়।]

Nationalisation of Land : জমির জাতীয়করণ; জমি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করণ।

রাষ্ট্রদ্বারা জমিদার প্রভৃতির দখল হইতে জমি কাড়িয়া লইয়া প্রকৃত কৃষক, অর্থাৎ যাহারা নিজহস্তে জমি চাষ করে তাহাদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট হারে সেই জমি বিলি করা বা ইজারা দেওয়া।

জমির জাতীয়করণের সহিত সমাজবাদের (Socialism-এর) কোন সম্পর্ক নাই। কারণ, জমির জাতীয়করণ ধনতন্ত্রের অঙ্গস্বরূপ। "জমির উপর হইতে ব্যক্তিগত অধিকার (বা মালিকানার) বিলোপ সাধনের দ্বারা কোনক্রমেই ব্যবসায়িক ও ধনতান্ত্রিক কৃষির বুর্জোয়া ভিত্তির কোন পরিবর্তন হয় না। জমির জাতীয়করণের সহিত সমাজতন্ত্রের, অথবা এমনকি জমির ব্যবহারের সমানাধিকারের কিছুমাত্র মিল আছে—ইহার চেয়ে ভুল ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না। একথা সকলেই জানে যে, সমাজতন্ত্রের অর্থ হইল পণ্যোৎপাদনের অবসান।" —Lenin : *The Agrarian Question in Russia.*

National Socialism (Nazism) : জাতীয় সমাজবাদ (নাৎসিবাদ)।

জার্মানীতে এ্যাডল্‌ফ্‌ হিট্‌লার কর্তৃক পরিচালিত উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। ইহার অপর নাম 'নাৎসিবাদ'। অতি উগ্র জাতীয়তাবাদ, 'আর্য' নীতির ভিত্তিতে উৎকট জাত্যাভিমান, উগ্র ইহুদী-বিদ্বেষ এবং পররাজ্য আক্রমণ ও গ্রাস প্রভৃতি আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদ এবং তৎসহ ব্যাপক ও তীব্র সমরবাদ—এইগুলিই 'জাতীয় সমাজবাদ' বা 'নাৎসিবাদ'-এর মূল কথা। Nazi শব্দটি এই 'National Socialism' কথাটিরই সংক্ষিপ্ত আকার।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ভয়ঙ্কর আর্থিক সংকটের ভিতর হইতে 'জাতীয় সমাজবাদ' বা 'নাৎসিবাদ'-এর জন্ম হয়। এই সংকট জার্মানীর সকল শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যকে সম্পূর্ণ অচল করিয়া ফেলে, মূলধনীদের মুনাফা লাভ অসম্ভব হইয়া উঠে এবং

এইভাবে জার্মানীর ধনতন্ত্র অনিবার্য ধ্বংসের মুখে আসিয়া দাঁড়ায় ও শ্রমিক-বিপ্লব আসন্ন হইয়া উঠে। এই অবস্থা হইতে জার্মানীর ধনতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্যই বড় বড় মূলধনীদের প্রেরণায় ও সাহায্যে হিট্‌লার কর্তৃক 'জাতীয় সমাজবাদ' বা 'নাৎসিবাদ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

নাৎসিরা চরম আর্থিক সংকটের চাপে ধ্বংসোন্মুখ মধ্যশ্রেণীকে উহাদের বেকারী ও দারিদ্র দূর করিবার প্রতিশ্রুতি এবং নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া দলে টানিয়া নেয়। এইভাবে নাৎসিরা ছোট ব্যবসায়ী, কারিগর, ছাত্র এবং উচ্চ বেতনের ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতিদের সমর্থন লাভ করিতে সক্ষম হয়। তাহাদের সমর্থন লাভ করিবার জন্য প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী 'ভার্সাই-সন্ধি'তে জার্মানীর প্রতি অবিচার ও জাতীয় অপমানের প্রশ্নও তুলিয়া ধরা হয়। এই-ভাবে এবং রাইখ্‌স্টাগে (জার্মান পার্লামেন্টে) অগ্নিদান প্রভৃতি নানাপ্রকার ষড়যন্ত্রমূলক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা হিট্‌লার ও তাঁহার নাৎসি দল ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করিয়া জার্মানীতে 'জাতীয় সমাজবাদ' বা 'নাৎসিবাদ'-এর সন্ত্রাসমূলক শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর বৃটেন ও আমেরিকার অর্থ-সাহায্যে নাৎসিগণ অতি দ্রুত জার্মানীকে সমরসজ্জায় সজ্জিত করিয়া তোলে এবং বৃহত্তর জার্মানীর ধুয়া তুলিয়া অস্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া দখল করে। প্রথম হইতে বৃটেন ও ফরাসীদেশ হিট্‌লারকে তোষণ করিয়া আসিতেছিল [Appeasement Policy দ্রষ্টব্য]। কিন্তু হিট্‌লার ডানজিগ্‌ নামক পোল্যাণ্ডের একটি স্থান দাবি করিয়া পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বৃটেন ও ফরাসীদেশের হিট্‌লার-তোষণনীতির অবসান হয় এবং তাহারা জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের লাল ফৌজ জার্মানীর রাজধানী বার্লিন নগরী দখল করিবার সময় হিট্‌লার আত্মহত্যা করিলে তাঁহার সহিত জার্মানীর 'জাতীয় সমাজবাদ' বা 'নাৎসিবাদ'-এরও অবসান ঘটে।

National Wealth : 'জাতীয় সম্পদ'।

কোন জাতির সকল লোকের অধিকার-ভুক্ত সম্পদের সমষ্টি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন জাতির প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদের সমষ্টি নির্ধারণ করা অসম্ভব বলিয়া 'জাতীয় সম্পদ' কথাটি কোন দেশের সমৃদ্ধি বুঝাইবার জন্য অতি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়।

মার্ক্‌সীয় মতে, 'জাতীয় সম্পদ' নামক সার্বজনীন সম্পদের কোন অস্তিত্ব নাই। 'জাতীয় সম্পদ' কথাটি শোষকশ্রেণীর তৈরী একটা "মনভুলানো কল্পনা" মাত্র। "প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত জাতীয় সম্পদের কেবল একটামাত্র অংশই একটা আধুনিক জাতির জনগণের যৌথ সম্পত্তিতে পরিণত হয়, আর সেই সম্পত্তিটা হইল জাতীয় ঋণ।"

—K. Marx : *Capital, Vol III.*

Nativism : সহজজ্ঞানবাদ।

মনের কতিপয় ইন্দ্রিয়জ সংবেদন (Sensation)-নিরপেক্ষ চিন্তার প্রকার বা জ্ঞানের একটি মূলতত্ত্ব আছে—এই প্রকার দার্শনিক মতবাদ।

Natural History : প্রাকৃতিক ইতিহাস।

[History শব্দ দ্রষ্টব্য]

Natural Law : প্রাকৃতিক নিয়ম।

[Law শব্দ দ্রষ্টব্য]

Naturalism : প্রকৃতিবাদ; স্বাভাবিক নীতি।

বিশ্ব-জাগতিক ব্যাপারে কোন অপ্রাকৃত শক্তির (অর্থাৎ ঈশ্বর প্রভৃতির) কোন হাত নাই—এই রূপ দার্শনিক মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে, আপন নিয়মেই বিশ্ব-জগৎ বা প্রকৃতির সৃষ্টি ও বিকাশ হইয়াছে।

Natural Philosophy : প্রাকৃতিক দর্শন ; প্রকৃতিবিদ্যা।

প্রাকৃতিক জ্ঞানের ভিত্তিতে সৃষ্ট দর্শন।

Natural Religion : স্বাভাবিক ধর্ম ; সাধারণ ধর্ম।

মানুষের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সৃষ্ট এবং সকল প্রকার অতিপ্রাকৃত শক্তির (ঈশ্বর প্রভৃতির) সহিত সম্পর্কহীন ধর্ম।

Natural Selection (or The Survival of the Fittest : প্রাকৃতিক নির্বাচন (বা যোগ্যতমের উদ্বর্তন।)

[Darwinism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Nazi : নাৎসি।

[National Socialism দ্রষ্টব্য]

Negation : অসঙ্গতি ; অস্বীকার ; প্রতিবাদ।

Negation of Negation : অসঙ্গতির অসঙ্গতি। [Dialectics শব্দ দ্রষ্টব্য]

Neo-Platonism : নব প্লাতোবাদ।

দার্শনিক প্লাতোর (Plato) মৃত্যুর বহু বৎসর পরে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে (২৪৫ খৃষ্টাব্দে) আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে গ্রীক দার্শনিক প্লাতোর মতবাদের (Platonism শব্দ দ্রষ্টব্য) সহিত প্রধানতঃ ভারতবর্ষের যোগতত্ত্ব বা অতীন্দ্রিয়তাবাদের সংমিশ্রণের ফলে 'নব প্লাতোবাদ'-এর সৃষ্টি হয়। পরে অন্যান্য দার্শনিক মতবাদ হইতেও ইহাতে কিছু কিছু মত গৃহীত হয়। আলেকজান্দ্রিয়া নগরী হইতে ইহার উদ্ভব হয় বলিয়া 'নব প্লাতোবাদ'-এর অপর নাম হইল 'আলেকজান্দ্রিয়ার প্লাতোবাদ'। এই 'নব প্লাতোবাদ'-এর প্রভাব ২৪৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ইহার পর ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ান এই মতবাদের উচ্ছেদ করেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন দর্শনেরও অবসান ঘটে। গ্রীক দার্শনিক প্লোতিনাস (Plotinus) ছিলেন ইহার প্রধান প্রচারক।

Neutrality : নিরপেক্ষতা।

যুদ্ধমান কোন পক্ষে যোগদান না করিয়া নিজের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখা। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্র যুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রকারেই অংশ গ্রহণ করিতে পারে না এবং যুদ্ধমান কোন পক্ষকে সাহায্য করিতে বা কোন পক্ষের বিরোধিতা করিতে পারে না। যদি যুদ্ধের ফলে উহার নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয় তবে উক্ত রাষ্ট্রকে নিজের সশস্ত্র শক্তি দ্বারা নিজের নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে হয়। আইনতঃ 'কম নিরপেক্ষ' বা 'বেশী নিরপেক্ষ' বলিয়া কোন কথা নাই। নিরপেক্ষ অঞ্চলে (জলে বা স্থলে) কোন যুদ্ধমান পক্ষই শান্তিভঙ্গ করিতে পারে না, যদি করে তবে সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র নিজের অস্ত্রশক্তি দ্বারা শান্তিরক্ষা করিতে আইনতঃ বাধ্য। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে কোন যুদ্ধমান রাষ্ট্রের সৈন্যদল নিজ অঞ্চলের মধ্য দিয়া চলাচল করিতে দেওয়া কিংবা নিজ অঞ্চলের মধ্যে যুদ্ধমান পক্ষের ঘাঁটি স্থাপন করিতে দেওয়া বা যুদ্ধমান পক্ষের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে দেওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ। কোন যুদ্ধমান পক্ষের যুদ্ধ-জাহাজ প্রভৃতি কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বন্দরে কয়লা, খাদ্য প্রভৃতি লইবার জন্য এবং জাহাজ মেরামতের জন্য কেবল মাত্র ২৪ ঘণ্টার জন্য প্রবেশ করিতে পারে। অবশ্য প্রয়োজন বোধ করিলে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সরকার এই সময় বৃদ্ধি করিতে পারে। কিন্তু নিরপেক্ষ রাষ্ট্রটি এমন কিছু করিতে পারে না যাহাতে উক্ত যুদ্ধমান পক্ষের যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ঐ সকল যুদ্ধ-জাহাজে যুদ্ধ-বন্দী থাকিলে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রটি ইচ্ছা করিলে সেই যুদ্ধ-বন্দীদের মুক্তি দিতে পারে। কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্র কোন যুদ্ধমান পক্ষের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে, এমনকি উহাকে সমর-সম্ভারও সরবরাহ করিতে পারে ; কিন্তু সেক্ষেত্রে অপর যুদ্ধমান পক্ষ ইচ্ছা

করিলে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জাহাজ-চলাচল অবরোধ করিতে এবং সেই জাহাজ খানাতল্লাস করিয়া সমর-সম্ভার আটক করিতে পারে। সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক অবরোধ-আইন ও নিষিদ্ধ দ্রব্য-আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য।

New Deal : নব ব্যবস্থা ; 'নিউডিল' ; নববিধান।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কর্তৃক প্রবর্তিত নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও পরে সমগ্র জগতে যে বিরাট অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেই সংকট হইতে ত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যেই এই নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ('নিউ ডিল') প্রবর্তিত হয়। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-এর এই নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল প্রচলিত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও মার্কিন অর্থনৈতিক ঐতিহ্যের বিপরীত। সেই দিক হইতে ইহা অর্থনীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট নূতনত্ব আনয়ন করে।

পূর্বে অর্থনৈতিক সংকট হইতে ত্রাণ লাভের জন্য কেবল একটিমাত্র উপায়ই অবলম্বন করা হইত। তাহা হইল, মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস তথা মুদ্রার মূল্যমান বৃদ্ধি। কিন্তু ইহা দ্বারা কোন স্থায়ী ফল লাভ হইত না। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করিয়া এই নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (New Deal) অবলম্বন করেন।

এই নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বা 'নিউ ডিল'-এর মূলকথা প্রধানতঃ দুইটি :—(১) সকল প্রধান শিল্প ও ব্যবসায়ের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা ; (২) শিল্প ও ব্যবসায়সমূহের পুনরুজ্জীবনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি সরকারী পূর্ত কার্য (Public Works) আরম্ভ। ইহার সঙ্গে সঙ্গে কম সুদে ঋণ দেওয়া এবং জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইতে থাকে। এই দুইটি ব্যবস্থার আনুষঙ্গিক কাজ হিসাবে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলিও অবলম্বন করা হয় : ডলারের শতকরা ৪০ ভাগ মূল্যমান হ্রাস, সরকারী অর্থে ও অর্থ-সাহায্যে গৃহ তৈরীর ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ, বিভিন্ন প্রকারের সরকারী পরিকল্পনায় অর্থ যোগাইবার জন্য 'ফিনান্স-কর্পোরেশন' গঠন, বেকারের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থার জন্য বিশেষ কমিটি গঠন, বেকার-ভাতার ব্যবস্থা, য়ুনিয়ন গঠনের জন্য শ্রমিকদের উৎসাহ দান, প্রত্যেকটি লোকের জন্য জীবনবীমার ব্যবস্থা, চাষের জোৎদারদের যথেষ্ট পরিমাণ ঋণ সরবরাহ, আইন প্রণয়ন করিয়া কেন্দ্রীয় মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি (Federal Reserve System) দ্বারা ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অর্থ-প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন এবং মহাজনী মূলধনের (Finance-Capital-এর) যথেচ্ছাচার দমন, প্রভৃতি। সংক্ষেপে, এই সকল ব্যবস্থা হইল ধনতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা।

রুজভেল্টের 'নিউ ডিল' নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারী ও সর্বময় সংকট সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে না পারিলেও ইহা বহুলাংশে সফলতা লাভ করিয়াছিল। এই নীতির ফলেই বেকারের সংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ হইতে হ্রাস পাইয়া ৬০-৭০ লক্ষে পরিণত হয় এবং সম্পূর্ণরূপে অচল হইয়া পড়া শিল্পগুলির শতকরা ৭৫ ভাগ আবার সক্রিয় হইয়া উঠে। 'নিউ ডিল' নীতির ব্যর্থতার প্রধান কারণ হইল বৃহৎ শিল্পের ও ব্যাঙ্কের মালিকগোষ্ঠীর তীব্র বিরোধিতা। ইহার ফলেই 'নিউ ডিল'-পরিকল্পনার এক বৃহদংশ যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত নাকচ করিয়া দেয়।

New Democracy (or People's Democracy) : নূতন গণতন্ত্র (জনগণতন্ত্র বা লোকায়ত্ত গণতন্ত্র)।

জনগণের গণতন্ত্র ; পুরাতন বা প্রচলিত গণতন্ত্র (অন্য কথায় 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র') হইতে সম্পূর্ণ পৃথক চরিত্রের নূতন গণতন্ত্র ; ইহার

মূল বিষয়বস্তু হইল—শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণ, কৃষক, মধ্যবর্তী শ্রেণীসমূহ, ও প্রগতিশীল বুর্জোয়াদের মিলনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে 'নূতন গণতন্ত্র' বা 'জন-গণতন্ত্র' অথবা 'লোকায়ত্ত গণতন্ত্র' বলিবার কারণ এই যে, পুরাতন বা প্রচলিত গণতন্ত্রের নেতৃত্ব থাকে বুর্জোয়া-শ্রেণীর হাতে, তাহাতে জনগণের কোন প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার থাকে না, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবী জনগণের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তপ্রথার উচ্ছেদের পর প্রতিষ্ঠিত এই 'নূতন গণতন্ত্র'-এ জনগণ ব্যাপক গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করে। পুরাতন, অর্থাৎ 'বুর্জোয়া গণতন্ত্রের' সহিত পার্থক্য বুঝাইবার জন্যই এই গণতন্ত্রকে বলা হয় 'নূতন গণতন্ত্র'। 'নূতন গণতন্ত্র' সমাজ-তন্ত্রেব পূর্ব স্তর। ইহার সহিত কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থার কোনই সম্পর্ক নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের পাঁচটি দেশে ও জার্মানীর পূর্বাংশে এবং সমগ্র চীনে ও উত্তর-কোরিয়ায় আর উত্তর-ভিয়েৎনামে এই 'নূতন গণতন্ত্র' বা 'জন-গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

চীনের নূতন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ইহার প্রধান নায়ক মাও সে-তুঙ বলেন: ইহা হইল, "...বিপুল সংখ্যাধিক জনগণের সমর্থনের ভিত্তিতে, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক পার্টি ও দলের যুক্তফ্রণ্ট ও মৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত এক নূতন শাসন-পদ্ধতি। এই পদ্ধতিকেই আমরা বলি 'নূতন গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি।"

"নূতন গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হইবে, শাসনতান্ত্রিক নীতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত-কারী ও গভর্নমেণ্ট-নির্বাচনকারী বিভিন্ন স্তরের গণপরিষদ সহ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার পদ্ধতি। এই পদ্ধতি হইবে একই সময়ে গণতান্ত্রিক ও কেন্দ্রবদ্ধ, অর্থাৎ ইহা হইল প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তিতে ক্ষমতার কেন্দ্রিত রূপ এবং উহার সহিত কেন্দ্রিত ক্ষমতার দ্বারা পরিচালিত গণতন্ত্র। কেবল-মাত্র এই পদ্ধতিতেই বিভিন্ন স্তরের গণপরিষদের উপর সর্বোচ্চ ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়া প্রকৃত গণতন্ত্রকে স্পষ্ট রূপ দেওয়া যাইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্তরের গণপরিষদের দ্বারা ন্যস্ত কর্তব্য-সম্পাদনকারী বিভিন্ন স্তরের (যেমন গ্রাম, জিলা, প্রদেশ ও কেন্দ্রীয়) গভর্নমেণ্ট লইয়া গঠিত রাষ্ট্র-ক্ষমতা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হইতে পারে, আর এইভাবে জনগণের প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক অধিকার ও কার্যকলাপ অব্যাহত থাকে।"—Mao Tse-tung : *Coalition Govt.*

[People's Democracy—

Democracy শব্দ দ্রষ্টব্য]

New Economic Policy (N.E.P.) : নূতন অর্থনৈতিক কর্মপন্থা ('নেপ')।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে সোবিয়েৎ ইউনিয়নে প্রবর্তিত 'নূতন অর্থনৈতিক কর্মপন্থা'। এই কর্মপন্থায় সাময়িকভাবে ধনতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের আংশিক সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। লেনিন এই অর্থনীতিকে "সাময়িকভাবে পশ্চাদপসরণের নীতি" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও বিপ্লবের পর বিদেশী আক্রমণ-কারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলে বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করিবার জন্য অবসর লাভই ছিল এই কর্মপন্থার উদ্দেশ্য। এই নূতন অর্থনৈতিক কর্মপন্থা চালু করা হইয়াছিল মাত্র অল্প সময়ের জন্য, এবং সোবিয়েৎ গভর্নমেণ্টের ভবিষ্যৎ সমাজ-তান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্যই এই কর্মপন্থার প্রয়োজন হইয়াছিল। এই কর্মপন্থা চালু হইবার অল্প কিছুদিন পরেই, ১৯২২ খৃষ্টাব্দে, এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা লোপ করিয়া সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সর্বত্র সমাজতান্ত্রিক শিল্প-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। নূতন অর্থনৈতিক কর্মপন্থা চালু হইবার একবৎসর

পর, ১৯২২ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত একাদশ পার্টি-কংগ্রেসে লেনিন ঘোষণা করেন যে, পলায়ন, অর্থাৎ পশ্চাদপসরণ শেষ হইয়াছে, এবার অগ্রসর হইবার সময় উপস্থিত। তিনি ধ্বনি তুলিলেন: "ব্যক্তিগত মূলধনের উপর (অর্থাৎ ধনতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষের উপর) আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হও।"—*History of the C. P. S. U. (B).*

Nihilism : শূন্যতাবাদ; 'নিহিলিজ্‌ম্'।
ল্যাটিন ভাষার 'নিহিল' শব্দ হইতে 'নিহিলিজ্‌ম্' শব্দটির উৎপত্তি। 'নিহিল' শব্দটির অর্থ হইল শূন্যতা (Nothing)। ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের রুশিয়ার একটি বৈপ্লবিক মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে কৃষকই বিপ্লবের প্রধান শক্তি। রুশিয়ার ঔপন্যাসিক তুর্গেনিফ রচিত 'ফাদার্স এণ্ড সনস্' নামক বিখ্যাত উপন্যাসের মারফত এই মতবাদ খ্যাতি লাভ করে। এই মতবাদের সমর্থকগণ কোন ক্ষমতা, নীতি, নিয়ম বা ধর্ম মানিতে অস্বীকার করিত এবং ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন বলিয়া জাহির করিত। অনেকে শূন্যতাবাদকে (নিহিলিজ্‌মকে) নৈরাষ্ট্রবাদ ('এ্যানর্কিজ্‌ম্') হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করে। কিন্তু নিহিলিজ্‌ম্ বা শূন্যতাবাদের সহিত নৈরাষ্ট্রবাদের কোন সম্পর্ক নাই।

Nirvana : নির্বাণ।
বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্মের মূল কথা। নির্বাণের অর্থ—চরম সুখ, অর্থাৎ আত্মার পূর্ণ মুক্তি, বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত ব্যক্তির আত্মার লয় প্রাপ্তি এবং ব্যক্তির সকল সত্তার লোপ ও পুনর্জন্মের অবসান।

Noble Prizes : নোব্‌ল্-পুরস্কার।
সুইডেনের বিখ্যাত রসায়নবিদ্ আল্‌ফ্রেড্ নোব্‌ল্ (১৮৩৩-৯৬) কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের সুদ হইতে প্রতি বৎসর প্রত্যেকটি ৮ হাজার পাউণ্ড করিয়া যে পাঁচটি পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে তাহাকেই আল্‌ফ্রেড্ নোব্‌ল্-এর নামানুসারে 'নোব্‌ল্-পুরস্কার' বলা হয়। এই পুরস্কার জাতি-বর্ণ এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই পাইবার অধিকারী। প্রতি বৎসর পদার্থ-বিজ্ঞান (Physics), রসায়নশাস্ত্র (Chemistry), শরীর-বিজ্ঞান (Physiology) ও চিকিৎসাশাস্ত্র (Medicene) সম্বন্ধে যাঁহাদের অবদান সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয় তাঁহারা প্রত্যেকে এক একটি পুরস্কার পাইয়া থাকেন। চতুর্থ পুরস্কার দেওয়া হয় সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবপ্রধান গ্রন্থের রচয়িতাকে (ঔপন্যাসিক প্রভৃতিকে)। আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপন-বিষয়ে যাঁহার কার্য সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয় তাঁহাকে দেওয়া হয় পঞ্চম পুরস্কার। এপর্যন্ত ভারতবর্ষের দুইজন মনীষী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার কাব্যগ্রন্থের জন্য এবং চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন নূতন রাসায়নিক আবিষ্কারের জন্য—এই পুরস্কার পাইয়াছেন।

Nominalism : নামবাদ।
জাতিবাচক শব্দসমূহের কোন বাস্তব সত্তা নাই, উহারা নাম মাত্র—এইরূপ দার্শনিক মতবাদ। একাদশ শতাব্দীতে দার্শনিক রোসেলিন ও তাঁহার শিষ্যগণ এই মতবাদ প্রচার করেন।

Nominal Wages : নামিক মজুরি।
[Wages শব্দ দ্রষ্টব্য]

Non-Aggression Pact : অনাক্রমণ-চুক্তি।
একটি দেশ অপর দেশের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করিবে না এবং উভয় দেশ তাহাদের বিরোধ আলাপ-আলোচনা দ্বারা নিষ্পত্তি করিবে—এই মর্মে দুইটি দেশের মধ্যে যে চুক্তি করা হয়। কিন্তু এই প্রকারের চুক্তি দ্বারা বর্তমান যুগে যুদ্ধ ও আক্রমণ বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই।

Non-Belligerency : অযুদ্ধমান অবস্থা।
ইহা এক ধরনের নিরপেক্ষতা। কোন রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িত না হইয়াও যখন যুদ্ধমান এক পক্ষকে সক্রিয়ভাবে

সমর্থন করে তখন এই অবস্থা দেখা দেয় এবং প্রথমোক্ত রাষ্ট্রকে 'অযুদ্ধমান রাষ্ট্র' (Non-belligerent State) বলা হয়।

Non-Intervention : দুই পক্ষের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করা।

স্পেনের গৃহ-যুদ্ধের সময় (১৯৩৬-৩৯) বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি বৃহৎ শক্তিগুলির অনুসৃত নীতি। এই সময় হইতেই এই কথাটির প্রচলন হয়। এই গৃহ-যুদ্ধের সময় বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্র এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র স্পেনের যুদ্ধমান দুই পক্ষের কোন পক্ষকেই অস্ত্র ও অন্যান্য সমর-সম্ভার সরবরাহ করিবে না বলিয়া স্থির করে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার জন্য লণ্ডনে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বন্দরে, এমন কি স্পেনের নিকটবর্তী সমুদ্র-অঞ্চলেও পাহারা বসানো হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জার্মানী ও ইতালী হইতে স্থল ও জলপথে বহু অস্ত্রশস্ত্র ও সমর-সম্ভার বিদ্রোহী ফাসিস্ত সেনাপতি ফ্রাঙ্কোর নিকট পৌছিতে থাকে। ইহার ফলে উক্ত নীতি একটি প্রহসনে পরিণত হয় এবং শেষ পর্যন্ত লণ্ডনের কমিটি উহার কার্যকলাপ বন্ধ করে।

North Atlantic Treaty : উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন নগরীতে বসিয়া বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আইস্ল্যাণ্ড, ইতালী, লুক্সেমবুর্গ, নেদারল্যাণ্ডস্ (হল্যাণ্ড), নরওয়ে, পোর্তুগাল, গ্রট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তি। এই সকল দেশ উত্তর-আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত বলিয়া এই চুক্তির নাম দেওয়া হইয়াছে 'উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি'। এই চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয় যে, এই সকল দেশে গণতন্ত্রের নীতি, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ঐতিহ্য ও সভ্যতা রক্ষার জন্য স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং তাহারা সকল প্রকার আন্তর্জাতিক বিবাদ ও মতবিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্পত্তি করিবে। যখনই স্বাক্ষরকারী দেশগুলির কোন একটির আঞ্চলিক অখণ্ডতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অথবা নিরপত্তা বিঘ্নিত হইবে তখনই স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি একত্রে আলোচনা করিবে এবং ইউরোপ বা উত্তর-অমেরিকায় এই সকল রাষ্ট্রের কোন একটি বা কয়েকটি আক্রান্ত হইলে সেই আক্রমণকে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসকল নিজেদের দেশের উপর আক্রমণ বলিয়া মনে করিবে এবং আক্রান্ত রাষ্ট্রকে দ্রুত সামরিক সাহায্য দানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। উত্তর-আটলাণ্টিক অঞ্চলে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসকল অস্ত্রশক্তি ব্যবহার করিতেও ইতস্ততঃ করিবে না। অনেকের মতে, এই চুক্তি সোবিয়েৎ ইউনিয়ন প্রভৃতি রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে একটা আক্রমণাত্মক চুক্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

NATO : উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি-সংস্থা; 'নাটো'।

North Atlantic Treaty Organisation বা 'উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি-সংস্থা'র সংক্ষিপ্ত নাম। উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলির যে স্থায়ী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাকেই সংক্ষেপে এই নাম দেওয়া হইয়াছে। 'নাটো'র সদর দপ্তর ওয়াশিংটন নগরীতে অবস্থিত।

November Socialist Revolution : নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

[Revolution শব্দ দ্রষ্টব্য]

O

Objective : বাস্তবমুখ ; বাস্তঃ বস্তুগত।

যাহার অস্তিত্ব মানুষের চেতনার অপেক্ষা রাখে না ; বস্তুজগৎ ও এমন সকল "ব্যাপার, যাহাদের সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা করিতে পারি, কিন্তু সেইগুলির অস্তিত্ব আমাদের ধারণা করা না-করার উপর নির্ভর করে না"—Lenin : *Materialism & Empirio-Criticism* ; অন্যকথায়, বস্তুজগৎ হইল মানুষের চেতনা-নিরপেক্ষ সত্তা।

[Materialism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Subjective : আত্মমুখ ; আত্মপক্ষ-সম্বন্ধীয় ; কর্তাসম্বন্ধীয়।

মানুষের যে ধারণায়, চিন্তায়, জ্ঞানে বাহিরের বস্তুজগৎ প্রতিফলিত হয় সেই ধারণা, চিন্তা ও জ্ঞান সম্বন্ধে ; "আমাদের কার্যের সফলতার যে দিকটা বস্তুর উপলব্ধি-যোগ্য বাস্তব সত্যের সহিত আমাদের ধারণার ঐক্য প্রমাণিত করে সেই দিকটার সম্বন্ধে।"—F.Engels : *Anti-Duhring*. দৃষ্টান্ত : অক্সিজেন গ্যাস ও হাইড্রোজেন গ্যাস মিশ্রিত করিলে জল তৈরী হয়—এই ধারণাটা হইল আত্মমুখ (অর্থাৎ আমাদের বা মানুষের ধারণা—Subjective) ; এই ধারণা অনুসারে সত্যই যখন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস মিশ্রিত করিয়া জল পাওয়া যায় তখন এই মিশ্রণ ও মিশ্রণের ফল (অর্থাৎ জল) হয় বাস্তব (Objective)। অপর দৃষ্টান্ত : বর্তমান সমাজের বাস্তব অবস্থার জন্য যুদ্ধ হয় না, যুদ্ধ হয় "মানুষের সহজাত যুদ্ধপ্রিয় চরিত্রের জন্য"—এই ধারণার মূলে কোন বাস্তব সত্য বা যুক্তি নাই, এই ধারণাটা ধারণাকারীর উদ্ভট কল্পনামাত্র (Subjective)।

Objective ও Subjective শব্দ দুইটি নিম্নোক্ত অর্থেও ব্যবহৃত হয় : এক ধরনের মানুষ আছে যাহারা বাস্তব (Objective) দৃষ্টি লইয়া চিন্তা করে, তাহারা তাহাদের নিজেদের ব্যক্তিগত খেয়াল ও সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া কোন সমস্যার সকল দিক বিশ্লেষণ করে এবং তাহার পরেই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয় ; আর এক ধরনের মানুষ আছে যাহারা আত্মমুখীভাবে অর্থাৎ নিজেদের ইচ্ছামত (Subjectively) চিন্তা করে, তাহারা আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব খেয়াল ও সংস্কারের বশবর্তী হইয়া এবং বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করিয়া কোন সমস্যার উপর সিদ্ধান্ত করিয়া লয়। প্রথমোক্ত মানুষেরা হইল বাস্তবমুখী (Objective), আর শেষোক্ত মানুষেরা হইল আত্মমুখী (Subjective)।

Objective Factor : বাস্তব কারণ ; বাস্তব উপাদান ; বাস্তব উপকরণ।

বাস্তব অস্তিত্বসম্পন্ন কোন জিনিস বা অবস্থা, যাহাদের সমষ্টির উপর নির্দিষ্ট কাজের দ্বারা কোন নির্দিষ্ট ফল পাওয়া যায় ; যেমন, কোন উৎপাদনের বাস্তব উপাদান বা উপকরণ হইল কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, কারখানা-বাড়ি ইত্যাদি।

Subjective Factor : কর্তৃপক্ষ ; কর্তার বিষয় ; আত্মমুখী উপকরণ।

কোন কাজের সচেতন কর্তা, যেমন কোন পণ্যের উৎপাদনে মালিক হইল কর্তৃপক্ষ।

Objective Idealism : বাস্তব ভাববাদ।

[Idealism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Oligarchy : কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা।

গ্রীক ভাষার Oligos(=কতিপয়) এবং Archy(=শাসন) শব্দ দুইটি যুক্ত করিয়া Oligarchy শব্দ গঠিত। এই শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় ; প্রাচীনকালে সমাজের উচ্চশ্রেণী-

সমূহের ভোটের দ্বারা এই শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইত, কিন্তু বর্তমানকালে কেবলমাত্র সামরিক শক্তির দ্বারা এই ধরনের শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

Open Door Policy : (বাণিজ্যে) মুক্তদ্বার নীতি।

কোন দেশের একচেটিয়া কারবারী সঙ্ঘ-সমূহের কর্তৃত্ব বা বিশেষ অধিকার নাকচ করিয়া সকল দেশের সহিত সমান শর্তে বাণিজ্য করিবার নীতি।

Ontology : তত্ত্বদর্শন; তত্ত্ববিদ্যা; তত্ত্বশাস্ত্র।

পদার্থ ও সত্তার তত্ত্বসম্পর্কিত আধ্যাত্মিক (Metaphysical) দর্শন।

Opportunism : সুবিধাবাদ।

নীতি বিসর্জন দিয়া অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবার নীতি। রাজনীতিতে মূলনীতি বিসর্জন দিয়া সাময়িক ঘটনাবলীর সুবিধা গ্রহণের নীতি।

মার্ক্সীয় মতে, "সুবিধাবাদের অর্থ হইল, সাময়িক ও আংশিক সুবিধা লাভের জন্য মৌলিক স্বার্থ বলি দেওয়া।"—Lenin : *Speech at the Moscow Party Secretaries' Meeting, 1920.* "সুবিধাবাদ হইল, নগণ্য সংখ্যক শ্রমিকের সাময়িক স্বার্থের জন্য বুর্জোয়াশ্রেণীর নিকট বিপুল শ্রমিকসাধারণের মৌলিক স্বার্থ বলি দেওয়া; অথবা অন্য কথায়, বিপুল শ্রমিকসাধারণের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া-শ্রেণীর সহিত শ্রমিকশ্রেণীর একটা ক্ষুদ্র অংশের মিলন (বা মৈত্রী)।—Lenin : *Collapse of the Second International.*

Opposites : দুই বিপরীত শক্তি।

[Dialectics শব্দ দ্রষ্টব্য]

Optimism : আশাবাদ; জাগতিক শ্রেষ্ঠতাবাদ; মঙ্গলবাদ।

একটি দার্শনিক মতবাদ। এই দার্শনিক মতবাদ নিম্নোক্ত ভাবসমূহ প্রকাশ করে :

১। সকল অবস্থাতেই মনে আশা পোষণ করা;

২। "ঈশ্বর-রচিত এই বিশ্ব-সংসার সর্বোৎকৃষ্ট, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জগৎ নাই।"—দার্শনিক লাইব্‌নিজ্‌।

৩। "বিশ্বে শেষ পর্যন্ত অমঙ্গলের উপর মঙ্গলের, অশুভের উপর শুভের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবেই"—এইরূপ দার্শনিক মতবাদ।

Organic Composition of Capital : মূলধনের দেহ'গঠন।

মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক বিষয়।

[Capital শব্দ দ্রষ্টব্য]

Organisation : সংগঠন।

বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য স্বেচ্ছা-মূলকভাবে শৃঙ্খলার নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর ভিত্তিতে বহু ব্যক্তির মিলনের রূপ।

Ostracism : রাজনৈতিক কারণে নির্বাসন।

প্রাচীন এথেন্স নগরীর রীতি অনুসারে রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিকে দশ বৎসরের জন্য নির্বাসনের বিধি।

Over Production : অতি-উৎপাদন; অত্যধিক উৎপাদন। [Crisis শব্দ দ্রষ্টব্য]

Owenism : রবার্ট ওয়েনের মতবাদ।

ইংলণ্ডের একজন মিল-মালিক ও বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮) সমাজবাদী সমবায়ের ভিত্তিতে একটি নূতন সমাজ-ব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রচার করেন। তাঁহার এই নূতন সমাজবাদী পরিকল্পনা কার্যকরী করা তৎকালীন সামাজিক অবস্থায়, অর্থাৎ শিল্প-সমৃদ্ধির যুগে অসম্ভব ছিল বলিয়া তাঁহার সেই পরিকল্পনাকে 'কাল্পনিক সমাজবাদ' (Utopian Socialism) আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি যে এক নূতন সমাজের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিতে

সক্ষম হইয়াছিল। মানুষের দুঃখকষ্টে বিচলিত হইয়া যে কয়েকজন মানব-দরদী সমাজের অপরিণত অবস্থাতেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাঁহারা 'কাল্পনিক সমাজবাদী' আখ্যা পাইয়াছিলেন। রবার্ট ওয়েন ছিলেন এই কাল্পনিক সমাজবাদীদের অন্যতম ও সর্বাপেক্ষা সক্রিয়।

[Utopian Socialism দ্রষ্টব্য]

রবার্ট ওয়েন-এর 'কাল্পনিক সমাজবাদ' ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলেও শ্রমিক-দরদী হিসাবে শ্রমিক-আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি চিরস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনিই প্রথম শ্রমিক-শিশুদের জন্য শিশু-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের জন্য তাঁহার কল্পনানুযায়ী একটি আদর্শ 'কমিউনিস্ট-কলোনি' প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া ব্যর্থ ও সর্বস্বান্ত হন। ইংলণ্ডে কমিউনিস্ট-সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সর্বপ্রথম তিনিই সমবায়-সঙ্ঘ স্থাপন করেন। তাঁহার চেষ্টাতেই সর্বপ্রথম সমগ্র ইংলণ্ডের শ্রমিকদের একটি ট্রেড য়ুনিয়ন গড়িয়া উঠে। ইহা ব্যতীত তাঁহারই পাঁচ বৎসরের প্রাণপণ চেষ্টা ও আন্দোলনের ফলে ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে ফ্যাক্টরী-আইন তৈরী হয়। এই আইনে কারখানায় নারী ও শিশুদের কাজের সময় ১৪ ঘণ্টা হইতে কমাইয়া ১০ ঘণ্টা করা হয়। মানব-চরিত্র সম্পর্কে তিনি প্রচার করেন এবং প্রমাণ করিয়া দেখান যে, মানুষের চরিত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী গঠিত হয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপেই মানুষ কখন কখনও অপরাধ করে। সুতরাং সেই অপরাধের জন্য শাস্তি-বিধান অসঙ্গত। দুষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের দ্বারাই মানুষের চরিত্র সংশোধন করিতে হইবে। এই সকলই একত্রে 'রবার্ট ওয়েন-এর মতবাদ' (Owenism) নামে খ্যাত।

P

Pacifism : শান্তিবাদ।

যুদ্ধ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত আন্দোলন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই আন্দোলন আরম্ভ হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ও তার পরবর্তী সময়ে শান্তিবাদের জোয়ার দেখা দিয়াছিল। সেই শান্তিবাদের রূপ ছিল 'ন্যায়পরায়ণ প্রতিবাদ'। বৃটেন, আমেরিকা, জার্মানী, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশে তখন হইতে শান্তি-সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল এবং কয়েকটি আন্তর্জাতিক শান্তি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শান্তি-সঙ্ঘগুলির সভ্য-সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকিলেও এই শান্তি-আন্দোলনের প্রভাব সুদূর প্রসারী হইয়াছিল। ১৯১৪-১৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে যে আন্তর্জাতিক শান্তি-সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহাতে এই শান্তি-আন্দোলনের প্রভাব ইউরোপে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইহা ব্যতীত প্রথম মহাযুদ্ধের পরে 'লীগ কভেনান্ট', হেগ শহরে প্রতিষ্ঠিত 'স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচার-আদালত', যুদ্ধকে অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করিয়া যে 'কেলগ-চুক্তি' হয় সেই 'কেলগ-চুক্তি' প্রভৃতিতে এই শান্তি-আন্দোলন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে জাতিসঙ্ঘের মারফত শান্তি রক্ষার চেষ্টা শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক শান্তিবাদীরা ইউরোপে ও আমেরিকায় এক শক্তিশালী আন্দোলন আরম্ভ করে এবং তাহাদের উদ্যোগে বেলজিয়ামের ব্রুসেল্‌স্ নগরীতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

শান্তি-আন্দোলনের মধ্যে বহু দল আছে, তাহাদের মধ্যে 'যুদ্ধে বাধাদানকারীদের আন্তর্জাতিক'-এ সংগঠিত শান্তিবাদীরা বিশেষ প্রগতিশীল। এই আন্দোলন ইংলণ্ড ও আমেরিকায় শক্তিশালী। বার্নার্ড শ', রোমাঁ রোলাঁ, মেতারলিঙ্ক মরিস্ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ এই আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

'শান্তিবাদ' সম্বন্ধে মার্ক্সীয় সমালোচনা নিম্নরূপ: ন্যায় যুদ্ধ ও অন্যায় যুদ্ধ এই দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা শান্তিবাদ স্বীকার করে না। শান্তিবাদীদের মতে সকল যুদ্ধই এক এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কেবল ঐক্যবদ্ধ গণ-সংগ্রামই যে শান্তিরক্ষার নিশ্চয়তা দিতে পারে তাহাও ইঁহারা অস্বীকার করেন।

Paid Labour : 'ক্রীত শ্রম'।

এই কথাটি যে ভুল তাহা কার্ল্ মার্ক্স্-এর অর্থনীতিতে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মার্ক্সীয় মতে, এই 'ক্রীত শ্রম' কথাটি ভুল ও উদ্দেশ্যপূর্ণ, কারণ মূলধনীরা কখনই শ্রম ক্রয় করে না, তাহারা ক্রয় করে শ্রমিকের দেহের **শ্রমশক্তি**। [Labour & Labour Power দ্রষ্টব্য] কিন্তু মূলধনীরা যে উদ্বৃত্ত-শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ করে, অর্থাৎ তাহারা শ্রমশক্তি ক্রয় করিয়া এবং সেই শ্রমশক্তিকে কারখানার কাজের মারফত শ্রমে পরিণত করিয়া সেই শ্রম হইতেই যে 'উদ্বৃত্ত-শ্রম' এবং 'উদ্বৃত্ত-মূল্য' লাভ করে—এই তথ্য লুকাইয়া রাখিবার জন্যই তাহারা 'ক্রীত শ্রমশক্তি' কথাটির পরিবর্তে 'ক্রীত শ্রম' কথাটি ব্যবহার করে। মার্ক্স্ মূলধনীদের এই 'প্রতারণা'র স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন।

যাহা হউক, 'ক্রীত শ্রম' কথাটির অর্থ হইল, মজুরির সমান শ্রম, অর্থাৎ মজুরির সমান মূল্য উৎপাদনকারী শ্রম। 'ক্রীত শ্রম' কথাটি নির্ভুল হইলে বলিতে হয় যে, মূলধনীরা শ্রমিকদের শোষণ করে না, অর্থাৎ তাহারা উদ্বৃত্ত-মূল্য বা মুনাফা লাভ করে না।

Pan-Americanism : নিখিল বা অখণ্ড আমেরিকাবাদ।

উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকা মহাদেশের ২১টি সাধারণতন্ত্রের ঐক্য বা সংহতি সাধনের আন্দোলন। এই আন্দোলনের সংগঠিত রূপ হইল উভয় আমেরিকার ২১টি সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র লইয়া গঠিত 'নিখিল আমেরিকা-সঙ্ঘ' (Pan-American Union)। উভয় আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ঐক্যের মনোভাব বৃদ্ধি এবং ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করাই 'নিখিল আমেরিকা-সঙ্ঘ'-এর উদ্দেশ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন নগরীতে এই সঙ্ঘের কেন্দ্র অবস্থিত। এই সকল রাষ্ট্রের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য, যানবাহন, লোকচলাচল, লোকবসতি প্রভৃতি বিষয়ে এপর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রায় ৪০টি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত উভয় আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রকে সংযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে 'নিখিল আমেরিকা-রাজপথ' নামে একটি রাস্তা নির্মিত হয়। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে হাভানা শহরে 'নিখিল আমেরিকা-সঙ্ঘ'-এর যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের আমেরিকাস্থিত উপনিবেশগুলির উপর হইতে ঐ সকল রাষ্ট্রের দখল ত্যাগ করিবার আহ্বান জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

যাহা হউক, দক্ষিণ-আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্র 'নিখিল আমেরিকা-সঙ্ঘ'-এর বিরোধী। কারণ, উহাদের মতে এই সঙ্ঘ উভয় আমেরিকার দুর্বল রাষ্ট্রগুলির উপর শক্তিশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার

যন্ত্র ব্যতীত অন্য কিছু নহে এবং 'নিখিল আমেরিকা-সঙ্ঘ' মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই একটি ছদ্ম আবরণমাত্র।

Pan-Arabic Movement : নিখিল আরবীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।

আরবীয় জাতিসমূহ-অধ্যুসিত সকল রাষ্ট্র মিলিত করিয়া একটি রাষ্ট্র (বা যুক্তরাষ্ট্র) প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। আরবীয় জাতীয়তা-বাদের উৎপত্তিস্থল সিরিয়ায় এই আন্দোলনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত এবং প্রায় সকল আরবীয় রাষ্ট্রে এই আন্দোলনের প্রভাব বিস্তৃত। এই আন্দোলনের মধ্যে 'নিখিল ইস্‌লামবাদ'-এর (Pan-Islamism) প্রভাব থাকিলেও ইহা ইস্‌লাম ধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহার মূল ভিত্তি হইল আরবীয় জাতীয়তাবাদ। আরব-রাষ্ট্রসমূহের সংহতি বিধান 'নিখিল আরব-রাষ্ট্রের' মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, উত্তর-আফ্রিকার মরোক্কো হইতে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ জুড়িয়া এক বিশাল আরব-যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের শক্তিশালী আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিরোধিতা এবং নেতৃত্ব লইয়া বিভিন্ন আরব-রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে এই আন্দোলন এখনও কৃতকার্যতা লাভ করে নাই।

সৌদি আরব, ইরাক, সিরিয়া, আরবীয় প্যালেস্টাইন ও ট্রান্সজর্ডান, অর্থাৎ এশিয়ার প্রায় সকল আরব-রাষ্ট্র মিলিত করিয়া এক 'নিখিল আরব-রাষ্ট্র' বা আরবীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা চলিতেছে। মিশর এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হইলেও এপর্যন্ত এই দেশ নিজেকে এই আন্দোলনের সহিত যুক্ত করে নাই। ফরাসী উত্তর-আফ্রিকা এবং মরোক্কোর অধিবাসী-রাও এই আন্দোলনের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন।

'নিখিল আরব-যুক্তরাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রতি ফ্রান্স, বৃটেন প্রভৃতি এই অঞ্চলে কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির বিরোধিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলন সফল হইলে এই অঞ্চলের অতি মূল্যবান খনিজ সম্পদপূর্ণ স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন দেশগুলি ঐ সকল ইউরোপীয় দেশের শোষণ ও রাজনৈতিক প্রভাব হইতে মুক্ত হইবে এবং 'নিখিল আরব-যুক্তরাষ্ট্র' উহাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবে—এই ভয়ে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি এই আন্দোলনের ঘোরতর বিরোধী এবং বিভিন্ন আরব-রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া উহারা দীর্ঘকাল হইতে এই আন্দোলনে বাধাদান করিয়া আসিতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'নিখিল আরব-যুক্তরাষ্ট্র' আন্দোলনের মুরুব্বী সাজিয়া এই অঞ্চলে জাঁকাইয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছে। বলা বাহুল্য, এই অঞ্চলের অতি মূল্যবান তৈল-সম্পদ নিজের কুক্ষিগত করাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্প্রতি 'আরব-লীগ'-এর মারফত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আরবীয় জাতীয়তাবাদ আরবীয় যুক্তরাষ্ট্র-আন্দোলনকে চাপা দিয়া এই অঞ্চলের মুখ্য আন্দোলন হইয়া উঠিয়াছে এবং মিশর কর্তৃক সুয়েজখাল রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রশ্নে আরবীয় রাষ্ট্রসমূহের ঐক্য ও সংহতি দৃঢ়তর হইয়াছে।

Panchasheel : পঞ্চশীল।

[Co-Existence শব্দ দ্রষ্টব্য]

Pan-Germanism : নিখিল জার্মানবাদ ; অখণ্ড জার্মানবাদ।

জার্মান ভাষাভাষী সকল মানুষকে মিলিত করিয়া একটি সাম্রাজ্য স্থাপনের আন্দোলন। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানীর হের ক্লাস নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে এই আন্দোলন সর্বপ্রথম আরম্ভ হয়। সেই সময় অষ্ট্রীয়ার জার্মান-অধ্যুসিত প্রদেশগুলি গ্রাস করাই ছিল এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই আন্দোলন

হিট্‌লারকে প্রভাবিত করিয়াছিল। হিট্‌লার অস্ত্রশক্তির সাহায্যে এবং বৃটেন ও ফ্রান্সের তোষণনীতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া এই ধ্বনিকে সফল করিয়া তুলিতে সক্ষম হন। এই ভাবে হিট্‌লার পূর্বদিকে সমগ্র অস্ট্রীয়া, চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেতানল্যাণ্ড, পশ্চিম-ইউরোপের এ্যাল্‌সেস্‌-লোরেন ও লুক্‌সেমবুর্গ গ্রাস করিয়া ফেলেন। উগ্র নিখিল জার্মানবাদীরা সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ামের একটি অংশও দাবি করে।

Pan-Islamism : মুসলমান জগতের ঐক্য আন্দোলন ; 'প্যান-ইস্‌লামবাদ'।

এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য দুইটি—(১) প্রথমতঃ, জগতের সকল মুসলমান জনসাধারণের ঐক্য সাধন, (২) দ্বিতীয়তঃ, সকল মুসলমান-রাষ্ট্র মিলিত করিয়া একটি সাম্রাজ্য বা ফেডারেশন (যুক্তরাষ্ট্র) গঠন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জগতের মুসলমান জনগণের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ কোটি এবং ইস্‌লামী ভ্রাতৃত্ব বা 'এল উখুবৎ এল্‌ ইস্‌লামীয়া' হইল ইস্‌লাম ধর্মের একটি মূল কথা। ইস্‌লাম ধর্মে এক 'খলিফা'র অধীনে সমগ্র মুসলমানের রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের নির্দেশ থাকিলেও বর্তমান বিশ্ব-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের উদ্ভব হয় উনবিংশ শতকের অষ্টমদশক হইতে। সেই সময়ে তুরস্কের খলিফার নেতৃত্বে সর্ব-প্রথম এই আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করিলেও তাহা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে একটি 'বিশ্ব-মুসলিম-ঐক্য সম্মেলন' আহ্বান করা হইলেও তাহা অনুষ্ঠিত হয় নাই। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় তৎকালীন খলিফা বিশ্বের সকল মুসলমানের নিকট বৃটেন প্রভৃতি মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে এবং জার্মানীর পক্ষে যোগদানের আহ্বান জানাইলেও তাহাতে বিশেষ সাড়া পাওয়া যায় নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে তুরস্কের জাতীয়তাবাদী নায়ক কামাল আতাতুর্ক (কামাল পাশা) সুলতান ও খলিফার শাসনের উচ্ছেদ করিয়া তুরস্ককে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিলে তখনকার মত মুসলিম জগতের ঐক্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ভাটা পড়ে। কারণ, খলিফা-শাসিত তুরস্কই ছিল এই আন্দোলনের কেন্দ্র। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মক্কায় অনুষ্ঠিত 'নিখিল মুসলিম-কংগ্রেসে' এই প্রশ্ন পুনরায় উত্থাপিত হইলেও তখন কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। ইহার পর হইতে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব লইয়া বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয় এবং তাহার ফলে আন্দোলন বিশেষভাবে দুর্বল হইয়া পড়ে। এই আন্দোলনে ধর্মের গভীর প্রভাব থাকিলেও কয়েকটি অর্ধ-ঔপনিবেশিক মুসলিম রাষ্ট্রে ইহা জাতীয় চেতনার বিকাশে সাহায্য করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বৃটেন এই আন্দোলনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে, অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই আন্দোলনের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব সর্বাধিক।

Pan-Psychism : সর্বচেতনাবাদ।

সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি ও প্রতি অণু-পরমাণু চেতনাশীল—এইরূপ দার্শনিক মতবাদ।

Pan-Theism : সর্বেশ্বরত্ববাদ।

সমস্ত কিছুই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই সমস্ত কিছু—এইরূপ দার্শনিক মতবাদ।

Parallelism : সমান্তরবাদ।

স্পেনের দার্শনিক বেনেডিক্ট স্পিনোজার (১৬৩২-৭৭) দার্শনিক মতবাদ। স্পিনোজার মতে, "জড়বস্তু বা দেহ এবং চেতনা বা মন—এই উভয়ের মধ্য দিয়া একই ভগবৎ সত্তা স্পন্দিত হইতেছে। সুতরাং মানসিক ঘটনারাজি ও শারীরিক (বাস্তব) ঘটনারাজি যেন সমান্তরাল বিন্যাসে অবস্থিত, পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য মিলিত হইবার কোন প্রয়োজন ইহাদের নাই। কারণ,

বস্তুতে ও চৈতন্যে, অথবা শরীরে ও মনে, এক ঈশ্বরের ভাবেরই স্ফুরণ ঘটিতেছে।" এই দার্শনিক মতবাদকেই সমান্তরবাদ (Parallelism) বলা হয়।

Parliament : কেন্দ্রীয় আইনসভা ; 'পার্লামেণ্ট'।

কতকগুলির দেশের কেন্দ্রীয় আইনসভাকে 'পার্লামেণ্ট' বলা হয়।

Parliament, The Indian : ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা, ভারতের 'পার্লামেণ্ট'।

ভারতের পার্লামেণ্ট দুইটি কক্ষে বিভক্ত— **রাজ্য-পরিষদ** (Council of States) এবং **লোকসভা** (House of the People)। রাজ্য-পরিষদ হইল উচ্চতর কক্ষ, আর লোকসভা নিম্নতর কক্ষ।

রাজ্য-পরিষদ : মোট সভ্যসংখ্যা ২১৬ বা তার কিছু বেশী। পরিষদের সভ্যগণের মধ্যে ১২ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শ-ক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন, বাকি সকলে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া আসেন। সভ্যগণের সকলেই পরোক্ষভাবে নির্বাচিত, কেহই জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত নহেন। রাজ্য-পরিষদে সভাপতিত্ব করেন সহকারী বা উপরাষ্ট্রপতি।

লোকসভা : লোকসভার মোট সভ্য-সংখ্যা ৫০০ বা তার কিছু কম। সভ্যগণ সকলেই জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত, কেবল জম্মু ও কাশ্মীর এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রতি-নিধিগণ রাষ্ট্রপতি (প্রেসিডেণ্ট) কর্তৃক মনোনীত হন। লোকসভার সভাপতি বা পরিষদ-পাল' (Speaker) লোকসভার সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। রাজ্য-পরিষদ হইতে লোকসভার ক্ষমতা অনেক বেশী। আয়-ব্যয়ের উপর লোকসভার একক কর্তৃত্ব, এই বিষয়ে রাজ্য-পরিষদের কোন কর্তৃত্ব নাই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কেবল লোকসভার নিকট দায়ী, রাজ্য-পরিষদের নিকট দায়ী নহে।

Passive Resistance : নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ।

শারীরিক বল প্রকাশ না করিয়া কোন অন্যায় আদেশ বা আইন মান্য করিতে অস্বীকার করা।

Patriarchal Society : বয়োজ্যেষ্ঠের শাসনমূলক সমাজ।

পরিবার ও বংশের উপর বয়োজ্যেষ্ঠের শাসনমূলক সমাজ-ব্যবস্থা ; সামন্তপ্রথামূলক সমাজের পূর্ব-স্তর।

Patriotism : স্বদেশভক্তি ; স্বদেশপ্রীতি।

স্বদেশের প্রতি ভালবাসা, স্বদেশের মঙ্গল কামনা, ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর স্বদেশের স্বার্থকে প্রধান্য দেওয়া। জনগণের মধ্যে যে সকল গভীরতম সহজাত আবেগ দেখা যায় তার মধ্যে স্বদেশভক্তি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

বর্তমান কালের স্বদেশভক্তি সম্বন্ধে মার্ক্সীয় ধারণা :—

"দেশকে ভালবাসা এবং দেশের মঙ্গল ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করিবার অর্থ এই নহে যে অন্য কোন দেশের শত্রু হইতে হইবে। বরং প্রকৃত দেশভক্ত নিজের দেশকে যেমন ভালবাসে, ঠিক তেমনই অপর দেশকেও সমানভাবেই শ্রদ্ধা করে। দেশভক্তের পক্ষে জাতীয় গর্ব অনুভব করা খুবই স্বাভাবিক। সে তাহার দেশের ঐতিহ্যের জন্য গর্ব অনুভব না করিয়া পারে না। সে এই বিষয়ে সচেতন যে, বিশ্বের সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে তাহার নিজের দেশেরও যথেষ্ট অবদান আছে।"—Titarenko : *Patriotism and Internationalism.*

বর্তমানকালে বহুদেশের মূলধনীদের একাংশ বৃটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে নিজ নিজ দেশের মৌলিক স্বার্থ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে উদ্যত হইয়াছে বলিয়া "আজ স্বদেশ-ভক্তির ধারণা গণতন্ত্র ও সমাজবাদের

ধারণার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। আজ যাহারা নির্ভীকভাবে ও সাহসের সহিত নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদ-ঘেঁষা বুর্জোয়াদের বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ণ, জন-বিরোধী ক্রিয়া-কলাপের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ায়, কেবল তাহারাই তাহাদের দেশের সুসন্তান (স্বদেশভক্ত) বলিয়া দাবি করিবার অধিকারী।"

—Titarenko : পূর্বোক্ত পুস্তিকা।

Peace Movement (World) : (বিশ্ব) শান্তি-আন্দোলন।

বিশ্বের সকল দেশের স্ত্রী-পুরুষ ও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল নরনারীর বিশ্বের শান্তি অব্যাহত রাখিবার আন্দোলন। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চতুঃশক্তি দ্বারা অধিকৃত জার্মানীর রাজধানী বার্লিন নগরীকে কেন্দ্র করিয়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠে। তখন সোবিয়েৎ ইউনিয়নের উদ্যোগে এই বিশ্বশান্তি-আন্দোলন আরম্ভ হয়। আর একটি বিশ্ব-যুদ্ধের আশঙ্কা দূরীভূত করিয়া বিশ্বের শান্তি অব্যাহত রাখা ও সকল দেশের শান্তিপূর্ণ অগ্রগতির নিশ্চয়তা সৃষ্টি করাই এই বিশ্বশান্তি-আন্দোলনের উদ্দেশ্য। 'জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান'ও (U. N. O.) একই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহা দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি-শিবিরে বিভক্ত হইয়া যাওয়ায় এবং এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি-শিবিরের মধ্যে 'স্নায়ু-যুদ্ধ' বা 'ঠাণ্ডা-লড়াই' (Cold War) চলিতে থাকায় কেবলমাত্র 'জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান'-এর পক্ষে বিশ্ব-শান্তি রক্ষা করা অসম্ভব হইয়াছে। সুতরাং বিশ্ব-শান্তি-আন্দোলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বিশ্বশান্তি-আন্দোলনের প্রধান কর্মপন্থা হইল যুদ্ধের আশঙ্কা দূর করিয়া সকল জাতির নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও শান্তি-পূর্ণ অগ্রগতির নিশ্চয়তা সৃষ্টির জন্য বিশ্বের সকল দেশের শান্তিকামী নরনারীর সমর্থন সংগ্রহ করিয়া বিশ্ব-জনমত সৃষ্টি করা।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগরীতে পৃথিবীর সকল দেশের শান্তিকামী জনগণের প্রতিনিধি-দের এক ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের প্রতি-নিধিগণকে লইয়া 'বিশ্বশান্তি-পরিষদ' নামে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই পরিষদের দুইটি অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি ক্ষুদ্র কমিটি বা 'ব্যুরো' গঠিত হয়। 'বিশ্ব-শান্তি-পরিষদ' ও 'ব্যুরো'র সম্পাদক নির্বাচিত হন ফ্রান্সের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্রেডারিখ্ জোলিও-কুরি। তখন হইতে তিনিই সম্পাদকের গুরু দায়িত্ব বহন করিয়া আসিতেছেন। এই কেন্দ্রীয় সংগঠন 'বিশ্ব-শান্তি-পরিষদ' ও 'ব্যুরো'র উদ্যোগে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সকল জাতীয় শাখা যুদ্ধের বিরুদ্ধে নিজ নিজ দেশের বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি সকল নর-নারীর সমর্থন সংগ্রহ করে এবং নিজ দেশের শান্তি-আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া বিশ্ব-শান্তি-আন্দোলনকে সফল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। শান্তি-আন্দোলনের বিশেষত্ব এই যে, ইহা সকল প্রকার দলীয় রাজনীতি ও মতামতের সহিত সম্পর্কহীন এবং সকল মতের, সকল ধর্মের ও সকল জাতির নর-নারী ইহাতে যোগদান করে। বিশ্বশান্তি-সম্মেলনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা :—

"আমরা রাষ্ট্রপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানে গৃহীত সনদের সহিত সামঞ্জস্যহীন সর্বপ্রকার সামরিক জোটের বিরোধী। আমরা মনে করি, বিপুল সামরিক ব্যয়ের বোঝাই জনসাধারণের দারিদ্র্যের কারণ, এবং ব্যয় হ্রাস করা,··· আণবিক অস্ত্র ও অন্যান্য গণ-হত্যার অস্ত্র নিষিদ্ধ করা এবং বৃহৎ শক্তিবর্গের সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী সীমাবদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।"

—বিশ্বশান্তি-সম্মেলনের ইস্তাহার, প্যারী, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৪৯।

"বৃহৎ শক্তিবর্গ যাহাতে ১৯৫১ ও ১৯৫২ সালের মধ্যেই একসঙ্গে আনুপাতিকভাবে এবং ধাপে ধাপে তাহাদের স্থল-বাহিনী এবং নৌ ও বিমান-বহরের সংখ্যা অন্ততপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করে তাহার জন্য বিশ্ব-শান্তি-সম্মেলন আবেদন জানাইতেছে।"—**ওয়ারশ-সম্মেলন, ১৬-২২ শে নভেম্বর, ১৯৫০ সাল।**

"দীর্ঘ কাল ধরিয়া পরস্পরবিরোধী প্রস্তাবের ফলে নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নে যে অচল-অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দূরীভূত হইয়া এখন পরস্পরের মত-পার্থক্য অনেকখানি কমিয়া আসিয়াছে। শুভেচ্ছা লইয়া অগ্রসর হইলে আরও যে সকল বাধা এখনও রহিয়াছে তাহা দূর করা কঠিন নহে।"—**হেলসিঙ্কি-সম্মেলনের আবেদন, ২২-২৯ শে জুন, ১৯৫৫ সাল।**

আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে হেলসিঙ্কি নগরীতে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি-সম্মেলনের প্রস্তাব :

সকল রাষ্ট্র কর্তৃক :

১। আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার দাবি সমর্থন ;

২। আণবিক অস্ত্র প্রথম ব্যবহার না করার প্রতিশ্রুতি দান ;

৩। ১৯৫৫ সালের মধ্যে ৬ লক্ষ ৪০ হাজার সৈন্য হ্রাস করণ ;

৪। আইন রচনা করিয়া যুদ্ধ-প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা ;

৫। সামরিক ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করণ ; ইত্যাদি।

Peasant : কৃষক ; চাষী।

যে সকল দেশের কৃষিতে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্বন্ধের প্রাধান্য বর্তমান, সেই সকল দেশের কৃষিকার্যে রত ছোট ছোট উৎপাদনকারীদেরই 'কৃষক' বলা হয়। কৃষকদের বর্তমান অবস্থা ধ্বংসোন্মুখ সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থারই পরিণতি। কৃষকদের জীবন-ধারার বৈশিষ্ট্য হইল চরম দারিদ্র্য এবং পশ্চাৎপদ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ; তাহারা জমিদার-মহাজনের শোষণের জালে আবদ্ধ।

মার্ক্সীয় মতে, কেবল কৃষি-বিপ্লবের দ্বারাই ইহাদের মুক্তিলাভ সম্ভব।

Landless Peasant (Landed Proletariat) : ভূমিহীন কৃষক (কৃষি-শ্রমিক, বা ক্ষেত-মজুর)।

উপরে বর্ণিত কৃষকদের একটা অংশকে জমিদার, মহাজন প্রভৃতিরা ভূমি হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, অর্থাৎ খাজনা বা ঋণের দায়ে জমিদার-মহাজনগণ সেই সকল কৃষকের জমি কাড়িয়া লইয়াছে। তাহার ফলে এই ভূমিহীন কৃষকগণ জীবনধারণের জন্য অপরের জমিতে দিন-মজুরহিসাবে কাজ করে। ভূমিহীন কৃষকদের কোন জমি নাই, অথবা তাহাদের যে জমি আছে তাহা দ্বারা তাহাদের ও তাহাদের পরিবারের জীবনধারণ করা অসম্ভব।

People's Democracy : জন-গণতন্ত্র ; জনগণের গণতন্ত্র। [Democracy ও New Democracy দ্রষ্টব্য]

People's Democratic Dictatorship : জনগণের একনায়কত্ব। [Democracy ও New Democracy দ্রষ্টব্য]

People's Front : জনগণের মহড়া ; জনগণের মিলিত শক্তির মহড়া ; গণফ্রন্ট। [Front শব্দ দ্রষ্টব্য]

Permanent Revolution : নিরন্তর বিপ্লব ; ক্রমিক বিপ্লব। [Revolution শব্দ দ্রষ্টব্য]

Pessimism : নৈরাশ্যবাদ ; দুঃখবাদ।

এই জগতের সমস্ত কিছুই খারাপ, সমস্ত কিছুরই পরিণতি খারাপ ও নৈরাশ্যজনক —এইরূপ দার্শনিক মতবাদ।

Petty Bourgeoisie : পেতি বুর্জোয়া-শ্রেণী (মধ্যবর্তীশ্রেণী)। [Class শব্দ দ্রষ্টব্য]

Philistine : ফিলিস্তিন বা 'ফিলিস্তাইন'। মূল অর্থে, প্রাচীন কালের একটি ইহুদী সম্প্রদায়। ইহাদের বাসস্থান ছিল বর্তমান প্যালেস্তাইন অঞ্চলে। ইহাদের নাম হইতেই বর্তমান 'প্যালেস্তাইন' দেশের নামকরণ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পরে নানা প্রকারের দুর্নীতি দেখা দিয়াছিল এবং সেই সময় তাহারা সকল প্রকার সমাজ-প্রগতির বিরোধিতা করিত। বিভিন্ন দেশের মনীষিগণ দুর্নীতিপরায়ণ ও প্রতি-ক্রিয়াশীল লোকদের বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই নামটি ব্যবহার করিয়াছেন। জার্মান কবি হাইনে (Heine) সকল প্রকার প্রগতি-বিরোধীদের এই নামে অভিহিত করিতেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি ম্যাথু আর্নোল্ড ইংলণ্ডের মধ্যশ্রেণীর উচ্চস্তরের লোকদের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কৃতি-বিরোধিতাকে 'ফিলিস্তিনবাদ' আখ্যা দিয়াছেন। লেনিন নীতিভ্রষ্ট লোকদের 'ফিলিস্তিন' নামে চিহ্নিত করিয়াছেন। যে সকল লোক সমাজবাদের বুলি কপচায়, অথচ যে শ্রেণী-সংগ্রাম ব্যতীত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব সেই শ্রেণী-সংগ্রামকে তাহারা ভীষণ ভয় করে ও এড়াইয়া চলে, তাহাদেরই লেনিন 'ফিলিস্তিন' নামে অভিহিত করিতেন।

Philosophical Idealism : দার্শনিক ভাববাদ। [Idealism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Philosophy : দর্শন।

এই শব্দটি গ্রীক ভাষা হইতে গৃহীত। ভাষাগত অর্থে ইহাদ্বারা বুঝায় জ্ঞানানুরাগ বা জ্ঞানানুসন্ধান। বিভিন্ন যুগের দার্শনিক-গণ বিভিন্ন প্রকারে এই শব্দটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর সক্রেতিস্ তাঁহার সমসাময়িক প্রোতাগোরাস্, প্রোদিকুস্ ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ কর্তৃক নিজেদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত 'Sophist' (জ্ঞানী ব্যক্তি) কথাটির বিরুদ্ধে এবং গ্রীক পণ্ডিতগণ কর্তৃক উত্থাপিত মূল প্রশ্নগুলি সম্পর্কে স্বীয় মত জাহির করিবার জন্য 'Philosophy' (দর্শন) শব্দটি ব্যবহার করিতেন এবং বিনয়বশতঃ নিজেকে 'জ্ঞানীব্যক্তি' (Sophist) না বলিয়া 'দার্শনিক' (Philosopher বা জ্ঞানানুসন্ধানী) বলিয়া পরিচয় দিতেন। মধ্যযুগে এই শব্দটি ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করিয়া উহাকে প্রধানতঃ নিম্নোক্ত তিনটি ভাগে ভাগ করা হইত : (১) প্রাকৃতিক দর্শন, (২) নৈতিক দর্শন, (৩) আধ্যাত্মিক দর্শন। বর্তমান কালে প্রথমটিকে বলা হয় 'পদার্থ-বিজ্ঞান' (Physical Sciences) ও দ্বিতীয়টিকে বলা হয় 'নীতি-বিজ্ঞান' (Ethics)।

টমাস্ হব্‌স্-এর মতে, যুক্তিদ্বারা কারণ হইতে কার্যে এবং কার্য হইতে কারণে পৌছাইবার নামই দর্শন। হ্যামিল্টনের মতে, দর্শন হইল কার্যকারণসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। সহজ অর্থে, 'যে তত্ত্বালোচনার মারফত সকল বিষয়ের মূল সত্যকে জানা যায় তাহাই দর্শন।'

বর্তমান যুগে নিম্নোক্ত দার্শনিক মত-বাদগুলি সর্বাধিক প্রচলিত : (১) হেগেলের 'পরম ভাববাদ' (Absolute Idealism); (২) জেরিমি বেন্থাম, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতির 'মানবহিতবাদ' বা 'উপযোগিতা-বাদ' (Utilitarianism) ; (৩) অগাস্ট কোঁৎ-এর 'প্রত্যক্ষবাদ' বা 'ধ্রুবদর্শন' (Positivism) ; (৪) চার্লস্ ডারুইনের 'ক্রমবিকাশমূলক বস্তুবাদ' (Evolutionary Materialism) ; (৫) কার্ল্ মার্ক্স্-এর 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' (Dialectical Materialism)। [Philosophy, The Western দ্রষ্টব্য]

Philosophy of Commonsense : সাধারণ বুদ্ধিদ্বারা গৃহীত দর্শন ; সর্বজন-স্বীকৃত দর্শন।

যে দার্শনিক মত অনুসারে মানবজাতির সর্বজন-স্বীকৃত ধারণাসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার না করিয়াই সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

Philosophy, The Indian : ভারতীয় দর্শন।

সমগ্র ভারতীয় বিদ্যা ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব—এই চারিখানি বেদকে ভিত্তি করিয়া গঠিত। শঙ্করাচার্যের মতে, ভারতীয় বিদ্যা চতুর্দশ প্রকার। এই বেদাশ্রিত ভারতীয় বিদ্যা তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় ; যথা—(১) বেদাঙ্গ (বেদের সহকারী অংশ), ইহা ছয়টি : শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দ ; (২) বেদোপাঙ্গ (বেদের সহিত অপ্রত্যক্ষ-ভাবে সম্পর্কযুক্ত, অর্থাৎ ইহা বেদের ব্যাখ্যা-সম্পর্কিত), ইহা চারিটি : মীমাংসা (বেদের অর্থ ও উদ্দেশ্যসম্পর্কে আলোচনা), ন্যায় (জ্ঞানের প্রামাণ্য উৎসসম্পর্কিত আলোচনা), অষ্টাদশ পুরাণ (শাসনবিধি ও জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের অনুসন্ধান) ও স্মৃতি (ধর্মশাস্ত্র—ন্যায় ও অন্যায়ের বিচার-সম্পর্কিত আলোচনা) ; (৩) উপবেদ (বেদসমূহের পরিপূরক), ইহা চারিটি : আয়ুর্বেদ (ভেষজ-বিজ্ঞান), অর্থবেদ (অর্থ ও শাসনবিধি সম্পর্কিত বিজ্ঞান), ধনুর্বেদ (ধনুর্বিদ্যা ও যুদ্ধ-বিজ্ঞান), গন্ধর্ববেদ (সঙ্গীতবিদ্যা)। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ এই চতুর্দশ বিদ্যার সাধনা দ্বারা যে সত্য দর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন মূলতঃ তাহাই 'ভারতীয় দর্শন' নামে খ্যাত।

প্রধানতঃ ভারতীয় ষড়্ দর্শনই বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ, যথা : (১) কপিল-প্রবর্তিত 'সাংখ্য দর্শন' (সম্যক জ্ঞানের আলোচনা) ; (২) পতঞ্জলি-প্রবর্তিত 'পাতঞ্জল-দর্শন' (ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ যোগ, সাধনা ও সিদ্ধিলাভ সম্পর্কিত আলোচনা) ; (৩) গোতম-প্রবর্তিত 'ন্যায়দর্শন' (জ্ঞানের প্রামাণ্য তত্ত্বের নির্ণয়সম্পর্কিত আলোচনা) ; (৪) কনাদ-প্রবর্তিত 'বৈশেষিক দর্শন' বা 'কনাদ-দর্শন' (ধর্মশাস্ত্র—ইহকাল-পরকালে সুখ ও মোক্ষপ্রাপ্তি সম্পর্কিত আলোচনা) ; (৫) জৈমিনি-প্রবর্তিত 'মীমাংসা দর্শন' বা 'পূর্ব মীমাংসা' (বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সম্পর্কিত আলোচনা) ; (৬) বেদব্যাস-প্রবর্তিত 'বেদান্ত দর্শন' বা 'ব্রহ্মসূত্র' অথবা 'উত্তর মীমাংসা' (পরম ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের উপাসনা-সম্পর্কিত আলোচনা)—ইহা বেদের অন্ত (শেষ) কাণ্ড অবলম্বনে রচিত বলিয়া বেদান্ত দর্শনের সাধারণ নাম 'বেদান্ত'।

এই ষড়্ দর্শন ব্যতীত ভারতবর্ষে আরও বহু দর্শনশাস্ত্র প্রচলিত আছে। মাধবাচার্য তাঁহার **'সর্বদর্শন-সংগ্রহ'** নামক প্রামাণ্য গ্রন্থে একাদশখানি দর্শনের পরিচয় দান করিয়াছেন। এই একাদশখানি দর্শন হইল :—(১) বৃহস্পতি ও চার্বাক-প্রবর্তিত 'লোকায়ত দর্শন' (ইহলোকসর্বস্ব বস্তুবাদী দর্শন) ; (২) 'আর্হত' বা 'জৈন দর্শন' (আত্মার মুক্তির জন্য পূর্ণজ্ঞান সম্পর্কিত আধ্যাত্মিক আলোচনা) ; (৩) গৌতম বুদ্ধ-প্রবর্তিত 'বৌদ্ধ দর্শন' (বেদ ও বস্তুবাদের মিলনের ভিত্তিতে দুঃখবাদ ও 'নির্বাণ' বা হিংসা-দ্বেষ-মোহের উচ্ছেদ সম্পর্কে আলোচনা) ; (৪) 'রামানুজ-দর্শন' (বিষ্ণু বা কৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য দেবতা—এইরূপ একেশ্বরবাদী আলোচনা) ; (৫) 'শঙ্কর-দর্শন' ; (৬) 'পূর্ণ প্রজ্ঞা দর্শন' ; (৭) 'শৈব দর্শন' ; (৮) 'নকুলীশ পাশুপত দর্শন' ; (৯) 'প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন' ; (১০) 'রসেশ্বর দর্শন' ; (১১) 'পাণিনি-দর্শন'। শেষোক্ত দর্শনগুলির মধ্যে 'রামানুজ-দর্শন,' 'শঙ্কর-দর্শন', 'পূর্ণ প্রজ্ঞা দর্শন'—এইগুলি অধ্যাত্মবাদী এবং বেদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ; আর 'নকুলীশ পাশুপত দর্শন', 'প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন' ও 'রসেশ্বর দর্শন'—এইগুলি শৈব দর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

কাজেই মূলতঃ পূর্বোক্ত ষড়্ দর্শন এবং এই শেষোক্তগুলির মধ্যে 'শৈব দর্শন', 'পাণিনি-দর্শন', 'লোকায়াত' বা 'চর্বাক-দর্শন', 'আর্হত' বা 'জৈন দর্শন' ও 'বৌদ্ধ দর্শন'—সর্বসমেত এই একাদশ

সংখ্যক দর্শনই-'ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

'সাংখ্য' প্রভৃতি ষড়্‌দর্শন 'বেদমার্গ বিহিত দর্শন' বা 'বৈদিক দর্শন' নামে খ্যাত ; এবং শৈব দর্শনগুলি ও 'পাণিনি দর্শন' ব্যতীত অপর তিনটি দর্শন—'চার্বাক-দর্শন', 'জৈন দর্শন' ও 'বৌদ্ধ দর্শন'—'বেদমার্গ দর্শন' নামে সাধারণের নিকট পরিচিত। এই সকল ব্যতীত 'ভারতীয় ভাবদর্শন' বা 'মানবত দর্শন'ও (Folk Philosophy) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিবের সাধনা, অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের সমন্বয়মূলক 'নাথপন্থ', যোগ ও সাধনামূলক 'চর্যাপদ', চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি প্রভৃতি দ্বারা প্রবর্তিত প্রেম-সাধনামূলক 'সহজিয়াপন্থ', বহু-প্রচলিত আধ্যাত্মিক সাধনামূলক পদাবলী, দোঁহা প্রভৃতি, তান্ত্রিক ও কালী-সাধনামূলক সঙ্গীত, শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেম-ভক্তিমূলক বৈষ্ণব ধর্ম প্রভৃতি এই শেষোক্ত 'ভাবদর্শন' বা 'মানবত দর্শন'-এর অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপক অর্থে এই সমগ্র দার্শনিক মতকেই 'ভারতীয় দর্শন' বলা হইয়া থাকে।

Philosophy (Materialist), The History of : দর্শনের (বস্তুবাদী) ইতিহাস।

[Materialism, Short History of দ্রষ্টব্য]

Philosophy, The Western : পাশ্চাত্ত্যদর্শন।

"আমাদের দেশে দর্শনশাস্ত্র বলিতে যাহা বুঝায় ইংরেজি ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় তাহার প্রতিশব্দ হইল 'Philosophy' (ফিলোজোফি)। 'ফিলোজোফি' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জ্ঞানানুরাগ ; কথিত আছে যে, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস্ (Pithagoras) এই শব্দটির প্রচলন করেন। পণ্ডিতপ্রবর সক্রেতিস্ স্বভাবসিদ্ধ বিনয়-বশতঃ আপনাকে 'জ্ঞানী' (Sophist) না বলিয়া 'জ্ঞানানুসন্ধিৎসু' (অর্থাৎ Philosopher) বলিয়া পরিচয় দিতেন। (পাশ্চাত্ত্য জগতে) পূর্বে 'ফিলোজোফি' বলিতে সর্ব বিদ্যাই বুঝাইত ; বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি বিদ্যামাত্রই 'ফিলোজোফি' নামে অভিহিত হইত। দার্শনিক প্লাতোর (Plato) গ্রন্থেই সর্বপ্রথম উক্ত শব্দের অধুনা-প্রচলিত অর্থে প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্লাতো দার্শনিককে 'অবিনশ্বর জ্ঞান-বিশিষ্ট' বা "পদার্থসমূহের স্বরূপ নির্ণয়-বিষয়ে জ্ঞানী" এইরূপ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। প্লাতোর প্রবর্তিত সংজ্ঞার সহিত আধুনিক সংজ্ঞাসমূহের সামঞ্জস্য থাকিলেও তাঁহার গ্রন্থে ধর্মের সহিত দার্শনিক তত্ত্বের জটিল সংমিশ্রণ বিধায় তৎকর্তৃক নির্দেশ অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট। শিথিল জ্ঞানসম্পন্ন দার্শনিক আরিস্ততল্ দর্শনশাস্ত্রের সীমা অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট এবং অন্যান্য শাস্ত্র হইতে ইহার বিবিক্ত নির্দেশ করেন। সক্রেতিসের পূর্ববর্তী দার্শনিকগণের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের পরিধি ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্বে (Cosmology) পর্যবসিত হইয়াছিল ; জগতের উৎপত্তি-তত্ত্ব, পরমাণুবাদ প্রভৃতি বর্তমান জড়-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়সমূহও উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে সক্রেতিস্ নীতি ও জ্ঞানতত্ত্ব দর্শনশাস্ত্রের সীমার মধ্যে সন্নিবেশিত করেন। এইভাবে বহির্জগত ও অন্তর্জগতের সামঞ্জস্য বিধানের আংশিক চেষ্টা করা হয়। প্লাতো সক্রেতিসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তর্কশাস্ত্র, নীতি, ধর্ম প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

"দার্শনিক আরিস্ততলের সর্বভেদিনী প্রতিভা এই জটিল সংমিশ্রণ হইতে দর্শন-শাস্ত্রের উদ্ধার সাধন করে। আরিস্ততল্ ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের বিষয় এবং তাহার সীমা নির্দেশ করিলে নীতিশাস্ত্র (Ethics), তর্কশাস্ত্র (Logic), বিজ্ঞান (Science) প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। 'মেটাফিজিক্স্' (Metaphysics)

আরিস্ততল্ কর্তৃক 'ফার্স্ট ফিলোজোফি' (First Philosophy) বা 'মুখ্য দর্শন' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 'ফিলোজোফি' শব্দের প্রয়োগ বর্তমান সময়ে আরিস্ততল্-এর মতানুযায়ী চলিয়া আসিতেছে।"—নগেন্দ্র নাথ বসু কর্তৃক সংকলিত **বিশ্বকোষ**-এর একাদশ ভাগ হইতে উদ্ধৃত।

Physiocracy : ভূমিবাদ।

ফরাসী দেশের অর্থনীতিবিদ্ ফ্রাঙ্কয় কোয়েস্নে (Francois Quesnay : 1694-1774) কর্তৃক প্রবর্তিত মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ব্যবস্থা অনুযায়ী সমাজ শাসন করিতে হইবে এবং ভূমি ও ভূমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্য জাতীয় সম্পদের একমাত্র উৎস বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, আর কেবলমাত্র ভূমি ও উহার উৎপন্ন দ্রব্যের উপর কর বসান যাইবে।

Piece-wages : ঠিকাহিসাবে মজুরি। [Wages শব্দ দ্রষ্টব্য]

Planned Economy : পরিকল্পিত অর্থনীতি ; পরিকল্পনামূলক অর্থনীতি।

পরিপল্পিত অর্থনীতির মূল বিষয়গুলি নিম্নরূপ :

১। **পরিকল্পিত অর্থনীতি কি :** ইহা এক বিশেষ ধরণের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় দ্রব্য উৎপাদন করা হয় জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য, মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে নহে। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ে (যেমন পাঁচ বৎসর, তিন বৎসর, দুই বৎসর ইত্যাদি) কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে উৎপাদন করা হইবে, উৎপন্ন দ্রব্য কিভাবে এবং কি মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা হইবে তাহা উৎপাদন আরম্ভ করিবার পূর্বেই স্থির করা হয়। এইভাবে সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থাকে (শিল্প ও কৃষি) এক নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়িয়া তোলা হয় বলিয়া এই অর্থনীতিকে বলা হয় 'পরিকল্পিত অর্থনীতি' বা 'পরিকল্পনামূলক অর্থনীতি'। ইহাকে 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি'ও বলা হয়, কারণ এই অর্থনীতি কেবল সমাজতান্ত্রিক সমাজেই সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক সমাজে পরিকল্পনাহীন অর্থনীতির কোন অস্তিত্ব থাকেনা। সমাজতান্ত্রিক সোবিয়েৎ ইউনিয়নই পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রবর্তক [Socialism শব্দ দ্রষ্টব্য]। কিন্তু বর্তমান কালে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র আর্থিক সংকটের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়হিসাবে পরিকল্পিত অর্থনীতির আংশিক প্রয়োগের দিকে ঝুঁকিতেছে বলিয়া ইহা এখন সাধারণ অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে দেখা দিয়াছে। ইহা বিশ্ব-অর্থনীতির ক্ষেত্রে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের একটি বিশিষ্ট অবদান বলিয়া সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

২। **পরিকল্পিত অর্থনীতির উদ্দেশ্য :** সমগ্রভাবে জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠন, পুনর্বিন্যাস ও উহাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালনা করাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দেশের সমগ্র ধনসম্পদ একত্র করিয়া শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (সাধারণতঃ পাঁচ বৎসরের জন্য) একটি সুনির্দিষ্ট জাতীয় পরিকল্পনা রচিত হয়। অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা চূড়ান্ত পরিকল্পনা রচিত হইবার পর ইহা দেশের আইনসভায় উপস্থিত করা হয় এবং তথায় আলোচনার পর গৃহীত হইলে ইহা আইনে পরিণত হয়। পরিকল্পনাটি যথারীতি আইনে পরিণত হয় বলিয়া ইহাতে প্রত্যেকটি শিল্প, প্রত্যেকটি কারখানা, প্রত্যেকটি যৌথ কৃষি-সংস্থার উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত করা থাকে তাহা অবশ্য পালনীয়। ইহার পর নির্দিষ্ট তারিখ হইতে এই পরিকল্পনা অনুসারে সমগ্র উৎপাদন-ক্ষেত্রে একযোগে কাজ

আরম্ভ হয়। কতগুলি নূতন কারখানা স্থাপিত হইবে, প্রত্যেকটি শিল্প-শাখায়, এমন কি প্রত্যেকটি কারখানায় প্রতি বৎসর কি ধরনের কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইবে তাহাও এই পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং কৃষিক্ষেত্রে প্রতি যৌথ কৃষি-সংস্থায়, এমন কি প্রতি একরে কি প্রকারের কি পরিমাণ ফসল উৎপাদন করিতে হইবে তাহাও নির্দিষ্ট করা থাকে। এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন-খরচ, বিক্রয়-মূল্য, উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ বিক্রয়-স্থলে প্রেরণের ব্যবস্থা, শ্রমিক-সংখ্যা, কাঁচা-মালের সরবরাহ, বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত কর্মচারী ও শ্রমিকের মজুরি, শ্রমিকের উৎপাদনের ও উৎপাদন-খরচের মান এবং যন্ত্রের ক্ষয়—এই সকলই নির্দিষ্ট করা থাকে। প্রত্যেক দেশেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন শাখা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে বলিয়া সমগ্র পরিকল্পনাটি এমনভাবে রচিত হয় যে, ইহার মধ্য দিয়া দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একই সময়ে সমানভাবে বিকাশ লাভ করিতে এবং বিভিন্ন শাখা পরস্পরকে বিকাশ লাভে সাহায্য করিতে পারে। একই সময় সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি বিধানই পরিকল্পিত অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য।

৩। **পরিকল্পনার সংগঠন:** পরিকল্পিত অর্থনীতির **পূর্ণ প্রয়োগ** একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক সমাজের সকল শিল্প-সংস্থা, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত যৌথ কৃষি, ব্যবসায়-সংস্থা, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন। এই সকল সংস্থা বিভিন্ন সরকারী বিভাগের দ্বারা পরিচালিত হয়। সেই সমাজে প্রত্যেকটি কলকারখানা, খনি, যৌথ কৃষি-সংস্থার সহিত একটি করিয়া পরিকল্পনা-কমিটি থাকে এবং সেই পরিকল্পনা-কমিটি নিজ নিজ কারখানা, খনি বা যৌথ কৃষি-সংস্থার জন্য পরিকল্পনা রচনা করে। সেই সকল পরিকল্পনার ভিত্তিতেই প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের পরিকল্পনা-কমিটি নিজ নিজ বিভাগের পরিকল্পনা রচনা করে। সর্বোচ্চ পরিকল্পনা-কমিশন ইহার পর ঐ সকল আংশিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে একটি জাতীয় পরিকল্পনা তৈরি করে এবং উহা কেন্দ্রীয় আইনসভায় যথারীতি পাশ হইবার পর নির্দিষ্ট সময় হইতে সেই পরিকল্পনা অনুসারে সমগ্র দেশব্যাপী কাজ আরম্ভ হয়।

৪। **পরিকল্পনার রচনাপদ্ধতি:** সাধারণতঃ সমগ্র পরিকল্পনা-কালকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময়ের পরিকল্পনায় ভাগ করা হয়; যেমন, বাৎসরিক পরিকল্পনা, অর্ধ-বাৎসরিক পরিকল্পনা, ত্রৈমাসিক পরিকল্পনা। চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি এমনভাবে রচিত হয় যাহাতে তিন মাসের পরিকল্পনার ফল পরবর্তী তিন মাসের পরিকল্পনায়, ছয় মাসের পরিকল্পনার ফল পরবর্তী ছয় মাসের পরিকল্পনায়, এবং এক বৎসরের পরিকল্পনার ফল পরবর্তী এক বৎসরের পরিকল্পনায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই পদ্ধতির ফলে পরিকল্পনার কাজ যতই অগ্রসর হইবে সমগ্র পরিকল্পনাটি ততই বিকাশ লাভ করিবে এবং ইহার কার্যকালের মধ্যেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে নূতন নূতন সম্ভাবনা দেখা দিবে।

৫। **পরিকল্পনা ও জনসাধারণ:** পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া শ্রমিক-সাধারণের আন্তরিক সহযোগিতার উপর। আবার জনসাধারণ ও শ্রমিকদের আন্তরিক সহযোগিতা নির্ভর করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর:—

(ক) জনসাধারণ ও শ্রমিকদের উপলব্ধি করান প্রয়োজন যে, তাহাদের নিজেদের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নতি সাধনই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

(খ) পরিকল্পনা রচনার কার্যেও শ্রমিকদের পূর্ণ সহযোগিতা অপরিহার্য। শ্রমিকগণই নিজ নিজ কারখানার অবস্থা ও নিজেদের উৎপাদন-ক্ষমতা যাচাই করিয়া নিজ নিজ কারখানার জন্য পরিকল্পনা রচনা করে। সেই সকল পরিকল্পনার ভিত্তিতেই বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা সমগ্র দেশের জন্য চূড়ান্ত পরিকল্পনা রচিত হয়। এই ব্যবস্থা দ্বারা একদিকে যেমন উৎপাদনের মূলশক্তি, অর্থাৎ শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগান হয়, তেমনি অপর দিকে শ্রমিকগণও এই পরিকল্পনাকে নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। (গ) যাহাতে শ্রমিকদের উদ্যোগ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য কারখানায় কারখানায় ও শ্রমিকে শ্রমিকে প্রতিযোগিতার নিয়ম প্রবর্তন করা হয় এবং যে কারখানা ও যে শ্রমিক সর্বাপেক্ষা বেশী উৎপাদন করিতে পারে তাহাদের বিবিধ সম্মানজনক উপাধি ও পুরস্কার দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত শ্রমিকদের উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে অধিক উৎপাদনের জন্য বোনাস্ হিসাবে অতিরিক্ত মজুরি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। এই সকল ব্যবস্থার ফলে শ্রমিকগণের কর্মশক্তি পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করে ও উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং অনেক ক্ষেত্রেই পরিকল্পনায় ধাযকরা উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষা বেশী উৎপাদন সম্ভব হয়। এই প্রকার কাজের ভিতর দিয়া শ্রমিক-গণের চেতনাও দ্রুত বিকাশ লাভ করে।

৬। **তদারক ও নিয়ন্ত্রণঃ** পরিকল্পনা তৈরি করা সমগ্র কার্যের প্রথম স্তর মাত্র। জনসাধারণের সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিকল্পনার সুষ্ঠু রচনা ও কার্যা-রম্ভের পর পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে তদারক ও সুনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার উপর। ইহার জন্য যে কোটি কোটি মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা পরিকল্পনা সফল করিয়া তুলিবে তাহাদের উপযুক্ত সংগঠনের প্রয়োজন। তাহাদের সংগঠনই কর্মস্থলে বসিয়া সাক্ষাৎভাবে সকল কার্য তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ইঞ্জিনিয়ার, কারিগর ও হিসাব-পরীক্ষকদের লইয়া সরকারী তদারক এবং নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাও গঠন করা হয়। এই উভয় তদারক ও নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা দ্বারা কার্যের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা সম্ভব হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ে পরিকল্পনা পূর্ণ হওয়ার নিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়। কমিউনিস্ট পার্টি ও ট্রেড য়ুনিয়নগুলি এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে।

৭। **পরিকল্পিত অর্থনীতির সুবিধাঃ** পরিকল্পিত অর্থনীতিতে সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত বলিয়া অতি-উৎপাদন (Over-Production) ও আর্থিক সংকটের (Crisis-এর) ভয় থাকে না, এবং সংকটের ভয় থাকে না বলিয়াই নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয়। তাহার ফলে জনসাধারণের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ক্রমোন্নতি অব্যাহত থাকে এবং দেশের শিল্প, কৃষি, যানবাহন, শিক্ষা প্রভৃতি বিকাশ লাভের পূর্ণ সুযোগ পায়। আর্থিক ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি বিকাশ লাভের ফলে দেশের সকল মানুষের কর্মসংস্থান সম্ভব হয় এবং বেকার-সমস্যা দূর হয়। সকল মানুষের কর্মসংস্থান ও আর্থিক অবস্থার উন্নতির ফলে দেশের আভ্যন্তরিক বাজারের সীমাবদ্ধতা দূরীভূত হয় এবং দেশের মধ্যেই এক বিরাট বাজার সৃষ্টি হয়।

৮। **পরিকল্পিত অর্থনীতির পূর্ণ প্রয়োগ কোথায় সম্ভবঃ** (ক) যেখানে কল-কারখানা-জমি প্রভৃতি উৎপাদনের উপায়গুলির উপর হইতে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটিয়াছে এবং ঐগুলি জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ স্থানে উৎপাদন-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য পরিচালিত হয় না, তাহা পরিচালিত হয়

সমাজের সমগ্র জনসাধারণের স্বার্থে। উৎপাদনের উপায়গুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়া থাকিলে ব্যক্তিগত মুনাফার জন্যই উৎপাদন করা হয় বলিয়া তাহার ফলে অতি-উৎপাদন (Over-Prodution) ও অরাজক অবস্থা দেখা দিতে বাধ্য [Crisis শব্দ দ্রষ্টব্য]। (খ) যেখানে জনসাধারণের জীবিকার মান নিরবচ্ছিন্নভাবে উন্নত হইতেছে। ইহার ফলে পরিকল্পিত উৎপাদনের বাজার সহজেই, অর্থাৎ দেশের মধ্যেই পাওয়া যায়। পরিকল্পিত অর্থনীতি বৈদেশিক বাজারের উপর নির্ভরশীল হইলে ইহা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ও প্রতিযোগিতার ফলে বানচাল হইয়া যাইতে পারে। (গ) যেখানে উৎপাদনের উপায়গুলির উপর হইতে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটিয়াছে এবং সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির পরিচালনার ভার কেবলমাত্র রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। ইহার ফলে দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটিমাত্র পরিচালনা-কেন্দ্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সংগঠিত ও পরিচালিত করা এবং সকল শিল্প ও শিল্পের সহিত সমান তালে কৃষিরও সমান বিকাশ সাধন করা সম্ভব হয়। ইহাতে কোন শিল্প-শাখায় অতি-উৎপাদনের ভয় থাকে না। (ঘ) যেখানে সকল প্রকার শোষণের অবসান ঘটিয়াছে। শোষণের অবসানের ফলে জনসাধারণের মধ্যে চেতনা, আগ্রহ, উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিয়া উঠে; জনসাধারণ সমগ্র দেশকে, শিল্প-ব্যবস্থা ও কলকারখানাকে নিজের বলিয়া মনে করিতে পারে।

৯। **ধনতান্ত্রিক সমাজ ও পরিকল্পিত অর্থনীতি ঃ** ধনতান্ত্রিক সমাজ সমাজতন্ত্রের বিপরীত হইলেও সেই সমাজেও আংশিক পরিকল্পনা সম্ভব। ধনতান্ত্রিক সমাজে পরিকল্পিত অর্থনীতির **পূর্ণ প্রয়োগ** অর্থাৎ সামগ্রিক পরিকল্পনা সম্ভব হইতে পারে না। কারণ, ধনতান্ত্রিক সমাজে সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীন নহে। এই সমাজে সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দুইটি অংশে বিভক্ত : (ক) রাষ্ট্রীয় অংশ (State-Sector) ও (খ) ব্যক্তিগত অংশ (Private-Sector)। রাষ্ট্রীয় অংশ সমগ্র দেশের পক্ষে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত অংশের মালিক হইল ব্যক্তিবিশেষ এবং উহা ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যেই মালিকগণের দ্বারা তাহাদের নিজেদের ইচ্ছামত পরিচালিত হয়। সুতরাং এই ব্যক্তিগত অংশ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীন নহে বলিয়া এই অংশকে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা আংশিকভাবে সম্ভব হইলেও সম্পূর্ণরূপে সম্ভব নহে। তবে কয়েকটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপায়ে চাপ দিয়া এই ব্যক্তিগত অংশকে রাষ্ট্রীয় অংশের পরিকল্পনার সহিত অন্ততঃ আংশিকভাবে যুক্ত হইতে বাধ্য করা যাইতে পারে; সেই উপায়গুলি হইল কাঁচামালের সরবরাহ বন্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করা, সরকারী অর্ডার বন্ধ করা বা কমাইয়া দেওয়া, মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া মূল্য বৃদ্ধিতে বাধা দেওয়া, মূলধন সরবরাহ বন্ধ বা সঙ্কুচিত করা, মুনাফা ও মোট আয়ের উপর উচ্চহারে ট্যাক্স ধার্য করা, প্রভৃতি। কিন্তু সেক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত অংশের মালিকগণ রাষ্ট্রীয় অংশের পরিকল্পনাকে অসুবিধাজনক মনে করিলে ইহাকে নানা উপায়ে ব্যর্থ করিতে পারে। সুতরাং ধনতান্ত্রিক-সমাজে আংশিক পরিকল্পনা সম্ভব হইলেও তাহা এই বিপদের ঝুঁকি লইয়াই করিতে হয়। ধনতান্ত্রিক সমাজে পরিকল্পনা কি কি শর্তে সম্ভব সেই সম্বন্ধে পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক ওস্কার লাঙ্গের (Oscar Lange) নিম্নোক্ত সুচিন্তিত অভিমত বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

"সাধারণ নীতিহিসাবে বলা চলে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা সফল

করিয়া তুলিতে হইলে যে সকল ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক সংস্থা পরিকল্পনার সাফল্যের পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইবে, সেইগুলির বিলোপ সাধন অথবা সেইগুলিকে ক্ষমতা-হীন ও নিরপেক্ষ করিয়া ফেলিতেই হইবে। ইহা করিবার জন্য কোথায় কি ধরনের অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা কার্যতঃ গ্রহণ করা প্রয়োজন তাহা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার ঐতিহাসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে; এমনকি তাহা একই দেশের পরিকল্পনা-সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার বিভিন্ন স্তরেও বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। আসল কথা উক্ত ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাধারণ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কি প্রকার মনোভাব গ্রহণ করে তাহার উপরই এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান নির্ভর করিবে। আবার, এই সংস্থাগুলি কি মনোভাব গ্রহণ করিবে তাহা নির্ভর করিবে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জাতীয় পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করিবার ভার যে সরকারের উপর ন্যস্ত সেই সরকার জনসাধারণের সর্বাধিক অংশের ও তাহাদের সংগঠনগুলির সক্রিয় সমর্থন কি পরিমাণে লাভ করিতে পারিবে তাহার উপর।"

Maurice Dobb: *Comment on Planning.*

Five-year Plans of U.S.S.R.: পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

সোবিয়েৎ ইউনিয়নের অর্থনৈতিক পরি-কল্পনা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কাল ১৯২৮-১৯৩২; ইহার পর ১৯৩৩-১৯৩৭ ও ১৯৩৮-৪২ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনা পূর্ণ হয়। তৃতীয় পরি-কল্পনা চলিবার কালেই ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানী কর্তৃক সোবিয়েৎ ইউনিয়ন আক্রান্ত হইলে পরিকল্পনার কার্য স্থগিত থাকে। বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ১৯৫০ সাল হইতে পুনরায় পরিকল্পনার কার্য আরম্ভ হয় এবং ১৯৫০-১৯৫৪ সাল পর্যন্ত চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরি-কল্পনা পূর্ণ হয়। ১৯৫৫ সাল হইতে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চলিতেছে।

১৯২৮ সালের পূর্বে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ছিল শিল্পে অতি পশ্চাৎপদ দেশ, কোন ভারী বা গুরু শিল্প এখানে ছিল না। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অভাবনীয় সাফল্যের ফলে সোবিয়েৎ ইউনিয়নে প্রথম মূল শিল্প (ইস্পাত ও যন্ত্র-নির্মাণকারী শিল্প) গড়িয়া উঠে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মারফত বিভিন্ন প্রকারের শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নানাবিধ ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন আরম্ভ হয়। পরিকল্পিত অর্থ-নীতির সফল প্রয়োগের ফলে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের মত কৃষিপ্রধান ও শিল্পে নিতান্ত অনগ্রসর বিরাট দেশও যে কিরূপ শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে তাহা প্রমাণিত হয় সমগ্র ইউরোপজয়ী জার্মানীর বিরুদ্ধে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের চারি বৎসরব্যাপী একাকী যুদ্ধ করিয়া জয়লাভের দ্বারা।

১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের পর হইতেই পৃথিবীর সমস্ত শক্তিশালী দেশ সোবিয়েৎ ইউনিয়নের ধ্বংসের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকায় উহাকে সম্পূর্ণ একাকী পঞ্চবার্ষিকী পরি-কল্পনাগুলি চালাইতে হয় বলিয়া, বিশেষতঃ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি সফল করিয়া তুলিবার জন্য জনসাধারণকে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সোবিয়েৎ ইউনিয়নের প্রত্যেকটি পরিকল্পনাই মোটামুটিভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়। কেবল শিল্পই নহে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালের মধ্যেই দেশের সমগ্র কৃষি-ব্যবস্থাকে যৌথ কৃষিতে (Collectivisation) পরিণত করা হয় এবং ট্রাক্টর প্রভৃতি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দ্বারা সমগ্র যৌথ কৃষি-ব্যবস্থাকে যন্ত্রসজ্জিত করা হয়। ইহার ফলে গ্রামাঞ্চলের কোটি কোটি মানুষ কৃষি হইতে মুক্ত হওয়ায় তাহাদের নূতন কলকারখানায় শ্রমিক-

হিসাবে নিযুক্ত করিয়া শিল্প গঠন সম্ভব হয়। প্রথম দুইটি পরিকল্পনার পর, ১৯৩৮ সালে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯১৩ সালের উৎপাদনের ৯ গুণ বেশী; ইহার মধ্যে শস্যের উৎপাদন ১৯১৩ সালের উৎপাদনের শতকরা ১১৮ ভাগ ও গবাদি পশু ১৯১৬ সালের শতকরা ১০৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। "১৯২৮ সালের তুলনায় ১৯৫৪ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে ১৮ গুণ। ১৯৫৫ সালে একদিনে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ, দেড় দিনে যে পরিমাণ কাঁচা লোহা, আট দিনে যে পরিমাণ কয়লা, কুড়ি দিনে যে পরিমাণ তেল, সাত দিনে যে পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে তাহা এই সকল দ্রব্যের ১৯২০ সালের সমগ্র বৎসরের উৎপাদনের সমান।" —Figures Quoted from *The Soviet Land,* No. 11. 1955.

Five-year Plans of India: ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে সর্বপ্রথম ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ হয়। এই পরিকল্পনা সামগ্রিক নহে, **আংশিক**। সমাজতান্ত্রিক দেশের মত ভারতের সমগ্র অর্থনীতি কেন্দ্রীভূত বা কেন্দ্র-পরিচালিত নহে, অর্থাৎ ইহা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীন নহে। ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা দুই ভাগে বিভক্ত: (ক) রাষ্ট্রীয় অংশ (State Sector) ও (খ) ব্যক্তিগত অংশ (Private Sector)। ব্যক্তিগত অংশ রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন নহে। সুতরাং ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রধানতঃ রাষ্ট্রীয় অংশকে ভিত্তি করিয়াই রচিত হয়, কিন্তু ব্যক্তিগত অংশকেও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিবার ব্যবস্থা আছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে আরম্ভ হইয়া ১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ শেষ হয়। এই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ব্যয় হয় ২০০০ কোটি টাকা, বিভিন্ন রাজ্য-সরকারের পরিকল্পনার ব্যয় ইহার অন্তর্ভুক্ত। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন রাজ্য-সরকারের স্থানীয় পরিকল্পনাও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনারই অংশ। উক্ত ২০০০ কোটি টাকার শতকরা ৬০ ভাগ রাষ্ট্রের ও ৪০ ভাগ ব্যক্তিগত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ইহা শেষ হইবে ১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য নিম্নরূপ :—

(ক) **প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা :** প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ। এই জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় কৃষি-উৎপাদনের উপর। পরিকল্পনার জন্য নির্ধারিত সমগ্র অর্থের শতকরা ৪৬ ভাগ ব্যয়িত হয় কৃষি-উৎপাদন এবং তৎসংশ্লিষ্ট নদীর বাঁধ, খাল খনন প্রভৃতি সেচ-কার্যের জন্য। এই পরিকল্পনার কার্যকালে কৃষিকার্যে নিযুক্ত জমির শতকরা ২৫ ভাগে, অর্থাৎ মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ একর নূতন জমিতে সেচ-কার্যের ব্যবস্থা হয়। পরিকল্পনার শেষে খাদ্যশস্যের উৎপাদন শতকরা ১৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাফল্য নিম্নরূপ: পরিকল্পনা আরম্ভের পূর্ব বৎসর খাদ্য-শস্যের উৎপাদন ছিল ৪২ কোটি ৭০ লক্ষ টন, তুলার উৎপাদন ছিল ৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩ শত টন, পাটের উৎপাদন ছিল ৫ লক্ষ ২৮ হাজার ৬ শত টন; কিন্তু পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসরেই খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়িয়া হয় ৫৫ কোটি ৩০ লক্ষ টন, তুলার উৎপাদন বাড়িয়া হয় ৭ লক্ষ ৬৫ হাজার টন এবং পাটের উৎপাদন বাড়িয়া হয় ৭ লক্ষ ৫১ হাজার টন। ইহা ব্যতীত ইক্ষু, তৈলবীজ প্রভৃতির উৎপাদনও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা উল্লেখযোগ্য

যে, কেবলমাত্র তুলার উৎপাদনই পরিকল্পনার লক্ষ্য অতিক্রম করিয়াছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্য-শস্য প্রভৃতি কৃষির উৎপাদনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইলেও কৃষিকার্যের আনুষঙ্গিক নদীর বাঁধ প্রভৃতি সুবৃহৎ সেচ-কার্য এবং জমির সার, যন্ত্রপাতি, রেল-ইঞ্জিন, রেল-বগি, প্রভৃতি নির্মাণের জন্য কয়েকটি সুবৃহৎ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্পের ক্ষেত্রে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাফল্য হইল—যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য 'হিন্দুস্থান মেসিন-টুল ফ্যাক্টরি', জমির সার উৎপাদনের জন্য 'সিন্ত্রি ফার্টিলাইজার ওয়ার্ক্‌স্', রেল-ইঞ্জিন নির্মাণের জন্য 'চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্ক্‌স্', রেল-গাড়ির বগি নির্মাণের জন্য 'পেরাম্বুর কোচ্ ফ্যাক্টরি', এবং ভারতের প্রথম জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী 'ভাক্‌রা-নাঙ্গল বাঁধ'। সিন্দ্রির সার-কারখানাটিতে দৈনিক এক হাজার টন সার এবং 'চিত্তরঞ্জন লোকো-মোটিভ ওয়ার্ক্‌স্'-এ বৎসরে একশতখানি রেল-ইঞ্জিন তৈরী হয়। এই সকল বৃহৎ শিল্প ব্যতীত আরও কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়; যেমন, পেনিসিলিন ও ডি-ডি-টি তৈরীর কারখানা, নিউজপ্রিণ্ট-কাগজ তৈরীর কারখানা (ইহাতে বৎসরে ভারতের মোট প্রয়োজনের শতকরা ৪০ ভাগ নিউজপ্রিণ্ট-কাগজ তৈরী হয়)। এই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সেচ-কার্যের জন্য 'দামোদর-বাঁধ' প্রভৃতি কয়েকটি জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সুবৃহৎ বাঁধ নির্মাণের কার্যও এই পরিকল্পনার কার্যকালের মধ্যেই আরম্ভ হয়। পরিকল্পনায় শতকরা ১১ ভাগ জাতীয় আয় (National Income) বৃদ্ধির অনুমান করা হইয়াছিল। পরিকল্পনার শেষে সরকারী হিসাবে ১২'৪ ভাগ জাতীয় আয় বৃদ্ধির দাবি করা হইয়াছে। কিন্তু এই হিসাবে পরিকল্পনার কার্যকালের মূল্যবৃদ্ধি ও ট্যাক্স-বৃদ্ধি ধরা হয় নাই। তাহা হিসাবে ধরিলে দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আয় বৃদ্ধি না পাইয়া বরং যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। [National Income of India দ্রষ্টব্য]

(খ) **দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা:** ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য আরম্ভ হইয়াছে। ইহা শেষ হইবে ১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার মোট ব্যয় ধরা হইয়াছে ৪৮০০ কোটি টাকা। এই মূলধনের শতকরা ৬২ ভাগ রাষ্ট্রের, আর ৩৮ ভাগ ব্যক্তিগত। রাষ্ট্রীয় মূলধন প্রধানতঃ ভারী ও মূল শিল্পের জন্য ব্যয়িত হইবে। বিভিন্ন খাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয় অপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় অংশে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয়ের তুলনামূলক হিসাব নিম্নরূপ:

	প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কোটি টাকা	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কোটি টাকা
শিল্প	—১৭৮'১০	৮৯১
যানবাহন ও যোগাযোগ	—৫৩৫'৯০	১৩৮৪
সেচ ও বিদ্যুৎ	—৬১৬'৮০	৮৯৮
কৃষি	—৩৭৩'৭০	৫৬৫
সমাজ কল্যাণ-মূলক কার্য	—৪৮৯'৪০	৯৪৬

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মূল ও ভারী শিল্পের উপর অপেক্ষাকৃত বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং কেবল বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প ও খনি শিল্পের জন্যই ৬৯০ কোটি টাকা ধার্য হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় এইরূপ তিনটি বৃহৎ ইস্পাত-

কারখানা নির্মিত হইবে যাহার প্রত্যেকটিতে বৎসরে ১০ লক্ষ টন ইস্পাত তৈরী হইবে। এইভাবে পরিকল্পনার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বৎসরে ঐ ইস্পাতের উৎপাদন দাঁড়াইবে ৬০ লক্ষ টন (বর্তমানে বাৎসরিক উৎপাদন মাত্র ১২ লক্ষ টন) এবং বিভিন্ন প্রকার লৌহের মোট উৎপাদন দাঁড়াইবে দেড় কোটি টন। ইহা ব্যতীত দুইটি সুবৃহৎ অ্যালুমিনিয়াম-কারখানাও এই পরিকল্পনার কার্যকালে নির্মিত হইবে। এই পাঁচ বৎসরে মূল শিল্পের উৎপাদন শতকরা ১৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা হইবে। এই পরিকল্পনায় কৃষিদ্রব্যের উৎপাদন সম্বন্ধেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং এই পাঁচ বৎসরে বর্তমান উৎপাদন শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত এই পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ-উৎপাদন, যানবাহন ও যোগাযোগ, স্বাস্থ্য এবং জাতীয় সংস্কৃতি উন্নয়নের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ধরা হইয়াছে যে, এই পরিকল্পনা দ্বারা ৮০ লক্ষ হইতে ১ কোটি নূতন লোকের কর্ম-সংস্থান হইবে এবং মোট জাতীয় আয় শতকরা ২৫ ভাগের মত বৃদ্ধি পাইবে, অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের জাতীয় আয় ১০,৮০০ কোটি টাকা বাড়িয়া ১৯৬১ সালে হইবে ১৩,৪৮০ কোটি টাকা। [National Income of India দ্রষ্টব্য]

Platonism : প্লাতোবাদ, প্লাতোর মতবাদ।

গ্রীক দার্শনিক প্লাতোর (Plato : খৃষ্টপূর্ব ৪২৭-৩৪৭) দার্শনিক, নীতিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় (Principles of Ethics) ও সমাজনীতি-সম্বন্ধীয় মত।

প্লাতো সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের অন্যতম। তাঁহার রচনা আমরা পাই নাটকীয় কথোপকথনের আকারে। এই কথোপকথনের প্রধান বক্তা তাঁহার গুরু ও দার্শনিক প্রেরণাদাতা সক্রেতিস্। সক্রেতিসের মুখ দিয়া প্লাতো তাঁহার নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই কথোপকথনের মাত্র পঁয়ত্রিশ খণ্ড বর্তমানকালে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল 'দি গোর্গিয়াস্' (*Gorgias*), 'দি প্রোতাগোরাস্' (*Protagoras*)' 'দি ফেডো' (*Phaedo*), 'দি সিম্পোসিয়াম' (*Symposium*), 'দি ল' (*Laws*) ও 'দি রিপাব্লিক' (*Republic*)। রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে প্লাতো যে সকল তত্ত্ব রচনা করিয়াছেন তাহা এই শেষোক্ত গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই সকল রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক তত্ত্বই বর্তমান কালের রাজনীতি ও সমাজনীতির ভিত্তি বলিয়া গৃহীত হয়। ইহা ব্যতীত, দার্শনিকগণের মধ্যে তিনিই প্রথম নীতিবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় তত্ত্ব (Principles of Ethics) রচনা করেন।

প্লাতোর মতবাদ সংক্ষেপে নিম্নরূপ :—

দার্শনিক মত : বিশ্বপ্রকৃতি, মানব ও প্রত্যেকটি বস্তু এক শাশ্বত (অবিনশ্বর) ভাব বা নিয়মের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

সমাজনীতি সম্বন্ধীয় মত : সমাজ-ব্যবস্থা এরূপ হওয়া উচিত যেন প্রত্যেকটি মানুষ ন্যায় বিচার পূর্ণ মাত্রায় পায়, তাহাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলবিধান পূর্ণ মাত্রায় সম্ভব হয় এবং তাহাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনের বিকাশ পূর্ণ মাত্রায় ঘটিতে পারে।

রাজনীতি সম্বন্ধীয় মত : যে গভর্নমেণ্ট প্রজাদের নৈতিক আদর্শে সমুন্নত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে না, যাহা কিছু পবিত্র, মঙ্গলময় ও সত্য তাহাতে প্রজাদের উদ্বুদ্ধ করিয়া একটি আদর্শ জাতির মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পায় না, তাহা 'গভর্নমেণ্ট' নামের অযোগ্য। ইহাই প্লাতো-রচিত 'রিপাব্লিক' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের মূলকথা।

Platonic Love : প্লাতোর প্রেমের আদর্শ ; নিষ্কাম প্রেম।

প্লাতোর মতে, নিষ্কাম বা ইন্দ্রিয়-লালসাহীন প্রেমই প্রকৃত বা আদর্শ প্রেম ; আত্মার সহিত আত্মার মিলনের আকাঙ্ক্ষাই প্রেমের পূত আদর্শ।

Plebeians : জনসাধারণ।

শব্দটি গ্রীক ভাষা হইতে গৃহীত, ভাষাগত অর্থে 'জনতা' বা 'ইতরজন'। প্রাচীন রোম নগরীতে অভিজাতশ্রেণীর লোক ব্যতীত অন্য সকল লোককে এই নামে অভিহিত করা হইত। বর্তমানকালে এই শব্দটি দ্বারা জনসাধারণকে বুঝায়।

Plebiscite : সর্বসাধারণের মত বা রায় গ্রহণ।

গ্রীক ভাষা হইতে শব্দটি গৃহীত, ভাষাগত অর্থে, 'জনসাধারণ কর্তৃক স্থিরীকৃত' ; প্রচলিত অর্থে, কোন বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে সমাজের জনসাধারণ কর্তৃক মত প্রকাশ বা রায় দান, অর্থাৎ কোন প্রশ্নের পক্ষে বা বিপক্ষে মত দেওয়া। এই ধরনের ভোট-গ্রহণপ্রথা নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সময় প্রথম ফরাসী দেশে প্রবর্তিত হয়।

[Referendum শব্দ দ্রষ্টব্য]

Plutocracy : ধনিকতন্ত্র।

'প্লুটোস্' (Plutos) ও 'ক্রাটাইন' (Kratain) এই দুইটি গ্রীক শব্দ মিলিত করিয়া 'Plutocracy' শব্দটি গঠিত। ইহার অর্থ, ধনী-সম্প্রদায়ের শাসন।

Politbureau : রাজনৈতিক কমিটি।

শব্দটির পূর্ণরূপ—'Political Bureau'। ইহা প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টির একটি উচ্চ সংগঠন। পার্টির সর্বোচ্চ সংগঠন কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা ইহা গঠিত হয় এবং ইহার ক্রিয়াকলাপের জন্য ইহা কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট দায়ী থাকে। কেন্দ্রীয় কমিটির দুইটি অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে 'রাজনৈতিক কমিটি' পার্টিকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়া পরিচালিত করে।

Politics : রাষ্ট্রনীতি ; রাজনীতি ; রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

প্রচলিত অর্থে, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ, উহাদের সহিত নাগরিকদের সম্পর্ক, নাগরিকদের দায়িত্ব ও অধিকার—এই সকল আলোচনাই হইল রাষ্ট্রনীতির বিষয়বস্তু।

মার্ক্সীয় অর্থে, রাষ্ট্রনীতি (পলিটিক্স্) বলিতে কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর রাষ্ট্রনীতি বুঝায়। মার্ক্সীয় অর্থে, রাষ্ট্রনীতি হইল কোন একটি শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি করিবার জন্য সেই শ্রেণীর মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং উহার আনুষঙ্গিক কর্মপন্থা। মার্ক্স্-এর কথায়, "শ্রেণী-রাষ্ট্রনীতি (বা রাজনীতি) হইল অর্থনীতির ঘনীভূত প্রকাশ," অর্থাৎ শ্রেণী-সংগ্রাম। "একটি শ্রেণীর সহিত অপর একটি শ্রেণীর সংগ্রাম হইল রাষ্ট্রনৈতিক (বা রাজনৈতিক) সংগ্রাম।"

Power Politics : ক্ষমতার রাজনীতি ; ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত রাজনীতি।

এই কথাটি নিম্নোক্ত তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয় : (১) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে কোন রাষ্ট্র কর্তৃক উহার সমগ্র জাতীয় শক্তির বৃদ্ধি ও বিস্তার সাধন ; (২) আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রভাবান্বিত ও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক পরস্পরের বিরুদ্ধে নিজ নিজ ক্ষমতার ব্যবহার ; (৩) আরও সরলভাবে বলিতে গেলে, কোন বৃহৎ শক্তি কর্তৃক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উহার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ন্যায়-অন্যায় বিচার না করিয়া অপর কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা বা প্রয়োগের হুমকি দেওয়া।

Political Economy (or Economics) : রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি (বা অর্থনীতি)।

প্রচলিত অর্থে, রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের (Political Science-এর) যে শাখায় কোন জাতির ধনসম্পদ, আয়, পণ্যোৎপাদনের উপকরণ ও পদ্ধতি এবং জাতীয় আয়ের বণ্টন প্রভৃতি বিষয়সম্বন্ধীয় আলোচনা থাকে তাহাকে 'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি' বা কেবল 'অর্থনীতি বলা হয়। সাধারণ অর্থে, অর্থনীতির প্রধান বিষয়বস্তু চারিটি: (১) উৎপাদন, (২) বণ্টন, (৩) বিনিময়, (৪) উক্ত তিনটি বিষয়সংক্রান্ত সরকারী ক্রিয়াকলাপ। ইংলণ্ডের এ্যাডাম্ স্মিথ্ (Adam Smith —1723-1790) ও ডেভিড রিকার্ডোকে (David Ricardo—1792-1823) আধুনিক অর্থনীতিশাস্ত্রের জনক বলা হয়।

মার্ক্সীয় মতে, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি (Political Economy) হইল, "সামাজিক উৎপাদনের ক্রমবিকাশপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক ধারাসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।" "ঐতিহাসিক বিকাশধারার একটা নির্দিষ্ট স্তরের সামাজিক উৎপাদন-সম্বন্ধগুলির উৎপত্তি, বিকাশ ও উহাদের বিলোপসম্বন্ধীয় আলোচনা।" —V. I. Lenin: *Economic Doctrine of Karl Marx.* "ব্যাপকতম অর্থে, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি হইল মানব-সমাজের জীবিকানির্বাহের বাস্তব উপকরণ-সমূহের উৎপাদন ও বিনিময়ের নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মাবলী সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।" F. Engels: *Anti-Duhring.*

Classical Economy: বনিয়াদী অর্থনীতি।

ইংলণ্ডের এ্যাডাম্ স্মিথ্, ডেভিড রিকার্ডো প্রভৃতি মনীষিগণ তাঁহাদের অনুসন্ধান ও গবেষণা দ্বারা সর্ব প্রথম অর্থনীতিশাস্ত্রের যে ভিত্তি বা বনিয়াদ গড়িয়া তোলেন তাহাকেই বলা হয় 'বনিয়াদী অর্থনীতি'। তাঁহাদের অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলাফলের উপরই বর্তমান অর্থনীতিশাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। সততাপূর্ণ অনুসন্ধান ও গবেষণাই এই 'বনিয়াদী অর্থনীতি'র বৈশিষ্ট্য। এ্যাডাম্ স্মিথের পর ডেভিড রিকার্ডোর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বনিয়াদী অর্থনীতির যুগের অবসান ঘটিয়াছে।

এ্যাডাম্ স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডোর সময় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। এই উৎপাদন-ব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে বলিয়া তখনও ইহার সহিত সামন্তপ্রথার কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ জড়িত থাকিয়া ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকাশ ব্যাহত করিতেছিল। এ্যাডাম্ স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো প্রভৃতি এই যুগের অর্থনীতিবিদ্‌গণের কাজ ছিল এমন একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি গড়িয়া তোলা যাহা দ্বারা সকল প্রকার সামন্ততান্ত্রিক বাধা ও দুর্বলতা অপসারিত করিয়া নবজাত ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার পূর্ণ বিকাশের পথ নিষ্কণ্টক করা সম্ভব হয়। এই যুগে উৎপাদন-ব্যবস্থার মালিক মূলধনীশ্রেণীর সম্মুখে প্রধান সমস্যা ছিল উক্ত বাধাসমূহ অপসারিত করিয়া বিভিন্ন উৎপাদন-শক্তির (Productive Forces) ব্যাপক বৃদ্ধি এবং শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার সাধন করা। স্মিথ্, রিকার্ডো প্রভৃতি অর্থনীতিবিদ্‌গণ এই সমস্যা সমাধানের পথ প্রদর্শন করিয়া ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি বা বনিয়াদ সৃষ্টি করেন। তাঁহারা তাঁহাদের রচিত 'বনিয়াদী অর্থনীতি'তে দেখান যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ হইতে বহু গুণ উন্নত এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অবর্ণনীয় দুঃখ-দারিদ্র্যের পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক সমাজে ধন-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য ও সর্বসাধারণের সুখ-সমৃদ্ধি গড়িয়া উঠিতেছে; ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমই সকল ধন-ঐশ্বর্যের মূল উৎস এবং শ্রমই পণ্যের মূল্য (Value) সৃষ্টি করে, আর শ্রম হইল (Labour) উৎপাদন-শক্তিসমূহের অন্যতম; কিন্তু শ্রমিক যে তাহার শ্রমের দ্বারা মূল্য সৃষ্টি করিতে গিয়া শারীরিক কষ্ট

ও অভাব-অনটনজনিত নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করে তাহা সাময়িক মাত্র। এ্যাডাম্ স্মিথ্, রিকার্ডো প্রভৃতি এই যুগের অর্থনীতিবিদ্গণ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ককে কয়েকটি অর্থনৈতিক ভাগে (যথা—জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন-এ) ভাগ করিয়াছেন এবং এই ভাগগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের কয়েকটি নিয়ম স্থির করিয়াছেন। সংক্ষেপে ইহাই বনিয়াদী অর্থনীতির বিষয়বস্তু এবং এই বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করিয়াই সমগ্র অর্থনীতিশাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

Bourgeois Economy : বুর্জোয়া-অর্থনীতি।

এই কথাটি মার্ক্‌সীয় অর্থনীতিতে ব্যবহৃত হয়। মার্ক্‌সীয় মতে, বুর্জোয়া-অর্থনীতি হইল বুর্জোয়া-অর্থনীতিবিদ্ (ধনতন্ত্রের সমর্থক অর্থনীতিবিদ্) লেখকগণের দ্বারা ধনতন্ত্রের সমর্থনে রচিত অর্থনীতি-বিজ্ঞান বা অর্থশাস্ত্র। বুর্জোয়া-অর্থনীতিকে মার্ক্‌সীয় মতে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়: (১) বনিয়াদী অর্থনীতি (Classical Economy) ও (২) বিকৃত অর্থনীতি (Vulgar Economy)। বনিয়াদী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হইল সততাপূর্ণ অনুসন্ধান-প্রচেষ্টা ও গবেষণা। ইংলণ্ডের ডেভিড রিকার্ডোর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও গবেষণার সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই এই যুগ শেষ হইয়া যায়। তাহার পর হইতে আরম্ভ হয় 'বিকৃত অর্থনীতির' যুগ। কার্ল্ মার্ক্‌স্-এর কথায়, "এই যুগে খাঁটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিবর্তে দেখা দেয়াছিল কর্তব্য-বুদ্ধির বিকৃতি ও ধনতন্ত্রের পক্ষ-সমর্থকগণের অসাধু উদ্দেশ্য" এবং তাঁহারা ধনতান্ত্রিক শোষণের চেহারাটাকে লুকাইয়া রাখিবার জন্য উহাকে নানারূপ মনোহর মিথ্যা সাজসজ্জায় ঢাকিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। প্রকৃত সত্য গোপন করিয়া উহাকে বাঁচাইয়া রাখাই ছিল "বিকৃত বুর্জোয়া-অর্থনীতির" মূল উদ্দেশ্য, ইত্যাদি।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি (Political Economy) হইতে অর্থনীতি (Economics) :

Economics শব্দটি দ্বারা মূল অর্থে 'সাংসারিক ব্যবস্থাসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান' বুঝায়। পরে এই শব্দটির পরিবর্তে Political Economy (রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি) কথাটি ব্যবহৃত হইতে থাকে। তখন ইহা দ্বারা ধনদৌলতের উৎপাদন, বণ্টন ও ব্যবহার বুঝাইত। 'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি'সম্বন্ধীয় আলোচনা সর্বপ্রথম সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে আরম্ভ হয় এবং ইহার পর এই আলোচনা ইংলণ্ডেও আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ এ্যাডাম্ স্মিথ্‌কে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ *Wealth of Nations* প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ আধুনিক অর্থনীতির আদি গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হয়। ইহার পর ইংলণ্ডের জন্ স্টুয়ার্ট মিল, ডেভিড রিকার্ডো এবং ফরাসী ও জার্মানীর বিভিন্ন অর্থনীতি-বিদ্গণের রচনা প্রকাশিত হয়।

এই আদি অর্থনীতিবিদ্গণ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে অন্য সকল প্রকার সামাজিক ও নৈতিক বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করিতেন এবং প্রত্যেক সাংসারিক মানুষকে কেবল তাহার আর্থিক অভাব ও সেই আর্থিক অভাব পূরণের চেষ্টা দ্বারা বিচার করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে অর্থনীতিবিদ্গণ মানুষের আর্থিক অভাব ও তাহা পূরণের চেষ্টার সহিত শিক্ষা, গৃহ-সমস্যা, আরাম, বিশ্রাম প্রভৃতি বিষয়গুলিও যুক্ত করেন। তখন হইতে ক্রমশঃ 'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি' (Political Economy) হইতে 'রাষ্ট্রীয়' (Political) কথাটি বাদ দেওয়া হয় এবং কেবল 'অর্থনীতি' (Economics) কথাটির

ব্যবহার আরম্ভ হয়। এইভাবে 'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি' 'অর্থনীতি'তে পরিণত হয় এবং ইহার ক্ষেত্র কেবল জমি-মূলধন-শ্রম ও খাজনা-সুদ-মজুরির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র সমাজ-জীবনে প্রসারিত হয়।

Political Liberty : রাষ্ট্রীয় অধিকার ; নাগরিক অধিকার।

রাষ্ট্রীয় অধিকারের অর্থ হইল, জনগণের যে বিষয়সমূহ রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কযুক্ত সেই বিষয়সমূহের নিষ্পত্তির জন্য জনসাধারণের স্বাধীনতা। "রাষ্ট্রীয় অধিকারের অর্থ হইল, সরকারের অনুমতি না লইয়া জনসাধারণের নিজেদের কর্মকর্তা নির্বাচন করিবার, যে-কোন সভা আহ্বান করিয়া রাষ্ট্রের সকল ব্যাপার আলোচনা করিবার এবং যে-কোন ধরনের সংবাদপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করিবার অধিকার।"

Political Strike : রাজনৈতিক ধর্মঘট ; রাজনৈতিক হরতাল।

কোন রাজনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য প্রতিপালিত ধর্মঘট।

Political General Strike : রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট।

কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দেশব্যাপী জনসাধারণের অথবা বিশেষ কোন শ্রেণীর সকল বা প্রায় সকল জনগণের ধর্মঘট। ইহাকে রাজনৈতিক বিপ্লবের পূর্ব-প্রস্তুতি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়।

Popular Front : জনগণের মহড়া ; গণ-ফ্রন্ট। [Front শব্দ দ্রষ্টব্য]

Positivism : প্রত্যক্ষবাদ ; ধ্রুবদর্শন।

দার্শনিক অগাস্ট কোঁৎ (August Comte)-প্রবর্তিত দর্শনবিশেষ। এই দর্শনে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ বিষয়সমূহ স্বীকৃত এবং সর্বপ্রকার অতীন্দ্রিয় বিষয়ের সত্তা অস্বীকৃত হইয়াছে ; কোঁৎ-এর উক্তি—"প্রেম আমাদের মূলতত্ত্ব, শৃঙ্খলা আমাদের ভিত্তি এবং উন্নতি আমাদের লক্ষ্য"। তাঁহার মতে, বিশ্বমানবই একমাত্র উপাস্য দেবতা।

Power-Politics : ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত রাজনীতি। [Politics শব্দ দ্রষ্টব্য]

Practical Idealism : নৈতিক আদর্শবাদ ; বাস্তব বা ব্যবহারিক আদর্শবাদ। [Idealism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Practical Reason : কৃত্যবুদ্ধি ; ব্যবহারিক বুদ্ধি।

যে বুদ্ধির সাহায্যে ইচ্ছামূলক কার্যসমূহের হেতু বা বিশ্বজনীন সূত্র নির্ণয় করা যায়। [Reason শব্দ দ্রষ্টব্য]

Pragmatism : প্রয়োগবাদ।

একটি দার্শনিক মত ; প্রয়োগের ফলদ্বারা সকলকিছু বিচারের মতবাদ। এই দার্শনিক মতাবলম্বীরা আধ্যাত্মিক মতবাদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং যে সমস্ত সত্য স্পষ্টভাবে বাস্তব জগতের সহিত সম্পর্কযুক্ত, কেবল সেই সকল সত্যই স্বীকার করেন। এই মতে, নানারূপ অবস্থার সংঘাতে কোন ভাব (Idea) বা ধারণার সহিত কোন বাস্তব সত্য মিলিয়া যায় ; এবং ভাবসমূহ কেবল তখনই সত্য যখন উহারা স্পষ্টরূপে উপলব্ধ, প্রমাণিত, প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিপাদিত হয়। এই দার্শনিক মতবাদ ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা দিয়াছিল।

Preference Shares : সর্বাগ্রেদেয় অংশ। [Shares শব্দ দ্রষ্টব্য]

Preferential Tariff : বিশেষ সুবিধা ভোগী শুল্ক। [Tariff শব্দ দ্রষ্টব্য]

Press, Liberty of : মুদ্রণ-স্বাধীনতা ; পুস্তক প্রকাশের স্বাধীনতা বা অধিকার।

মানহানিকর, রাজদ্রোহমূলক বা অশ্লীল না হইলে যে-কোন পুস্তক-পুস্তিকা অথবা রচনা প্রকাশের স্বাধীনতা বা অধিকার। যে সকল দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রচলিত, সেই সকল দেশের নাগরিকগণ এই অধিকার

ভোগ করে। মানহানিকর, রাজদ্রোহমূলক অথবা অশ্লীল সাহিত্য প্রকাশ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

Preventive Tariff (or Protective Tariff) : রক্ষা-শুল্ক।

[Tariff শব্দ দ্রষ্টব্য]

Price : দাম, দর।

পণ্যের মূল্য যখন মুদ্রায় প্রকাশিত বা পরিণত হয় তখনই উহাকে বলা হয় 'দাম' বা 'দর'।

মার্ক্সীয় ভাষায়, 'দাম' বা 'দর' হইল পণ্যের মধ্যে নিহিত সামাজিক শ্রমের (Socially Necessary Labour-এর) মুদ্রারূপ।

মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে পণ্যের দাম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনা নিম্নরূপ :

বাজারের অস্থির অবস্থার জন্য, অর্থাৎ বাজারের অবস্থার ক্রমাগত পরিবর্তনের জন্য পণ্যের দাম সকল সময় পণ্যের মূল্যের (পণ্যের মধ্যে নিহিত সামাজিক শ্রমের) সমান হয় না, কিন্তু পণ্যের মূল্যকে কেন্দ্র করিয়াই সকল সময় পণ্যের 'দাম' উঠানামা করে। যখন বাজারে পণ্যের সরবরাহ পণ্যের চাহিদার সমান হয়, কেবল তখনই পণ্যের দাম পণ্যের মূল্যের সমান হয়, অন্য কোন অবস্থাতেই পণ্যের দাম ও পণ্যের মূল্য সমান হয় না। অবশ্য "মূল্য-বিজ্ঞান (Science of Value) ইহাই ধরিয়া লইবে যে, (বাজারে) সরবরাহ ও চাহিদা সমান সমান হয়, একথা মূল্য-বিজ্ঞানকে ধরিয়া লইতেই হইবে ; কিন্তু মূল্য-বিজ্ঞান একথা জোর দিয়া বলে না যে, মূলধনী সমাজে সরবরাহ ও চাহিদার সমতা সকল সময়ই রক্ষা করিতে হইবে, অথবা রক্ষা করা সম্ভব।"—Karl Marx : *Capital, Vol. I.*

উপরোক্ত কথাটির দ্বারা পণ্যের মূল্যের এই নিয়মটির কোন পরিবর্তন হয় না যে, মূলধনী সমাজে "পণ্যের মূল্য অনুযায়ী পণ্য বিক্রয় হয় না, পণ্য বিক্রয় হয় পণ্যের উৎপাদনের দাম বা খরচ অনুযায়ী। ··· আমাদের অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, পণ্যের উৎপাদনের দাম হইল পণ্যের মূল্যেরই (Value of a Commodity) একটি ভিন্ন রূপ।"—Leontiev : *Political Economy.* অন্য কথায়, "একটা বিশেষ সামাজিক অবস্থায় সকল পণ্যের মোট মূল্য সকল পণ্যের মোট দামের সমান হয় ; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শিল্পে ও ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন-বিভাগে প্রতিযোগিতার ফলে পণ্যের মূল্য অনুসারে উহা বিক্রয় হয় না, পণ্য বিক্রয় হয় উহার উৎপাদনের দাম বা খরচ অনুসারে, আর পণ্যের খরচ হইল ব্যয়িত মূলধন ও গড়পড়তা মুনাফার যোগফলের সমান।"—V. I. Lenin : *Economic Doctrine of Karl Marx.* এই উৎপাদন-খরচ বা উৎপাদনের দামকে কেন্দ্র করিয়াই পণ্যের দাম উঠানামা করে।

কিভাবে পণ্যের দাম "পণ্যের উৎপাদন ও পণ্য-বিনিময়ের অন্ধ নিয়ন্ত্রণকারী"রূপে কাজ করে ? মূলধনী সমাজে পণ্যোৎপাদন চলে অরাজক অবস্থায় (অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণহীন-ভাবে), সামাজিক শ্রম-বিভাগও সম্পূর্ণ পরিকল্পনাহীন। "প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন পণ্যোৎপাদনকারী তাহার নিজের ঝুঁকিতেই কাজ করে। পণ্যের উৎপাদন শেষ হইলে পর সে যখন তাহার পণ্য বাজারে লইয়া যায়, কেবল তখনই সে বুঝিতে পারে বাজারে তাহার পণ্যের চাহিদা আছে কি নাই।"—A. Leontiev : *Political Economy.* উৎপাদনকারী বাজারে তাহার পণ্য বিক্রয় করিয়া যে দাম পায় সেই দাম হইতেই সে স্থির করে, সে তাহার পণ্যের উৎপাদন বাড়াইবে কিনা, অথবা উহা কমাইবে কিনা, কিংবা পূর্বের পণ্যের বদলে অন্য কোন নূতন পণ্যের উৎপাদন আরম্ভ করিবে কিনা। কিন্তু দামের দ্বারা

এই প্রকারে উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ তখনও অল্প এবং আদিম অবস্থাতেই থাকিয়া যায়, এবং উৎপাদনে অরাজক অবস্থাই চলিতে থাকে।

ধনতন্ত্রের বিকাশের শেষ স্তরে, অর্থাৎ একচেটিয়া ধনতন্ত্র বা সাম্রাজ্যবাদের স্তরে পণ্যের একচেটিয়া দাম (Monopoly Price) আদায় করিবার জন্য এক ধরনের পরিকল্পনা দেখা যায়। বিশেষ করিয়া দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের আর্থিক সংকটের চাপে একচেটিয়া ধনতন্ত্র রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের (State Monopoly Capitalism-এর) দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু "শিল্পোৎপাদনে পরিকল্পনা (Planning) প্রবর্তনের ফলে শ্রমিকদের দাস-অবস্থা কিছুমাত্র হ্রাস পায় না, ইহার ফলে কেবল মূলধনীরাই আরও পরিকল্পিত ভাবে একচেটিয়া দামের মারফত একচেটিয়া মুনাফা (Monopoly Profit) আদায় করিতে পারে।" —V. I. Lenin: *Imperialism—the Highest Stage of Capitalism.*

Primitive Communism : আদিম কমিউনিজ্‌ম্; আদিম সাম্যবাদ (চলিত কথায়)। [Communism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Private Property : ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

কোন ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি; যে সম্পত্তির ব্যবহার বা ভোগের অধিকার ব্যক্তিগত তাহাই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি একটা সামাজিক ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থাটা উহার উৎপত্তির সময় হইতে সমাজের দ্বারা (অর্থাৎ বিভিন্ন সম্পত্তি-প্রথামূলক সমাজের দ্বারা) স্বীকৃত অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই অধিকারের নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজের উৎপন্ন ফল ভোগ করিতে পারে। মার্ক্‌সীয় মতে, এই অধিকার পরে এমন একটা 'অধিকার'-এ পরিণত হইয়াছে যাহা দ্বারা ব্যক্তিবিশেষ (যেমন মূলধনী) অপরের (অর্থাৎ শ্রমিকের) শ্রম দ্বারা উৎপন্ন ফল (উদ্‌বৃত্ত মূল্য—Surplus-Value) আত্মসাৎ করিতে পারে।

Product : উৎপন্ন দ্রব্য; জিনিস; দ্রব্য।

যে দ্রব্য উৎপাদনকারীর আশু ব্যবহারের জন্যই উৎপন্ন হয়, কিন্তু টাকা বা অন্য কোন দ্রব্যের সহিত বিনিময়ের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয় না, তাহাকেই 'উৎপন্ন দ্রব্য', 'জিনিস', 'দ্রব্য', বা 'প্রোডাক্ট' বলা হয়।

'উৎপন্ন দ্রব্য' (Product) ও পণ্য (Commodity)—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

মার্ক্‌সীয় মতে, "কোন দ্রব্য যখন উৎপাদনকারীর আশু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয় তখন উহাকে সাধারণভাবে 'দ্রব্য' (Product) বলা হয়। কিন্তু কোন দ্রব্য যখন টাকা বা অন্য কোন উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত বিনিময় করিবার উদ্দেশ্যেই উৎপন্ন হয়, তখন সেই উৎপন্ন দ্রব্যকেই বলা হয় 'পণ্য'। [Commodity শব্দ দ্রষ্টব্য]

কার্ল্‌ মার্ক্‌স্-এর কথায়, "কোন উৎপন্ন দ্রব্য যখন পণ্যের রূপ গ্রহণ করে, তখন সেই উৎপন্ন দ্রব্যটি কয়েকটি ঐতিহাসিক অবস্থার সহিত জড়িত হয়। উহা যখন পণ্যের রূপ গ্রহণ করে তখন উহা কখনই উৎপাদনকারীর আশু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয় না। এখন, আমরা যদি এই প্রশ্ন করি: কি ভাবে এবং কি অবস্থায় সকল অথবা বেশীর ভাগ উৎপন্ন দ্রব্য পণ্যের রূপ গ্রহণ করে?—তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, এই পরিবর্তন ঘটে কেবলমাত্র একটা বিশেষ উৎপাদন-ব্যবস্থায়, আর সেই উৎপাদন-ব্যবস্থা হইল **ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা**। কিন্তু পণ্যের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণ নূতন। পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টন (প্রচলন) সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু যে বিপুল পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনকারীদের নিজেদের আশু ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই উৎপন্ন হয় তাহা কখনই পণ্যের রূপ গ্রহণ করে

না ; আর এই ভাবে সামাজিক উৎপাদন-ধারা উহার ব্যাপকতা কিংবা গভীরতা কোন দিক হইতেই তখন পর্যন্ত বিনিময়-মূল্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না,······অথবা, মুদ্রার ব্যাখ্যায় আমরা দেখি যে, মুদ্রার অস্তিত্ব দ্বারা পণ্য-বণ্টন (প্রচলন)-ব্যবস্থার বিকাশের একটা নির্দিষ্ট স্তরের অস্তিত্বই সূচীত হয়। [General Form of Value এবং Money দ্রষ্টব্য] মুদ্রার বিভিন্ন অদ্ভুত রূপগুলির (Forms of Value)—যেমন সহজ তুল্যবস্তুর (Equivalent) রূপ, বিনিময়ের মাধ্যম, লেন-দেনের মাধ্যম, পুঁজি (Hoard), সার্বজনীন মুদ্রা—এই রূপগুলির যেটাই সমাজে প্রচলিত থাকুক না কেন, সেইটাই সামাজিক উৎপাদন-ধারার এক একটা পৃথক স্তর (অর্থাৎ সমাজ-বিকাশের স্তর) নির্দেশ করে। তাহা হইলে অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখা যায় যে, পণ্য-প্রচলনের অপেক্ষাকৃত অপরিণত অবস্থাই মুদ্রার এই বিভিন্ন রূপ সৃষ্টি করিবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু মূলধনের ক্ষেত্রে অবস্থাটা হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। মূলধনের অস্তিত্বের (বা উহা গড়িয়া উঠার) পক্ষে যে ঐতিহাসিক অবস্থাগুলি থাকা প্রয়োজন সেই ঐতিহাসিক অবস্থাগুলি কোনক্রমেই কেবলমাত্র মুদ্রা ও পণ্য-প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় না। যখন উৎপাদন ও জীবিকার উপকরণসমূহের মালিকগণ বাজারে শ্রম-শক্তি বিক্রয়েচ্ছু স্বাধীন শ্রমিকদের দেখিতে পায়, কেবল তখনই মূলধনের সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এই অবস্থাটা সৃষ্টি হয় বিভিন্ন যুগের ঐতিহাসিক বিকাশের মধ্য দিয়া। এই ভাবে সৃষ্ট মূলধন অবিলম্বে সামাজিক উৎপাদন-ধারার একটা বিশেষ যুগের জন্ম ঘোষণা করে।" Karl Marx : *Capital, Vol. I.* পণ্যোৎপাদন সেই সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থা, অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থারই অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

Production : উৎপাদন ; পণ্যোৎপাদন। শিল্পের মারফত (কল-কারখানার মারফত) সামাজিক শ্রমের দ্বারা বিভিন্ন বস্তুর প্রাকৃতিক রূপকে মানুষের ব্যবহারযোগ্য রূপে পরিণত করা, অর্থাৎ প্রাকৃতিক বস্তুকে মানুষের ব্যবহার-যোগ্য বস্তুতে পরিণত করা ; ব্যবহারিক মূল্য (Use-Value) তৈরি করা ; মানুষের জীবনধারণ ও সামাজিক বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতির মারফত প্রকৃতির উপর সামাজিক শ্রমের ব্যবহার ও তাহা দ্বারা প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত বস্তুর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন।

প্রচলিত অর্থনীতি অনুসারে, জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন—এই চারিটি বিষয়ের একত্র সমাবেশের ফলে উৎপাদন-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

মার্ক্সীয় অর্থে, "শ্রম (উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত শ্রম—মানুষের পরিশ্রম) হইল একটি প্রকৃতি-নির্দিষ্ট প্রয়োজন।" মার্ক্সীয় মতে, উৎপাদনের অর্থ ও তাৎপর্য অতি ব্যাপক ও গভীর। "উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় মানুষ কেবল প্রকৃতির উপরেই কাজ করে না, মানুষ পরস্পরের উপরেও কাজ করে।······ তাহারা পরস্পরের সহিত কতকগুলি নির্দিষ্ট যোগাযোগ ও সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং কেবল এই সকল নির্দিষ্ট সামাজিক যোগাযোগ ও সম্পর্কের গণ্ডির মধ্যেই প্রকৃতির উপর তাহাদের কাজ বা উৎপাদন-ক্রিয়া চলে।"—Karl Marx : Preface to the *Critique of Political Economy.* [Materialist Conception of History দ্রষ্টব্য]

Mode of Production : উৎপাদন-পদ্ধতি।

মার্ক্সীয় অর্থে, যে-কোন সমাজে বিভিন্ন উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তিতে বস্তুগত মূল্যের (Material Value) উৎপাদন ; যেমন, ধনতান্ত্রিক

উৎপাদন-পদ্ধতি। এই উৎপাদন-পদ্ধতিই প্রত্যেকটি সমাজের স্থিতি ও বিকাশের মূল ভিত্তি, এবং এই উৎপাদন-পদ্ধতি অনুসারেই সমাজের আইনকানুন, ধর্ম, আদর্শ প্রভৃতি বহির্গঠন (Super Structure) গড়িয়া উঠে।

Instruments of Production : উৎপাদন-যন্ত্র।

মানুষ যে সকল জিনিসের সাহায্যে শ্রমের বিভিন্ন উপকরণের উপর তাহার শিল্প-ক্রিয়া চালায়—যেমন পাথর, হাতুড়ি, যন্ত্রপাতি।

Production Forces : উৎপাদন-শক্তি।

উৎপাদনের যন্ত্র ও সেই যন্ত্রের ব্যবহারকারী মানুষ অর্থাৎ শ্রমিক। ইহাদের কিছুটা উৎপাদনের অভিজ্ঞতা ও শ্রমের নিপুণতা আছে। শ্রমিকশ্রেণীই সর্বাপেক্ষা বড় উৎপাদন-শক্তি।"—Leontiev : *Political Economy.*

Relations of Production : উৎপাদন-সম্পর্ক।

উৎপাদনের মধ্যে বিভিন্ন মানুষের পরস্পরের সহিত, বিশেষ করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পরের সহিত গড়িয়া-উঠা নির্দিষ্ট সম্পর্ক। মার্ক্সীয় মতে, এই সম্পর্ক সম্পত্তির সম্পর্কের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়; বস্তুগত মূল্যের জন্য, অর্থাৎ পণ্যোৎপাদনের জন্য, মানুষ পরস্পরের সহিত যে সম্পর্ক স্থাপন করে "সেই সম্পর্কসমূহ শোষণ-মুক্ত মানুষের পরস্পরের সাহায্য ও সহযোগিতার সম্পর্কও হইতে পারে, আবার সেই সম্পর্কসমূহ একের উপর অন্যের প্রভুত্ব ও একের দ্বারা অন্যের অধীনতার সম্পর্কও হইতে পারে, অথবা শেষ পর্যন্ত সেই সম্পর্কসমূহ উৎপাদন-সম্পর্কের একটা রূপ হইতে আর একটা রূপে পরিবর্তনশীল সম্পর্কও হইতে পারে।" ..."ইতিহাসে পাঁচ প্রকার উৎপাদন-সম্পর্কের কথা জানা যায়; যথা, (১) আদিম গোষ্ঠী প্রথামূলক, (২) দাস প্রথামূলক, (৩) সামন্ত প্রথামূলক, (৪) ধনতান্ত্রিক প্রথামূলক, (৫) সমাজতান্ত্রিক প্রথামূলক উৎপাদন-সম্পর্ক।"
—*History of the C.P.S.U. (B.)*

Means of Production : উৎপাদনের উপকরণ।

যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষিজাত দ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়; যেমন, জমি, বন, জলস্রোত (নদী, জলপ্রপাত) প্রভৃতি, খনিজ সম্পদ, কাঁচা-মাল, উৎপাদন-যন্ত্র, উৎপাদন-গৃহ (কারখানা বাড়ি), যোগাযোগ ও যানবাহনের ব্যবস্থা প্রভৃতি।

Reproduction : পুনরুৎপাদন।

অর্থনীতিতে, ব্যবহার্য সামগ্রী ও উৎপাদনের উপকরণ—এই উভয়ের উৎপাদনের পুনরাবৃত্তি ও পুনর্ব্যবস্থা।

Productive Forces : উৎপাদন-শক্তি।
[Production Forces দ্রষ্টব্য]

Profane History : সাংসারিক ব্যাপারের ইতিহাস। [History শব্দ দ্রষ্টব্য]

Profit : মুনাফা; লাভ।

প্রচলিত অর্থে, কোন ব্যবসায়ের মোট আয় হইতে খাজনা, বেতন ও মজুরি এবং সুদ প্রভৃতি নির্দিষ্ট খরচ মিটাইয়া ব্যবসায়ের মালিকের হাতে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই হইল 'মুনাফা' বা 'লাভ'। অন্য কথায়, 'মুনাফা' হইল—ব্যবসায় পরিচালনার পুরস্কার, ব্যবসায়ে ঝুঁকি লইবার পুরস্কার ইত্যাদি।

মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে মুনাফা ও ইহার উৎস সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। মুনাফা সম্পর্কে মার্ক্সীয় মতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা :

উদ্বৃত্ত-মূল্য (Surplus-Value) যে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় তাহার একটি ভাগ, অর্থাৎ শিল্পপতির বা ব্যবসায়ের মালিকের ভাগকে বলা হয় 'মুনাফা'; অপর

দুই ভাগ হইল জমিদারের ভাগ (খাজনা) এবং ঋণদাতা বা ব্যাঙ্কের ভাগ (সুদ)। যে ক্ষেত্রে শিল্পপতির নিজেরই টাকা ও কারখানা তৈরির জমি থাকে, অর্থাৎ শিল্পপতিকে ব্যাঙ্ক বা অপর কাহারও নিকট হইতে টাকা ধার এবং অন্যের নিকট হইতে জমি ভাড়া করিতে হয় না, সে ক্ষেত্রে শিল্পপতি একাই মুনাফা, খাজনা ও সুদ আত্মসাৎ করে। কিন্তু এই অবস্থাটা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কমই দেখা যায়।

উৎপাদনের পর উদ্বৃত্ত-মূল্য হিসাব করা হয় মজুরির (মূলধনের পরিবর্তনশীল অংশের) পরিমাণের অনুপাতে, আর মুনাফা হিসাব করা হয় লগ্নিকরা সমগ্র মূলধনের অনুপাতে। এই হিসাবের পার্থক্যের জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য ও মুনাফার পরিমাণের মধ্যে যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয় তাহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত :—যদি ১০০৲ টাকার মজুরি (শ্রম-শক্তির মূল্য বা পরিবর্তনশীল মূলধন) [Labour, Labour-power এবং Wages দ্রষ্টব্য] ২০০ টাকার উদ্বৃত্ত-মূল্য তৈরি করে, তাহা হইলে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ হয় শতকরা ২০০ ভাগ। যদি একই পরিমাণ (অর্থাৎ ২০০৲ টাকার) উদ্বৃত্ত-মূল্যকে সমগ্র লগ্নিকরা মূলধনের অনুপাতে হিসাব করা হয় তাহা হইলে, সমগ্র মূলধনের পরিমাণ ৪০০০ টাকা ধরিয়া লইলে মুনাফার পরিমাণ হইবে শতকরা ৫ ভাগ মাত্র।

এই ভাবে ধনতান্ত্রিক সমাজে উদ্বৃত্ত-মূল্যই মুনাফার উৎস। কিন্তু শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য ব্যয়িত মূলধনের (অর্থাৎ পরিবর্তনশীল মূলধনের বা মজুরির) অনুপাতে মুনাফার হিসাব করা হয় না, মুনাফার হিসাব করা হয় সমগ্র মূলধনের অনুপাতে। এই ধরনের হিসাবে মুনাফার পরিমাণ কমিয়া যায়। হিসাবের এই কূটকৌশলের সাহায্যে ধনতান্ত্রিক শোষণের আসল রূপটাকে লুকাইয়া রাখা সম্ভব হয় এবং প্রকাশ্যে প্রচার করা হয় যে, যন্ত্রপাতি এবং জমিও মূল্য সৃষ্টি করে, অর্থাৎ যন্ত্রপাতি এবং জমিও মুনাফা সৃষ্টির কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যন্ত্রপাতি, জমি প্রভৃতি 'স্থির মূলধন' (ইহাদের মূল্য উৎপাদনের পূর্বে ও পরে একই প্রকার থাকে বলিয়া এইগুলিকে 'স্থির মূলধন' বলা হয়) মূল্য সৃষ্টির কাজে কোন অংশই গ্রহণ করে না। [Value শব্দ দ্রষ্টব্য]

"তাহা হইলে যে সাধারণ নিয়মের দ্বারা মজুরি ও মুনাফার পরস্পরের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়, সেই সাধারণ নিয়মটি কি ? মজুরি ও মুনাফা পরস্পরের বিপরীত মুখী অনুপাতে চলে (অর্থাৎ একটা যখন বাড়ে, আর একটা তখন কমে)। শ্রমের অংশ (মজুরি) যে অনুপাতে কমে, মূলধনের অংশ (মুনাফা) ঠিক সেই অনুপাতেই বাড়িয়া যায়। আবার মূলধনের অংশ (মুনাফা) যে অনুপাতে কমে, শ্রমের অংশ (মজুরি) ঠিক সেই অনুপাতে বাড়িয়া যায় ; আর মুনাফা যে পরিমাণে কমে, মজুরি ঠিক সেই পরিমাণে বাড়ে।"—K. Marx : *Value, Price and Profit.*

Prohibition : নিষিদ্ধকরণ ; নিবারণ করণ ; প্রতিরোধকরণ।

একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবিশেষ। সাধারণতঃ এই ব্যবস্থা অনুসারে বৈদেশিক পণ্যের প্রতিযোগিতা হইতে স্বদেশী শিল্প রক্ষা ও উহার প্রসার অব্যাহত রাখিবার জন্য বিদেশী পণ্যের আমদানির উপর এত উচ্চ হারে শুল্ক বসান হয় যে বিদেশী পণ্যের আমদানি অলাভজনক হইয়া পড়ে।

[Tariff শব্দ দ্রষ্টব্য]

Proletariat : শ্রমিকশ্রেণী ; মজুরশ্রেণী ; 'প্রোলেতারিয়াত'।

কার্ল্ মার্ক্স্ এই শব্দটি ল্যাটিন ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। ইংরেজি ভাষার 'Working Class' ও বাংলা ভাষার 'শ্রমিকশ্রেণী' বা 'মজুরশ্রেণী' বলিতে যাহা

বুঝায় 'Proletariat' শব্দটির অর্থও ঠিক একই। মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্-এর ভাষায়, "'প্রোলেতারিয়াত' শব্দটি দ্বারা আধুনিক যুগের মজুরি-শ্রমিকদের (Wage-Labourer) শ্রেণীকে বুঝায়। ইহাদের নিজেদের কোন উৎপাদনের উপকরণ না থাকায় ইহারা জীবনধারণের জন্য ইহাদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।" —*Communist Manifesto.*

"ইউরোপের সর্বত্র এমন বহু শ্রমিক আছে যাহাদের নিজেদের কোন জমি নাই, কোন কারখানা নাই, যাহারা সারা জীবন মজুরির জন্য অপরের কাজ করে, তাহাদেরই বলা হয় 'প্রোলেতারিয়াত'। —V. I. Lenin : *To the Rural Poor.*

মার্ক্সীয় মতে, শ্রমিকশ্রেণী বা 'Proletariat' হইল বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী শক্তি এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান ও মূলশক্তি এবং নায়ক। "শ্রমিকশ্রেণী ব্যতীত অন্য যে সকল শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের সম্প্রদায় আছে তাহারা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কেবল আংশিকভাবে বিপ্লবী।......শ্রমিকশ্রেণী হইল সমগ্র শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের প্রতিনিধি ও পরিচালক।"—V. I. Lenin : *Criticism of Plekhanov's Draft Programme.*

Proletarian Democracy : শ্রমিক-গণতন্ত্র। [Democracy শব্দ দ্রষ্টব্য]

Proletarian Revolution : শ্রমিক-বিপ্লব। [Revolution শব্দ দ্রষ্টব্য]

Proletarian United Front : শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণের ঐক্যবদ্ধ মহড়া বা 'ফ্রন্ট'। [Front শব্দ দ্রষ্টব্য]

Proportional Representation : সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব।

নির্বাচনের একটি বিশেষ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ভোটগুলি এমনভাবে গণনা করা হয় যে, প্রত্যেক দলই উহার নির্বাচন-প্রার্থী সদস্য-সংখ্যার অনুপাতে নির্বাচিত হইতে পারে। এই পদ্ধতিতে সংখ্যালঘু দলগুলির প্রতিনিধিরাও নির্বাচিত হইতে পারে এবং ইহাতে কম সংখ্যক ভোটও নিষ্ফল হয় না। এই প্রথায় প্রত্যেক ভোট-দাতা মাত্র একটি ভোট দিতে পারে। ইহাতে নির্বাচনপ্রার্থীরা ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচিত হয় না, কোন নির্বাচন-অঞ্চলের ভোটদাতারা ভোট দেয় কোন পার্টিকে এবং বিভিন্ন পার্টি ঐ অঞ্চলে (Constituency) নিজ নিজ নির্বাচনপ্রার্থীদের যে তালিকা দেয় সেই তালিকা হইতেই প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়। এই প্রথায় ভোটদাতা যে ভোটপত্র দ্বারা ভোট দেয় সেই ভোটপত্রে পার্টির নির্বাচনপ্রার্থী সদস্যদের নামের তালিকা থাকে। ভোটদাতা সেই তালিকা হইতে নিজের ইচ্ছামত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রার্থী পছন্দ করিয়া নামের পার্শ্বে ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি লিখিয়া তাহার পছন্দের ক্রম নির্দেশ করিতে পারে, অর্থাৎ ইহা দ্বারা বুঝান হয় যে, যে নামের পার্শ্বে ১ লিখিত হইয়াছে তাহাকেই সে সর্বাগ্রে স্থান দেয়, তারপর সে স্থান দেয় ২ লিখিত নামটিকে, তারপর ৩ লিখিত নামটিকে, ইত্যাদি। মোট যতগুলি ভোট হইবে সেই সংখ্যাকে ঐ অঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট প্রতিনিধিদের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগফল হইবে তত সংখ্যক ভোট (Quota) প্রত্যেক নির্বাচিত প্রার্থীকে পাইতে হইবে। ভোট গণনার সময় ১ লিখিত প্রার্থীর ভোট প্রথম গণনা করিতে হইবে। সেই প্রার্থী উপযুক্ত সংখ্যক ভোট (Quota) পাইবার পর তাহাকে নির্বাচিত বলিয়া গণ্য করিয়া তাহার জন্য আর ভোট গণনা বন্ধ রাখিতে হইবে এবং তাহার অবশিষ্ট ভোটগুলি ২নং প্রার্থীর (অর্থাৎ যাহার নামের পার্শ্বে ২ লিখিত হইয়াছে তাহার) ভোটের সহিত যোগ করা হইবে। দ্বিতীয় প্রার্থী উপযুক্ত

ভোট পাইবার পর তাহার অবশিষ্ট ভোট-গুলি ৩নং প্রার্থীর ভোটের সহিত যোগ করা হইবে, ইত্যাদি। এইভাবে ভোট গণনা করিয়া ঐ অঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে।

Pure Reason : শুদ্ধবুদ্ধি।

[Reason শব্দ দ্রষ্টব্য]

Puritanism : অতিনৈতিকতা।

মূল অর্থে, শুচিতা রক্ষা; প্রথমে এই মতবাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল—সকল ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ হইতে সঙ্গীত, চারুকলা, সাজসজ্জা প্রভৃতি সকল প্রকার ললিতকলা বাদ দেওয়া।

Pythagorian Philosophy : পিথা-গোরাসের দর্শন।

গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস্ (খৃষ্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে জন্ম) কর্তৃক প্রবর্তিত দার্শনিক মত। খৃষ্টপূর্ব ৫৫৫ অব্দ বা ঐ সময় তাঁহার মতবাদ প্রথম প্রচারিত হয়। জ্যামিতি, সংখ্যাতত্ত্ব, সঙ্গীত এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রেও তাঁহার অবদান বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, মৃত্যুর পর আত্মা দেহান্তর লাভ করে, অর্থাৎ পুনর্জন্ম লাভ করে, সুতরাং জীবিত-কালে শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা আত্মার শুদ্ধির ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

Q

Quality : গুণ; চরিত্র; বস্তুর বিভিন্ন বিষয়।

কোন বস্তুর গুণ (Quality) বলিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বুঝায়: একটি বস্তুর যেমন, লোহার ওজন, বর্ণ, স্থায়িত্ব, দৃঢ়তা, নমনীয়তা, ঔজ্জ্বল্য, কাঠিন্য, ইত্যাদি।

Qualitative Changes : গুণগত পরিবর্তন।

কোন বস্তুর বৈশিষ্ট্যমূলক গুণের পরিবর্তন; যে পরিবর্তনের দ্বারা বস্তুর মূল প্রকৃতি অপর এক প্রকৃতিতে পরিণত হয়, যেমন কাঁচা চামড়া বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মারফত গুণগত পরিবর্তনের ফলে পাকা চামড়ায় পরিণত হয়; একশত ডিগ্রি উত্তাপের ফলে জল বাষ্পে পরিণত হয়; ইত্যাদি।

[Dialectics শব্দ দ্রষ্টব্য]

Quantity : পরিমাণ।

বস্তুর অস্তিত্বের অবস্থা, বস্তুর অবস্থানের রূপ—যেমন, "এতখানি"। [Dialectics শব্দ দ্রষ্টব্য]

Quantity to Quality, From : পরিমাণগত পরিবর্তন হইতে গুণগত পরিবর্তন। [Dialectics শব্দ দ্রষ্টব্য]

Quisling : কুইস্‌লিং; ভিদ্‌কুন কুইস্‌লিং।

নরওয়ের ফাসিস্ত নায়ক; স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কুখ্যাত ব্যক্তি।

[Fifth Column দ্রষ্টব্য]

R

Race : মহাজাতি ; জাতি ; বৃহৎ মানব-গোষ্ঠী।

বিশ্বজোড়া এক মানব-পরিবারের প্রাথমিক বা মৌলিক বিভাগ। নৃতত্ত্ব (Anthropology) সম্বন্ধীয় আলোচনায় বিশ্বজোড়া মানব-পরিবারকে কয়েকটি মৌলিক বা প্রাথমিক ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। পূবে এই সকল মৌলিক বা প্রাথমিক ভাগকে সাধারণভাবে বলা হইত 'মহাজাতি' (Race)। এই প্রকার বিভাগ কেবলমাত্র নৃতাত্ত্বিক আলোচনার সুবিধার জন্যই করা হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে ইউরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতকায় জাতিগুলি অনুন্নত ও পরাধীন কৃষ্ণকায় মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া নিজেদের এবং উক্ত অনুন্নত ও পরাধীন কৃষ্ণকায় মানুষদের উপর প্রভুত্ব করিবার 'স্বাভাবিক অধিকার' প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে এই 'মহাজাতি' বা 'Race' কথাটি ব্যবহার করিয়াছে; যেমন, সাম্রাজ্যবাদীদের "শ্বেতকায় জাতিতত্ত্ব" (White Race-Theory), জার্মানীর নাৎসিদের 'আর্য জাতিতত্ত্ব' (Aryan Race-Theory), ইত্যাদি।

[Racialism অথবা Race-Theory দ্রষ্টব্য]

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিসম্বন্ধীয় সংগঠন (UNESCO)-এর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও সমাজতত্ত্বের পণ্ডিতগণ সমবেত ভাবে 'মহাজাতিতত্ত্ব' (Race-Theory) সম্বন্ধে উপরোক্ত ধারণা অবৈজ্ঞানিক ও যুক্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত করেন এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন : (১) জাতি-বৈষম্যের (Race Discrimination) কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই ; (২) 'মহাজাতি' (Race) বলিয়া কথিত বৃহৎ মানব-গোষ্ঠীগুলির মস্তিষ্ক প্রায় সমান উন্নত ; (৩) বিভিন্ন মহাজাতির (Race) সংমিশ্রণের ফল খারাপ বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই ; (৪) 'মহাজাতিতত্ত্ব' (Race-Theory) জীববিজ্ঞানের (Biology) বিষয়ীভূত নহে, ইহা একটি কল্পনা-প্রসূত অবৈজ্ঞানিক ধারণামাত্র। জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের উক্ত সংগঠন (UNESCO) 'Race' কথাটির পরিবর্তে 'Ethnic Group' (সমগ্র মানব-পরিবারের শাখা অথবা মানব-পরিবারের মৌলিক বা প্রাথমিক বিভাগ) কথাটি ব্যবহারের সুপারিশ করেন।

Ethnic Groups : মানব-পরিবারের শাখাসমূহ ; মানব-পরিবারের মৌলিক বা প্রাথমিক বিভাগসমূহ।

বিজ্ঞানীরা সমগ্র মানব-পরিবারকে মানুষের শারীরিক লক্ষণাদির ভিত্তিতে কতিপয় শাখায় বা মূল ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই সকল শারীরিক লক্ষণ হইল : (১) মস্তকের কেশ—কোঁকড়ান, সরল, ইত্যাদি ; (২) মস্তকের খুলি, নাসিকার গঠন, গণ্ডাস্থি এবং হস্ত-পদ প্রভৃতির দৈর্ঘ্য ; (৩) দেহের বর্ণের পার্থক্যের কোন বিশেষ তাৎপর্য নাই, কিন্তু চক্ষু-তারকার বর্ণের গুরুত্ব যথেষ্ট। এই সকল শারীরিক লক্ষণের ভিত্তিতে সমগ্র মানব-পরিবারকে যে সকল মূল শাখায় বা ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে সেই শাখাগুলি নিম্নরূপ :—

১। পূর্ব-এশিয়ার মঙ্গোলীয় শাখা—লোকসংখ্যা প্রায় ৭০ কোটি, ইহারা সাধারণভাবে 'পীতকায়' ;

২। পশ্চিম-এশিয়ার ককেশীয় শাখা—লোকসংখ্যা কিঞ্চিদধিক ৭০ কোটি, ইহারা সাধারণভাবে 'শ্বেতকায়' ;

৩। আফ্রিকার নিগ্রোশাখা—লোকসংখ্যা প্রায় ২২ কোটি, ইহারা সাধারণভাবে 'কৃষ্ণকায়' ;

৪। পশ্চিম-এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের 'সেম' বা 'সেমাইট' (প্রচলিত অর্থে ইহুদী) শাখা—লোকসংখ্যা ১০ কোটি;
৫। ওসিয়ানিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের 'মালয়ী' শাখা—লোকসংখ্যা কিঞ্চিদধিক ১০ কোটি;
৬। আমেরিকার 'রেড ইণ্ডিয়ান' প্রভৃতি নামধারী আদিম অধিবাসী—লোকসংখ্যা প্রায় ৮ কোটি।

আধুনিক বিজ্ঞানীদের প্রায় সকলেই একমত যে, 'Race' শব্দের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই, সমগ্র পৃথিবীতে 'Race' একটাই, আর তাহা হইল 'Human Race' (বিশ্বজোড়া এক মানব-পরিবার); বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জীবন-যাত্রার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার জন্যই এই বিশ্বজোড়া এক মানব-পরিবারের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন প্রকারে বিকাশ লাভ করিয়াছে।

Ethnology: মানব-পরিবারের মূল শাখা বা বিভাগসম্বন্ধীয় জ্ঞান (বা বিজ্ঞান) শাস্ত্র)।

বিশ্বজোড়া মানব-পরিবারের মূল শাখা বা বিভাগ সম্বন্ধে উপরোক্ত আলোচনাই Ethnology-এর বিষয়বস্তু।

Racialism (Race-Theory): কুলবাদ; জাত্যাভিমান।

[Race ও Chauvinism দ্রষ্টব্য]

Rack Act: উচ্চহারে জমির খাজনা ধার্যকরণ।

চাষী ও জমির স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া অতি উচ্চহারে জমির খাজনা ধার্য করা।

Radical: মৌলিক সংস্কারবাদী; প্রগতিশীল; 'র‍্যাডিকাল'।

ইংলণ্ডে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে Radical Party নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রথম গঠিত হয়। গভর্নমেণ্ট ও উহার কর্মপন্থার মৌলিক সংস্কার সাধনই ছিল এই দলের প্রধান লক্ষ্য। পরে এই রাজনৈতিক দলটি 'লেবার পার্টি'র সহিত মিশিয়া যায়।

মার্ক্সীয় মতে, সেই লোককেই প্রগতিশীল বলা হয় যে লোক শ্রেণী-সংগ্রামে পূর্ণ বৈপ্লবিক ভূমিকা না হইলেও একটি প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করে। এই শব্দটি অনেক সময় একদল লোকের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র ঢাকিয়া রাখিবার জন্যও ব্যবহৃত হয়; যেমন, ফরাসী দেশের 'র‍্যাডিকাল সোশ্যালিস্ট পার্টি'। এই পার্টির নেতারা তাঁহাদের জীবনে প্রায় কোন সময়েই কোন প্রকৃত প্রগতিশীল কাজ করেন নাই এবং তাঁহারা সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাস করেন না।

Rate of Profit: মুনাফার হার।

মোট মূলধনের অনুপাতে মোট মুনাফার হিসাব; মোট মূলধনের শতকরা অনুপাতে মোট মুনাফার শতকরা হিসাব; যেমন, প্রতি ১০০৲ টাকা মূলধনে শতকরা ৫৲ টাকা, বা ১০৲ টাকা, অথবা অন্য একটা পরিমাণ মুনাফা; উৎপাদনের পর পণ্য বিক্রয় করিয়া মোট যে পরিমাণ মুনাফা লাভ হয়, মুনাফার সেই পরিমাণকে মোট মূলধনের শতকরা হিসাবে ভাগ করিলে যে পরিমাণ মুনাফা দাঁড়ায় তাহাকেই বলা হয় 'মুনাফার হার'। [Profit শব্দ দ্রষ্টব্য]

Rate of Surplus-Value: উদ্বৃত্ত মূল্যের হার।

মার্ক্সীয় অর্থনীতি অনুসারে মূলধনের পরিবর্তনশীল অংশের (অর্থাৎ মজুরিবাবদ মূলধনের যে অংশ খরচ করা হয় সেই অংশের) বৃদ্ধির শতকরা হার; মজুরি-হিসাবে যে মূলধন নিয়োগ করা হয়, সেই মূলধনের বৃদ্ধির শতকরা হার; যেমন, যদি শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য মজুরিবাবদ ১০০৲ টাকা নিয়োগ করা হয়, আর সেই শ্রমশক্তি যদি ১০০৲ টাকা দামের নূতন মূল্য তৈরি করে, তাহা হইলে সেই নূতন মূল্য মজুরি-বাবদ ব্যয়িত ১০০৲ টাকার সমান হইবে এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের হার হইবে শতকরা ১০০ ভাগ।

Rationalism: যুক্তিবাদ; বুদ্ধিবাদ।

যে দার্শনিক মতবাদ ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে

সকল প্রকার অতীন্দ্রিয় ব্যাপার অগ্রাহ্য করিয়া কেবলমাত্র যুক্তির উপর নির্ভর করে।

Rationalisation : যুক্তি-সম্মতকরণ ; বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পুনর্বিন্যাস।

কোন ব্যাপারে অযৌক্তিক অংশগুলি বাদ দিয়া যুক্তি-সম্মত উপায়ে উহার পুনর্বিন্যাস করা। শিল্পের ক্ষেত্রে ইহার অর্থ হইল, পূর্বাপেক্ষা কম খরচে ও অপচয় বন্ধ করিয়া (নূতন যন্ত্রপাতি বসাইয়া, অথবা সুষ্ঠু শ্রম-বিভাগ প্রভৃতি এবং প্র তি যো গি তা র বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা ও অগ্রগতির জন্য পরস্পরের সহিত মিলনের দ্বারা) অধিকতর উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর 'র‍্যাশনালাইজেশন' বিশেষভাবে আরম্ভ হয়।

Raw Materials : কাঁচামাল।

অসমাপ্ত উৎপন্ন ফল ; যে সকল দ্রব্য অতীতের উৎপন্ন ফল এবং নূতন পণ্যোৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয়, সেই সকল দ্রব্যকেই বলা হয় 'কাঁচামাল'—যেমন ময়দা। ইহা অতীতের উৎপন্ন ফল, কিন্তু রুটি তৈরি করিবার জন্য প্রয়োজনীয়।

[Means of Production দ্রষ্টব্য]

Reactionary : প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি।

যে ব্যক্তি কোন-না-কোন প্রকারে কোন সামাজিক-রাজনৈতিক অন্যায়, অবিচার-অত্যাচার, অথবা শোষণমূলক সামাজিক ব্যবস্থা সমর্থন করে ; যে সকল লোক প্রগতিশীলতার বিরোধিতা করে তাহাদের 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলা হয়।

Realism : বাস্তবতাবাদ ; বাস্তবতা ; বস্তু-স্বতন্ত্রতাবাদ।

যে দার্শনিক মতবাদ বস্তু-জগতের মানব-চেতনানিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা বা অস্তিত্ব স্বীকার করে। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক সক্রেতিস্ এই প্রকারের মত পোষণ করিতেন। এই মত 'ভাববাদ'-এর (Idealism) বিপরীত ; কারণ, 'ভাববাদ' বস্তু-জগতের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করে না। 'বাস্তবতাবাদ' সাহিত্য এবং কলাশিল্পের ক্ষেত্রেও 'ভাববাদ' ও 'ভাব-কল্পনাবাদ'-এর (Romanticism) বিরোধী। সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে জীবনকে কোন প্রকার মিথ্যা কল্পনার রঙে রঞ্জিত না করিয়া যথাযথরূপে ফুটাইয়া তোলাই 'বাস্তবতাবাদ'-এর মূলকথা। সুতরাং 'বাস্তবতাবাদ' অনুসারে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের কর্তব্য হইল সুখ বা দুঃখ-কষ্ট কোনটাকেই পরিহার না করিয়া মানব-জীবনকে যথার্থরূপে অঙ্কিত করা।

Real Wages : প্রকৃত মজুরি, বাস্তব

শ্রমিকের জীবনধারণের উ প ক র ণে র আকারে (জী বি কা-নি র্বা হে র পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকারে) শ্রম-শক্তির মূল্যের চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ ; শ্রমিকের জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপকরণ-সমূহের আকারে মজুরি।

[Wages শব্দ দ্রষ্টব্য]

Reason : হেতু ; কারণ ; বুদ্ধি ; তত্ত্ব-বোধিনী বৃত্তি।

কাণ্ট (Immanuel Kant)-এর দার্শনিক মত অনুসারে, যে শক্তি দ্বারা দেশ, কাল, নিমিত্ত প্রভৃতি মূল তত্ত্বসমূহ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া উপলব্ধি হয় সেই শক্তিই হইল হেতু, বুদ্ধি বা তত্ত্ববোধিনী বৃত্তি (Reason)।

Practical Reason : কৃত্যবুদ্ধি।

যে বুদ্ধির সাহায্যে ইচ্ছামূলক কার্যসমূহের হেতু বা বিশ্বজনীন সূত্র নির্ণয় করা যায়।

Pure Reason : শুদ্ধ বুদ্ধি।

যে বুদ্ধির অনুভবমূলক জ্ঞানের সংস্পর্শ নাই।

Speculative Reason: কাল্পনিক বুদ্ধি।

ইন্দ্রিয়ের অতীত (আধ্যাত্মিক) বিষয় উপলব্ধির বৃত্তি।

Red Cross Society : 'রে ড ক্র স সোসাইটি'।

মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা (বিশেষতঃ যুদ্ধের সময় সৈন্যদের দুঃখ-যন্ত্রণা) দূর করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের 'জেনিভা কন্‌ভেন্‌শন'-এ গৃহীত নিয়মাবলী অনুসারে পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রে ইহার শাখা গঠিত হয় এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক ইহা স্বীকৃতি লাভ করে। এই সংগঠন প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রের নিকট হইতেই বিশেষ সুবিধা পাইয়া থাকে। ইহার প্রতীক চিহ্ন হইল সাদা পটভূমিকার উপর একটি লালবর্ণের 'ক্রস্'।

Red Tapism : দীর্ঘসূত্রতা ; সরকারী নিয়মকানুনের প্রতি উৎকট আসক্তি।

সরকারী অফিসে নিয়মকানুন মানিয়া চলা সম্বন্ধে অত্যধিক ঝোঁক। ইহার ফলে সকল কাজে অনাবশ্যক বিলম্ব ঘটে ও নানারূপ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। অফিসের ফাইলগুলি যে লাল ফিতা দ্বারা বাঁধা হয় তাহা হইতেই 'রেডটেপ-ইজম্' কথাটির সৃষ্টি।

Referendum : গণমত (ভোট) গ্রহণ।

মতামত গ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত রাজনৈতিক প্রশ্ন জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করা।

Reformation, The : (ষোড়শ শতাব্দীর) ধর্ম-বিপ্লব, 'রিফর্মেশন'।

ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মানীর ধর্মযাজক মার্টিন লুথার কর্তৃক আরব্ধ ধর্মীয় আন্দোলন। ইউরোপের এই ধর্মীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। এই আন্দোলনের ফলেই ইউরোপে প্রথম প্রোটেস্ট্যাণ্ট চার্চ (গীর্জা) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তৎকালের নানাবিধ দুর্নীতিপরায়ণ 'রোম্যান ক্যাথলিক্' গীর্জার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন ও উহাদের মৌলিক সংস্কার সাধন। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে যে পুনরুজ্জীবন (Renaissance) আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল সেই আন্দোলনের প্রভাব ও তৎকালের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের প্রচণ্ড প্রভাবেরই অনিবার্য ফল এই ধর্ম-বিপ্লব। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে মার্টিন লুথার জার্মানীর ভুর্তেমবুগের 'রোম্যান ক্যাথলিক' গীর্জার দ্বারদেশে স্বরচিত পঁচানব্বইটি মৌলিক প্রস্তাব-সম্বলিত পত্র লাগাইয়া দেন। এই সকল মৌলিক প্রস্তাবে তিনি 'রোম্যান ক্যাথলিক' গীর্জার বহুবিধ দুর্নীতি-পরায়ণতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া উহাদের আমূল সংস্কারের পথ প্রদর্শন করেন। কিন্তু 'রোম্যান ক্যাথলিক' সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান গুরু পোপ এই সকল প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিয়া লুথারকে খৃষ্টধর্ম হইতে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। লুথার পোপের এই চেষ্টার বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়া 'রোম্যান ক্যাথলিক' গীর্জার বিরোধিতা করিতে থাকেন। লুথার ১৫২০ খৃষ্টাব্দে পোপ কর্তৃক খৃষ্টধর্ম হইতে বিতাড়িত হন। কিন্তু তাঁহার বিপুল সংখ্যক অনুচর তাঁহার মতকেই সমর্থন করেন। ঐ সময় বিভিন্ন দেশের ধর্মযাজকগণের এক সম্মেলনে পোপ ঘোষণা করেন যে, 'রোম্যান ক্যাথলিক' গীর্জার কোন সংস্কার সাধন করা হইবে না। লুথারের অনুচরগণ এই ঘোষণার প্রতিবাদ করিয়া 'প্রোটেস্ট্যাণ্ট' আখ্যা লাভ করেন। পরে এই 'প্রোটেস্ট্যাণ্ট'দের মধ্য হইতে সুইজার্ল্যাণ্ডের ধর্মযাজক ক্যালভিন বাহির হইয়া আসিয়া এক স্বতন্ত্র ধর্মমত প্রচার করেন। এই ধর্মমত ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে বিস্তার লাভ করে। এদিকে এই ধর্ম-বিপ্লবে বাধা দানের উদ্দেশ্যে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'রোম্যান ক্যাথলিক' গীর্জার এক সম্মেলন অস্ট্রিয়ার 'ট্রেন্ট' নামক স্থানে আহ্বান করিয়া উক্ত গীর্জার নানাবিধ সংস্কার সাধন করা হয়। এই সম্মেলন 'ধর্ম-বিপ্লব-বিরোধী সম্মেলন' নামে খ্যাত এবং এই

সম্মেলনে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ বর্তমানকালেও বলবৎ আছে। এই ধর্ম-বিপ্লবের ফলে সমগ্র খৃষ্টান-জগৎ 'রোম্যান ক্যাথলিক' ও 'প্রোটেস্ট্যান্ট'—এই দুই ভাগে ভাগ হইয়া যায়।

Reformism : সংস্কারবাদ।

বিপ্লবের মারফত সমাজের আমূল পরিবর্তনের পথ পরিহার করিয়া সংস্কারের দ্বারা ধাপে ধাপে সমাজের পরিবর্তন সাধনের নীতি।

মার্ক্সীয় মত অনুসারে, যে নীতি শ্রমিক-শ্রেণীকে উহার মূল স্বার্থ ও চরম লক্ষ্য হইতে, অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হইতে ভিন্ন পথে পরিচালিত করে, যে নীতি শ্রমিকের সমস্যাসমূহের সমাধান বৈপ্লবিক সংগ্রামের পথে না করিয়া কেবল সংস্কারের মারফতই করিতে চায় এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসানের দ্বারা সেই সকল সমস্যার মৌলিক সমাধান না করিয়া এই বৈপ্লবিক পন্থা এড়াইয়া চলে, সেই নীতিকে বলা হয় 'সংস্কারবাদ' (Reformism)। 'সংস্কারবাদ' এই ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মূল-ধনীদের নিকট হইতে বরাবর একের পর এক সুবিধা আদায় করা সম্ভব এবং এই ভাবেই ক্রমশঃ সমাজতন্ত্রে পৌছানো সম্ভব।

Refugee : শরণাগত ব্যক্তি ; আশ্রিতজন।

ধর্মসংক্রান্ত বা রাজনৈতিক নির্যাতন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিদেশে পলায়িত ব্যক্তি।

Relations of Production : উৎপাদন-সম্বন্ধ। [Production শব্দ দ্রষ্টব্য]

Relative Truth : আপেক্ষিক সত্য। [Truth শব্দ দ্রষ্টব্য]

Relative Value : আপেক্ষিক মূল্য।

অন্য কোন মূল্যের সহিত যে মূল্যের তুলনা করা হয়। [Value শব্দ দ্রষ্টব্য]

Religion : ধর্ম।

এক বা একাধিক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তির ধারণা এবং ঐ শক্তির চর্চা ও পূজা-অর্চনার নিয়মাবলী।

ধর্মের কোন সন্তোষজনক সংজ্ঞা নাই। পণ্ডিতগণের মধ্যেও ধর্মের সংজ্ঞা সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। লুবে (Luebe) তাঁহার *Psychological Study of Religion* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ধর্মের অন্ততঃ ৪৮টি বিভিন্ন প্রকারের সংজ্ঞার উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মনীষিগণ প্রায় একইরূপ মত পোষণ করেন। অধ্যাপক মোক্ষমূলারের মতে, প্রকৃতির উপাসনা হইতেই ধর্মের উৎপত্তি ; হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে, মৃত পিতৃপুরুষদিগের আত্মার পূজা হইতেই ধর্মের উৎপত্তি ; ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল দেখাইয়াছেন যে, ঋগ্বেদে উপরোক্ত দুইটি ভিন্ন ভিন্ন উৎপত্তির—কারণই সুস্পষ্টরূপে বর্তমান।

সম্ভবতঃ সমাজের অতি আদিম অবস্থা হইতেই মানুষের মধ্যে প্রকৃতির পূজা আরম্ভ হইয়াছিল। অজ্ঞ আদিম মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলিকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করিত এবং এই সকল শক্তিকে পূজা-অর্চনা ও বলি দ্বারা সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত। তাহারা ক্রমে ক্রমে এক একটি প্রাকৃতিক ব্যাপারকে এক একজন দেবতা বলিয়া মনে করিতে লাগিল। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী মানুষ বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন নামের দেবতার ধারণা করিয়াছিল। এই-ভাবে বহু দেবতার ধারণা (Polytheism) সৃষ্টি হয়। এই ধারণা যখন আরও বিকাশ লাভ করে, তখন চিন্তাশীল মানুষদের একাংশ মনে করিতেন যে, এই সকল দেবতা এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরেরই বিভিন্ন রূপ। এই ধারণা হইতেই আবার ধীরে ধীরে 'একেশ্বরবাদ'-এর (Monotheism-এর),

উদ্ভব হয়। অবশেষে যীশুখৃষ্টের প্রচারিত খৃষ্টধর্মে এবং হজরৎ মহম্মদের প্রচারিত ইস্‌লাম ধর্মে এই 'একেশ্বরবাদ' পূর্ণতা লাভ করে।

Religion of Humanity : মানবত্ব-ধর্ম ; মানবীয় ধর্ম।

ফরাসী দার্শনিক অগাস্ট কোঁৎ-প্রবর্তিত মনুষ্য-সেবামূলক নাস্তিক ধর্ম। এই মত অনুসারে, 'সর্বনিয়ন্তা সর্বশক্তিমান ভগবান' বলিয়া কেহ নাই, বিশ্ব-মানবই একমাত্র উপাস্য দেবতা, বিশ্ব-মানবের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল-বিধানই একমাত্র ধর্ম। [Humanity, Religion এবং Positivism দ্রষ্টব্য]

Natural Religion : প্রাকৃতিক ধর্ম। যে ধর্মের মূলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেবল প্রাকৃতিক প্রমাণ গ্রাহ্য হয়।

Renaissance : পুনর্জন্ম ; পুনরুজ্জীবন ; নব অভ্যুদয় ; নবজাগরণ ; নবযুগারম্ভ ; নবজাগৃতি ; 'রিনাসান্স্‌'।

'রিনাসান্স্‌' শব্দের মৌলিক অর্থ 'পুনর্জন্ম-লাভ' ; প্রচলিত অর্থে, জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নবজাগরণ বা পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন। এই 'রিনাসান্স্‌'-এর আন্দোলন-কাল কোন ক্ষেত্রে এক শতাব্দী, আবার কোন ক্ষেত্রে দুই শতাব্দী পর্যন্ত ধরা হয়। এই আন্দোলন কেবল সাহিত্য, বা কলা-শিল্প বা কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না, ইহা জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে—চিন্তা, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্য, কলাশিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে—পরিব্যাপ্ত হইয়া সভ্যতার এক নূতন স্তরে উন্নীত করে। 'রিনাসান্স্‌' বা পুনরুজ্জীবন-আন্দোলনের তাৎপর্য বহুবিধ। প্রথমতঃ, ইহা কোন রাজনৈতিক, সামাজিক, বা অন্য কোন বিশেষ কারণে অবলুপ্ত জাতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার পুনঃপ্রবর্তন করে। দ্বিতীয়তঃ, ভাষাগত অর্থে 'রিনাসান্স্‌'-এর অর্থ 'পুনর্জন্ম' বা 'পুনরুজ্জীবন' হইলেও ইহা কেবল জড়তা-প্রাপ্ত ও ক্ষয়িষ্ণু পুরাতন জীবনকেই ফিরাইয়া আনে না, ইহা কেবল পুরাতনের পুনরাবৃত্তিই নহে, ইহা পুরাতন ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর নব নব আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং পুরাতন ঐতিহ্যের সহিত নূতন ও পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লয়। তৃতীয়তঃ, ইহা সমগ্র সমাজের মধ্যে, বিশেষতঃ নবীন সমাজের মধ্যে এমন একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে যাহার ফলে তাহাদের মধ্যে এক অপূর্ব সৃজনী-শক্তির স্ফুরণ দেখা দেয় ; সেই সৃজনী-শক্তি একের পর এক সৃষ্টি করিয়া চলে নব নব ভাবধারা, নব নব নবদর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা, রাজনৈতিক মত, আর এই সকল মিলিয়া সমগ্র সমাজের অগ্রগতির পথ প্রস্তুত করে। সংক্ষেপে, মার্ক্‌সীয় ভাষায় বলিলে, 'রিনাসান্স্‌' হইল মধ্যযুগের প্রতিক্রিয়াশীল ও সমাজের অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ সামন্তপ্রথার (Feudalism) বন্ধন হইতে সমসাময়িক কালের প্রগতিশীল বুর্জোয়া-ভাবধারায় অনুপ্রাণিত সামাজিক ও অগ্রগতির সর্বব্যাপক আন্দোলন,—প্রতি-ক্রিয়াশীল সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল বুর্জোয়াশ্রেণীর আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন। ইউরোপের এই রিনাসান্স্‌-আন্দোলনকে ইউরোপীয় সভ্যতা তথা সমগ্র মানব-সভ্যতার এক বিশেষ অগ্রগতি বলা চলে। এমন সর্বব্যাপক সাংস্কৃতিক আন্দোলন ইহার পূর্বে মানব-ইতিহাসে আর কখনও দেখা দেয় নাই। ইহার পূর্বে মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও স্বাধীন চিন্তা গীর্জার বিকৃত ধর্মীয় অনুশাসনের অন্তরালে অর্গলবদ্ধ ছিল। রিনাসান্স্‌ সেই বদ্ধ দ্বারের অর্গল ভাঙিয়া মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও স্বাধীন চিন্তাকে মুক্তিদান করে।

European Renaissance : ইউ-রোপের পুনরুজ্জীবন বা নবযুগারম্ভ ; ইউ-রোপের 'রিনাসান্স্‌'।

মধ্যযুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইউরোপে গ্রীক ও রোম্যান আদর্শের প্রভাবে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে নূতন সাহিত্য, কলাশিল্প, ধর্ম, রাজনীতি, নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতির নব অভ্যুদয়কে ইউরোপের 'রিনাসান্স্' বা 'নব-যুগারম্ভ' বলা হয়। ইতালীতে নূতন ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া পেট্রার্ক (Francesco Petrarch), বোকাশিও (Giovanni Boccaccio) প্রভৃতি এই নবযুগের আরম্ভ ঘোষণা করেন। কলাশিল্পের ক্ষেত্রে নব নব আদর্শ সৃষ্টি করিয়া রাফেল (Raphael, Sanzio), মাইকেল এ্যাঞ্জেলো (Michael Angelo), লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (Leonardo de Vinci) প্রভৃতি এই 'রিনাসান্স্' বা নবযুগকে পূর্ণরূপ দান করেন। ইহার প্রভাব ইউরোপের দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়ে। নবযুগ-আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে, 'মানবতা চিরমুক্ত'—এই মহাবাণী ইউরোপের সর্বত্র ধ্বনিত হইতে থাকে এবং ইহার প্রবল তরঙ্গ সমগ্র ইউরোপের জাতিসমূহকে দীর্ঘকালের নিদ্রা হইতে জাগাইয়া তোলে। প্রসিদ্ধ লেখক জে. এ. সাইমণ্ড-এর মতে, 'রিনাসান্স্'-এর প্রকৃত অর্থ—স্বাধীনতার নব জন্ম। রবীন্দ্রনাথ সেক্স্পিয়রের নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে ইউরোপীয় 'রিনাসান্স্'-এর যুগকে 'বিপ্লবের দিন' বলিয়া অভিহিত করিয়া লিখিয়াছেন :

"ইউরোপে যখন একদিন মানুষের হৃদয়-বৃত্তিকে অত্যন্ত পীড়িত ও সংগত করার দিন ঘুচিয়া গিয়া তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ 'রিনাসান্স্'-এর যুগ আসিয়াছিল, সেক্স্পিয়রের সমসাময়িক কালের নাট্য-সাহিত্য সেই বিপ্লবের দিনেরই নৃত্যলীলা।"

—**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবন-স্মৃতি।**

ইউরোপীয় 'রিনাসান্স্'-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য :

(১) "এই সময়ে মানবাত্মা ললিতকলার ভিতর দিয়া মানবদেহের ও বহির্জগতের সৌন্দর্য আস্বাদন করে। বিজ্ঞানে প্রজ্ঞার এবং ধর্মে ধর্মবুদ্ধির অবাধ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞানে স্বাধীনতার বীজ এই সময়েই উপ্ত হয়। গ্রীক ও রোম্যান সাহিত্য এবং ললিতকলার প্রভাবেই এই 'রিনাসান্স্'-এর অভ্যুদয় ; এবং এই সময়ে শিল্পে, সাহিত্যে, ভাস্কর্যে, প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয়ে অপূর্ব মূর্তি, অপূর্ব সৌধ ও অপূর্ব গ্রন্থসমূহ রচিত হইয়া মানব-সমাজকে এক নব জগতের পরমাশ্চর্য শোভা ও সম্পদের অধিকারী করে।" —J. A. Sysmond : *The Renaissance in Italy.*

(২) ইউরোপ চতুর্দশ শতাব্দীতে মূরদের (আরবীয় মুসলমানদের) নিকট হইতে কাগজ তৈয়ারি করিতে শিখিয়াছিল। এইবার 'রিনাসান্স্' যুগ আরম্ভের পূর্বক্ষণে ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে ইউরোপের প্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নূতন ও উন্নত শিক্ষা ও জ্ঞান-বিস্তারের অপূর্ব সুযোগ উপস্থিত হয় এবং ইহা 'রিনাসান্স্' যুগ আরম্ভের পথ প্রস্তুত করে।

(৩) "'রিনাসান্স্' যুগ ছিল নূতন নূতন ও বিভিন্ন তথ্য আবিষ্কার এবং প্রাচীন গ্রন্থ পুনরুদ্ধারের যুগ ; নব নব দেশ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে দুঃসাহসিক সমুদ্র-যাত্রা, আর গ্রন্থকার, কবি ও চিত্রকরদের চিরস্মরণীয় সাহিত্য, কাব্য ও চিত্র সৃষ্টির যুগ।" এই যুগেই কলাম্বাস আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেন, ভাস্কো ডা গামা সমুদ্রপথে উওমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতবর্ষ ও প্রাচ্যের সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেন। আফ্রিকাসম্বন্ধে বহু ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কৃত হয়। তাহার ফলে পৃথিবী সম্বন্ধে ইউরোপের মানুষের ধারণা সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়। এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে আমূল পরিবর্তন আনিয়া দেয়। এই রিনাসান্স্ যুগেই কোপারনিকাস্ বৈপ্লবিক আবিষ্কারের দ্বারা প্রমাণ করেন যে, সূর্যকে কেন্দ্র করিয়াই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরিতেছে।

(৪) এই যুগেই দীর্ঘ কালের অজ্ঞানতা দূর করিয়া সমাজ, রাজনীতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে নব নব ভাবের প্রবল বন্যা ইউরোপের বুকের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে ইতালীর মিকিয়াভেলি (Niccolo Macchiavelli) এবং ধর্মের ক্ষেত্রে 'ধর্ম-বিপ্লব'-এর (The Reformation-এর) নায়ক জার্মানীর মার্টিন লুথার (Martin Luther) ও হল্যাণ্ডের ক্যালভিন (Jonh Calvin) তাঁহাদের নিজ নিজ মতের দ্বারা, আর পোপ প্রভৃতি খৃষ্টধর্মের নায়কগণ 'ধর্ম-বিপ্লব'-এ বাধাদানের উদ্দেশ্যে মূল খৃষ্টধর্মের মৌলিক সংস্কার সাধনের দ্বারা ইউরোপের সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করেন।

(৫) সকল কবি ও সাহিত্যিকগণের রচনায়, সকল ভাবধারায় এবং শিল্পকলায় অপূর্ব মানব-প্রীতি ও সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ এই যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

৬০৪ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টধর্মের গুরু সেণ্ট অগাস্টিনের মৃত্যুর পর হইতে দীর্ঘ ৬ শত বৎসর কাল সমগ্র ইউরোপ অজ্ঞানতা ও হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সমগ্র ইউরোপে কোন চিন্তাশক্তির স্ফুরণ দেখা যায় নাই। এমন কি অমূল্য জ্ঞান-সম্পদের খনিস্বরূপ প্রাচীন গ্রীক ও রোম্যান গ্রন্থাদিও ইউরোপ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং মানুষ সেই প্রাচীন জ্ঞান-সম্পদের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিল। এই অন্ধকারের মধ্যে উষার প্রথম আলোক ফুটিয়া উঠে ইতালীর মহাকবি দাঁতে (Dante Alighieri, 1265—1321) ও ইংলণ্ডের মহাকবি চসারের (Geoffrey Chaucer, 1327—1400) অমর কাব্য-গাথায়। তাঁহারাই প্রথম তাঁহাদের কাব্যের ভিতর দিয়া ইউরোপের মানুষকে প্রথম শুনাইয়াছিলেন জীবনের আনন্দ, সৌন্দর্য ও আশার বাণী, জীবনের জয়গান। তারপর পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ হয় 'রিনাসান্স্'-এর যুগ। দুই মহাকবি দাঁতে ও চসারকে বলা যায় ইউরোপের 'রিনাসান্স্' যুগের 'অগ্রদূত'।

বিশেষ কারণেই ইউরোপের 'রিনাসান্স্' যুগ ইতালী হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমতঃ, ইতালী ছিল প্রাচীন ও গৌরবময় রোমক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক; দ্বিতীয়তঃ, ল্যাটিন ভাষার সহিত সাদৃশ্য-যুক্ত ইতালীয় ভাষা; তৃতীয়তঃ, ইতালীর অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থান ও আবহাওয়া; চতুর্থতঃ, তৎকালীন ইতালীতে অবস্থিত কয়েকটি সাধারণতান্ত্রিক নগর-রাষ্ট্র, আর ঐ সকল নগর-রাষ্ট্র ছিল প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততন্ত্রের কবল-মুক্ত ও স্বাধীন এবং তৎকালীন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র; পঞ্চমতঃ, এই সকল নগর-রাষ্ট্রে সামন্তপ্রথা-বিরোধী ব্যবসায়ী বুর্জোয়া-শ্রেণীর প্রাধান্য; ষষ্ঠতঃ, নগর-রাষ্ট্রের নাগরিকগণ ছিল চিন্তায় ও রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপে উন্নত। যখন ইতালীর অবস্থা এইরূপ, তখন ইউরোপের সমাজ ছিল প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তপ্রথা ও গীর্জার চাপে মৃতপ্রায় এবং অর্ধবর্বর অবস্থায়। এই সকল কারণে অতি সহজেই ইতালীর অন্তর্গত 'ইউরোপীয় সংস্কৃতির মাতৃভূমি' বলিয়া কথিত ফ্লোরেন্স্ নগর-রাষ্ট্র হইতে ইউরোপের 'রিনাসান্স্'-আন্দোলনের প্রথম আলোকবর্তিকা জ্বলিয়া উঠে। —E. M. Tanner: *The Renaissance*

১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কীদের দ্বারা পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্স্তান্তিনোপল্ অধিকৃত হইবার পর তৎকালীন গ্রীক পণ্ডিতগণ গ্রীস হইতে পলায়ন করিয়া ইতালীর ফ্লোরেন্স্ ও অন্যান্য নগরীতে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। তাঁহারাই ছিলেন প্রাচীন গ্রীক দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভাস্কর্য, কলাশিল্প প্রভৃতির প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তাঁহারা ইতালীতে

আসিয়া সেই প্রাচীন জ্ঞানের আলোক-বর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করেন, আর সেই আলোকের ছটায় ক্রমে ক্রমে সমগ্র ইউরোপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এইভাবে হইতেই ইউরোপের 'রিনসান্স্-যুগ আরম্ভ হয়। জে. এ. সাইমণ্ড-এর ভাষায়, "চন্দ্র যেমন সূর্যের উজ্জ্বল রশ্মিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, সেইরূপ (ইতালীর) ফ্লোরেন্স্ নগরীও (গ্রীসের) এথেন্স্ নগরীর নিকট হইতে জ্ঞানের আলো গ্রহণ করিয়া আলোকোদ্ভাসিত হইয়া উঠিযাছিল।" এইবার গ্রীক পণ্ডিতগণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ইতালীয় পণ্ডিতগণ লুপ্ত ও বিনষ্ট প্রাচীন পুঁথি পুনরুদ্ধার করিতে আরম্ভ করেন এবং গীর্জার গোপন স্থান হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া প্রাচীন গ্রীক ও রোমক গ্রন্থকারগণের গ্রন্থাদি অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। ইতালীর ফ্লোরেন্স্ ও রোম নগরীতে সমবেত কবি, সাহিত্যিক ও চিত্রকরগণ নবোদ্যমে নূতন সৃষ্টির কার্যে নিমগ্ন হন। ইহারই ফলস্বরূপ মানব-সভ্যতা লাভ করিয়াছে পেট্রার্কের অমর কাব্যগাথা ও বোকাশিওর *Decameron*, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, রাফেল ও লিওনার্দো দা' ভিঞ্চির চিরস্মরণীয় চিত্রসম্ভার, আরিওস্তোর (Ludo Vico Ariosto) অমরকাব্য *Orlando Furioso* আর মিকিয়াভেলির যুগান্তকারী রাজনীতির গ্রন্থ *The Prince.* এই যুগের আরও বহু মনীষীর বিভিন্ন-বিষয়ক অবদান ইতালীর শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে সকল দেশের আদর্শ করিয়া তুলিয়াছে। 'রিনাসান্স্'-যুগের ইতালীয় সাহিত্য হইতেই ইংলণ্ডের এড্মণ্ড স্পেন্সার, সেক্স্পীয়র, মার্লো, মিল্টন প্রভৃতি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিকগণ প্রেরণা ও আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন। ম্যাত্তিও বান্দোলো রচিত গল্প-সাহিত্য হইতেই নাকি সেক্স্পীয়র তাঁহার 'রোমিও ও জুলিয়েট' এবং 'টুয়েল্ফ্থ্ নাইট' নামক বিখ্যাত নাটকদ্বয়ের আখ্যানভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'রিনাসান্স্'-আন্দোলনের জোয়ার ইতালীর সীমা অতিক্রম করিয়া ইউরোপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পর এই আন্দোলন ক্রমশঃ সর্বব্যাপক হইয়া উঠে, ইহার দুর্নিবার আঘাতে সমাজের সকল ক্ষেত্রে নব-জাগরণের চাঞ্চল্য দেখা দেয়। রিনাসান্স্-এর নূতন ভাবধারা মানুষের মনে জাগাইয়া তোলে ব্যক্তিত্ব ও সত্যানুসন্ধিৎসা, এই আন্দোলন শিক্ষা, সামাজিক অবস্থা, ধর্ম-বিশ্বাস প্রভৃতি সকল দিকে গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

ইতালীর পরেই 'রিনাসান্স্'-এর প্রবল জোয়ার প্লাবিত করে ফরাসী দেশকে। ইউরোপীয় 'রিনাসান্স্'-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ তিনজন সাহিত্যিকের অন্যতম রাবেলাই (Rabelais) ফ্রান্সেই জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। সেই তিনজনের অপর দুইজন হইলেন—স্পেনের 'ডন কুইক্জোট' (*Don Quixote*)-এর লেখক মিগুয়েল দা' চার্ভেন্টিস্ (Miguel de Cerventes) ও ইংলণ্ডের উইলিয়ম সেক্স্পীয়র। রাবেলাই আজীবন ধর্মযাজক হইয়াও তৎকালীন দুর্নীতিপরায়ণ ও অধঃপতিত গীর্জার তীব্র সমালোচনা করিয়া 'গার্গাণ্টুয়া' (*Gargantua*) ও 'প্যাণ্টাগ্রুয়েল' (*Pantagruel*) নামক যে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা সাহস, আশাবাদ, মানব-প্রীতি ও জ্ঞানানুরাগের উজ্জ্বলতম সাহিত্যিক দৃষ্টান্তসমূহের অন্যতম। রাবেলাই-এর পরেই দেখা দেন চিরস্মরণীয় প্রবন্ধকার মন্টেন (Montaigne)। 'রিনাসান্স্'-যুগে প্রবন্ধের মারফৎ তিনিই প্রথম সন্দেহবাদ (Scepticism) ও অজ্ঞেয়তাবাদ (Agnosticism) জাগাইয়া তোলেন এবং উহাদের দ্বারা তৎকালীন ফ্রান্সের সামন্তপ্রথা অধঃপতিত গীর্জার দুষ্ট শাসনের কবল হইতে ফরাসী জনগণকে মুক্ত করিবার প্রয়াস পান।

ওয়াল্টার পেটারের মতে, "মানুষের সকল অভিজ্ঞতা এবং মানুষ এপর্যন্ত যাহা কিছু চিন্তা করিয়াছে, তাহা সকলই তাঁহার (মণ্টেন-এর) প্রবন্ধে রহিয়াছে।"—Walter Pater : *The Renaissance*। ফরাসী 'রিনাসান্স্' কেবল প্রবন্ধ ও সমালোচনা-সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পিয়ের দা' রোণসার্দ (Pierre de Ronsaird), যোয়াকিম দ্যু বেলে (Joachim du Bellay), রিণি বেলোর (Reni Belleau) মত শ্রেষ্ঠ কবিগণ একের পর এক দেখা দিয়াছিলেন।

ফ্রান্সের পরেই 'রিনাসান্স্'-এর প্রবল তরঙ্গ স্পেনের জাতীয় জীবনে এক সর্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই যুগকে বলা হয় 'স্পেনের স্বর্ণযুগ', আর সমগ্র ষোড়শ শতাব্দীকে বলা হয় 'স্পেনের নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের যুগ'। ষোড়শ শতাব্দী আরম্ভের পূর্বেই, প্রায় ৮ শত বৎসরের দখলের পর ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে স্পেন মুরদের কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে, ইহুদীরা বিতাড়িত হইয়াছে, এবং এই বিরাট উপদ্বীপের বিভিন্ন অংশের জনসাধারণ একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হইয়াছে। বিভিন্ন আবিষ্কারকের নব নব দেশ আবিষ্কারের দ্বারা এবং সামরিক শৌর্যে ও বীর্যে স্পেন তখন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। স্পেনের এই জাতীয় গৌরবই স্পষ্ট রূপ পাইল তৎকালীন স্পেনের জাতীয় সাহিত্য ও কলাশিল্পের মধ্য দিয়া। মানব-সমাজের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তির অন্যতম মিগুয়েল চার্ভেন্টিস্-এর 'ডন কুইক্জোট' স্পেনের এই 'স্বর্ণযুগ' বা 'রিনাসান্স্'-এরই অবদান। ইউরোপীয় 'রিনাসান্স্'-যুগের গৌরব কলাশিল্পী ভেলাস্কুয়েজ (Velasquez) তাঁহার অতুলনীয় চিত্রসম্ভার দ্বারা সমগ্র 'রিনাসান্স্'-যুগ ও স্পেনীয় সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তের ক্ষুদ্র দেশ হল্যাণ্ড 'রিনাসান্স্'-যুগের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। ইউরোপের সমগ্র ইতিহাসের যুগান্তকারী ঘটনাগুলির দুইটি হল্যাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়াই ঘটিয়াছিল। উহাদের একটি হইল মার্টিন লুথার ও জন ক্যালভিনের নেতৃত্বে 'ধর্ম-বিপ্লব' (The Reformation) ও অপরটি হইল পোপ-পরিচালিত খৃষ্টধর্মের সমর্থকগণের দ্বারা 'ধর্মীয় প্রতিবিপ্লব' [Reformation দ্রষ্টব্য]। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র হওয়ার পরেই 'ধর্ম-বিপ্লব' আরম্ভ হইয়াছিল। তাই 'বিপ্লবীদের' সহিত 'প্রতিবিপ্লবীদের' বিতর্ক মুদ্রিত আকারে সারা ইউরোপে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। এই বিতর্কমূলক সাহিত্যের লেখকগণের অন্যতম ইউরোপের 'রিনাসান্স্-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ডেসিডেরিয়াস্ ইরাস্মাস্ (Desiderius Erasmus, 1466-1536) কেবল হল্যাণ্ডেরই নহে, সমগ্র ইউরোপের গর্বের বিষয়। গ্রীক ও ল্যাটিন বিদ্যায় মহাপণ্ডিত ইরাস্মাস্ ছিলেন ইংলণ্ডের 'রিনাসান্স্'-যুগের প্রবর্তক ও বিখ্যাত 'ইউটোপিয়া' নামক গ্রন্থ-রচয়িতা স্যার মুর-এর পরম সুহৃদ। 'রিনাসান্স্'-যুগে ইউরোপব্যাপী যে অভূতপূর্ব জ্ঞানপিপসা ও জ্ঞানানুশীলন দেখা দেয়, ইরাস্মাস্ ছিলেন তাহার যোগ্যতম প্রতিনিধি। ইরাস্মাস্-রচিত *The Praise of Folly*' রিনাসান্স্-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহের অন্যতম।

স্যার টমাস্ মুরকে (Thomas More, 1478-1536) ইংলণ্ডের 'রিনাসান্স্'-যুগের প্রবর্তক বলা হয়। তিনি সেক্স্পীয়রের প্রায় একশত বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন ইতালীর মহাকবি আরিওস্তো, রাজনীতিবিদ্ মিকিয়াভেলি ও ফ্রান্সের মহাকবি রাবেলাইয়ের সমসাময়িক, তিনি রিনাসান্স্-যুগের আরম্ভেই তরুণ বয়স হইতে গ্রীক ও রোম্যান গ্রন্থাদি অধ্যয়ন

করেন। ইংলণ্ডে তিনিই প্রথম প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থের চর্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর সেই জ্ঞানই তাঁহাকে মধ্যযুগীয় দুর্নীতি ও অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিল। তাই প্লাতোর (Plato) 'রিপাবলিক'-এর ভিত্তিতে তিনি *Utopia* নামক যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহাতে তিনি মধ্যযুগের অধঃপতিত ও দুঃখ-দারিদ্র্যক্লিষ্ট সমাজকে অগ্রাহ্য করেন এবং তাহার পরিবর্তে এক শান্তি-সুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ উন্নত সমাজের কল্পনা করিয়া ইংলণ্ডের হতাশাচ্ছন্ন জনসাধারণের মনে আশার প্রদীপ জ্বালাইবার প্রয়াস পান। টমাস্ মুরের বিদ্রোহ কেবল সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এই বিদ্রোহ ইংলণ্ডের রাজশক্তির বিরুদ্ধেও পরিচালিত হয়। গীর্জার উপর ইংলণ্ডের রাজার কর্তৃত্ব মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়া তিনি সরকারী উচ্চপদ ত্যাগ করেন এবং এই অপরাধে ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই বিদ্রোহ 'রিনাসান্স্'-এরই পরিণতি। মুরের *Utopia* 'রিনাসান্স্'-যুগের অন্যতম চিরস্মরণীয় অবদান। ইংলণ্ডের ও ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম চিন্তানায়কগণের অন্যতম ফ্রান্সিস্ বেকন (Francis Bacon, 1561-1626) এই যুগেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাবলী ও কল্পনামূলক গ্রন্থ '*The New Atlantis* 'রিনাসান্স্-যুগের শ্রেষ্ঠতম কীর্তিসমূহের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। টমাস্ মুরের *Utopia* হইতেই তিনি *The New Atlantis* রচনার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রিনাসান্স্-যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্য-সাহিত্যের মধ্যে রিচার্ড হাক্লুইত-এর (Richard Hakluyt) *Voyages*, ড্রেক-এর (Francis Drake) রচনাবলী, জন লিলির (John Lyly) সুললিত ভাষায় লিখিত উপমাবহুল *Euphues* বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লিলির এই *Euphues*-ই ইংরেজি ভাষায় প্রথম 'রোমান্টিক' উপন্যাস। ইংলণ্ডে টমাস্ মুরের রচনাবলী দ্বারা যে 'রিনাসান্স্' আরম্ভ হইয়াছিল তাহা রাণী এলিজাবেথ-এর রাজত্বকালে (The Elizabethan Era—45 years, 1558-1603) পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। রানী এলিজাবেথ-এর রাজত্বকাল ইংলণ্ডের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য ইংলণ্ডের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

"এলিজাবেথ-এর যুগের 'রিনাসান্স্'-এ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল কাব্য সাহিত্যের বিকাশ। 'রিনাসান্স্'-যুগসুলভ দুঃসাহসের মনোভাব, গভীর সৌন্দর্য-স্পৃহা, প্রাচীন গ্রীক জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে আয়ত্ত-করা নূতন জ্ঞান, ইতালীর 'রিনাসান্স্-যুগের কাব্য—এই সকল হইতেই এলিজাবেথ-এর যুগের কাব্য-সাহিত্য প্রেরণা ও বৈশিষ্ট্য আহরণ করিয়াছিল। সারে-এর আর্ল স্যার টমাস্ উইয়াট (Thomas Wyatt), এড্মণ্ড স্পেন্সার (Edmund Spencer), সিড্নি ফিলিপ (Sidney Philip), উইলিয়াম সেক্স্পীয়র প্রভৃতি ছিলেন এ-যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। টমাস্ উইয়াটই ইংরেজি ভাষায় প্রথম চতুর্দশপদী কবিতা (Sonnet) রচনা করিয়াছিলেন। চার্লস্ ল্যাম্ব-এর কথায় এড্মণ্ড স্পেন্সার ছিলেন 'কবিদের কবি' (কবি-গুরু)। মিল্টন, ড্রাইডেন, পোপ ও কীটস্ স্পেন্সারকে তাঁহাদের প্রধান গুরু বলিয়া মান্য করিতেন। সেক্স্পীয়র পূর্বের মত আজিও জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্য-সাহিত্য রচয়িতা।"
—John Drinkwater: *The Renaissance in Literature.*

ইউরোপীয় 'রিনাসান্স্' বিভিন্ন দিকে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করে তাহা সংক্ষেপে নিম্নরূপ :—

১। মানুষের জীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে নূতন ধারণা : 'রিনাসান্স্'-যুগ

"মানুষ ও পৃথিবী আবিষ্কারের যুগ", জীবনের মূল্য ও পৃথিবীর বিশালতা সম্বন্ধে মানুষের নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লাভ ;

২। **জ্ঞান, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে** ঃ (ক) নূতন ভাষা ও মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবন প্রভৃতির ফলে গণশিক্ষার বিস্তার ; (খ) নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্ব-প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে গবেষণা এবং তাহার ফলস্বরূপ কোপার-নিকাস্ কর্তৃক সৌর-জগত সম্বন্ধে নূতন সত্য আবিষ্কার ও গ্যালিলিও কর্তৃক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উদ্ভাবন ; (গ) দিকনির্ণয় যন্ত্রের উদ্ভাবন ও উহার সাহায্যে আমেরিকা ও উত্তমাশা অন্তরীপের পথে প্রাচ্য জগতের পথ আবিষ্কার এবং উহার ফলে মানুষের জ্ঞান ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন ; (ঘ) ডাঃ উইলিয়াম হার্ভে (William Harvey) কর্তৃক ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে দেহের রক্তসঞ্চালনের তথ্য উদ্‌ঘাটন ও উহার ফলে শরীর-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শাস্ত্রে যুগান্তর আনয়ন ;

৩। **রাজনৈতিক ক্ষেত্রে** ঃ জাতীয়তা-বাদ ও রাষ্ট্রের উদ্ভব ;

৪। **সামাজিক ক্ষেত্রে** ঃ সামন্তপ্রথার ধ্বংস ও বুর্জোয়াশ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধি ;

৫। **ধর্মের ক্ষেত্রে** ঃ গীর্জার সর্বব্যাপক ক্ষমতার ধ্বংস ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার উদ্ভব এবং খৃষ্টধর্মের মৌলিক সংস্কার সাধন ;

৬। **ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে** ঃ (ক) ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন জাতি কর্তৃক বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগ লাভ ; (খ) প্রাচ্য জগতের পথ আবিষ্কারের ফলে ভূমধ্য-সাগরের পরিবর্তে আটলান্টিক মহাসাগরের বাণিজ্যিক প্রাধান্য লাভ ; (গ) স্বর্ণের আবিষ্কারের ফলে আধুনিক মূলধনের সৃষ্টি ও ইহার ব্যবহারের ফলে শিল্প ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ; (ঘ) আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্ভব ;

৭। সকল দিক হইতে মধ্যযুগীয় বর্বরতার মৃত্যু ও আধুনিক সভ্যতার জন্ম।

Indian Renaissance ভারতের নবজন্ম ; ভারতের নবজাগৃতি ; ভারতের পুনরভ্যুদয় ; ভারতীয় 'রিনাসান্স্'।

সামাজিক, ধর্মীয়, সাহিত্যিক, ও রাজ-নৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের নবজন্ম অথবা নবজাগৃতি বা 'রিনাসান্স্'। সাধারণতঃ ১৮০০খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়, অর্থাৎ রামমোহন রায়ের সময় (১৭৭৩-১৮৩৩) হইতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী কর্তৃক ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ (১৯২১) পর্যন্ত সময় ভারতের নবজাগৃতি বা 'রিনাসান্স্-যুগ নামে অভিহিত হয়।

পটভূমিকা ঃ ভারতীয় 'রিনাসান্স্'-এর পটভূমিকা তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(১) ইংরেজ-শাসনের পূর্বযুগ, (২) ইংরেজ-শাসনের প্রথম যুগ, ও (৩) রিনাসান্স্'-এর পূর্ব প্রস্তুতির সময়।

(১) **ইংরেজ-শাসনের পূর্বযুগ** ঃ মোগল-যুগের শেষ ভাগ হইতে ইংরেজ-শাসনের প্রথম যুগ পর্যন্ত সময়ে সমাজ, দর্শন, রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, কলাশিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে চরম সংকট দেখা দেয়। মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তিম কালে নাদির শাহ, আমেদ শাহ তুরানি প্রভৃতি বৈদেশিক আক্রমণকারীদের ভারত-আক্রমণ ও লুণ্ঠন এবং মুসলমান, মহারাষ্ট্রীয় ও শিখ-শক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে মোগল-সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইল এই যে, দেড় শতাধিক বৎসরের অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ মোগল-শাসনের সময় যতখানি উন্নতি সম্ভব হইয়াছিল তাহা শূন্যে বিলীন হইয়া যায় এবং ভারতবর্ষ রাজ-নৈতিক, বৈষয়িক ও নৈতিক অধঃপতনের শেষ স্তরে আসিয়া দাঁড়ায়। ভারতের প্রাচীন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য সমাজ-ব্যবস্থার ভাঙন পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, এবার সেই সমাজ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়ে।

(২) **ইংরেজ-শাসনের প্রথম যুগ ঃ** ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বৃটিশ শক্তির জয়লাভের পর ভারতের সর্বত্র অরাজক অবস্থা চলিতেছিল। কিন্তু ১৮২০ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ লর্ড বেন্টিক গভর্নর জেনারেল রূপে শাসনকার্য আরম্ভ করিবার সময় হইতে বৃটিশ-অধিকৃত অঞ্চলে ধীরে ধীরে শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিতে আরম্ভ করে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে ও ভারতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। উহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঃ (ক) সমগ্র বৃটিশ-সাম্রাজ্যে দাসপ্রথার অবসান, (খ) গ্রেট বৃটেনে রক্ষণশীল দলের পরিবর্তে উদারনৈতিক দলের শাসন-ক্ষমতা লাভ, (গ) 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনদে ভারতীয়দের জন্য সমান সামাজিক ও রাজনৈতিক সুবিধা লাভের ব্যবস্থা, (ঘ) বৃটিশ শাসকগণ কর্তৃক ভারতে উন্নত ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার ও ভারতীয়গণকে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(৩) **'রিনাসান্স্'-এর পূর্ব-প্রস্তুতির সময় ঃ** ভারতীয় জনসাধারণের সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে মানবহিতবাদী ইংরেজ-পাদরীদের দ্বারা বাংলা দেশে খৃষ্টীয় মিশন প্রতিষ্ঠা, পাদরী উইলিয়াম কেরীর উদ্যোগে শ্রীরামপুরে প্রথম ছা পা খা না স্থাপন ও চার্ল্স্ উইল্কিন্সন্-এর দ্বারা ছাপাখানার জন্য প্রথম বাংলা অক্ষরের উদ্ভাবন; বিভিন্ন প্রাচীন হিন্দু-সাহিত্যের ইংরেজী অনুবাদ ও মুদ্রণ; বঙ্গীয় সমাজে একটি পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ অভিজাত-শ্রেণী ও একটি ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি; সর্বশেষে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি, বিশেষতঃ যুগান্তকারী ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) "সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার" আদর্শের প্রভাব। এই সকল ঘটনা বঙ্গদেশ হইতে ভারতীয় 'রিনাসান্স্'-আন্দোলন আরম্ভের পথ প্রস্তুত করে।

"ভারতীয় 'রিনাসান্স্' ইংরেজ-শাসনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। সমগ্র ভারতবর্ষে শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা ও আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থার উদ্ভবের পর এবং প্রকৃতপক্ষে এই দুইয়ের ফল হিসাবেই ভারতে 'রিনাসান্স্'-আন্দোলন দেখা দিয়াছিল। ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীকে গৌরবোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। আধুনিক ভারত ইহার সবকিছু লাভ করিয়াছে এই 'রিনাসান্স্' হইতে। ইহা প্রথমে দেখা দিয়াছিল জ্ঞানস্পৃহা ও চিন্তাশীলতার জাগরণ হিসাবে, এবং ইহা আমাদের সাহিত্য, শিক্ষা, চিন্তা, কলাশিল্প প্রভৃতির উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পরবর্তী যুগে ইহা এক বিরাট নৈতিক শক্তি লইয়া দেখা দেয় এবং আমাদের সমাজ ও ধর্মের ব্যাপক ও গভীর সংস্কার সাধন করে। আরও পরে, তৃতীয় যুগে ইহার ফলে আরম্ভ হয় ভারতের আধুনিক অর্থনীতির গোড়াপত্তন।"
—Sir Jadunath Sarkar : *India Through Ages*.

এইভাবে পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার সংমিশ্রণের ফলে "ভারতের আকাশে এক নূতন ঊষার আলোক ফুটিয়া উঠিল, সেই আলোকের উজ্জ্বল ছটায় ভারতীয় সমাজের দীর্ঘ অন্ধকার যুগের অবসান সূচিত হইল"—(C. F. Andrews : *Indian Renaissance*)। ইহার ফলে প্রাচীন হিন্দু-সাহিত্য ও শিল্পকলা পুনরুজ্জীবিত হইতে লাগিল, প্রাচীন ও নবীনের সংমিশ্রণে নূতন ও উন্নত ভাবাদর্শ ও ধর্মের সৃষ্টি হইল, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নূতন নূতন আন্দোলন দেখা দিল এবং এই সকল মিলিয়া ভারতবর্ষে এক নব জীবনের—নব সভ্যতার গোড়াপত্তন হইল। ইহা হিন্দু-সভ্যতাও নহে, বা মুসলমান-সভ্যতাও নহে, ইহা এক সম্পূর্ণ নূতন সভ্যতা—ভারতের জাতীয় সভ্যতা।

ভারতীয় 'রিনাসান্স্'-এর আরম্ভ বাংলা দেশ হইতে এবং নব নব কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্য

দিয়া ইহার উদ্বোধন করেন যুগস্রষ্টা রামমোহন রায়।

বাংলার নবজাগৃতি বা 'রিনাসান্স্': বাংলা দেশ হইতেই যে ভারতীয় 'রিনাসান্স্'-আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল তাহা কোন আকস্মিক ঘটনা নহে। বাংলার নবজাগৃতি বা 'রিনাসান্স্' বাংলা দেশের তৎকালীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থারই অবশ্যম্ভাবী ফল, একটা গভীর সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্বের অনিবার্য পরিণতি।

প্রথমতঃ, ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বাংলা দেশেই ইংরেজ-শাসকশক্তি দ্বারা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতের মধ্যে বাংলা দেশের শহরের মানুষই প্রথম উন্নত ইংরেজ-সভ্যতার স্পর্শ লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজ-সৃষ্ট নূতন জমিদারগোষ্ঠী বঙ্গীয় সমাজের শীর্ষ স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে ইজারা প্রভৃতি ব্যবসায়-সম্পর্কের মধ্য দিয়া একটি শিক্ষিত বিত্তশালী সম্প্রদায়ও (যেমন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর) বঙ্গীয় সমাজে দেখা দিয়াছিল। এই উভয় সম্প্রদায় লইয়া গঠিত নূতন অভিজাতশ্রেণী একটা নূতন শক্তি রূপে বঙ্গীয় সমাজে আবির্ভূত হইল। ইহারা ইংরেজ-শাসকশক্তির স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইলেও ইহাদের চরিত্র ও সামাজিক ভূমিকা ছিল ইউরোপের মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতবর্গের চরিত্র ও সামাজিক ভূমিকা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইউরোপের অভিজাতবর্গের চরিত্র ও সামাজিক ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল—সমাজ-প্রগতির পক্ষে প্রধান বাধাস্বরূপ। আর বঙ্গীয় সমাজের এই নূতন অভিজাতশ্রেণী কর্মোপলক্ষে শাসকশ্রেণী-বাহিত উন্নত ইংরেজ-সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া সর্বপ্রথম যুগান্তকারী ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) ও উন্নত ইংরেজ-সভ্যতার স্বাদ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। অপর দিকে, ইংরেজ-শাসকগোষ্ঠীর কৃপায় এই অভিজাতশ্রেণী সমাজের অর্থনৈতিক নেতৃত্ব লাভ করিলেও ইহাদের সামাজিক নেতৃত্ব লাভে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তৎকালীন বাংলার গলিত ও অতিমাত্রায় রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম ও ইহার রক্ষক ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের সর্বব্যাপী প্রভুত্ব। ইহাদের 'সৃষ্ট অসংখ্য বন্ধন ও বাধা-নিষেধের নাগপাশে আবদ্ধ তৎকালীন সমাজের মানুষের প্রাণ হইয়াছিল ওষ্ঠাগত, ব্যক্তিসত্তা, স্বাধীন চিন্তা-শক্তি, উন্নত শিক্ষা প্রভৃতি সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমনকি প্রচলিত শিক্ষা ও শাস্ত্রচর্চার সুযোগ-সুবিধা পর্যন্ত ছিল ব্রাহ্মণ পুরোহিত-সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত। সমাজের এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাকামী নূতন অভিজাতশ্রেণীর বিদ্রোহ ধীরে ধীরে দানা বাঁধিয়া উঠিতে থাকে।

ঠিক এই সময় দিনেমার-অধিকৃত শ্রীরামপুর হইতে উইলিয়াম কেরী ও মার্শম্যানের নেতৃত্বে খৃষ্টান-মিশনারীগণ পৌত্তলিকতা ও অসংখ্য প্রকার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বাংলা দেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দেশীয় শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও ধর্মের আলোক-বর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করিবার প্রয়াস পাইলেন। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য এবং দেশীয় ভাবধারা ও শিক্ষার মিশ্রণে এক নূতন শিক্ষা, নূতন ধর্ম ও নূতন সংস্কৃতির আলোক-বর্তিকা হস্তে বঙ্গীয় সমাজে আবির্ভূত হইলেন রামমোহন রায়। "এই দুই আলোক-বর্তিকার মিলিত শিখার উজ্জ্বল রশ্মিচ্ছটায় দীর্ঘ কালের অশিক্ষা-কুশিক্ষা, কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত বঙ্গীয় সমাজে নূতন উষার আলোক ফুটিয়া উঠিল।" ইহার পর হইতে আরম্ভ হইল বাংলার নবজাগৃতি বা 'রিনাসান্স্'-আন্দোলন—নূতন বাংলার উন্নত শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতি সৃষ্টির শতবর্ষব্যাপী সংগ্রাম।

এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বাংলা দেশে সাংস্কৃতিক জাগরণ আরম্ভ হয়। কেরী প্রভৃতি খৃষ্টান মিশনারী, রামমোহন রায় প্রভৃতি নব ধর্ম ও ভাবের স্রষ্টা ও সমাজ সংস্কারক ; বিদ্রোহাত্মক ভাবধারার প্রচারক ডিরোজিও, রিচার্ডসন প্রভৃতি অধ্যাপক ; বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকের দেশীয় ও বিদেশী রচয়িতাগণ ; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্মের নায়কগণ ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারকগণ ; ওয়াহাবী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ প্রভৃতি ব্যাপক গণ-সংগ্রাম ; মাইকেল মধুস্দন, হেমচন্দ্র প্রভৃতি নৃতন কাব্য রচয়িতাগণ ; দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি নাট্যকার ; বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ঔপন্যাসিক ; হরিশ্চন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি জাতীয় চেতনার অগ্রদূত ; বঙ্কিম-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রভৃতি 'নব হিন্দু-মানবতাবাদী'-এর প্রতিষ্ঠাতাগণ ; সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি জাতীয় আন্দোলনের স্রষ্টা ও নায়কগণ নৃতন নৃতন ভাব ও আদর্শ, নৃতন নৃতন সাহিত্য, নৃতন নৃতন আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া বাংলার সেই নব জাগরণকে এক গভীর ও ব্যাপক সংগ্রামে পরিণত করেন। ইহাদের প্রায় সকলেই ছিলেন যুগান্তকারী ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) প্রভাবে প্রভান্বিত এবং মানবতাবাদের মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ। এই যুগস্রষ্টাগণের দ্বারা সেই মহাবিপ্লবের মুক্তির বাণী বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন রূপে প্রচারিত হইবামাত্র বাংলার নৃতন অভিজাত ও মধ্য শ্রেণীর অগ্রগামী দল প্রচলিত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিলেন।

সেই মুক্তি-বাণীর যাদুস্পর্শে বাংলার প্রতিভা দীর্ঘকালের সুপ্তি হইতে জাগরিত হইয়া বহুমুখী সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-কলাপে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। বৈদেশিক শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেও বিদ্রোহীরা অধঃপতিত সমাজের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা গলিত হিন্দু-সমাজের সবকিছু বর্জন করিয়া ইংলণ্ড ও ইউরোপীয় সমাজের সব-কিছুকেই একমাত্র সত্য ও আদর্শ হিসাবে বরণ করিলেন। দেশের শিক্ষিত অংশের মুখপাত্র হিসাবে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডিরোজিও-পরিচালিত বিদ্রোহী ছাত্র-সমাজ ('ইয়ং বেঙ্গল' দল) প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত দুঃখবাদ ও কর্মফল-তত্ত্বের পঙ্কে নিমজ্জিত সমাজের নানাবিধ কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস পদদলিত করিয়া ধ্বনি তুলিলেন : "যাহা কিছু প্রাচীন তাহাই ধ্বংস কর, নৃতনের প্রতিষ্ঠা কর।"

এই মতবাদ অতি উগ্র বলিয়াই তৎকালীন অনগ্রসর সমাজের সহিত সামঞ্জস্যহীন হওয়ায় ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দেখা দিল সমন্বয়বাদ। নৃতন ও পুরাতনের সমন্বয় সাধন করিয়া নৃতন নৃতন আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টার জোয়ার বহিতে লাগিল, নৃতন নৃতন সংস্কার-মূলক আন্দোলন দেখা দিল। একে একে দেখা দিল ধর্ম-শিক্ষা-সমাজের গঠনমূলক অগ্রগতির নব নব আদর্শ। ইহার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিল রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম, বিদ্যাসাগরের সংস্কার-মূলক কর্ম-প্রচেষ্টা, সকল ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত মানবত্ব ধর্মের বাণী লইয়া দেখা দিল বঙ্কিমচন্দ্র ও রামকৃষ্ণের 'নব হিন্দুবাদ'। আর শেষ পর্যন্ত সর্বব্যাপক জাগরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইল জাতীয়তাবাদে। এতদিন সংস্কৃতি-আন্দোলন দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে বাদ দিয়া কেবল শহরের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ক্রমশঃ তাহা বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া দেশব্যাপী স্বাধীনতা-সংগ্রামে পরিণত হইয়া দেশের কোটি কোটি মানুষকেও বাংলা তথা ভারতের নবজাগৃতির সংগ্রামে টানিয়া আনিল এবং সেই সংগ্রামকে সামগ্রিক রূপ দান করিয়া সার্থক করিয়া তুলিল।

বুঝিবার সুবিধার জন্য শতবর্ষাধিক কাল-ব্যাপী নবজাগৃতির আন্দোলনকে দুইভাগে

ভাগ করা যাইতে পারে : (ক) নব নব চিন্তা ও আদর্শ সৃষ্টির দিক হইতে, (খ) সামাজিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কর্ম-প্রচেষ্টার দিক হইতে। এই দুই ভাগকে একত্রে পাঁচটি অংশে ভাগ করিয়া নিম্নোক্তরূপে বর্ণিত হইল :—

(১) খৃষ্টীয় যুগ : ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

খৃষ্টান মিশনারী-সম্প্রদায় কর্তৃক বঙ্গদেশে খৃষ্টধর্ম আমদানি এযুগের বৈশিষ্ট্য। তাঁহাদের দ্বারা শ্রীরামপুরে প্রথম ছাপাখানা স্থাপন, বাইবেল-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ, দেশীয় ভাষার মাধ্যমে খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে স্কুল ও কলেজ স্থাপন এবং তাহাদের উদ্যোগে দেশীয় ভাষায় পাঠ্য-পুস্তক রচনা প্রভৃতি এযুগের প্রধান ঘটনা।

(২) ইংরেজী শিক্ষার প্রচার আরম্ভের যুগ : ১৮১৬ হইতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

ডেভিড হেয়ার কর্তৃক বহু 'বাংলা স্কুল' প্রতিষ্ঠা, রামমোহন-ডেভিড হেয়ার প্রভৃতির উদ্যোগে 'হিন্দু কলেজ' (বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠা, (১৮১৬) ডেভিড হেয়ার কর্তৃক বর্তমান 'হেয়ার স্কুল' (১৮১৮), শ্রীরামপুরের মিশনারীদের দ্বারা বহু 'বাংলা স্কুল' এবং 'শ্রীরামপুর কলেজ' (১৮১৮), রামমোহন রায় কর্তৃক 'বেদান্ত কলেজ' (১৮২৫), 'স্কটিশ এডুকেশনাল মিশন' কর্তৃক 'স্কটিশ চার্চ কলেজ' (১৮৩০) প্রতিষ্ঠা, উইলিয়াম কেরী, রামমোহন প্রভৃতির উদ্যোগে বিভিন্ন প্রকার পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতির উদ্যোগে 'স্কুল-বুক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা ; এবং রামমোহন, কেরী প্রভৃতি দ্বারা কয়েকখানি সংবাদপত্র প্রকাশ —এই সকল হইল এ-যুগের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

(৩) সমাজ সংস্কারের যুগ : ১৮৩০ হইতে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। রামমোহন কর্তৃক সতীদাহ-প্রথা বিরোধী আন্দোলন ও ইংরেজ-শাসকগণের দ্বারা সতীদাহ-প্রথার অবসানকল্পে আইন প্রণয়ন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক বিধবা-বিবাহের আন্দোলন, বিধবা-বিবাহের প্রচলন এবং বাল্য-বিবাহ নিরোধক আইন প্রণয়ন প্রভৃতি এই যুগের প্রধান ঘটনা।

(৪) নব হিন্দুবাদ : ১৮৫৯ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ব্রাহ্মধর্মের প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে 'নব হিন্দুবাদের' অভ্যুদয় এই সময়ের প্রধান ঘটনা। প্রাচীন হিন্দু-ধর্মের যে গোঁড়ামি ও অধঃপতনের প্রতি-ক্রিয়াস্বরূপ রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম এক সময়ে অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল, এই সময়ে সেই ব্রাহ্মধর্মেরই গোঁড়ামি ও আতিশয্যের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন ধর্মীয় ভাবধারার সমন্বয়ের ভিত্তিতে 'নব হিন্দুবাদের' অভ্যুদয় হয়। বিশ্বজনীনতা, মানবতা ও গণ-আবেদন এই 'নব হিন্দুবাদের' মূল কথা। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের বিবাহ-বিষয়ক আইন ও ঐ বৎসরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' নামক সাময়িক পত্রিকার প্রকাশ এই 'নব হিন্দুবাদের' সূচনা করে। দেশ ও মহামানবের সেবার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ 'নব হিন্দুবাদ' ব্রাহ্মধর্মের প্লাবনে বাধা দিয়া বঙ্গীয় সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 'নব হিন্দুবাদ' মানবীয় ধর্ম, দুর্গত মানবের সেবা ও জাতীয়তাবাদের ভিত্তি স্থাপন করে।

(৫) জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক আন্দোলন : ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইতে এই যুগের আরম্ভ হইলেও বাংলা তথা ভারতের জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন বাংলা ও সমগ্র ভারতের নবজাগৃতির বিভিন্ন ধারার স্বাভাবিক পরিণতি। ভারতীয় 'রিনাসান্স'-এর উদ্বোধনকারী রামমোহনকেই ভারতের রও প্রথম হোতা বলা যায়।

তাঁহার দ্বারা প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজ জাতীয়তাবাদের উন্মেষের ক্ষেত্রে ও জাতীয় আন্দোলনের গোড়ার দিকে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীর উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করিবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সময়ের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ জাতীয় চেতনার স্ফুরণ দেখা দেয়। ১৮৩০-৭০ খৃষ্টাব্দের ওয়াহাবী বিদ্রোহ; ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র-রামগোপাল ঘোষ-প্যারীচাঁদ মিত্র-হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'; ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'A Society for the Promotion of National Glory and National Sentiment'; নবগোপাল মিত্র-রাজনারায়ণ বসু-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'দেশপ্রেমিক সঙ্ঘ' (Patriot's Association); নবগোপাল-রাজনারায়ণ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রনাথ কর্তৃক ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দুমেলা' বা 'চৈত্রমেলা'; আনন্দমোহন বসু-প্রতিষ্ঠিত প্রথম ছাত্র-সমিতি; সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-শিবনাথ শাস্ত্রী-আনন্দমোহন বসু-দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী কর্তৃক ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ভারত-সঙ্ঘ' (Indian Association), 'ভারত-সঙ্ঘ' কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের 'মুদ্রাযন্ত্র-আইন' ও 'অস্ত্র-আইন'; ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের 'ইলবার্ট-বিল' প্রভৃতি উপলক্ষে দেশব্যাপী আন্দোলন; 'ভারত-সঙ্ঘ' কর্তৃক ১৮৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দে 'জাতীয় তহবিল' গঠনের আন্দোলন; ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে 'ভারত-সঙ্ঘ' কর্তৃক আহূত 'নিখিল ভারত জাতীয় সম্মেলন' (All India National Conference)—এই সকল প্রচেষ্টা ও বঙ্গদেশের বাহিরে এই প্রকার বহু প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি; ১৯০৫ হইতে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন—বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ আন্দোলনও অরবিন্দ ঘোষ-বিপিন পাল প্রভৃতির নেতৃত্বে চরম-পন্থী সংগ্রাম জাতীয় আন্দোলনকে বহুদূর আগাইয়া লইয়া যায়।

ভারতীয় নবজাগৃতির বিভিন্ন ধারা

ভারতের নবজাগৃতি বা 'রিনাসান্স্'-এর ইতিহাস প্রধানতঃ বাংলা দেশের নব-জাগৃতির ইতিহাস হইলেও ইহার নব ভাবধারার প্রভাব বাংলার বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়া বিভিন্ন স্থানে নবজাগৃতির আন্দোলনের তরঙ্গ তুলিয়াছিল। বাংলার বাহিরের নবজাগৃতির আন্দোলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার এবং রাজনৈতিক জাগরণের ক্ষেত্রে।

ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে:

(ক) **আর্য-সমাজ**—নবজাগৃতির যুগের অন্যতম প্রধান ধর্মমত ও ধর্মীয় সংস্থা 'আর্য-সমাজ'। সামাজিক গুরুত্ব এবং ঐতিহাসিক ভূমিকার দিক হইতে ব্রাহ্ম-সমাজের পরেই ইহার স্থান। পূর্বেই বাংলা দেশে বঙ্কিমচন্দ্র উদারনৈতিক ব্যাখ্যার মারফত প্রাচীন হিন্দুধর্মের ব্যাপক সংস্কারের ভিত্তিতে 'নব হিন্দুবাদ' গড়িয়া তোলার কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই একই উদ্দেশ্য লইয়া পঞ্জাবে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উত্তর-ভারতে আর্য-সমাজ স্থাপন করেন। বাংলা দেশের ব্রাহ্ম-সমাজের মতই আর্য-সমাজ ভারতের ধর্ম ও সমাজ বেদের আদর্শে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পায়। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজ উহার উপনিষদের আদর্শ কেবল শহরাঞ্চলের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিল, আর আর্য-সমাজ উত্তর-ভারতের জনসাধারণের মধ্যে নিজেকে অংশতঃ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল। ব্রাহ্ম-সমাজ অপেক্ষা আর্য-সমাজের গণভিত্তি ছিল বহু গুণ বেশী। আর্য-সমাজও ব্রাহ্ম-সমাজের মতই পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু-সমাজের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া হিন্দু-সমাজকে সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত করিতে চাহিয়াছিল। আর্য-সমাজের আদর্শ প্রধানতঃ দুইটি কারণে উত্তর-ভারতের সাধারণ মানুষের নিকট গ্রহণীয় হইয়াছিল : (১) ইহার আদর্শ সম্পূর্ণরূপে বেদের ভিত্তিতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা ছিল উত্তর-ভারতের হিন্দু জনসাধারণের বিশ্বাস ও ঐতিহ্যসম্মত; (২) ইহার আদর্শ ছিল ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শ অপেক্ষা সাধারণের নিকট অধিকতর সহজবোধ্য। এই দুই কারণে প্রচলিত হিন্দু-সমাজ এবং ধর্মের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সামাজিক ও ধর্মীয় বিদ্রোহ হিসাবে ব্রাহ্ম-সমাজ অপেক্ষা আর্য-সমাজ সেই সময়ে অধিকতর সাফল্য অর্জনে সক্ষম হইয়াছিল।

হিন্দু-সমাজ ও হিন্দুধর্মের পূর্ণ সংস্কার সাধনই ছিল আর্য-সমাজের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আর্য সমাজ নিম্নোক্ত-রূপ আদর্শ প্রচার করে : (১) পৌত্তলিকতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া মূল বৈদিক একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা এবং বেদকেই সকল সত্যের একমাত্র উৎস বলিয়া গ্রহণ; (২) বৈদিক যুগের পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় কর্তৃক সৃষ্ট বিভিন্ন প্রকার সামাজিক আচার, নিয়ম, সংস্কার ও গোঁড়ামির উচ্ছেদ করিয়া বেদ ও উপনিষদে বর্ণিত সরল আদর্শে হিন্দু-সমাজের পুনর্গঠন; স্ত্রী-পুরুষ ও জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে বেদ অধ্যয়নের সুযোগ দান; জাতিভেদের বিলোপ সাধন; বাল্য-বিবাহ প্রথার উচ্ছেদ; বিধবা-বিবাহের ব্যাপক প্রচলন; ইত্যাদি। এই আক্রমণমুখী আদর্শ লইয়া আর্য-সমাজ সেই সময়ে সমগ্র উত্তর-ভারতে এক বিরাট জাগরণ সৃষ্টি করিয়াছিল।

আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রেও আর্য-সমাজের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। বাংলা-দেশের বাহিরে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে আর্য-সমাজ অন্যতম পথপ্রদর্শক। বালক-বালিকাদের শারীরিক, নৈতিক ধর্মীয় ও মানসিক বিকাশের জন্য উন্নত শিক্ষা-দানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত 'গুরুকুল' ও 'আর্য-কন্যা বিদ্যালয়' আজিও আর্য-সমাজের সেই প্রচেষ্টার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

(খ) **বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ-মিশন :** পরবর্তী কালের গোঁড়ামি ও আতিশয্যের ফলে ব্রাহ্ম সমাজ এবং হিন্দুসমাজের প্রচলিত রীতিনীতি সম্পূর্ণ বর্জন করিবার ফলে আর্য-সমাজ শিক্ষিত হিন্দুদের নিকট অগ্রাহ্য হইল। অন্যদিকে এই শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে ইংরেজ ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রতি বিরোধিতা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া ইহাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিতেছিল। এই জাতীয়তা-বোধ গড়িয়া উঠে 'নব হিন্দুবাদ'কে ভিত্তি করিয়া। বঙ্কিমচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ পূর্বেই বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয় সাধন করিয়া মানবীয় ধর্মের (Humanism-এর) ভিত্তিতে যে 'নব হিন্দুবাদ' (Neo-Hinduism) গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহাই এবার শিক্ষিত হিন্দু-সম্প্রদায়কে নব জাগরণ ও জাতীয়তাবাদের পথে চালিত করিল। এই জাতীয়তাবাদী নবজাগরণের প্রধান নায়ক হইলেন রাম-কৃষ্ণের সর্বপ্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ধর্ম-সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া নিজেকে নব্য ভারতের নেতৃপদে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। রামকৃষ্ণের শিক্ষাকেই আরও সরল রূপে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ধ্বনি তুলিলেন : "মানবতার সেবাই ঈশ্বরের সেবা, প্রকৃতধর্ম।" মানবীয় ধর্মের এই মূলনীতি কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি ভারতব্যাপী 'রামকৃষ্ণ মিশন' স্থাপন করেন। এক মহান সার্ব-জনীন আদর্শ ও মানব-সেবার ব্রত উদ্‌যাপনের সঙ্গে সঙ্গে 'রামকৃষ্ণ মিশন' এমন একটি সুশিক্ষিত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিদল গঠনে আত্মনিয়োগ করে যে সন্ন্যাসিদল হিন্দু-

সমাজের ব্রাহ্মণ পুরোহিত-সম্প্রদায়ের বংশানুক্রমিক প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবের উচ্ছেদ করিয়া জনসাধারণকে মানবীয় ধর্ম ও প্রগতির পথে পরিচালিত করিতে পারিবে।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার গভীর দেশপ্রেম এবং জাতীয় জাগরণে সক্রিয় আগ্রহের দ্বারা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করেন।

(গ) আহ্‌ম্মদিয়া আন্দোলন : ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মির্জা গোলাম আহ্‌ম্মদ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন। মির্জা আহ্‌ম্মদ মুসলমানদের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে 'দ্বিতীয় ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ' বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করেন। গোড়া মুসলমান-গণ তাঁহাকে 'দ্বিতীয় ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ' বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেও এবং তাঁহার এই মত প্রচারে নানারূপ বাধা সৃষ্টি করিতে থাকিলেও আহ্‌ম্মদিয়া আন্দোলন উত্তর-ভারতে দ্রুত বিস্তার লাভ করিতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতবর্ষ ও ভারতের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে এই আন্দোলনের কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং ভারতবর্ষে পাঁচ লক্ষাধিক মুসলমান মির্জা আহ্‌ম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

এই ধর্মমত মূলতঃ গোঁড়া মুসলমানদের মতের অনুরূপ হইলেও ইহা ভারতের বুদ্ধ, কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতিকে ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ বা অবতার বলিয়া স্বীকার করিত। এই-ভাবে এই আহ্‌ম্মদিয়া আন্দোলনের মধ্যে অংশতঃ বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয় ঘটে। কর্মপন্থা হিসাবে এই ধর্মমত অস্ত্রের সাহায্যে মুসলমানদের ধর্ম প্রচারের চিরাচরিত প্রথা অগ্রাহ্য করিয়া যুক্তি ও 'দৈববাণী'-প্রচারকেই ধর্মপ্রচারের একমাত্র উপায় বলিয়া গ্রহণ করে। ইহা ব্যতীত, এই আন্দোলন ব্রাহ্ম-ধর্ম, 'নব হিন্দুধর্ম' প্রভৃতি প্রগতিশীল আন্দোলনের মতই ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির সমর্থক ছিল। এই সকল কারণে এই আন্দোলন ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এইভাবে ধর্ম ও বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে আহ্‌ম্মদিয়া আন্দোলন একটি সংস্কারপন্থী আন্দোলনরূপে উত্তর-ভারতের মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

সমাজ-সংস্কার

ধর্মসংস্কারের মত সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রেও রামমোহন রায়ই ছিলেন প্রথম প্রদর্শক। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ হয় তাহার প্রধান নায়ক ছিলেন রামমোহন রায়। তাঁহার মৃত্যুর পর ব্রাহ্ম-সমাজই এই সংস্কার-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। তখন হইতে প্রায় সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য-সমাজের উদ্যোগে সাধারণ শিক্ষা ও স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার ও বিধবা-বিবাহের জন্য এবং জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন পরিচালিত হয়। বিধবা-বিবাহ প্রথমে ব্রাহ্ম-সমাজেই প্রচলিত হয় এবং পরে প্রধানতঃ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে 'বিধবা-বিবাহ আইন' বিধিবদ্ধ হয়। ব্রাহ্ম-সমাজের আর একটি মূল নীতি ছিল অসবর্ণ বিবাহ। প্রধানতঃ এই সমাজের চেষ্টার ফলেই ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে যে আইন বিধিবদ্ধ হয় তাহাতে অসবর্ণ বিবাহ স্বীকৃতি লাভ করে, ১৪ বৎসরের কম বয়স্ক বালিকাদের ও ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক বালকদের বিবাহ নিষিদ্ধ হয়, যে-কোন বয়সের হিন্দু বিধবা-দের বিবাহের অধিকার দান করা হয় এবং কয়েকটি শর্তে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকারও স্বীকৃত হয়।

উন্নত শিক্ষার বিস্তার

এদেশে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের মূলে প্রধানতঃ দুইটি কারণ ছিল : (১) উন্নত শিক্ষার জন্য অভিজাত ও

মধ্য-শ্রেণীর আগ্রহ ; (২) সরকারী ও সওদাগরী অফিসের কার্যের জন্য ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় শিক্ষিত ভারতীয় যুবকদের চাহিদা মিটাইবার জন্য ইংরেজ-সরকার ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের ব্যবস্থা করে। ইংরেজী শিক্ষার মারফত ভারতীয়গণ দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলাশিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিরাট সাফল্যের সন্ধান লাভ করে। বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের জন্য একদিকে শ্রীরামপুরের খৃষ্টান মিশনারিগণ কর্তৃক এবং অপর দিকে রামমোহনের নেতৃত্বে বিশিষ্ট বাঙ্গালিগণ কর্তৃক যে আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার ফলে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ (১৮১৬), শ্রীরামপুরে ইংরেজী কলেজ (১৮১৮) এবং বর্তমান 'হেয়ার স্কুল' (১৮১৮) প্রভৃতি কয়েকটি স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময় অন্যান্য প্রদেশেও এই আন্দোলন বিস্তার লাভ করে এবং এই প্রকার কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে ; যেমন. বোম্বাইয়ে 'এলফিন্‌স্টোন্ কলেজ' (১৮২৭), 'উইলসন্ স্কুল' ও 'কলেজ' (১৮৩৪) এবং মাদ্রাজে 'মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজ' (১৮৩৭)। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার কেবল বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সরকারী ও সওদাগরী অফিসসমূহে ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতীয় কর্মচারীর চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ-সরকারও এই বিষয়ে তৎপর হইয়া উঠে। আধুনিক ভারতের শিক্ষাবিষয়ক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির ইতিহাসে বিভিন্ন প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ভারত-সরকার কর্তৃক ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার পরেই 'বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়' ও 'মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়' এবং ইহার পর অল্প সময়ের মধ্যেই অন্যান্য প্রদেশেও একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হয়। প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষমতা ও শিক্ষা-দানের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকিলেও ক্রমশঃ ইহারা দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া আধুনিক ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ 'বিশ্ববিদ্যালয়-আইন'-এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্তৃত্ব ভারত-সরকারের হস্ত হইতে প্রাদেশিক সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইবার পর হইতে ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা আরম্ভ হয়। ইহাও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম কোন আকস্মিক ঘটনা নহে। ইহা ভারতীয় 'রিনাসান্স্'-আন্দোলনেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এবং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে 'রিনাসান্স্'-আন্দোলনের যে সকল ধারা প্রায় শতাব্দীকাল ধরিয়া বহিয়া আসিয়াছে, সেই সকল ধারারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইল জাতীয় কংগ্রেস। ভারতীয় 'রিনাসান্স্'-আন্দোলনের প্রথম হইতে ফরাসী বিপ্লবের 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা' ধ্বনির অমোঘ প্রভাবে ভারতীয়দের মনে জাতীয়তাবোধের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। সেই বীজ ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস নামক বিশাল মহীরুহে পরিণত হইল।

কংগ্রেসের জন্মের পর প্রথম দিকে ইহার প্রধান নেতৃত্বের সংগ্রাম-বিরোধী মনোভাবের ফলে কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই দলে ভাগ হইয়া যায়। সর্বপ্রথম মহারাষ্ট্র দেশে চরমপন্থী সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ হয়। ইহার পর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের 'বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন' উপলক্ষে বাংলাদেশেও চরমপন্থী সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রাম আত্মপ্রকাশ করে এবং

পাঞ্জাবেও ইহা ব্যাপক আকারে আরম্ভ হয়। এই সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামই ছিল তখন হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত একমাত্র স্বাধীনতা-সংগ্রাম। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পর হইতে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নূতন নায়কের আবির্ভাব ঘটে। ইনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। গান্ধীজির নেতৃত্ব জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নূতন যুগের সূচনা করে—সেই যুগ হইল কংগ্রেসের জনযুগ। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ঐতিহাসিক গণ-সংগ্রামের মধ্য দিয়া জাতীয় কংগ্রেস ভারতের জনসাধারণের রাজনৈতিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় 'রিনাসান্স্'-আন্দোলনও নিশ্চিত রূপে চরম বিকাশের-দিকে অগ্রসর হয়।

নূতন ভাষা ও সাহিত্যের জন্ম ঃ

বাংলা দেশে 'রিনাসান্স্'-আন্দোলন আরম্ভের পূর্বে প্রকৃত বাংলা ভাষা গড়িয়া উঠে নাই বলিলেই চলে। তখন ইহা ছিল প্রধানতঃ পয়ার-কবিতার সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ। 'রিনাসান্স্'-আন্দোলনের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভাষা ও নূতন সাহিত্য-সৃষ্টির আন্দোলনও আরম্ভ হয়। এই আন্দোলন উইলিয়াম কেরী ও রামমোহন রায় কর্তৃক আরব্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথের সময় পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলিয়া আসিয়াছে। ভাষা ও সাহিত্য-সৃষ্টির আন্দোলনকে মোটামুটি নিম্নোক্ত তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(১) প্রথম যুগ বাংলা ভাষার গোড়া পত্তনের যুগ। কেরী সাহেবের উদ্যোগে কৃত *Book of Dialogue* (১৮০১), *Bengali Grammar* (১৮০১), 'বাংলা অভিধান' (১৮২০), প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮); কেরীর সহযোগী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক প্রথম বাংলা গদ্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা (১৮০২-১৮১৭); ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে রামমোহন কর্তৃক কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, বাংলা গদ্যে লিখিত সমালোচনা, ব্যাখ্যা প্রভৃতি, সাপ্তাহিক পত্র 'সংবাদ কৌমুদী' প্রকাশ (১৮২১), ইংরেজী গ্রামারের অনুকরণে 'বাংলা গ্রামার' রচনা (১৮২৬); কবি ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় প্রথমে সাপ্তাহিক ও পরে দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকরের' প্রকাশ (১৮৩৯); *Society for the Promotion of the Bengali Language and Learning*-এর প্রতিষ্ঠা; অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রভৃতি নানাবিধ সাহিত্য নূতন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্ম ও জয়যাত্রা ঘোষণা করে।

(২) দ্বিতীয় যুগ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের যুগ। এই যুগ আরম্ভ হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'বর্ণপরিচয়' প্রভৃতি দ্বারা। ইহার পর প্রচলিত রীতিনীতি ও ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী লইয়া একে একে দেখা দিল মাইকেল মধুসূদনের অমর রচনাসম্ভার। অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও 'মেঘনাদ-বধ' মহাকাব্য সৃষ্টি করিয়া মধুসূদন বাংলা কাব্যের মারফত 'রিনাসান্স'-অভিযানের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিলেন। তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা' নাটক (১৮৫৯) বাংলা ভাষায় প্রথম আধুনিক নাট্য-সাহিত্যের জন্ম ঘোষণা করিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন কর্তৃক প্রথম বাংলা চতুর্দশপদী কবিতার (Sonnet-এর) প্রবর্তনে বাংলা কাব্য-সাহিত্যে বিপ্লবের সূচনা হইল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক বাংলা নাট্য-সাহিত্যের নূতন পথ দেখাইল। দীনবন্ধু মিত্রের ব্যঙ্গাত্মক সামাজিক নাটকসমূহও তাঁহার অবিস্মরণীয় কীর্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব বাংলা গদ্য ও উপন্যাস-সাহিত্যের দিক পরিবর্তনের সূচনা করিল। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সম্পূর্ণ নূতনভাবে ঢালিয়া সাজাইলেন এবং উপন্যাস-সৃষ্টির এক নূতন পথ দেখাইলেন। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা সাহিত্যে প্রথম রোমান্টিক ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'কপাল-

কুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতি দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষায় সামাজিক উপন্যাসের নূতন ধারা প্রবর্তন করিলেন। বঙ্কিমের মাসিক 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) বাংলা ভাষায় প্রথম সাংস্কৃতিক পত্রিকা। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'কমলাকান্ত' বাংলা সাহিত্যের এক অভিনব চরিত্র-সৃষ্টি। ইহার মুখ দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নিজস্ব মানবতাবাদী নব হিন্দুধর্ম ও স্বদেশভক্তির নূতন আদর্শ প্রচার করিলেন। সাধারণ মানুষ ও কৃষক-সম্প্রদায়ের প্রতি গভীর দরদে পূর্ণ 'সাম্য' নামক রচনাবলী প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে নূতন আদর্শ স্থাপন করিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) ও উহার অন্তর্ভুক্ত 'বন্দেমাতরম' গান পরবর্তী কালের জাতীয় আন্দোলনে গভীর প্রেরণার উৎস হইয়া রহিল। ইহার পূর্বে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সমাজের সাধারণ মানুষের সহজবোধ্য এক নূতন ভাষা প্রচলনের প্রয়াস পান এবং তাহারই ফলস্বরূপ প্যারীচাঁদ 'টেঁকচাঁদ ঠাকুরের' ছদ্মনামে 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) ও কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' (১৮৬২) রচনা করেন। কিন্তু বঙ্কিমের অভিনব রচনা-পদ্ধতির প্রভাবে তাঁহাদের সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয়। কিন্তু কালীপ্রসন্নের শ্রেষ্ঠ কীর্তি উৎকৃষ্ট সাধু ভাষায় মহাভারতের নূতন অনুবাদ বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসনলাভ করিয়াছে। কাব্যের ক্ষেত্রে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (পদ্মিনী কাব্যে), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বৃত্রসংহার কাব্যে) ও নবীনচন্দ্র সেন (পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে) দৃপ্ত স্বদেশভক্তির নূতন ধারা প্রবর্তন করেন। অন্যদিকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস রচনার নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন এবং ঐতিহাসিক গবেষণার নূতন পথ প্রদর্শন করেন। নাট্যকার ও অভিনেতা গিরীশচন্দ্র ঘোষ নাট্য-সাহিত্য ও বাংলা রঙ্গমঞ্চকে নূতন রূপে গড়িয়া তোলেন। মুসলমান কবি ও ঔপন্যাসিক মীর মোসারফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু', 'জমিদার-দর্পণ' প্রভৃতি রচনা 'রিনাসান্স্'-যুগের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সৃষ্টি।

(৩) বাংলা সাহিত্যে 'রিনাসান্স্'-এর তৃতীয় যুগ 'রাবীন্দ্রিক যুগ'। ইতিপূর্বে মাইকেল মধুসূদন কাব্যের ক্ষেত্রে, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস ও প্রবন্ধের ক্ষেত্রে এবং দীনবন্ধু নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে তিনটি নূতন ধারা আনায়ন করিয়াছিলেন, এবার সেই ত্রিধারার সমন্বয়ে নবগঠিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিয়া এবং উহার মারফত জাতীয় জীবনে এক সর্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া বাংলা দেশে রবীন্দ্র-প্রতিভার আবির্ভাব হইল। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে স্বদেশ-ভক্তিমূলক কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিয়াই খ্যাতি লাভ করেন। তাহার পর হইতে ধারাবাহিকভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান, প্রবন্ধ, নাটক, গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে বাংলা তথা ভারতের নবভাবের গুরু, সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিকের পদে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া অসংখ্য কবিতা-গান-প্রবন্ধের মারফত এক মহাবাণী ভারত ও বিশ্বসভায় প্রচার করিয়াছেন। সেই মহাবাণী হইল পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও সংস্কৃতি এবং ভারতের উপনিষদের সংমিশ্রণে রচিত বিশ্ব-মানবের মিলন-মুক্তি-শান্তি-সংস্কৃতির বাণী। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই মহাবাণী প্রচারের কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা করেন 'শান্তিনিকেতন' (১৯০১) ও 'বিশ্ব-ভারতী'। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে নোব্‌ল-পুরস্কারের সম্মান দ্বারা বিশ্ববাসী তাঁহার এই নূতন বাণীকে বিশ্ব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে বরণ করিয়া লয়।

'রিনাসান্স্'-আন্দোলন পূর্বেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নূতন সৃষ্টির চাঞ্চল্য জাগাইয়া তুলিয়াছিল। এবার রবীন্দ্র-প্রতিভার সাফল্য অন্যান্য প্রদেশের জাগরণকেও ত্বরান্বিত

করিয়া তুলিল। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি, মারাঠী, তামিল, তেলেগু প্র ভৃ তি বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যেও নব জাগরণের তরঙ্গ উঠিল এবং বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস প্রভৃতির অনুকরণে নূতন নূতন সাহিত্য সৃষ্টি হইতে লাগিল। এইভাবে ভারতীয় সাহিত্যের জন্ম হইল। এই নূতন সাহিত্যের সহিত সমান তালে আগাইয়া চলিল ভারতের জাতীয় আন্দোলন। এই নূতন সাহিত্য ও জাতীয় আন্দোলন পরস্পরকে নূতন শক্তি দান করিয়া সুপুষ্ট করিয়া তুলিতে লাগিল। আর এইভাবে শতাধিক বর্ষব্যাপী 'রিনাসান্স্'-আন্দোলনের মধ্য দিয়া মধ্যযুগের গলিত ও মুমূর্ষু ভারতের পরিবর্তে দেখা দিল সকল দিকে অগ্রসরমান আধুনিক ভারত।

Rent : জমির খাজনা।

প্রচলিত অর্থনীতিতে, যে-জমি উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে সেই জমির (প্রাকৃতিক সম্পদের) মালিকের আয়কেই 'খাজনা' বলা হয়। এই অর্থনীতি অনুসারে, যে চারিটি বিষয়ের একত্র সমাবেশের ফলে উৎপাদন-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, জমি তাহাদের মধ্যে একটি ; অন্যগুলি হইল শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। ভিন্ন কথায়, খাজনা কথাটি দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদ (জমি—Land) হইতে যে বিভেদাত্মক সুবিধা (Differential Advantage) লাভ করা যায় তাহা বুঝায়। এইরূপ অনেক জমি আছে যাহাতে চাষবাস করিয়া কেবল খরচটুকুই উঠে, তাহার বেশী আর কিছু পাওয়া যায় না। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে, এই সকল জমি হইতে কোন খাজনা পাওয়া যায় না। এই প্রকার জমি অপেক্ষা ভাল জমির চাষের দ্বারা খরচ উঠিয়াও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, সেই সকল ভাল জমি হইতেই খাজনা পাওয়া যায়।

Ricardian Theory of Rent : খাজনা সম্বন্ধে রিকার্ডোর মত।

খাজনা সম্বন্ধে বনিয়াদী অর্থনীতির অন্যতম স্রষ্টা ডেভিড রিকার্ডোর (১৭৭২-১৮২৩) মতবাদ। রিকার্ডোর মতে, "জমির মৌলিক (Original) ও অবিনশ্বর (Indestructible) গুণের জন্য জমিদারকে উৎপন্ন ফসলের যে অংশ দেওয়া হয়, তাহাই খাজনা (Rent)।" আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ রিকার্ডোর এই খাজনাসম্বন্ধীয় মতবাদের নিম্নোক্তরূপ সমালোচনা করিয়া থাকেন : রিকার্ডোর মতে, জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর গুণসমূহের জন্যই খাজনা দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জমির এমন কোন গুণ নাই যাহা অবিনশ্বর ; চাষের ফলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয় কিন্তু সেই উর্বরতা আবার সৃষ্টি করাও যায় ; ইত্যাদি।

Marxian Theory of Rent : খাজনা সম্বন্ধে কার্ল্ মার্ক্স্-এর মতবাদ।

খাজনা হইল জমির মালিকের আয়, জমির উপর তাহার একচেটিয়া অধিকারের জন্যই তাহার এই আয় হয় ; মূলধনীরা যে উদ্বৃত্ত-মূল্য (Surplus-Value) আত্মসাৎ করে, সেই উদ্বৃত্ত-মূল্যের তিনটি ভাগের একটি ভাগ হইল খাজনা, অপর দুইটি ভাগ হইল শিল্পপতির মুনাফা ও ব্যাঙ্কের (মূলধনের) সুদ ; "সকল প্রকার জমির খাজনাই উদ্বৃত্ত-মূল্য, উদ্বৃত্ত শ্রম দ্বারা উৎপন্ন ফল।"—Karl Marx : *Capital, Vol. III.*

মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে সকল প্রকার খাজনা দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়—(১) Absolute Rent : উৎপাদন-নিরপেক্ষ খাজনা ; (২) Differential Rent : প্রভেদমূলক খাজনা।

Differential Rent : প্রভেদমূলক বা পার্থক্যমূলক খাজনা।

ইহা হইল "উৎপাদনের একটা নির্দিষ্ট নিম্নতম দাম ও উৎপাদনের উচ্চতম দাম এই দুইয়ের ভিতরের পার্থক্য।"—Lenin : *Theory of Agrarian Questions* এই পার্থক্যটুকু জমির মালিক আত্মসাৎ করে।

কৃষির জমি তিন ভাগে ভাগ করা যায়: (১) উৎকৃষ্টতম জমি (উর্বরা-শক্তি, ভাল সারের ব্যবস্থা, নিকটে বাজার থাকা প্রভৃতির জন্য); (২) মাঝারি রকমের জমি; (৩) নিকৃষ্টতম জমি। বাজারের চাহিদা মিটাইবার জন্য এই তিন প্রকার জমির ফসলেরই প্রয়োজন হয়। "জমির মোট পরিমাণ সীমাবদ্ধ বলিয়া উৎপাদনের অবস্থার দ্বারাই শস্যের দাম স্থির হয়; শস্যের দাম গড়পড়তা জমির (Average Land) উৎপাদনের ভিত্তিতে ধার্য হয় না, ইহা ধার্য হয় কৃষিকার্যে নিযুক্ত নিকৃষ্টতম জমির উৎপাদনের ভিত্তিতে।...অপেক্ষাকৃত ভাল (অর্থাৎ মাঝারি) জমির চাষী অতিরিক্ত মুনাফা (অর্থাৎ নিকৃষ্টতম জমির মুনাফা অপেক্ষা বেশী মুনাফা) লাভ করে, আর এই অতিরিক্ত মুনাফাটুকুই হইল 'প্রভেদমূলক' (Differential) খাজনা।" ইহা ব্যতীত "অপেক্ষাকৃত ভাল (অর্থাৎ মাঝারি) জমিতে লগ্নিকৃত মূলধন দ্বারা যে উদ্বৃত্ত-মুনাফা লাভ হয়, অথবা মূলধনের অপেক্ষাকৃত বেশী লাভজনক লগ্নিদ্বারা যে উদ্বৃত্ত-মুনাফা লাভ হয়, সেই উদ্বৃত্ত-মুনাফাই 'প্রভেদমূলক' খাজনা সৃষ্টি করে।"

—Lenin: *Theory of Agrarian Questions.*

এইভাবে উৎকৃষ্টতম জমি হইতে পাওয়া যায় উৎপাদন-নিরপেক্ষ খাজনা (Absolute Rent) ও গড়পড়তা মুনাফা, কিন্তু এই জমি হইতে কোন প্রভেদমূলক খাজনা পাওয়া যায় না। যদি জমির মালিক নিজেই জমি চাষ করে এবং তাহার জমি যদি নিকৃষ্টতম জমি না হয়, তাহা হইলে সে পাইবে উৎপাদন-নিরপেক্ষ খাজনা ও প্রভেদ-মূলক খাজনা দুই-ই এবং ঐ জমিতে তাহার লগ্নিকরা মূলধনের জন্য গড় মুনাফা।

Absolute Rent: উৎপাদন-নিরপেক্ষ খাজনা।

"জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা হইতেই উৎপাদন-নিরপেক্ষ খাজনার উৎপত্তি।"

—Lenin: *Agrarian Questions.*

সকল জমিতে, এমন কি নিকৃষ্টতম জমিতেও, উৎপাদনের পূর্বেই (অথবা উৎপাদন সম্ভব হউক বা না হউক) জমির মালিককে যে নির্দিষ্ট খাজনা অবশ্যই দিতে হয়, সেই নির্দিষ্ট খাজনাই 'উৎপাদন-নিরপেক্ষ' খাজনা (Absolute Rent)। এই জন্যই যখন শিল্পোৎপন্ন পণ্য বিক্রয় হয় উহার উৎপাদন-খরচের দামে (উৎপাদন-খরচ = প্রকৃত খরচ + গড় মুনাফা), তখন কৃষিজাত পণ্য বিক্রয় হয় উহার উৎপাদন-খরচের অনেক বেশী দামে। আর এই সবটুকু পার্থক্য অর্থাৎ উৎপাদন-খরচ অপেক্ষা বেশী যাহা পাওয়া যায় তাহা) জমির মালিক আত্মসাৎ করে। অবশ্য বাজারদর পড়িয়া গেলে নিকৃষ্টতম জমির উৎপাদন বন্ধ হইয়া যায় এবং তখন মাঝারি জমিই নিকৃষ্টতম জমির স্থান গ্রহণ করে।

সাধারণতঃ মূলধন শিল্পের ক্ষেত্র ছাড়িয়া কৃষির ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার প্রধান কারণ হইল জমির উপর ব্যক্তি-গত মালিকানা। জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা মূলধনের চলাচলের পক্ষে একটা বিরাট বাধাস্বরূপ। শিল্পে মূলধনের গঠন (Composition of Capital) খুব উঁচু (অর্থাৎ বেশী), আর মুনাফার হার খুব নীচু (অর্থাৎ কম)। অন্যদিকে, কৃষিতে মূলধনের গঠন খুব নীচু (অর্থাৎ কম), আর মুনাফার হার খুব উঁচু (অর্থাৎ বেশী)। "অন্যান্য শিল্প-বিভাগের তুলনায় কৃষিতে (মূলধনের অনুপাতে) উদ্বৃত্ত উৎপাদনের হার খুব বেশী।"

—Lenin: *Theory of Agrarian Questions.*

Rentier: লগ্নির আয়ের উপর নির্ভরশীল মূলধনী; 'রেন্টিয়ার'।

ইহা একটি ফরাসী শব্দ। যে ব্যক্তির কোম্পানির লভ্যাংশ, কোম্পানির কাগজের সুদ, জমিদারী প্রভৃতি হইতে স্থায়ী আয় আছে, অর্থাৎ যে মূলধনী কেবল তাহার লগ্নিকৃত মূলধনের আয়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে।

বর্তমান কালে, অর্থাৎ মহাজনী মূলধনের (Finance Capital-এর) যুগে মূলধনীরা শিল্পের সাক্ষাৎ সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শিল্পের পরিচালনার ভার অপর কোন ব্যক্তি বা পরিচালক-বোর্ডের (Board of Directors) উপর ন্যস্ত করিয়া তাহাদের লগ্নিকৃত মূলধনের আয়ের দ্বারা আরামে ও বিলাস-ব্যসনে জীবন যাপন করিয়া থাকে।

Reparation : যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ।

কোন যুদ্ধের পর বিজয়ী দেশ কর্তৃক পরাজিত দেশের নিকট হইতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ আদায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর বিজয়ী গ্রেট বৃটেন ও ফরাসী দেশ জার্মানীর নিকট যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ১৩ হাজার ২ শত কোটি স্বর্ণমার্ক (জার্মানীর মুদ্রা) দাবি করে। কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ অর্থ দেওয়া জার্মানীর পক্ষে অসম্ভব হয় এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জার্মানী সম্পূর্ণ দেউলিয়া হইয়া পড়ে। পরে 'দয়েস প্ল্যান' (Dawes Reparation Plan) ও 'ইয়ঙ্গ প্ল্যান'-এর (Young Plan) দ্বারা জার্মানীর নিকট হইতে নগদে ও জিনিসপত্রে মোট ১৭ শত কোটি স্বর্ণমার্ক আদায় করা সম্ভব হয়। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে আর্থিক মহাসংকটের সময় জার্মানী ক্ষতিপূরণ দেওয়া বন্ধ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিজয়ী দেশগুলি পরাজিত জার্মানীর নিকট এইরূপ কোন ক্ষতিপূরণ দাবি করে নাই।

Representative Government : প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থা বা 'গভর্নমেণ্ট'।

প্রাচীনকালের নগর-রাষ্ট্রে জনসাধারণ যেরূপ সাক্ষাৎভাবে সরকারী কার্য পরিচালনা করিত, বর্তমান কালে তাহা অসম্ভব বলিয়া জনসাধারণ দেশের পার্লামেণ্ট বা আইনসভা গঠনের জন্য ভোট দিয়া নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া যে পার্লামেণ্ট গঠিত হয় সেই পার্লামেণ্ট উহার প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকারী কার্য পরিচালনা করে। ইহাকেই বলা হয় 'প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থা' বা 'গভর্নমেণ্ট'।

Reproduction : পুনরুৎপাদন।

[Production শব্দ দ্রষ্টব্য]

Republic : সাধারণতন্ত্র ; সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র। সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর জনসাধারণের ভোটে আইন-সভার নির্বাচন হয় এবং এই আইন-সভার নিকট গভর্নমেণ্ট দায়ী থাকে। সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান নায়ক থাকেন 'প্রেসিডেণ্ট' বা অনুরূপ পদাধিকারী কোন ব্যক্তি। তিনিও নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

Republican Party : সাধারণতন্ত্রী দল ; 'রিপাব্‌লিকান পার্টি' (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দলের একটি ; অন্যটি হইল 'ডেমোক্রাটিক পার্টি' (গণতান্ত্রিকদল)। 'রিপাব্‌লিকান পার্টি' ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 'ডেমোক্রাটিক পার্টি'রই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐ বৎসর জন্ কুইন্‌সি এডামস্ ও হেনরি ক্লে-এর নেতৃত্বে 'ডেমোক্রাটিক পার্টি'র একটি দল মূল পার্টি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া 'রিপাব্‌লিকান পার্টি' নাম গ্রহণ করে। গোড়ার দিকে এই পার্টি ছিল খুবই দুর্বল, কিন্তু ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে আর একটি দল দাস-প্রথা রদ করিবার দাবি লইয়া মূল 'ডেমোক্রাটিক পার্টি' ত্যাগ করিয়া 'রিপাব্‌লিকান

পার্টি'তে যোগদান করে এবং ইহার ফলে 'রিপাব্লিকান পার্টি' বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এই পার্টির নায়ক আব্রাহাম লিঙ্কন্ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হন। এবং দাসপ্রথা তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইহার ফলে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তাহাতে 'রিপাব্লিকান পার্টি'ই জয়লাভ করে। এই গৃহযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পসমৃদ্ধ উত্তরাংশ 'রিপাব্লিকান পার্টি'কেই সমর্থন করে এবং তখন হইতেই বরাবর উত্তরাংশ 'রিপাব্লিকান পার্টি'র ঘাঁটি হইয়া থাকে। গৃহযুদ্ধের পর হইতেই এই পার্টি সাম্রাজ্য-বিস্তারের নীতি অনুসরণ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত এই দল ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী (Isolationist), অর্থাৎ ইউরোপের ব্যাপারে জড়িত না হইবার পক্ষপাতী। বর্তমানে 'রিপাব্লিকান' ও 'ডেমোক্রাটিক পার্টি'র মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নাই।

[Democratic Party দ্রষ্টব্য]

Resistance, Passive: নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ।

শারীরিক বল প্রকাশ না করিয়া কোন অন্যায় আদেশ বা আইন মানিয়া চলিতে অস্বীকার করা। [Gandhism দ্রষ্টব্য]

Retaliatory Tariff: প্রতিশোধমূলক শুল্ক। [Tariff শব্দ দ্রষ্টব্য]

Revisionism: 'সংশোধনবাদ'; 'সংস্কারবাদ'।

"মার্ক্স্-এঙ্গেল্স্-এর বিভিন্ন শিক্ষা ও মতবাদ বর্তমান অবস্থায় অচল, সুতরাং এখন সেইগুলির সংশোধন করা প্রয়োজন" —এই প্রকার মত। ইউরোপের বিভিন্ন 'সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি'র নেতাদের মধ্যেই এই মত প্রবলভাবে দেখা দেয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর 'সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি'র অন্যতম প্রধান তত্ত্বকার বার্ণস্টাইন সর্বপ্রথম এই 'সংশোধনবাদী আন্দোলন' আরম্ভ করেন।

মার্ক্স্বাদীরা এই মতের নিম্নোক্তরূপ সমালোচনা করিয়া থাকেন:—

'সংশোধনবাদী' আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল মার্ক্স্-এঙ্গেল্স্ এর বিভিন্ন শিক্ষা ও মতবাদের বৈপ্লবিক তাৎপর্য বর্জন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অথবা প্রকাশ্যে মার্ক্স্বাদকে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থকরূপে দাঁড় করান। মার্ক্স্বাদীদের মতে, এই 'সংশোধনবাদ' মার্ক্স্কে সমালোচনা করিবার অজুহাত লইয়া দেখা দিয়াছিল এবং ইহা ইউরোপের বিভিন্ন 'সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি'কে শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্য বিপ্লব-বিরোধী পার্টিতে পরিণত করিয়াছিল।

[Marxism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Revolution: বিপ্লব (রাজনৈতিক ও সামাজিক)।

সাধারণ অর্থে, কোন চল্তি সমাজ-ব্যবস্থার (পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার) আমূল পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে উক্ত সমাজের নূতন ও সর্বাপেক্ষা উন্নত শ্রেণীর দ্বারা পুরাতন ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীর (দেশীয় বা বিদেশী শাসকদের) হস্ত হইতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল।

বিপ্লব নিজে নিজে সংঘটিত হয় না, ইহার জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা আবশ্যক।

"বিপ্লব মানুষের মৃত্যুর মত কোন ব্যাপার নহে, মৃত্যুর পর মানুষের দেহটাকে সহজেই সরাইয়া ফেলা হয়। কিন্তু যখন কোন পুরাতন সমাজ ধ্বংস (বা ধ্বংসপ্রায়) হয়, তখন সেই পুরাতন সমাজটাকে শবাধারে (কফিনে) পুরিয়া কবরে নামাইয়া দেওয়া যায় না। সেই পুরাতন সমাজটা আমাদের ভিতরেই পচিয়া গলিয়া খসিয়া পড়ে, সেই সমাজটা পচিয়া আমাদের মধ্যেই বিষ ছড়াইতে থাকে। বিষ ছড়াইবার পূর্বেই সেই ধ্বংসপ্রায় সমাজটাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে হয়। কোন বড় বিপ্লব কেবল এইভাবেই সংঘটিত হয়। অন্য কোনভাবে বিপ্লব কখনও ঘটে নাই, ঘটিতে পারেও

না।"—V. I. Lenin : *A Report On Combating Famine.*

কোন দল বা ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা কেবল রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করাকে বিপ্লব বলা হয় না। কারণ, তাহার ফলে পুরাতন প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের কোন পরিবর্তন ঘটে না, তাহার ফলে কেবল পুরাতন প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের নায়কই বদল হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জার্মানীতে হিট্‌লারের ক্ষমতা দখলকে বিপ্লব বলা হয় না, কারণ হিট্‌লারের ক্ষমতা দখলের পরেও পুরাতন সমাজটাই অক্ষত অবস্থায় ছিল এবং পুরাতন শাসকশ্রেণীও ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রেট বৃটেনে 'লেবার পার্টি'র গভর্ণমেন্ট গঠনের দ্বারাও 'শ্রমিক-বিপ্লব' বুঝায় না, কারণ 'লেবার পার্টি'র সেই গভর্ণমেন্টের দ্বারা চল্‌তি সমাজ-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না।

National Revolution : জাতীয়-বিপ্লব।

সাধারণভাবে, জাতীয় স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কোন পরাধীন বা ঔপনিবেশিক, অথবা অর্ধ-স্বাধীন বা অর্ধ-ঔপনিবেশিক দেশের সফল বৈপ্লবিক সংগ্রাম। কতকগুলি ঔপনিবেশিক বা অর্ধ-ঔপনিবেশিক দেশে জাতীয় বিপ্লব দ্রুত সফলতা লাভের সহায়ক হিসাবে সামন্ত-তন্ত্র-বিরোধী (বা 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক') বিপ্লবের সকল অথবা প্রায় সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই গ্রহণ করিয়াছে ; যেমন চীন, উত্তর-কোরিয়া প্রভৃতি জনগণতান্ত্রিক দেশ-সমূহে। এই বিপ্লবে দেশের জাতীয় মূলধনী-শ্রেণী (মূলধনী-শ্রেণীর যে অংশ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা শোষিত ও তাহার ফলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী), বুদ্ধিজীবীরা, দোকান-দার (ছোট ব্যবসায়ী), শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি জনসাধারণ যোগদান করে। চীন প্রভৃতি কয়েকটি দেশে কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় শ্রমিকশ্রেণী এই বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

Bourgeois Democratic Revolution : বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

এই কথাটি সাধারণতঃ মার্ক্‌স্‌বাদীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। মার্ক্‌সীয় অর্থে, যে বিপ্লবের মারফত সামন্তপ্রথা দ্বারা উৎপীড়িত বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও অভি-জাতবর্গের শাসন ধ্বংস করিয়া নিজেদের উৎপাদন-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ তৈরী করে, সেই বিপ্লবকে বলা হয় 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব' বা 'বুর্জোয়া বিপ্লব'। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের 'ফরাসী বিপ্লব', ইংলণ্ডের 'ক্রমওয়েল-বিপ্লব', রুশিয়ায় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের 'ফেব্রুয়ারী-বিপ্লব' ও কেরেনস্কি-গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা, প্রথম মহা-যুদ্ধের পর তুরস্কে মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে সংঘটিত বিপ্লব, ইত্যাদি।

'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব'-এর ফলে সমাজে ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের পথ প্রস্তুত হয়, দেশের আভ্যন্তরিক বাজার প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমিদাস-প্রথার (Serfdom) অবসান ঘটে, কৃষকদের একটা অংশ (ভূমিহীন কৃষক) ও হস্তশিল্পীরা (ছোট কারিগর) শ্রমিকে পরিণত হয়, আধুনিক শিল্প গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় এবং এই সকল কার্য-পরিচালনার জন্য 'পার্লামেণ্ট-গণতন্ত্র' বা 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হয়, ইত্যাদি। এইভাবে বুর্জোয়া-বিপ্লবের মারফত সমাজ-তন্ত্রের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে সফলতা লাভের পক্ষে প্রয়োজনীয় অবস্থাগুলিও তৈরী হইয়া থাকে।

American Revolution : আমেরিকার বিপ্লব।

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া উত্তর-আমেরিকার প্রথম তেরটি রাজ্যের স্বাধীনতা লাভ। এই স্বাধীনতা-যুদ্ধ চলিয়াছিল ১৭৭৫-৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

ইহার পূর্বে উত্তর-আমেরিকার জনসাধারণ ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও স্বাধীনতার প্রশ্ন লইয়া বিবাদ চলিতেছিল।

১৭৬৫ খৃঃ বৃটিশ সরকার 'স্ট্যাম্প-ট্যাক্স্' নামে একটি ট্যাক্স বসাইলে এই বিবাদ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণ তিনখানি জাহাজের বৃটিশ পণ্য জলে ফেলিয়া দিলে বৃটিশ সরকার প্রতি-হিংসামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করায় বিবাদ চরমে ওঠে। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ ফিলাডেলফিয়া নগরীতে এক কংগ্রেসে সমবেত হইয়া আমেরিকার জনসাধারণের মৌলিক অধিকার-সম্বলিত একটি ঘোষণা-পত্র রচনা করেন। এই ঘোষণা-পত্র প্রচারের পর ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণ একদল বৃটিশ সৈন্যের উপর আক্রমণ করিয়া তাহাদের পরাজিত করে। ইহা হইতেই আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। জনসাধারণের নায়কগণ যুদ্ধ পরিচালনার জন্য এক স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন করেন। জর্জ ওয়াশিংটন এই বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। এই যুদ্ধে একদল ফরাসী সৈন্য আমেরিকানদের সহিত মিলিত হইয়া বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে প্রধান বৃটিশ সেনাপতি লর্ড কর্ণ্‌ওয়ালিশ এক চূড়ান্ত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জর্জ ওয়াশিংটনের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে স্থলভাগের যুদ্ধ কার্যতঃ শেষ হইয়া যায়। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে এক শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলেও ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জল-যুদ্ধ চলিয়াছিল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বৃটিশ শাসকগণ আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলে ঐ বৎসরই স্থায়ীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে ১৩টি রাজ্য লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। স্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র রচিত হয় ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে এবং ঐ বৎসর জর্জ ওয়াশিংটন প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পর অন্যান্য রাজ্য যোগদান করে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যের সংখ্যা হয় ৪৫টি। ইহার পর আরও তিনটি রাজ্য যোগদান করে। বর্তমানে ৪৮টি রাজ্য লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত।

English Revolution: ইংলণ্ডের বিপ্লব।

ইংলণ্ডের বিপ্লবকাল ১৬৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময় বহু বৈপ্লবিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। ইহার প্রথম অংশকে বলা হয় 'ক্র ম ও য়ে ল-বি প্ল ব' (১৬৪২-৫৮) এবং দ্বিতীয় অংশকে বলা হয় 'ইংলিশ বিপ্লব' (১৬৮৮-৮৯)। ক্রম-বর্ধমান মূলধনীশ্রেণী (বা 'বুর্জোয়াশ্রেণী') দ্বারা শিল্প-বিকাশের পক্ষে বাধাস্বরূপ সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশের পথ প্রস্তুত করাই ছিল বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য।

১৪৮৫ হইতে ১৬০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইংলণ্ডের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ধনিকশ্রেণী (বুর্জোয়াশ্রেণী) জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ একটি শক্তিশালী শ্রেণীরূপে দণ্ডায়মান হয়। তাহাদের কল-কারখানা স্থাপনের প্রয়াসে সামন্ততান্ত্রিক রাজা ও অভিজাতশ্রেণী বাধা দিতে থাকিলে সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে ধনিক-শ্রেণীর সংগ্রাম তীব্র আকারে দেখা দেয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের ধর্মীয় ভিত্তি-স্বরূপ ক্যাথলিক মতাবলম্বী খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধে ধনিকশ্রেণীর সমর্থক প্রোটেস্ট্যান্ট মতাবলম্বী খৃষ্টধর্মেরও সংঘর্ষ আরম্ভ হয়।

নবজাত ধনিকশ্রেণীর প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত পার্লামেণ্ট এই সামন্ততন্ত্র-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। ইহার ফলে ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে রাজা প্রথম চার্লস্ পার্লামেণ্টের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং পার্লামেণ্টের নায়ক অলিভার ক্রমওয়েল, পিম্ হ্যাম্প্‌ডেন প্রভৃতিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিলে লণ্ডনের সকল ব্যবসায়ী ও ধনীদের নেতৃত্বে জন-সাধারণ পার্লামেণ্টকে রক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। রাজা প্রথম চার্লস্ ভয় পাইয়া অক্সফোর্ডে পলাইয়া যান এবং পার্লামেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সেখানে একটি সৈন্যবাহিনী

গঠন করেন। পার্লামেন্টের নায়কগণও সৈন্য-বাহিনী গঠন করিয়া যুদ্ধ চালায়। পার্লামেন্ট-বাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন অলিভার ক্রমওয়েল। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে এক চূড়ান্ত যুদ্ধে ক্রমওয়েল কর্তৃক রাজকীয় বাহিনী পরাজিত হইবার পর দুই বৎসর কাল রাজা পার্লামেন্টের সহিত আপসের চেষ্টা করেন। এই চেষ্টা ব্যর্থ হইলে ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এবার রাজা প্রথম চার্লস্ স্কটল্যাণ্ডে পলাইয়া গিয়া একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। কিন্তু ক্রমওয়েল এই বাহিনী-কেও পরাজিত করিয়া রাজাকে বন্দী করেন এবং রাজার বিচার হয়। বিচারের শাস্তি-স্বরূপ ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে রাজার মস্তক ছেদন করা হয় এবং তাঁহার সমর্থক ক্যাথলিকদেরও ইংলণ্ড হইতে বিতাড়িত করা হয়। ইহার পর ক্রমওয়েলের পরিচালনায় বিজয়ী ধনিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে 'কমনওয়েলথ' বা সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাধারণতন্ত্র ১৬৪৯ হইতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত টিকিয়া ছিল। এই সময়ে নূতন ব্যবস্থার রূপ ও কর্মসূচী লইয়া নূতন শাসক অর্থাৎ ধনিকশ্রেণীর মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। ক্রমওয়েলের সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত 'স ম তা বা দী' রা (Levellers) ধনীকশ্রেণীর বামপন্থী অংশের মুখপাত্ররূপে সমাজের সকল ব্যক্তির সমান অধিকার, প্রতি বৎসর পার্লামেন্টের নির্বাচন ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি লইয়া আন্দোলন আরম্ভ করে। অন্যদিকে ধনিক-শ্রেণীর দক্ষিণপন্থী অংশ রাজতন্ত্রের সহিত আপসের চেষ্টা করিলে ক্রমওয়েল উভয় দলকেই চূর্ণ করিয়া এবং পার্লামেন্ট ভাঙিয়া দিয়া সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় তাঁহার ব্যক্তি-গত শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে ক্রমওয়েলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 'ক্রমওয়েল বিপ্লব'-এর স্তর শেষ হয়।

১৬৬০ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণপন্থী অংশ ক্ষমতা হস্তগত করে এবং রাজতন্ত্রের সহিত আপস করিয়া প্রথম চার্লস্-এর পুত্র দ্বিতীয় চার্লস্কে সিংহাসনে বসায়। দ্বিতীয় চার্লস্-এর পর দ্বিতীয় জেমস্ সিংহাসন আরোহণ করেন। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর হইতেই চারিদিকে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং দ্বিতীয় জেমস্-এর সময় প্রতিক্রিয়া-শীলতা চরমে উঠিয়া বিপ্লবের সমস্ত সুফল নষ্ট করিয়া দিতে উদ্যত হয়। রাজা জেমস্ ক্যাথলিকদের ইংলণ্ডে ফিরাইয়া আনিয়া তাহাদের পূর্বের অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করেন এবং প্রোটেস্ট্যাণ্টদের উপর অত্যাচার চালাইতে থাকেন। জনসাধারণের সাহায্যে ধনিকশ্রেণীর বামপন্থী অংশ এবং ক্যাথলিক-বিরোধী প্রোটেস্ট্যাণ্টগণ রাজা জেমস্-এর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। এই মিলিত শক্তি রাজা দ্বিতীয় জেমস্-এর কবল হইতে ইংলণ্ডের স্বাধীনতা ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম রক্ষার জন্য ইংলণ্ডের রাজবংশের জামাতা অরেঞ্জ-এর রাজপুত্র উইলিয়াম ও মেরীকে ইংলণ্ডে আহ্বান করে। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম ও মেরী ইংলণ্ডে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় জেমস্ পলায়ন করেন এবং জনসাধারণ উইলিয়াম ও মেরীকে ইংলণ্ডের রাজা ও রানী বলিয়া ঘোষণা করে। তাঁহারাও পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব ও উহা দ্বারা রচিত শাসনতন্ত্র স্বীকার করিয়া লন। এই ঘটনাই ইংলণ্ডের ইতিহাসে 'ইংলিশ বিপ্লব' বা '১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের মহা-বিপ্লব' নামে খ্যাত।

এইভাবে ইংলণ্ডের ধনিকশ্রেণীর বিপ্লব বা 'বুর্জোয়া বিপ্লব' শেষপর্যন্ত রাজতন্ত্র ও অভিজাতবর্গের সহিত আপস করে এবং তাহার ফলে সামন্ততন্ত্রের প্রতীকস্বরূপ রাজ-তন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, লর্ডসভা প্রভৃতি পূর্বের মতই থাকিয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত রাষ্ট্র-ক্ষমতা মূলধনীশ্রেণী বা উহার প্রতিনিধি-স্বরূপ পার্লামেন্টের হস্তেই ন্যস্ত থাকে।

French Revolution : ফরাসী বিপ্লব। ফরাসী বিপ্লবই ইউরোপের প্রথম ধনিক-বিপ্লব বা 'বুর্জোয়া-বিপ্লব'। ভল্‌টেয়ার ও

রুশো ছিলেন এই বিপ্লবের অগ্রদূত। ইংলণ্ডের ধনিক-বিপ্লবের প্রায় একশত বৎসর পর, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে 'ফরাসী বিপ্লব' আরম্ভ হয়। এই সময়ের মধ্যে ফরাসী দেশের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার গর্ভে ধনিক-শ্রেণী জন্মগ্রহণ করিয়া এবং ছোট ছোট কল-কারখানা স্থাপন করিয়া বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সামন্তপ্রথা শিল্প-বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় এবং বিপ্লব অপরিহার্য হইয়া উঠে। ধনিক-শ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক উৎপীড়ন ও শোষণের জালে আবদ্ধ কৃষক-সম্প্রদায়কে এই সামন্তপ্রথা-বিরোধী বিপ্লবের সঙ্গীরূপে লাভ করে। ধনিকশ্রেণী হইল এই বিপ্লবের নায়ক এবং কৃষক ইহার বাহিনী।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্য লইয়া স্বেচ্ছাচারী রাজা ষোড়শ লুই প্যারী নগরীতে তিন শ্রেণীর (প্রথম শ্রেণী—অভিজাতবর্গ, দ্বিতীয় শ্রেণী—পুরোহিত এবং তৃতীয় শ্রেণী—মধ্যশ্রেণীর জনসাধারণ) প্রতিনিধিদের সম্মেলন আহ্বান করেন। জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ অবিলম্বে শাসন-সংস্কার দাবি করিলে রাজা ষোড়শ লুই ক্রুদ্ধ হইয়া সম্মেলন নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলে জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ নূতন শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে অভিজাতবর্গ ও পুরোহিতদের একাংশের সমর্থনে 'জাতীয় পরিষদ' (কনস্টি-টিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলি) গঠন করেন। তিন শ্রেণীর ঐক্যে ভয় পাইয়া রাজা ষোড়শ লুই তখনকার মত পূর্বের নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইয়া সম্মেলনে সম্মতি দেন। ইহা হইল বিপ্লবের প্রথম স্তর।

ইহার পর রাজা লুই জনসাধারণকে দমনের জন্য গোপনে প্যারী নগরীতে তাঁহার অনুরক্ত সৈন্যবাহিনী আনয়নের চেষ্টা করিলে প্যারীর জনসাধারণ আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দেয়। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই প্যারীর সশস্ত্র জনসাধারণ কুখ্যাত কারাগার বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ ও দখল করিয়া ঐ স্থানে আবদ্ধ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করে। প্যারী নগরীর এই ঘটনা হইতেই ইতিহাস-বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হইয়া যায় এবং ইহা দ্রুত ফরাসী দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। গ্রামাঞ্চলের কৃষকগণ নিজেরাই সর্বত্র জমিদারী ধ্বংস করিয়া সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে থাকে। দেখিতে না দেখিতে সমগ্র ফরাসী দেশে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ধূলিসাৎ হইয়া যায়।

এদিকে 'জাতীয় পরিষদ'-এর অধিবেশন চলিতে থাকে। এই অধিবেশনে ইতিহাস-বিখ্যাত 'মানবীয় অধিকারের ঘোষণা-পত্র' (Declaration of the Rights of Man) রচিত হয়। এই ঘোষণা-পত্রে ফরাসী বিপ্লবের 'অগ্রদূত' রুশোর শিক্ষার ভিত্তিতে ফরাসী বিপ্লবের নীতি ও নূতন শাসনতন্ত্রের ভিত্তি লিখিত হয় এবং সামন্ত-প্রথার তুলনায় ধনিক-বিপ্লব ('বুর্জোয়া বিপ্লব') যে বহুগুণে প্রগতিশীল তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই ঘোষণা-পত্রে সামন্ত-তান্ত্রিক জমিদারবর্গের বংশানুক্রমিক অধিকারসমূহ নাকচ করা হয়, রাজতন্ত্র নাকচ করিয়া জাতির সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়, এবং সম্পত্তির মালিকানার অধিকারকে "পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়" এবং "মানুষের স্বাভাবিক অধিকার" বলিয়া ঘোষণা করা হয়। [Rights of Man দ্রষ্টব্য]

রাজা ষোড়শ লুই ভের্সাই নগরীতে বসিয়া এই ঘোষণা-পত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলে প্যারী নগরীর জনসাধারণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। তাহারা দাঁতঁ (Danton)-এর পরিচালনায় ভের্সাইতে উপস্থিত হয় এবং রাজাকে প্যারী নগরীতে লইয়া আসিয়া তাঁহাকে এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করে। এইভাবে রাজা আইনতঃ নিয়ম-তান্ত্রিক রাজতন্ত্র মানিয়া লইলে বিপ্লবের কাজ শেষ হইল মনে করিয়া 'জাতীয় পরিষদ' উহার অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করে। কিন্তু রাজা সামরিক শক্তি দ্বারা

তাঁহার অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্যারী হইতে পলায়ন করেন। পথে তাঁহাকে বন্দী করিয়া পুনরায় প্যারী নগরীতে ফিরাইয়া আনা হয়। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে নূতন 'জাতীয় পরিষদ' নির্বাচিত হয় এবং ইহাতে 'গিরোঁদা' (Gironde) নামক চরমপন্থী দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এই সময়ে 'জ্যাকোবাঁ' (Jacobin) নামক চরমপন্থী দলও বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে। 'গিরোঁদা' দল জনসাধারণের দাবির প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখাইতে থাকিলে 'জ্যাকোবাঁ' দল জনসাধারণের দাবির প্রধান সমর্থক হইয়া দাঁড়ায়।

এইবার ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সামন্ততান্ত্রিক শাসকগণ ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রীয়া ও প্রুসিয়ার রাজারা তাঁহাদের সৈন্যবল একত্র করিয়া ফ্রান্সের বন্দী রাজা ষোড়শ লুইকে মুক্ত ও ফরাসী বিপ্লব দমন করিবার জন্য প্যারী নগরীর দিকে অগ্রসর হন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 'গিরোঁদা' দল জনসাধারণের চাপে প্রুসিয়া ও অস্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফরাসী-সীমান্তে ফরাসী বাহিনী পরাজিত হয় এবং প্রুসিয়া ও অস্ট্রীয়ার মিলিত বাহিনী প্যারী দখল করিতে অগ্রসর হয়। এদিকে দাঁতঁ (Danton), মারাট (Marat) ও 'জ্যাকোবাঁ'দের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় প্যারীর জনসাধারণ প্যারী-রক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। তাহারা প্যারীর 'তুইলারী' রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিয়া দখল করে।

জনসাধারণের দাবি অনুসারে 'জাতীয় পরিষদ' অবিলম্বে রাজা ষোড়শ লুইকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহারও সকল পলাতক জমিদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এবং সকল সামন্ততান্ত্রিক কর আদায় রহিত ও সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন করে। এই জরুরী অবস্থায় 'বিশেষ সম্মেলন' (Convention) নামে একটি নূতন 'জাতীয় পরিষদ' গঠিত হয় এবং উহা ফরাসী দেশকে 'সাধারণতন্ত্র' (Republic) বলিয়া ঘোষণা করে। এই সময় প্যারী নগরীতে প্রধানতঃ কারিগরগণ 'এন্‌রেজার্স' (Enragers) বা 'ক্রোধোন্মত্তের দল' নামক একটি নূতন দল গঠন করে। তাহারা ও 'জ্যাকোবাঁ'গণ একত্রে বিপ্লবকে আগাইয়া লইয়া যাইবার জন্য জনসাধারণের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জনসাধারণের দাবিতে বিচারের পর 'গিলোটিন' দ্বারা রাজা ষোড়শ লুইয়ের শিরশ্ছেদ করা হয়।

ইহার পর বিপ্লবীদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ দেখা দেয়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 'গিরোঁদা' দল (Girondins) ক্রমশঃ বিপ্লব-বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। তাহারা এমনকি বহিঃশত্রুদের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করে। এই সুযোগে মারাটের নেতৃত্বে চরমপন্থী 'জ্যাকোবাঁ' দল রাষ্ট্রক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া বিপ্লবকে কয়েক ধাপ আগাইয়া লইয়া যায়। তাহারা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষগুলি নিশ্চিহ্ন করিয়া কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করিয়া দেয় এবং বাহিরের আক্রমণ হইতে ফ্রান্স ও বিপ্লবকে সুরক্ষিত করিবার জন্য দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করে। বিখ্যাত বিপ্লবী নায়ক রব্‌স্পেয়ার-এর (Robspeare) নেতৃত্বে বিপ্লব-পরিচালনার জন্য 'জন-নিরাপত্তা কমিটি' গঠিত হয়। কিন্তু দাতঁ প্রভৃতি 'জ্যাকোবাঁ' দলের দক্ষিণপন্থী নায়কগণ সন্ত্রাসমূলক ক্রিয়া-কলাপের অবসান দাবি করিতে থাকে এবং অপর দিকে চরমপন্থী 'এন্‌রেজার্স'দের হেবার্ট (Hebert) প্রভৃতি নায়কগণ আরও বেশী সন্ত্রাস সৃষ্টির দাবি জানায়। 'এন্‌রেজার্স'দের চরমপন্থী মনোভাবের পিছনে কোন কার্যকরী পরিকল্পনা না থাকায় তাহারা শীঘ্রই মধ্যপন্থীদের দ্বারা কোনঠাসা হইয়া পড়ে এবং তাহাদের প্রধান নায়ক হেবার্টকে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'গিলোটিন-এ' হত্যা করা হয়। অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী দাতঁ ক্রমশঃ

বিপ্লবের বিরোধিতা ও শত্রুদের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহাকেও এপ্রিল মাসে 'গিলোটিন'-এ হত্যা করা হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ধনী ব্যক্তিদের একাংশের সহযোগিতায় মধ্যপন্থীরা ক্রমশঃ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে থাকে। এই সময় বিপ্লবের অন্যতম নায়ক রব্‌স্পেয়ার দোদুল্যমান চিত্ততা দেখাইতে থাকিলে তাঁহাকেও 'গিলোটিন'-এ প্রাণ দিতে হয়। এই গোলমালের মধ্যে ধনিকশ্রেণীর সমর্থনে নরমপন্থী 'গিরোদাঁ' দল আবার ক্ষমতা দখল করে এবং সর্বত্র প্রতিবিপ্লবী সন্ত্রাস আরম্ভ করে। তাহাদের হাতে চরমপন্থী 'জ্যাকোবাঁ' দলের লোকেরা ও রব্‌স্পেয়ারের অনুচরগণ দলে দলে প্রাণ দেয়। এইভাবে নিম্নস্তরের জনগণের দলগুলির প্রভাব লোপ পায় এবং রাষ্ট্রীয় ও সমাজিক ক্ষেত্রে ধনিকশ্রেণীর একচ্ছত্র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই প্রকার উত্থান-পতন ও গোলমালের মধ্যে এক নূতন শক্তি অকস্মাৎ মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। এই সময়ের মধ্যেই প্যারী নগরীর কল-কারখানায় অল্পসংখ্যক শ্রমিক দেখা দিয়াছিল। এই নবজাত ও অতি দুর্বল শ্রমিকশ্রেণী ফরাসী বিপ্লবকে প্রতিক্রিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করিবার চেষ্টা করে। ইহাদের প্রধান নায়ক ফ্রাঁকোয় নোয়েল বেবয়েফ (F. N. Babuef) 'মানবীয় অধিকারের ঘোষণাপত্র'-এ ধনিকশ্রেণীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার দাবি তোলেন।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে বেবয়েফ-এর নেতৃত্বে প্যারীর নবজাত শ্রমিকশ্রেণী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য লইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই এই বিদ্রোহকে রক্তবন্যায় ডুবাইয়া দেওয়া হয়। বেবয়েফ 'গিলোটিনে' প্রাণ দেন। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে এই বিদ্রোহকে 'সমতাবাদীদের ষড়যন্ত্র' নামে অভিহিত করা হয়। এই বিদ্রোহই পৃথিবীর ইতিহাসে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথমতম প্রয়াস।

এইবার ফরাসী বিপ্লব নেপোলিয়ঁ বোনাপার্ট-এর নেতৃত্বে সামরিক রূপ গ্রহণ করে। নেপোলিয়ঁ বোনাপার্টের আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীর মারফত ইউরোপের প্রায় সকল সামন্ততান্ত্রিক দেশে ফরাসী বিপ্লবের প্রধান ধ্বনি—মুক্তি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব এবং সম্পত্তির পবিত্র অধিকারের ধ্বনি—ছড়াইয়া পড়ে এবং সামন্তপ্রথার ভিত্তি ভাঙিয়া পড়িতে থাকে। ১৭৯৯ হইতে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ধনিক-বিপ্লবের বলে বলীয়ান ফরাসীদেশ প্রায় সমগ্র সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপের উপর একচ্ছত্র প্রভুত্ব পরিচালনা করে। শক্তি-মদমত্ত নেপোলিয়ঁ ১৮১২ খৃষ্টাব্দে রুশিয়া আক্রমণ করিলে সেখান হইতে পলায়নের সময় তাঁহার সামরিক শক্তি ধ্বংস হইয়া যায়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ওরাটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়ঁ বোনাপার্টের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। কিন্তু ইহার পর হইতে ফরাসী বিপ্লবের দুর্নিবার স্রোতে ধীরে ধীরে ইউরোপের সামন্ততন্ত্রের বনিয়াদ ধ্বসিয়া পড়িতে থাকে।

Proletarian (or Socialist) Revolution : শ্রমিক-বিপ্লব (বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব)।

কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা পরিচালিত শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের (Dictatorship of the Proletariat) রাজনৈতিক রূপ হিসাবে সোবিয়েৎ অথবা ঐ ধরনের কোন গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিবার পরেই কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় শ্রমিকশ্রেণী সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও উহার মধ্য দিয়া কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার গঠনমূলক কাজ আরম্ভ করে। শ্রমিকশ্রেণীই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান চালক-শক্তি এবং শ্রমিক-

শ্রেণীর উদ্দেশ্য হইল ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এই জন্যই এই বিপ্লবকে বলা হয় 'শ্রমিক-বিপ্লব' বা 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব'। "শ্রমিকশ্রেণীই এই পরিবর্তনের (অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের) বুদ্ধিগত ও নৈতিক চালক-শক্তি, এই পরিবর্তনের ধনতন্ত্রদ্বারা শিক্ষিত বাহক"— Lenin. রুশিয়ার ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের 'নভেম্বর-বিপ্লব'ই পৃথিবীর প্রথম সফল 'শ্রমিক-বিপ্লব' বা 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব'।

Russian Revolution (or November Socialist Revolution): রুশ-বিপ্লব (বা নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব)। ১৯১৭ খৃস্টাব্দের ৭ই নভেম্বর রুশিয়ায় এই বিপ্লব আরম্ভ হয়। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য লইয়া এই বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে 'নভেম্বর-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব'ও বলা হইয়া থাকে। যেমন, ইংলণ্ডের বিপ্লবে ও ফরাসী বিপ্লবে 'বুর্জোয়া' বা ধনিকশ্রেণী পরিচালক ও প্রধান শক্তি ছিল বলিয়া এবং উক্ত দুই বিপ্লবে ধনিকশ্রেণীর মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া উক্ত দুই বিপ্লবকে 'বুর্জোয়া বিপ্লব' বা 'ধনিক-বিপ্লব' বলা হয়, তেমনই শ্রমিকশ্রেণী রুশ-বিপ্লবের পরিচালক ও প্রধান শক্তি ছিল বলিয়া এবং রুশ-বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর মূল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া এই বিপ্লবকে 'শ্রমিক-বিপ্লব'ও বলা হইয়া থাকে। এই বিপ্লবকে কেবল বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব বলিয়াই নহে, পরন্তু আজ পর্যন্ত মানব-ইতিহাসে যতগুলি সমাজ-বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী তাৎপর্যপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠতম বিপ্লব বলিয়া দাবি করা হইয়া থাকে। এই দাবির কারণ-স্বরূপ বলা হয় যে, এক সময়ে 'বুর্জোয়া' বা 'ধনিক' বিপ্লব প্রতিক্রিয়াশীল ও সমাজের অগ্রগতির পক্ষে বাধাস্বরূপ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল বা ধনতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সেই 'বুর্জোয়া' বা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী যুগে আবার প্রতিক্রিয়াশীল রূপ গ্রহণ করিয়া সমাজের অগ্রগতির পক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়ায়; 'রুশ-বিপ্লব' বা 'নভেম্বর-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' পৃথিবীর একষষ্ঠাংশ স্থানে সেই বাধা অপসারিত করিয়া ধনতান্ত্রিক সমাজ অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

মার্ক্‌স্‌বাদ এই বিপ্লবের তাত্ত্বিক ভিত্তি। মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌ শ্রমিক-বিপ্লবের যে তত্ত্ব রচনা করিয়া যান, লেনিন সেই তত্ত্বের আরও বিকাশ সাধন করিয়া যুগোপযোগী করিয়া তোলেন, এবং সেই অনুসারে রুশ-বিপ্লব পরিচালনা করিয়া সফলকাম হন। লেনিনের এই তত্ত্ব অনুসারে, পৃথিবীর সর্বত্র ধনতন্ত্র একইরূপে ও সমানভাবে বিকাশ লাভ করে নাই, কোথাও বা ইহা সামন্ত-তন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করিয়া এবং পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করিয়া স্বাভাবিক নিয়মে সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হইয়াছে, আবার কোথাও বা ধনতন্ত্র সামন্ততন্ত্রের সহিত আপস করিয়া এবং উহার ভিত্তির উপর বাড়িয়া উঠিয়া সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হইয়াছে; শেষোক্ত ধরনের সাম্রাজ্যবাদ পুরাতন ও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রকে ভিত্তি করিয়া বাড়িয়া উঠে বলিয়া ইহা অতিশয় দুর্বল হয় এবং রুশিয়ায় ঠিক এই ধরনের সাম্রাজ্য-বাদই দেখা দিয়াছিল। লেনিন পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল বলিয়া রুশিয়াতেই সর্বপ্রথম শ্রমিক-বিপ্লব বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটিবে এবং ধনতন্ত্রের অসমান বিকাশের ফলেই ধনতান্ত্রিক জগতে একটিমাত্র দেশেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব হইবে। লেনিনের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হইয়াছে।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রুশিয়ায় যে বিপ্লব ঘটে তাহা 'বুর্জোয়া' বিপ্লব নামে

অভিহিত হয়। কারণ, সেই ফেব্রুয়ারী-বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীর পরিচালনায় ও সমগ্র কৃষকের যোগদানের ফলে সংঘটিত হইলেও রুশিয়ার ধনিকশ্রেণী শেষ পর্যন্ত উহার উপর নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত এই বিপ্লব 'বুর্জোয়া' বিপ্লবের ঐতিহাসিক কর্তব্য (রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ প্রভৃতি) আংশিকভাবে পালন করিয়াছিল বলিয়া ইহাকে 'বুর্জোয়া' বিপ্লব নামে অভিহিত করা হয়। এই 'বুর্জোয়া' বিপ্লবই অন্যান্য দেশের মত মধ্যপথে না থামিয়া বোলশেভিক্ পার্টি' দ্বারা পরিচালিত শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষভাগে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বোলশেভিক্ পার্টির নেতৃত্বে পেট্রোগ্রাড, মস্কো, বাকু প্রভৃতি শিল্পাঞ্চল-গুলিতে শ্রমিক-ধর্মঘটের ঝড় বহিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের আর্থিক দুর্দশা চরম আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহাদের অর্থনৈতিক দাবির সহিত অবিলম্বে যুদ্ধের অবসান, রুশিয়ার জার-সম্রাটের সিংহাসনত্যাগ, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন প্রভৃতি রাজনৈতিক দাবি যুক্ত করা হয়। এই ধর্মঘট-সংগ্রাম ক্রমশঃ দেশব্যাপী সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘটে পরিণত হইতে থাকে। সৈন্য-বাহিনীর মধ্যেও প্রচণ্ড বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারাও ঐ সকল দাবি লইয়া ধর্মঘটী শ্রমিকদের সহিত একত্রিত হয় এবং পেট্রোগ্রাড ও অন্যান্য নগরীতে অবস্থিত সৈন্যদল বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শ্রমিক ও সৈন্যগণ একত্রে এবার উচ্চপদস্থ পুলিস, সেনাপতি ও সরকারী কর্মচারীদের গ্রেপ্তার করিতে থাকে। তাহারা জেলখানা ভাঙ্গিয়া রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শহরে বিদ্রোহী সৈন্য ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সোবিয়েৎ (কাউন্সিল) গঠিত হয়। পেট্রোগ্রাড নগরীর সোবিয়েৎ নগরী অধিকার করিয়া উহার শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করে। পেট্রোগ্রাড-বিদ্রোহের সাফল্য চারিদিকে প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মস্কো প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরীতেও এই ঘটনা ঘটিতে থাকে এবং সেই সকল স্থানেও শ্রমিক ও সৈন্যদের সোবিয়েৎ সরকারী কর্মচারী ও সেনাপতিদের বন্দী করিয়া স্থানীয় শাসনভার গ্রহণ করে। এই সংবাদ যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছিবা-মাত্র সৈন্যগণ বিদ্রোহ করিয়া সেনাপতিদের বন্দী করে এবং যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া দলে দলে দেশে ফিরিতে থাকে। গ্রামাঞ্চলে কৃষকগণ বলপূর্বক জমিদারদের জমি দখল করিয়া এবং ঋণপত্রগুলি পোড়াইয়া ধ্বংস করিয়া নিজেরা বলপূর্বক জমি চাষ করিতে থাকে। জমিদারগণ প্রাণের ভয়ে গ্রামাঞ্চল হইতে পলাইয়া যায়। এইভাবে সর্বত্র জার-সরকারের পতন ঘটে এবং উহার মূল ভিত্তি-স্বরূপ জমিদারীপ্রথা ধ্বংস হইতে থাকে। জার-সম্রাট শেষপর্যন্ত সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই সময় বোলশেভিক্ দলের লেনিন, স্টালিন প্রভৃতি প্রধান নেতৃবৃন্দের অনেকেই রুশিয়ায় ছিলেন না। লেনিন ছিলেন সুদূর সুইজারল্যাণ্ডে আর স্টালিন ছিলেন সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে এবং অন্যান্য নেতাদের প্রায় সকলেই ছিলেন কারাগারে বন্দী। অন্যান্য সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দলগুলি এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ক্ষমতা দখল করিয়া বসে। কেরেন্স্কি প্রভৃতি 'সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারী' দলের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন নগরীর সোবিয়েৎগুলিকে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করিবার ও অন্যান্য দাবি পূরণের মিথ্যা আশ্বাস দিয়া তাহাদের বিভ্রান্ত করিতে সক্ষম হয় এবং প্রথম সোবিয়েৎ কংগ্রেসে বিভ্রান্ত শ্রমিক ও সৈন্য-প্রতিনিধিদের সমর্থন লাভ করিয়া ধনিকদের সহিত একত্রে একটি ধনিকপন্থী সরকার গঠন করে। এইভাবে ফেব্রুয়ারী-বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী নেতৃত্ব

করিলেও তখন সোবিয়েৎগুলিতে বোল্‌শেভিক্‌গণ সংখ্যায় অল্প থাকায় ফেব্রুয়ারী-বিপ্লবে শেষপর্যন্ত ধনিকশ্রেণীই জয়লাভ করে এবং এই বিপ্লব ধনিক-বিপ্লব বা 'বুর্জোয়া' বিপ্লবে পরিণত হয়।

এদিকে এই বিপ্লবের সংবাদ প্রচারিত হইবার অল্প সময় পরেই লেনিন, স্টালিন প্রভৃতি প্রধান বোলশেভিক্ নেতৃবৃন্দ রুশিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং কেরেন্‌স্কি-সরকারের ধনিকপন্থী রূপ শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিতে থাকেন। কেরেন্‌স্কি-সরকার উহার একটিও প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিয়া আরও জোরের সহিত যুদ্ধ চালাইতে থাকে। তাহারা শ্রমিকদের দুর্দশার কোন প্রতিকার না করিয়া বরং তাহা আরও বাড়াইয়া তোলে এবং এমন কি কৃষকগণ জমিদারদের নিকট হইতে যে সকল জমি বলপূর্বক দখল করিয়াছিল, সেই সকল জমি জমিদারদের হাতে ফিরাইয়া দিতে থাকে। ইহার ফলে ধনিকশ্রেণী, জমিদার ও ধনী-কৃষক ব্যতীত সকল শ্রেণীর জনসাধারণ কেরেন্‌স্কি-সরকারের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠে। এইভাবে আর একটা বিপ্লব—শ্রমিক-বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। এই অবস্থায় বোল্‌শেভিক্‌গণ এক নূতন বিপ্লবের আয়োজন করিতে থাকে। ঠিক এই সময়ে সৈন্যবাহিনীর মনোবল ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্য লইয়া কেরেন্‌স্কি-সরকার যুদ্ধক্ষেত্রে এক নূতন আক্রমণ আরম্ভ করে। কিন্তু শীঘ্রই এই আক্রমণ ব্যর্থ হয় এবং জার্মান-বাহিনীর পাল্টা আক্রমণে রুশ-বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। রুশ-বাহিনীর এই পরাজয়ের সংবাদে রাজধানী পেট্রোগ্রাড ও মস্কো প্রভৃতি নগরীতে বৈপ্লবিক আলোড়ন শতগুণ বৃদ্ধি পায়। সমগ্র রুশিয়ায় শ্রমিক, সৈন্য, দরিদ্র কৃষকগণ অবিলম্বে যুদ্ধের অবসান, কেরেন্‌স্কি-সরকারের পদত্যাগ প্রভৃতি দাবি তুলিয়া প্রচণ্ড আন্দোলন আরম্ভ করে। রাজধানী পেট্রোগ্রাড নগরীর সকল শ্রমিক ও সৈন্যদলের উপর বোল্‌শেভিক্‌দের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পেট্রোগ্রাড বিপ্লবের প্রধান ঘাঁটি হইয়া দাঁড়ায়।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই পেট্রোগ্রাড নগরীতে প্রায় পাঁচ লক্ষ শ্রমিক ও সৈন্যের এক শোভাযাত্রা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবার সময় কেরেন্‌স্কি-সরকারের নির্দেশে বিপ্লব-বিরোধী সৈন্যগণ সেই শোভাযাত্রার উপর গুলী বর্ষণ করে এবং তাহার ফলে কয়েক হাজার শ্রমিক ও সৈন্য নিহত হয়। ইহার পরই কেরেন্‌স্কি-সরকার ও বিপ্লব-বিরোধী সৈন্যবাহিনী একত্রে বোল্‌শেভিক্‌দের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। বহু বোল্‌শেভিক্ কর্মী ও নায়ক কারারুদ্ধ হয়। লেনিনকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিলে তিনি আত্মগোপন করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বহু সৈন্যকে গ্রেপ্তার করিয়া হত্যা করা হয়। এই সকল কার্যে কেরেন্‌স্কি-সরকারকে বৃটিশ ও ফরাসী সরকার বিশেষ উৎসাহ দিতে থাকে। তাহাদের উৎসাহে বিপ্লব-বিরোধী সেনাপতি কোর্নিলভ এক বিরাট সৈন্যদল লইয়া কমিউনিস্ট-পরিচালিত পেট্রোগ্রাড-সোবিয়েৎকে ধ্বংস করিয়া পেট্রোগ্রাড নগরীকে বোল্‌শেভিক্‌দের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য অভিযান করে। স্টালিনের নেতৃত্বে বোল্‌শেভিক্‌গণ শ্রমিক ও বিদ্রোহী সৈন্যদের লইয়া এক বিরাট 'রেডগার্ড বাহিনী' তৈরি করে। এই 'রেডগার্ড বাহিনী'র প্রচণ্ড আক্রমণে কোর্নিলভের প্রতিবিপ্লবী বাহিনী পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। পেট্রোগ্রাড-সোবিয়েতের এই জয়লাভে উৎসাহিত হইয়া বিভিন্ন শহরের মৃতপ্রায় সোবিয়েৎগুলিও কেরেন্‌স্কি-সরকার ও প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করে এবং ঐ সকল সোবিয়েতের উপর বোল্‌শেভিক্ দলের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। কেরেন্‌স্কি-সরকার জমিদারশ্রেণীর পক্ষ সমর্থন করায় এবং তাহাদিগকে গ্রামাঞ্চলে

পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকায় গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও মধ্যবর্তী কৃষকগণও কেরেন্স্কি-সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করে এবং তাহারাও বোল্‌শেভিক্ দলের নেতৃত্ব মানিয়া লয়। গ্রামাঞ্চলে কেবলমাত্র ধনী কৃষকগণ কেরেন্স্কি-সরকারকে সমর্থন করিতে থাকে। এইভাবে সারা দেশের মধ্যে একটা বৈপ্লবিক সংকট ঘনাইয়া আসে। এই আসন্ন বিপ্লব যে বোল্‌শেভিক্ দলের নেতৃত্বেই সংঘটিত হইবে তাহাতে কাহারও সন্দেহ রহিল না। এই আসন্ন বিপ্লবের ভয়ে ভীত হইয়া বোল্‌শেভিক্ দলকে বাদ দিয়া 'মেনশেভিক্', 'সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারী' প্রভৃতি অন্য সকল রাজনৈতিক দল এবং উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা একত্রে একটি পার্লামেণ্ট গঠনের জন্য এক সম্মেলন আহ্বান করে এবং এই-ভাবে আসন্ন বিপ্লব ব্যর্থ করিবার প্রয়াস পায়। কিন্তু তখন আর বিপ্লবে বাধা দেওয়া কোন প্রকারেই সম্ভব ছিল না। বোল্‌শেভিক্‌গণ এই সম্মেলন বয়কট করে এবং পার্লামেণ্ট গঠনের এই চেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

এদিকে যখন শহরে সৈন্য ও শ্রমিক এবং গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ও মধ্যবর্তী কৃষকদের সংগ্রাম প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, এবং সৈন্য ও শ্রমিকদের সোবিয়েৎগুলির উপর বোল্‌শেভিক্‌দের পূর্ণ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, তখন বোল্‌শেভিক্ দল অবিলম্বে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মারফত রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের আয়োজন করে। পেট্রোগ্রাড নগরী হইতে এই সশস্ত্র অভ্যুত্থান আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছিল এবং পেট্রোগ্রাডে ও অন্যান্য স্থানে অভ্যুত্থান পরিচালনার জন্য 'রেভলিউশনারী মিলিটারী কমিটি' নামে একটি পরিচালক কমিটি গঠিত হইয়াছিল। কেরেন্স্কি-সরকারও বিপ্লব ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে রাজধানী পেট্রোগ্রাডে বহু সৈন্য ও ট্যাঙ্ক আনয়ন করে এবং ৬ই নভেম্বর প্রত্যুষে বোল্‌শেভিক্ দলের মুখপত্র 'রাবোসি পুট' (শ্রমিকশ্রেণীর পথ), উহার ছাপাখানা ও সম্পাদকীয় দপ্তর বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকখানি সাঁজোয়াগাড়ি প্রেরণ করে। কিন্তু শ্রমিকদের 'রেডগার্ড-বাহিনী' ও বিপ্লবী সৈন্যদের মিলিত আক্রমণে সাঁজোয়া-গাড়িগুলি পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। বেলা দশ ঘটিকার সময় সর্বত্র কেরেন্স্কি-সর-কারকে উচ্ছেদ করিবার নির্দেশ লইয়া 'রাবোসি পুট' প্রকাশিত হয়।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে রুশিয়ার শ্রমিক-বিপ্লব—'নভেম্বর-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' আরম্ভ হইয়া যায়। ৬ই নভেম্বর রাত্রিতেই লেনিন তাঁহার গোপন আশ্রয়-স্থল হইতে বাহির হইয়া বিপ্লবের কেন্দ্র স্মোল্‌নি-প্রাসাদে উপস্থিত হন এবং বিপ্লব পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঐ রাত্রিতেই পেট্রোগ্রাড ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে 'রেডগার্ড-বাহিনী' স্মোল্‌নি-প্রাসাদে এক-ত্রিত হয়। রাত্রিকালেই তাঁহারা বোল্‌শেভিক্ সেনাপতিদের নেতৃত্বে নগরীর মধ্য-স্থল দখল করে এবং কেরেন্স্কি-সরকারের দপ্তর 'শীত-প্রাসাদ' ঘিরিয়া ফেলে। ৭ই নভেম্বর সকাল বেলা 'রেডগার্ড-বাহিনী' পেট্রোগ্রাড নগরীর রেল-স্টেশন, পোস্ট-অফিস, টেলিগ্রাফ-অফিস, মন্ত্রীদের বিভিন্ন দপ্তর ও রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক দখল করে। ক্রনস্টাট্ দুর্গের সৈন্যগণ বিদ্রোহ করিয়া বোল্‌শেভিক্-দের পক্ষে যোগদান করে এবং 'অরোরা' নামক যুদ্ধ-জাহাজখানি বোল্‌শেভিক্‌দের পক্ষে যোগদান করিয়া সরকারী দপ্তর-ভবন 'শীত-প্রাসাদের' উপর কামানের গোলা বর্ষণ করে। ঐ দিনই স্মোল্‌নি-প্রাসাদের বিপ্লব-কেন্দ্র হইতে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া কেরেন্স্কি-সরকারের উচ্ছেদ ও নিখিল রুশ সোবিয়েৎ কংগ্রেস কর্তৃক রাষ্ট্র-ক্ষমতা গ্রহণের সংবাদ রুশিয়ার জনসাধারণকে জ্ঞাপন করা হয়। ৭ই নভেম্বর রাত্রিকালে 'রেডগার্ড-বাহিনী' 'শীত-প্রাসাদ' দখল করিয়া

কেরেন্‌স্কি-সরকারের প্রায় সকল মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করে। কেরেন্‌স্কি স্বয়ং কোন প্রকারে পলায়ন করিয়া রুশিয়ার বাহিরে চলিয়া যান। এইভাবে পেট্রোগ্রাডে বিপ্লব জয়যুক্ত হয় এবং নগরীতে সোবিয়েতের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ দিনই রাত্রিকালে স্মোল্‌নি-প্রাসাদে নিখিল রুশ সোবিয়েৎ-কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। কংগ্রেসে বোল্‌শেভিক্ দলের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা দেখিয়া মেনশেভিক্', 'সোশ্যাল রেভলিউ-শনারী' প্রভৃতি দলগুলি কংগ্রেস বর্জন করিয়া চলিয়া যায়। এই কংগ্রেসেই সোবিয়েৎ কর্তৃক সমগ্র রুশিয়ার সর্বময় রাষ্ট্র-ক্ষমতা গ্রহণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ইহা ব্যতীত এই কংগ্রেসের শান্তির ঘোষণায় পৃথিবীর সকল যুদ্ধমান রাষ্ট্রের প্রতি অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া শান্তি স্থাপনের আবেদন জানানো হয়; জমিসম্বন্ধীয় এক ঘোষণায় বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী লোপ করিয়া জমিদারদের, জার-সম্রাটের পরিবারের, 'বুর্জোয়া'দের ও গীর্জার অধিকারভুক্ত সকল জমি বিনা ক্ষতিপূরণে বাজেয়াপ্ত করিয়া ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিবার নির্দেশ জারি করা হয়। এই ঘোষণার ফলে রুশিয়ার ভূমিহীন কৃষকগণ প্রায় দেড়শত কোটি বিঘা (৪০ কোটি একর) জমি লাভ করে। ইহা ব্যতীত কৃষকগণ সকল প্রকার সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বন্ধন হইতে মুক্তি-লাভ করে। সোবিয়েৎ-কংগ্রেসের অপর এক ঘোষণায় দেশের সকল তৈল, কয়লা প্রভৃতি খনিজ সম্পদ, বন ও নদী প্রভৃতি জলপথ 'সর্বসাধারণের সম্পত্তি' বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কংগ্রেসের সর্বশেষ ঘোষণায় সোবিয়েৎ-সরকার গঠিত হয় এবং লেনিন এই সরকারের প্রধান নায়কের (মন্ত্রিসভার সভাপতির) পদে নিযুক্ত হন।

কিন্তু সর্বত্র বিপ্লব নির্বিঘ্নে জয়যুক্ত হয় নাই। মস্কো নগরীতে প্রতিবিপ্লবী 'মেনশেভিক্' ও 'সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারী'রা প্রতিবিপ্লবী সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইয়া সোবিয়েৎ-সরকারেরর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। কয়েকদিন ধরিয়া মস্কোর রাজপথে বিপ্লবী শ্রমিক ও সৈন্যদের সহিত প্রতিবিপ্লবীদের ঘোরতর যুদ্ধ চলে। অবশেষে সোবিয়েৎ-শক্তি জয়লাভ করায় মস্কো এবং অন্যান্য স্থানেও বহু যুদ্ধের পর বিপ্লব জয়যুক্ত হয়। গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে কুলাকগণ (ধনী কৃষক) সোবিয়েৎ-সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে; কিন্তু মধ্যবর্তী ও দরিদ্র কৃষকগণের সাহায্যে সেই সকল বিদ্রোহ সহজেই দমন করা হয়।

এইভাবে রুশিয়ার বিপ্লব জয়যুক্ত হইতে দেখিয়া পৃথিবীর ধনিক রাষ্ট্রগুলি, যথা—বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান জগতের প্রথম শ্রমিক-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ করে। ইহা ব্যতীত তাহারা রুশিয়ার বিপ্লব-বিরোধী সেনাপতিদের সামরিক সাহায্য দিয়া রুশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে গৃহযুদ্ধ চালাইতে থাকে। বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও জাপানের সহিত যোগ দেয় পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া ও জার্মানী। এই বৈদেশিক আক্রমণ ও গৃহযুদ্ধ চলে ১৯১৮ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। কিন্তু রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও বোল্‌শেভিক্‌দের দৃঢ়তা, লেনিন প্রভৃতি বোল্‌শেভিক্ নেতৃবৃন্দের সামরিক প্রতিভা এবং রুশিয়ার শ্রমিক-রাষ্ট্রের প্রতি পৃথিবীর সকল দেশের শ্রমিক-শ্রেণী ও জনসাধারণের সক্রিয় সহানুভূতির ফলে এই সকল বৈদেশিক আক্রমণ পরাজিত হয়, এবং বৈদেশিক শক্তিগুলি তাহাদের সৈন্যবাহিনী সরাইয়া লইতে বাধ্য হয়। এইভাবে গৃহযুদ্ধে সোবিয়েৎ-শক্তি জয়লাভ করে এবং তাহার ফলে সোবিয়েৎ-রাষ্ট্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

Recardian Theory of Rent : খাজনা সম্বন্ধে রিকার্ডোর মতবাদ।

[Rent শব্দ দ্রষ্টব্য]

Right : দক্ষিণপন্থী।

রাজনৈতিক আন্দোলনে যাহারা বিপদ ও দুঃখকষ্টের সম্ভাবনাহীন নরম পন্থা বা রক্ষণশীলতার আশ্রয় গ্রহণ করে, সাধারণতঃ তাহাদের বলা হয় 'দক্ষিণপন্থী'; সংগ্রাম-বিরোধী দল বা উপদল।

Right Wing : দক্ষিণপন্থী অংশ।

বৈপ্লবিক আন্দোলনে যাহারা আপস ও সংস্কারপন্থী ভূমিকা অবলম্বন করে, তাহাদিগকে আন্দোলনের 'দক্ষিণপন্থী অংশ' বলা হয়।

[Left-Wing ও Reactionary দ্রষ্টব্য]

Rights of Man : মানবীয় অধিকারসমূহ; মানুষের অধিকারসমূহ।

যুগান্তকারী ফরাসী বিপ্লবে 'জাতীয় পরিষদ' রাজা ষোড়শ লুই-এর-স্বেচ্ছাচারিতা ও সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন হইতে সাধারণ মানুষের মুক্তিলাভের ভিত্তি হিসাবে যে সপ্তদশ দফা দাবি রাজা লুই-এর নিকট পেশ করিয়াছিল। এই সকল দাবি এখনও বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের সকল মানুষের মূল অধিকারসমূহের ভিত্তি হইয়া রহিয়াছে। ফরাসী 'জাতীয় পরিষদ' কর্তৃক গৃহীত সপ্তদশ দফা মানবীয় অধিকারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চারিটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

প্রথম দফা: "মানুষ যেমন সকলে সমানভাবে মুক্ত ও স্বাধীন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, তেমনি অধিকার ভোগের দিক হইতেও তাহারা সকলেই সমান। সুতরাং মানুষের সামাজিক পার্থক্য কেবল সামাজিক প্রয়োজনেই স্বীকার করা চলে।"

দ্বিতীয় দফা: "মানুষের স্বাভাবিক ও সহজাত অধিকারসমূহ অব্যাহত রাখাই সকল রাজনৈতিক সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য; সেই সকল অধিকার হইল: স্বাধীনতা ও সম্পত্তি ভোগের অধিকার রক্ষা এবং সকল প্রকার উৎপীড়নে বাধাদান ও উহার কবল হইতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা।"

তৃতীয় দফা: "সকল প্রকার সার্বভৌম ক্ষমতার মূল উৎস হইল সমগ্র জাতি; যে ব্যক্তি বা দল জাতির নিকট হইতে সেই সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করে নাই, সেই ব্যক্তি বা দল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে।"

সপ্তদশ দফা: "সম্পত্তির অধিকার অলঙ্ঘনীয় ও পবিত্র; সুতরাং প্রত্যক্ষ, আইন দ্বারা স্থিরীকৃত ও পূর্বকৃত অপরাধের ন্যায়সঙ্গত শাস্তিস্বরূপ সামাজিক প্রয়োজন ব্যতীত কাহাকেও এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে।"

উপরোক্ত চারি দফা অধিকার হইতে বুঝা যায় যে, এই মানবীয় অধিকারের ঘোষণা দ্বারা সামন্ততান্ত্রিক ভূম্যাধিকারী অভিজাতবর্গের সকল বংশানুক্রমিক বিশেষ অধিকার ও সুবিধা সমূহের উচ্ছেদ করা হইয়াছে এবং রাজার স্বেচ্ছাচারমূলক অসীম ক্ষমতার পরিবর্তে জাতির সার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। অন্যদিকে, পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তিপ্রথা এবং তাহা হইতে উদ্ভূত বিশেষ সুবিধা ও অধিকারসমূহের উচ্ছেদ করিয়া তাহার পরিবর্তে আধুনিক ব্যক্তিভিত্তিক ধনতান্ত্রিক সম্পত্তিপ্রথা, উহার ভিত্তিতে রচিত ব্যক্তিভিত্তিক সম্পত্তির অধিকার ও সুবিধাসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। সংক্ষেপে, ব্যক্তিস্বতন্ত্রতাবাদ ও ব্যক্তিভিত্তিক সম্পত্তিপ্রথা এবং জাতির সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতিষ্ঠাই এই 'মানবীয় অধিকার'-এর মূল বিষয়বস্তু।

Declaration of Rights of Man (U. N. O.) : (রাষ্ট্রপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের) মানবীয় অধিকারের ঘোষণা।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের (U. N. O.) সাধারণ পরিষদ কর্তৃক এই মানবীয় অধিকারের প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষ এই সভ্য জগতে যে সকল অধিকার

ভোগ করিবার অধিকারী তাহাই হইল এই মানবীয় অধিকারের ঘোষণার বিষয়-বস্তু। এই ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, এই সকল অধিকার প্রত্যেকটি মানুষের জন্মগত অধিকার। এই অধিকারসমূহের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হইল :

কাহাকেও কারণ না দেখাইয়া গ্রেপ্তার করা চলিবে না; কাহারও ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনে হস্তক্ষেপ করা এবং কাহারও গৃহের শান্তি নষ্ট করা চলিবে না; কোন ব্যক্তি তাহার নিজ দেশ বা অন্য কোন দেশ ত্যাগ করিয়া অপর কোন দেশে যাইয়া বসবাস করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে বাধা দেওয়া চলিবে না; প্রত্যেকেই তাহার নিজের মত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করিতে পারিবে; জনসাধারণের ইচ্ছাই হইবে প্রত্যেক দেশের সরকারের শাসন-ক্ষমতার ভিত্তি এবং জনসাধারণের এই ইচ্ছা নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রকৃত নির্বাচনের মারফত ব্যক্ত করিবার সুযোগ দিতে হইবে; প্রত্যেকেরই কর্ম (চাকরি) পাইবার ও বেকার অবস্থার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা লাভের অধিকার আছে; প্রত্যেকেরই ট্রেড য়ুনিয়নে যোগদানের অধিকার আছে; প্রত্যেকেরই নিজ স্বাস্থ্য রক্ষা ও উত্তমরূপে পরিবার প্রতিপালনের পক্ষে উপযুক্ত জীবিকার মান (আয় বা বেতন) লাভের অধিকার আছে; প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার আছে; ইত্যাদি।

ফরাসী বিপ্লবের সময় যে মানবীয় অধি-কারের ঘোষণা-পত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা মানবের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সামাজিক মানুষের মৌলিক অধিকারের ভিত্তি রচনা করিয়াছিল, আর রাষ্ট্রপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের এই এই মানবীয় অধিকারের ঘোষণা সামাজিক মানুষের সেই অধিকার আরও প্রসারিত করিয়াছে।

Roman Empire : (প্রাচীন) রোম-সাম্রাজ্য। [Holy Roman Empire ও Bizantine Empire দ্রষ্টব্য]

Romanticism : ভাব-কল্পনা-রমণীয়তা-পূর্ণ সাহিত্য ও শিল্পের ধারা; রমন্যাস-বাদ; রম্যরচনা-পদ্ধতি; ভাব-কল্পনাবাদ; কল্পপন্থা; 'রোমান্টিসিজ্‌ম্'।

জার্মানীতে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে নোভালিস্ (Novalis), টিক্‌স্ (Tiecks) এবং শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয় (Schlegel Brothers) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নূতন ধরনের কাব্য রচনার ধারা, এবং ফরাসীদেশে অলেকজান্দার ডুমা (Alexander Dumas), ভিক্তর হুগো (Victor Hugo), লা মার্টাইন (Les Martain) প্রভৃতি কর্তৃক প্রবর্তিত উপন্যাস-সাহিত্যের নূতন ধারা। সংক্ষেপে, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির নূতন ধারা-বিশেষের মূলতত্ত্ব বা অন্তর্নিহিত ভাব। এই আন্দোলন (Romantic Movement) হইল পুরাতন গ্রীক্ ও রোমক সাহিত্যের নিয়মের আতিশয্য, পাণ্ডিত্যাভি-মান ও গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে রম্য, মৌলিক, সংস্কার-মুক্ত, ভাব-কল্পনা পূর্ণ সাহিত্য ও কলাশিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটা ব্যাপক বিদ্রোহ।

এই আন্দোলন সর্বপ্রথম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জার্মানীতে লেসিং (Lessing), শিলার (Schiller) প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণ কর্তৃক আরব্ধ হয়। শীঘ্রই ইহা সমগ্র ইউরোপের সাহিত্য ও কলা-শিল্পের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। জার্মান সাহিত্যিক হাইন্‌রিক্ হাইনে-এর (Heinrich Heine) মতে : "গ্রীক ও রোমক শিল্পীরা কেবল পূর্ব-পরিকল্পিত (বা ছককাটা) ভাব প্রকাশ করিতেন; সুতরাং শিল্পীর মানসপটে বা পাথরে সেই পূর্ব-পরিকল্পিত (বা ছককাটা) ভাব অবিকলরূপে ফুটাইতে পারিলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত। কিন্তু রমন্যাস-শিল্পীকে (Romantic Writer or Artist-কে) অসীমের এবং পরমতত্ত্বের আভাস দিতে হইত। কাজেই প্রতীক বা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ

ব্যতীত তাহার উপায়ান্তর ছিল না।" স্নেহ, প্রেম, অনুরাগ প্রভৃতি মানব-মনের সুকুমার ভাবসমূহ ফুটাইয়া তোলাই রমন্যাস-শিল্পের (Romanticism-এর) প্রধান লক্ষ্য ছিল।

ইংলণ্ডের সাহিত্য-ক্ষেত্রে ওয়াল্টার স্কট্ (Walter Scott), শেলি (P. B. Shelly), বায়রন (Lord Byron), ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth), ফরাসী সাহিত্য-ক্ষেত্রে ভিক্তর হুগো (V. Hugo), দা মুসে (De Musset), জর্জেস্ সাঁদ (Georges Sand), সেণ্ট-বুভে (Sainte-Beuve); এবং জার্মান সাহিত্য-ক্ষেত্রে গেটে (Goethe), হাইন্‌রিক্ হাইনে (H. Heine), টিক্‌স্ (Tiecks), হফ্‌ম্যান্ (Hoffman) প্রভৃতি এই আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিলেন।

Rousseauism : রুশোর তত্ত্ব; রুশোবাদ।

ফরাসীদেশের বিপ্লববাদী দার্শনিক, রাজনীতি ও সমাজনীতিবিদ্ জঁা জ্যাক্ রুশো (Jean Jaque Rousseau) কর্তৃক প্রবর্তিত দার্শনিক, রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ। তাঁহার চিন্তাধারা ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের যুগান্তকারী ফরাসী বিপ্লবে বিশেষ প্রেরণা যোগাইয়াছিল। সেই হেতু রুশোকে ফরাসী বিপ্লবের 'অগ্রদূত' আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁহার মতবাদ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 'বুর্জোয়া'-বিপ্লবের (সামন্তপ্রথা-বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের) বীজ বপন করিয়াছিল। রুশোর অভিনব মতবাদ শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। রুশোর শিক্ষা-বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় মত তাঁহার রচিত 'এমিলি' (*Emile*) নামক গ্রন্থে এবং ধর্ম ও রাজনীতিসম্বন্ধীয় মত 'সোশ্যাল কন্‌ট্রাক্ট' (*Du Contract Social*) নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়। ফরাসী বিপ্লবের সময় ফরাসী 'জাতীয় পরিষদ' কর্তৃক গৃহীত বিখ্যাত 'মানবীয় অধিকারের ঘোষণা-পত্র'টি রুশোর এই 'সোশ্যাল কন্‌ট্রাক্ট' নামক গ্রন্থে লিখিত মতবাদের ভিত্তিতেই রচিত। [Rights of Man দ্রষ্টব্য]

Social Contract : রুশো কর্তৃক লিখিত ধর্ম ও রাজনীতিসম্বন্ধীয় গ্রন্থের নাম। এই গ্রন্থ ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে রুশো বলেন যে, সকল মানুষই সমান অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। রাজা ও প্রজা পরস্পরের সহিত চুক্তিবদ্ধ থাকিবে। প্রজার মত অনুসারে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হইবে। রুশোর মতে, আদিম অবস্থাই মানুষের স্বাভাবিক এবং প্রকৃত অবস্থা। এই অবস্থায় মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিত। তাঁহার মতে, মানুষ স্বেচ্ছায় সকলের হিতার্থে নিজের স্বাধীনতার কিছু অংশ সঙ্কোচ করিয়া সমাজবদ্ধ হইয়াছে। রুশোর এই মত ফরাসী দেশের তৎকালীন সামন্ততন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজ-বিপ্লব ও রাষ্ট্র-বিপ্লবের প্রেরণা যোগাইয়াছিল। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে রুশোর জন্ম এবং ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

Russian Revolution : রুশ-বিপ্লব।
[Revolution শব্দ দ্রষ্টব্য]

S

Sacred Books of the East : প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থসমূহ।

ইউরোপের কতিপয় বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত কর্তৃক জার্মান পণ্ডিত মোক্ষমূলরের সম্পাদনায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে প্রকাশিত প্রাচ্যদেশীয় ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থমালা।

Salvation Army : (ধর্মীয়) মুক্তি-বাহিনী।

জনসাধারণের সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক

উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের রেভারেণ্ড উইলিয়ম বুথ্ (William Booth) কর্তৃক ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সৈন্যবাহিনীর আদর্শে গঠিত সমিতি। ইহা জনসাধারণের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করে।

Sanctions : বলবৎকরণ ; বাধ্যকরণ।

আন্তর্জাতিক চুক্তির শর্ত মানিবার জন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে সামরিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে অনুষ্ঠিত ভের্সাই-সন্ধির শর্তে প্রয়োজন হইলে জার্মানীর বিরুদ্ধে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের উল্লেখ ছিল। ইহার পর প্রথম জাতিসঙ্ঘের (League of Nations-এর) ১৬নং ধারায় কোন দেশ আন্তর্জাতিক চুক্তির শর্ত মানিতে অস্বীকার করিলে উহার বিরুদ্ধে সামরিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার জাতিসঙ্ঘের হস্তে রক্ষিত হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মানী যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করিলে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর ডাসেলডর্ফ্ ও অন্যান্য শহর বলপূর্বক অধিকার করিয়া ভের্সাই-সন্ধির শর্তানুযায়ী জার্মানীকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে একই কারণে বৃটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানীর রুড় অঞ্চল অধিকৃত হয়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ইতালী অন্যায়ভাবে আবিসিনিয়া আক্রমণ করিলে জাতিসঙ্ঘ ইতালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল।

Saracens : সারাসেন ; সারাসেন জাতি (আরবজাতি)।

সর্বপ্রথম গ্রীক ও রোমানগণ আরবের যাযাবরদের 'সারাসেন' নামে অভিহিত করিয়াছিল। তখন এই আরবীয় যাযাবরগণ মিশর হইতে ইউফ্রেতিস্ নদীর তীর পর্যন্ত সর্বত্র রোম-সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালাইত। ইস্লাম ধর্ম প্রচারিত হইবার পরেই সারাসেনগণ বিশেষ উৎসাহের সহিত ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। তখন হইতে আরব ও অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানগণকে 'সারাসেন' নামে অভিহিত করা হইত। মধ্যযুগের কোন কোন লেখক সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের মুসলমানদিগকে, কোন কোন লেখক উত্তর-আফ্রিকার আরব-বার্বার সম্প্রদায়কে, আবার কোন কোন লেখক খাস আরবের মুসলমানদের এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণভাবে আরব, উত্তর-আফ্রিকা, সিরিয়া, প্যালে-স্টাইন—এই সকল অঞ্চলের মুসলমানগণই 'সারাসেন' নামে পরিচিত।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সারাসেনগণ সমগ্র আরব, উত্তর-আফ্রিকা এবং এশিয়া মহাদেশের কয়েকটি অংশ জয় করে। অষ্টম শতাব্দীতে উত্তর-আফ্রিকার, বিশেষতঃ মরোক্কোর সারাসেনগণ স্পেন দেশ জয় করিয়াছিল (৭১১ খৃষ্টাব্দে)। কিন্তু ৭৩২ খৃষ্টাব্দে তাহারা ফরাসী দেশ আক্রমণ করিলে ফ্রান্সের সেনাপতি চার্লস্ মার্টেল কর্তৃক তাহারা চূড়ান্তরূপে পরাজিত হয় এবং স্পেন দেশে পলাইয়া যায়। ১২৭৭ খৃষ্টাব্দে তাতারগণ বাগদাদের সারাসেন-রাজ্য আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে। স্পেন দেশে সারাসেন-রাজত্ব ১০৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ইহার পর আভ্যন্তরিক বিদ্রোহ প্রভৃতির ফলে এই রাজত্ব ভাঙিয়া গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে ভাগ হইয়া পড়ে।

Saracenic Civilisation : সারাসেন-সভ্যতা।

সমসাময়িক যুগের অস্ত্রশক্তি দ্বারা ধর্ম ও সভ্যতা বিস্তারের রীতি অনুসারে এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পররাজ্য-দখলের যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইলেও সারাসেনগণ এক অভিনব সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাহাদের অবদান মানব-সভ্যতাকে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। তৎকালীন সারাসেন-সভ্যতার কেন্দ্র ছিল বাগদাদ, মিশর

(ইজিপ্ট), মারোক্কো, স্পেনের কর্ডোবা প্রভৃতি স্থান।

"অসংখ্য গ্রন্থ ও পুস্তিকায় এই সময়ের (সারাসেনদের) বহুমুখী সাফল্যের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাদের শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা সকল সভ্য মানুষের গর্বের বিষয়। খলিফাদের রাজসভায় সকল প্রকার কথাশিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য একাগ্রভাবে উৎসাহ দান ও অজস্র অর্থব্যয় করা হইত। প্রত্যেকটি মস্‌জিদের সহিত এক একটি উৎকৃষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইত এবং সেই সকল শিক্ষাকেন্দ্র হইতে সার্বজনীন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা দ্বারা নিরক্ষরতা দূর করা হইত। প্রত্যেকটি নগর ও শহর-কেন্দ্রে পুস্তকালয় স্থাপন এবং সেইগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি সাধনের চেষ্টা অব্যাহতভাবে চলিত। বস্‌রা, কুফা, বাগদাদ, কাইরো ও কর্ডোবার জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথা আজিও গর্বের সহিত স্মরণ করা হয়।

"জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যম হিসাবে সর্বত্র সকলে, এমনকি ইহুদী খৃষ্টানগণও আরবী ভাষা ব্যবহার করিত। প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থাবলীর উদ্ধার-কার্যে এবং উহাদের চর্চায় সকল প্রকারে উৎসাহ দান করা হইত। নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থাও সমানভাবেই করা হইত। কর্ডোবায় (স্পেনদেশে) স্ত্রী-ডাক্তারগণ চিকিৎসা করিতেন বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে সারাসেনী মুসলমানদের অতুলনীয় অবদান। সাধারণ শিক্ষা ও বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে তাহাদের সাফল্য অসাধারণ। সাধারণ শিক্ষা এবং ব্যবহারিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে, যেমন অঙ্কশাস্ত্রে (বীজগণিতের বিকাশ সাধন, প্রকৃতপক্ষে ত্রিকোনমিতি বা Trigonometry-এর উদ্ভাবন), জ্যোতিষশাস্ত্রে, রসায়নশাস্ত্রে, ভূগোল-বিদ্যায়, শিল্প-পদ্ধতিতে ও যান্ত্রিক উদ্ভাবনে তাহাদের অবদান অতি বিস্ময়কর। তাহাদের এই সকল সাফল্য হইতে মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতার একটি অতি উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায়।

"আর একদিকের চিত্র হইল ভিন্ন মত ও ভিন্ন ধর্মের প্রতি অনুকরণযোগ্য উদারতা ও সহিষ্ণুতা। খৃষ্টান-চিকিৎসকগণও রাজসভায় সমাদৃত এবং সম্মানিত হইতেন। ভিন্ন জাতীয় সংখ্যালঘুদের সকল অধিকার দেওয়া হইত। দর্শনশাস্ত্রের ব্যাপক চর্চা চলিত এবং সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মতও ব্যাপক-ভাবে আলোচিত হইত এবং উহা প্রচারের সকল প্রকার সুযোগ দেওয়া হইত।

"দরিদ্র ও নিরাশ্রয়দের সর্বপ্রকারে যত্ন লওয়া হইত। হাসপাতালের সংখ্যা ছিল প্রচুর, এমন কি বহুদূরের গ্রামাঞ্চলের জন্যও ভ্রাম্যমান ঔষধালয়ের ব্যবস্থা ছিল। সরকারী খরচে বহু অনাথ শিশুদের আশ্রম পরি-চালিত হইত। অতি সাধারণ ব্যাপারেও প্রজারা রাজাদের নিকট অভিযোগ পেশ করিতে পারিত। উচ্চতম পদ-মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও, এমনকি খলিফা (মুসলমান রাজা) নিজেও প্রজাসাধারণের জন্য রচিত আইন সমানভাবে মানিয়া চলিতেন।

"কর্ডোবার রাস্তাগুলি ছিল চমৎকাররূপে বাঁধানো এবং রাত্রিকালে সেগুলি সরকারী আলোকে আলোকিত হইত।······কৃষির জন্য জলসেচ-ব্যবস্থার বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সকল প্রকার শিল্পই বিকাশ লাভ করিয়াছিল। জাহাজ-নির্মাণ, উন্নত ইস্পাত তৈয়ারী (বিখ্যাত 'টলেডোর তরবারি' এই ইস্পাতে তৈয়ারী হইত), চর্মশিল্প, বস্ত্রশিল্প, পশুপালন প্রভৃতি অসংখ্য শিল্প বিস্ময়কররূপে বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

"কলা-শিল্পে ও বিশেষতঃ স্থাপত্য-শিল্পে (Architecture) সারাসেন-সংস্কৃতি বিশ্ব-বিখ্যাত এবং ইহার অনেকগুলি দিকে

আজ পর্যন্ত অধিকতর উন্নতি সম্ভব হয় নাই।" —Wilfred Cantwell Smith: *Modern Islam in India*

Satyagraha : সত্যাগ্রহ।

সত্যের প্রতি আগ্রহ বা সত্যের আশ্রয় গ্রহণ; অবিচলিতভাবে সত্যকে আঁকড়াইয়া থাকা। ইহা ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে ব্যবহৃত হয়। রাজনৈতিক অর্থে ইহা হইল—বৃটিশ শাসকদের তৈরী আইন অহিংসভাবে অমান্য করিয়া প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়িয়া তোলা। বৃটিশ ভারতে এই সত্যাগ্রহই কংগ্রেস-পরিচালিত স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রধান রূপ হইয়াছিল। পরে বিভিন্ন স্থানে ইহা রাজনৈতিক সংগ্রামে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়-গণের সত্যাগ্রহ ও পোর্তুগীজ-শাসনের বিরুদ্ধে গোয়াবাসী ও ভারতবাসীদের সত্যাগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

Scepticism : সন্দেহবাদ; সংশয়বাদ।

একটি দার্শনিক মতবাদ; এই মতবাদ অনুসারে সকল বিষয়ে সন্দেহ, অথবা অন্ততঃ অলৌকিকত্ব বা অতীন্দ্রিয় বিষয়ে সন্দেহ পোষণ ও প্রচলিত ধারণা অস্বীকার করা হয় এবং মনে করা হয় যে, প্রকৃত সত্য জানা সম্ভব নহে। প্রাচীন দার্শনিকগণের মধ্যে গ্রীক দার্শনিক পিরো (Pyrrho: খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ) ছিলেন এই মতবাদের জন্য বিখ্যাত। পরবর্তী যুগে ফরাসী দার্শনিক পাস্কাল (Blaise Pascal : 1623-1662) বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণের ভিত্তিতে এক নূতন 'সন্দেহবাদ' প্রচার করেন। ডেভিড হিউম যে 'সন্দেহবাদ' প্রচার করেন তাহার মর্ম হইল এই যে, 'প্রত্যক্ষই জ্ঞানের মূল উৎস' এবং এই প্রত্যক্ষের একমাত্র ভিত্তি হইল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান।

Scholasticism (or Scholastic Philosophy) : (মধ্যযুগের) খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র ও দার্শনিক মত; পণ্ডিতী বিচার।

এই ধর্মমত ও দার্শনিক মত প্রধানতঃ খৃষ্টধর্মের আদি আচার্যগণ এবং আরিস্তোত্‌ল্ ও তদীয় টীকাকারগণের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা খৃষ্টধর্মকে দার্শনিক বিচারের আলোকে যাচাই করিতেন। রোম-সম্রাট সার্লেমেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক স্কুলসমূহ হইতেই 'স্কলাস্টিসিজ্‌ম্' শব্দটির উৎপত্তি। খৃষ্টের পুনরভ্যুত্থান প্রভৃতি অলৌকিক ব্যাপারসমূহ সম্বন্ধে সেণ্ট টমাস্ ও তাঁহার শিষ্যগণ কর্তৃক গভীর সন্দেহ ও অবিশ্বাস প্রচারের ফলে এই মতবাদের প্রভাব বিলুপ্ত হয়।

Science : বিজ্ঞান; জ্ঞানশাস্ত্র; বিজ্ঞানশাস্ত্র।

কোন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাত তথ্য সমূহের সুরচিত ও প্রণালীবদ্ধ জ্ঞান।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিষয় সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ (Observation), পরীক্ষা (Experiment) ও বিচারের (Reasoning) মারফত লব্ধ ও প্রণালীবদ্ধ জ্ঞান। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়কে সাধারণতঃ দুইভাগে ভাগ করা হয়: (১) বিমূর্ত বিজ্ঞান (Abstract Science)—যেমন, গণিতশাস্ত্র (Mathematics), যুক্তি বা তর্কশাস্ত্র (Logic) প্রভৃতি; (২) মূর্ত বিজ্ঞান (Concrete Science)—যেমন, জ্যোতিষশাস্ত্র (Astronomy), জীববিদ্যা (Biology), রসায়নশাস্ত্র (Chemistry), পদার্থবিদ্যা (Physics) প্রভৃতি। এই দুইভাগের মধ্যে 'ফলিত গণিতশাস্ত্র' (Applied Mathematics) যোগসূত্র-স্বরূপ।

সকল বিষয়ের প্রণালীবদ্ধ জ্ঞান সম্বন্ধেই 'বিজ্ঞান' কথাটি ব্যবহৃত হয়। 'বিজ্ঞান' শব্দের দ্বারা বুঝায়: (১) শ্রেণী-বিভাগ বা বিশ্লেষণ-প্রণালী, (২) বিভিন্ন তথ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

নির্ণয়, এবং (৩) উহাদের নিয়ন্ত্রণকারী সাধারণ সূত্রাবলীর আবিষ্কার। এই অর্থে, ইতিহাস (History), সমাজতত্ত্ব (Sociology), অর্থনীতিশাস্ত্র (Economics), রাষ্ট্রনীতিশাস্ত্র (Politics) প্রভৃতিও বিজ্ঞান বলিয়া গণ্য হয়।

Second International : দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক।

[Internationals শব্দ দ্রষ্টব্য]

Sectarianism : দলীয় সংকীর্ণতা।

দলীয় সংকীর্ণতা হইল এমন একটা কর্মপন্থা যাহার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ একটি পার্টি বা দল জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং শেষপর্যন্ত ইহা ভাঙিয়া যায়। যে পার্টি বা দল এই ভুল কর্মপন্থা গ্রহণ করে সেই পার্টি বা দল সাধারণতঃ অন্য কোন পার্টি বা দলকে কোনরূপ সুবিধা না দিয়া সকল সুবিধা একাকী নিজেরাই ভোগ করিতে চায়।

Secularism : ধর্মবিবর্জিত বা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা-ব্যবস্থা বা রাষ্ট্র-ব্যবস্থা; (দার্শনিক অর্থে) ঐহিকবাদ বা নিরীশ্বরবাদ।

ভাষাগত অর্থে, ইহজগৎসম্বন্ধীয়, অথবা ধর্মসম্বন্ধীয় প্রশ্ন-বহির্ভূত বিষয়। সাধারণ অর্থে শব্দটি দ্বারা বুঝা যায় : (১) এমন একটি রাষ্ট্র বা সমাজ-ব্যবস্থা যেখানে অপরের ক্ষতি না করিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ ইচ্ছামত ধর্মপালন ও কাজকর্ম করিতে পারে; (২) এমন একটি শিক্ষা-ব্যবস্থা যে শিক্ষাব্যবস্থার সহিত ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা সকল প্রকার ধর্মমত এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পরকাল অস্বীকার করে। দার্শনিক অর্থে,—যাহা ইহজীবনে মানবের পক্ষে মঙ্গলজনক তাহাই সৎনীতি, সেই নীতির সহিত ঈশ্বর বা ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের জি.জে. হোলিওক (G. J. Holyoake) কর্তৃক এই মত প্রথম প্রচারিত হয়। এই মতের শ্রেষ্ঠ প্রচারক ছিলেন চার্লস্ ব্রাড্‌লাফ্ (Charles Bradlaugh)। এই মত প্রচারের জন্য ইংলণ্ডে *National Secular Society* নামে একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্র এই মতের উপর প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ ভারত একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State)।

Select Committee : নির্বাচিত উপসমিতি; (ব্যবস্থাপক সভার) বিশেষজ্ঞ-কমিটি।

ব্যবস্থাপক সভার কোন প্রস্তাবিত আইন সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্য বা বিশেষভাবে বিবেচনা করার জন্য ব্যবস্থাপক সভার কতিপয় বিশেষজ্ঞ সভ্য লইয়া গঠিত উপসমিতি বা কমিটি।

Self-Determination (of Nations) : (জাতিসমূহের) আত্মনিয়ন্ত্রণ।

প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির নিজেদের দ্বারা তাহাদের স্বাধীনতা, তাহাদের ইচ্ছানুরূপ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করিবার নীতি; বিশেষ করিয়া, পরাধীন দেশ ও উপনিবেশসমূহের নিপীড়িত জনগণের সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে থাকা; মার্ক্সীয় মতে, "'স্বায়ত্তশাসন', 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস্,' 'হোমরুল' প্রভৃতি মুখরোচক নামের দ্বারা আড়াল-করা সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের বদলে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রহিসাবে পৃথিবীর সকল জাতির সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বাস করিবার অধিকার।"

"জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ হইল, অন্য জাতির সম্পর্ক-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কোন জাতির স্বতন্ত্র, স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গঠন।"—Lenin : *The National Question.*

Semi-colony : অর্ধ-উপনিবেশ; আধা-উপনিবেশ। [Colony শব্দ দ্রষ্টব্য]

Sensation : ইন্দ্রিয়ানুভূতি; সংবেদন।

ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যবর্তিতায় স্নায়ুচক্রে উৎপাদিত অনুভূতি।

Sensationalism : অনুভূতিবাদ; অনুভববাদ ; সংবেদনবাদ।

একটি দার্শনিক মতবাদ। এই মত অনুসারে আমাদের ধারণাসমূহ কেবল অনুভূতি (বা সংবেদন) হইতে উদ্ভূত এবং অনুভূতিরই (বা সংবেদনেরই) রূপান্তর মাত্র।

Sense : জ্ঞানেন্দ্রিয় ; ইন্দ্রিয় ; বুদ্ধি।

প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতগণের মতে, ইন্দ্রিয় তিন প্রকার : (১) জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্); (২) কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পায়ু ও উপস্থ) ; (৩) অন্তরেন্দ্রিয় (মনঃ, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত) ; মন সকল ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত করে। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণ পৈশিক অনুভূতি (Mascular Sense) নামে একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইচ্ছাবাহী পেশী দ্বারা চালিত বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা দেহাংশের দিক এবং অবস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়।

Shares : অংশ ; যৌথ কোম্পানির অংশসমূহ।

কোন যৌথ কোম্পানির মোট মূলধনের যে সকল অংশ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা প্রদত্ত হয় এবং সেই ব্যক্তিরা তাহাদের নিজ নিজ অংশের পরিমাণ অনুযায়ী লভ্যাংশ পায় অথবা ক্ষতি বহন করে। সেই সকল অংশ লইয়াই কোম্পানির মোট মূলধন গঠিত হয়।

Deferred Shares : বিলম্বে বা অনির্দিষ্ট সময়ে দেয় অংশ।

কোন যৌথ কারবারের যে সকল অংশের উপর কোন নিদিষ্ট তারিখ বা সম্ভাবিত ঘটনার পূর্বে অপেক্ষাকৃত অল্প হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয় (অর্থাৎ পূর্ণ লভ্যাংশ দেওয়া হয় না), কিংবা ঐ তারিখ বা সময়ের পূর্বে কোন লভ্যাংশই দেওয়া হয় না।

Preference Shares : সর্বাগ্রে দেয় অংশ।

কোন যৌথ কারবারের, যে সকল অংশের উপর দেয় লভ্যাংশ সর্বাগ্রে মিটাইয়া দিতে হয়।

Simple Form of Value : মূল্যের প্রাথমিক (বা সরল) রূপ।

ইহা মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে ব্যবহৃত হয়। 'Elementary Form of Value' ও 'Simple Form of Value'—এই কথা দুইটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

[Forms of Value দ্রষ্টব্য]

Sinking Fund : ঋণ পরিশোধার্থে গঠিত তহবিল।

সরকারী ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর রাজকোষ হইতে টাকা সঞ্চয় করিয়া যে বিশেষ তহবিল গঠন করা হয়, তাহাকে বলা হয় 'সিংকিং ফণ্ড'। প্রত্যেক দেশের সরকারের এই প্রকার একটি তহবিল থাকে, এই তহবিলের টাকা সুদে খাটাইয়া ইহার বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়।

Sit-Down Strike : অবস্থান-ধর্মঘট।

এক ধরনের শ্রমিক-ধর্মঘট। এই ধর্মঘটে শ্রমিকগণ দিবারাত্র কারখানার মধ্যে অবস্থান করে বলিয়া এইরূপ ধর্মঘটকে 'অবস্থান-ধর্মঘট' বলা হয়। শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিয়া কর্মস্থল ত্যাগ করিয়া গেলে মালিকগণ অনেক সময় নূতন শ্রমিক নিয়োগ করিয়া কারখানা চালায়। এই জন্যই শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিয়া কারখানা বা কর্মস্থল ছাড়িয়া না যাইয়া ঐ স্থানে অবস্থান করিবার উপায় অবলম্বন করে।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের কয়লা-খনির শ্রমিকগণ দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে ধর্মঘট করিয়া কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কয়লা-খনির মধ্যেই অবস্থান করিয়াছিল। পৃথিবীর শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাসে ইহাই প্রথম 'অবস্থান-ধর্মঘট'। ইহার পর হইতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের শ্রমিকগণ ধর্মঘটের এই নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করে। পরবর্তীকালে

ফ্রান্সে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহাই শ্রমিক-সংগ্রামের প্রধান রূপ হইয়া দাঁড়ায়।

Skilled Labour : নিপুণ শ্রম।

মার্ক্‌সীয় অর্থনীতিতে 'নিপুণ শ্রম' কথাটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। এই অর্থনীতিতে, যে শ্রমশক্তির মধ্যে উৎপাদনের বিশেষ শিক্ষা আয়ত্ত করিবার জন্য পূর্বে ব্যয়করা শ্রম নিহিত রহিয়াছে, সেই শ্রমশক্তিকে 'নিপুণ শ্রম' বলা হয়। অন্য কথায়, 'নিপুণ শ্রম' হইল অনিপুণ শ্রমের (Unskilled Labour-এর) ঘনীভূত রূপ।

Slave-System : দাসপ্রথা; ক্রীতদাস-প্রথা।

পূর্বে যে প্রথায় মালিকগণ মানুষের শ্রমশক্তি চিরজীবনের জন্য ক্রয় করিয়া তাহাদের দ্বারা সামাজিক উৎপাদন চালাইত, কেবল মানুষের শ্রমশক্তিই নহে, মানুষটাই একটা পণ্য বা ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রীতে পরিণত হইত, সেই সামাজিক ব্যবস্থাকেই বলা হয় 'দাসপ্রথা', এবং সেই প্রকার উৎপাদনপ্রথামূলক সমাজকেই বলা হয় 'দাস-প্রথামূলক সমাজ'। ইহা সমাজের ক্রমবিকাশের একটি স্তর। দাসপ্রথামূলক সমাজের ভিত্তি ছিল নিম্নরূপ :—

"যে ব্যক্তি দাসের মালিক সে উৎপাদনের উপকরণেরও মালিক, সে-ই উৎপাদনের শ্রমিকেরও মালিক। উৎপাদনের শ্রমিককে, অর্থাৎ দাসকে তার মালিক একটা জন্তুর মত বিক্রয় করিতে পারিত, ক্রয় করিতে পারিত অথবা মারিয়াও ফেলিতে পারিত। এই ধরনের উৎপাদন-সম্বন্ধই ছিল সেই যুগের উৎপাদন-শক্তির বিকাশের অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই দাসপ্রথার যুগে মানুষ পাথরের হাতিয়ারের বদলে ধাতু-নির্মিত হাতিয়ার তৈরি করিতে শিখিয়াছে। ইহার পূর্ব পর্যন্ত শিকারী মানুষ (পূর্বের আদিম কমিউন-যুগের মানুষ) পশুপালন, কৃষি কিছুই জানিত না, কিন্তু এই যুগে পূর্বের হীন ও আদিম অবস্থার জীবনধারণ-প্রণালীর পরিবর্তে দেখা দিয়াছে পশুপালন, কৃষি, হস্তশিল্প ও এই সকল উৎপাদনের কাজে শ্রম-বিভাগ।" —*History of the C. P. S. U. (B)*

Slavery : দাসপ্রথা; দাসত্ব।

প্রাচীন যুগ হইতে, অর্থাৎ মানব-সমাজের প্রথমস্তর আদিম কমিউন-সমাজের পর হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যযুগ বা সামন্ততান্ত্রিক যুগ পর্যন্ত এই দাসপ্রথা ও উহার পরিবর্তিত রূপ ভূমিদাস-প্রথা (Serfdom) ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। এই সময়ে দাসপ্রথাই ছিল মানব-সমাজের প্রধান উৎপাদন-ব্যবস্থা। সামন্ততান্ত্রিক যুগে এই দাসপ্রথা সামান্য পরিবর্তিত আকারে বিভিন্ন স্থানে ভূমিদাস-প্রথায় পরিণত হয়। [Serfdom দ্রষ্টব্য]

প্রথমে যুদ্ধে-পরাজিত ও বন্দী সৈন্যদেরই দাস করিয়া রাখা হইত। ইহা ব্যতীত, যাহারা ঋণ করিয়া তাহা পরিশোধ করিতে পারিত না, তাহাদিগকেও মহাজনদের দাসত্ব স্বীকার করিতে হইত। অনেক সময় ভরণ-পোষণে অসমর্থ পিতামাতারাও তাহাদের পুত্র-কন্যাদের দাসহিসাবে বিক্রয় করিত। প্রাচীন রোম ও গ্রীস্‌ দেশে বিরাট সংখ্যক দাস ছিল এবং তাহাদের দ্বারা কৃষি প্রভৃতি সামাজিক উৎপাদনের কাজ চালানো হইত। এই দুই স্থানে যে সাধারণতন্ত্র (Republic) ছিল তাহাতে দাসদের নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হইত না, এবং তাহাদের ভোটাধিকারও ছিল না।

সর্বপ্রথম পোর্তুগীজগণ ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে দাস-ব্যবসায় আরম্ভ করে। তাহারাই প্রথম আফ্রিকা হইতে নিগ্রোদের বলপূর্বক ধরিয়া আনিয়া ইউরোপের বাজারে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। পরবর্তী কালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ আফ্রিকা হইতে অসহায় নিগ্রোদের দলে দলে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া ইউরোপের বাজারে উচ্চমূল্যে দাসহিসাবে বিক্রয় করিত।

অনেক সময় দাসগণ মালিকদের অমানুষিক উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া মালিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিত। খৃষ্টপূর্ব ৭২ অব্দে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে ইতালীতে এবং ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে ওয়াট্ টিলালের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে যে দাস-বিদ্রোহ হয় তাহা ছিল সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমোক্ত বিদ্রোহ ইতিহাসে 'স্পার্টাকাস্-বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। এই বিদ্রোহের ফলে ইতালীর এক বৃহদংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং বহু সহস্র স্বাধীন মানুষ বিদ্রোহী দাসদের হস্তে নিহত হয়। খৃষ্টপূর্ব ৭১ অব্দে দাসগণের পরাজয়ে এই বিদ্রোহের অবসান ঘটে। [Spartacist শব্দ দ্রষ্টব্য]

১৩৮১ খৃষ্টাব্দে ওয়াট্ টিলারের নেতৃত্বে পরিচালিত দাস-বিদ্রোহের ফলেই ইংলণ্ডে দাসপ্রথা ও ভূমিদাসপ্রথার অবসানের সূচনা হয় এবং রাজ্ঞী এলিজাবেথ-এর শাসনকালে এই প্রথা লোপ করা হয়। কালক্রমে এই অমানুষিক প্রথা তুলিয়া দিবার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হয়। প্রসিদ্ধ মার্কিন লেখিকা হ্যারিয়েট্ ই. বি. স্টো (H. E. B. Stowe, 1811-96) এই আন্দোলনের অংশরূপে তাঁহার 'টম্‌কাকার কুটির' (*Uncle Tom's Cabin*) নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং ইহা এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া দাসপ্রথা-বিরোধী আন্দোলন বহুগুণ শক্তিশালী করিয়া তোলে। এই আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় দাসপ্রথা তুলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এখনও ইহা আফ্রিকা মহাদেশে বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন রূপে চলিতেছে এবং পোর্তুগীজ ও ফরাসীরা নানাভাবে উৎসাহ দিয়া এই বর্বর প্রথা বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

Slave-owning State : দাস-মালিকদের রাষ্ট্র। [State শব্দ দ্রষ্টব্য]।

Sliding Scale : (মজুরির) হ্রাস-বৃদ্ধিশীল হার।

ইহা দ্বারা শ্রমিকদের মজুরির এক বিশেষ হার বুঝায়। শ্রমিকদের নিত্য-ব্যবহার্য সামগ্রীর বাজার-দরের হ্রাসবৃদ্ধির জন্য শ্রমিকগণ যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাহার ব্যবস্থা করাই হ্রাস-বৃদ্ধিশীল হারে (Sliding Scale-এ) মজুরি দেওয়ার উদ্দেশ্য। বাজার-দরের হ্রাস-বৃদ্ধির অনুপাতে শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারিত হইবে—ইহাই 'হ্রাস-বৃদ্ধিশীল হারে' শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ কোন নির্দিষ্ট সময়ের বাজার-দরকে মূল বাজার-দর বলিয়া ধরা হয় এবং এই মূল বাজার-দরের সহিত মজুরি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং যদি কোন সময় বাজার-দর বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে সেই বৃদ্ধির অনুপাতে মজুরি বাড়াইয়া দেওয়া হয়, এবং বাজার-দর হ্রাস পাইলে মজুরিও হ্রাস পায়। কিন্তু পূর্ব হইতেই মজুরির একটা সর্বনিম্ন হার নির্দিষ্ট করা থাকে, সেই সর্বনিম্ন হারের নীচে মজুরি কখনও হ্রাস পায় না। কোন কোন স্থানে মুনাফার হারের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে মজুরি দেওয়া হয়। সে ক্ষেত্রেও মজুরির একটা সর্বনিম্ন হার নির্দিষ্ট থাকে এবং মুনাফার হার বৃদ্ধি পাইলে মজুরিও বৃদ্ধি পায়।

Social Contract : সামাজিক চুক্তি। [Rousseauism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Social Chauvinist : সমাজবাদের ছদ্মবেশে উগ্র জাতীয়তাবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী।

যে ব্যক্তি বা দল "কথায় সমাজবাদী, কিন্তু কাজে উগ্র জাতীয়তাবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী।"—Lenin : *Imperialism, the Highest Stage of Capitalism.* লেনিন এই কথাটি দ্বারা ইউরোপের সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলির চরিত্র ব্যাখ্যা করেন। কারণ, এই পার্টিগুলি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় ও তাহার

পরবর্তীকালে নিজ নিজ দেশের সাম্রাজ্য-বাদীদের সমর্থন ও সাহায্য করিয়াছিল।

Social Democracy : সমাজবাদী গণ-তন্ত্র ; 'সোশ্যাল ডেমোক্রেসি'।

" 'সোশ্যাল ডেমোক্রেসি' হইল শ্রমিক-আন্দোলনের সহিত সমাজবাদের মিলন। ইহার কাজ হইল, শ্রমিক-আন্দোলনের প্রত্যেকটি পৃথক স্তরে নিষ্ক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনের সেবা করা নহে, শ্রমিক-আন্দোলনের সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষা করা, সেই আন্দোলনের সম্মুখে উহার চরম লক্ষ্য ও রাজনৈতিক কর্তব্য তুলিয়া ধরা এবং সেই আন্দোলনের রাজনৈতিক ও আদর্শগত স্বতন্ত্রতা রক্ষা করা।"—Lenin : *The Struggle for a Bolshevik Party*.

যাহারা, অর্থাৎ যে সকল দল এই আদর্শ অনুসরণ করিত, তাহাদের বলা হইত 'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট্'। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের পূর্বপর্যন্ত রুশিয়ার বর্তমান কমিউনিস্ট পার্টিরও নাম ছিল 'রুশিয়ান 'সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক্ লেবার পার্টি'। বিপ্লবের পর এই পার্টির নাম হয় 'কমিউ-নিস্ট পার্টি' এবং তাহার পর বিভিন্ন দেশে 'কমিউনিস্ট পার্টি' গঠিত হয়।

Socialisation : সামাজিক রূপদান; সামাজিকীকরণ ; সমাজের ব্যবহারে লাগানো।

কোন ব্যবস্থা, ঘটনা বা বস্তুকে সমগ্র সমাজের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করা।

Socialism : সমাজবাদ (যখন মতবাদ বুঝায়) ; সমাজতন্ত্র (যখন সমাজ-ব্যবস্থা বুঝায়)।

যে সমাজ শ্রমিকশ্রেণী ও তাহার মিত্র শ্রেণীগুলির বৈপ্লবিক কর্মপন্থার মারফত গঠিত হইয়া ধনতন্ত্রের স্থান গ্রহণ করে এবং যে সমাজে কলকারখানা, জমি প্রভৃতি সকল সম্পত্তির উপর সাধারণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে উৎপাদন প্রভৃতি সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, সেই সমাজকে 'সমাজতন্ত্র' ও সেই সমাজের আদর্শকে 'সমাজবাদ' বলা হয়।

আধুনিক সমাজবাদী চিন্তাধারার প্রথম উদ্ভব হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। কিন্তু ইহার বহু পূর্বে 'কাল্পনিক সমাজবাদ' (Utopian Socialism) দেখা দিয়াছিল। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে স্যার টমাস্ মুর (১৪৭৮–১৫৩৫) লিখিত 'ইউটোপিয়া' (*Utopia*) নামক বিখ্যাত সামাজিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়। তিনিই সর্বপ্রথম এই গ্রন্থে সমাজবাদী প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে একটি আদর্শ সমাজ গঠনের কল্পনা করেন। কিন্তু তিনি মনে করিতেন যে, বিপ্লবের দ্বারা নহে, নিরবচ্ছিন্ন প্রচারের দ্বারাই এই আদর্শ সমাজ গঠন সম্ভব হইবে। [Utopia দ্রষ্টব্য] ফরাসী দেশের কাল্পনিক সমাজবাদী ফ্রাঁকয় চার্লস্ ফুরিয়ে (Francois Charles Fourier, 1772-1837) বহির্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন, ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার আদর্শ প্রচার করেন। [Fourier-ism দ্রষ্টব্য] ইহার পূর্বে ফরাসীদেশের অন্যতম কাল্পনিক সমাজবাদী সেণ্ট সাইমনও (Saint Simon, 1760-1825) অনুরূপ আদর্শ উপস্থিত করেন। [Saint Simon-ism দ্রষ্টব্য] ইংলণ্ডের কাল্পনিক সমাজবাদী রবার্ট ওয়েন (Robert Owen, 1771-1858) সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তিস্বরূপ বহির্জগতের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীনভাবে একটি সমবায়মূলক আদর্শ কারখানা স্থাপন করেন এবং ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় এই প্রকার সমবায়মূলক আদর্শ কারখানার ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য তাঁহার সকল ধনসম্পত্তি ব্যয় করেন। ওয়েনের এই সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলেও তাঁহার আদর্শ পরবর্তী কালের ইংলণ্ডের সমবায়-আন্দোলন, ট্রেড য়ুনিয়ন-আন্দোলন ও 'চার্টিস্ট আন্দোলন'-এর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

[Owenism শব্দ দ্রষ্টব্য]।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দেই সর্বপ্রথম সমাজবাদ একটি রাজনৈতিক শক্তিরূপে দেখা দেয়। ফরাসী দেশে নৈরাষ্ট্রবাদের (Anarchism-এর) প্রবর্তক পিয়ের জোশেফ প্রুধোঁ (P. J. Proudhon, 1809-65) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কারিগর ও শ্রমিকদের সমবায়ের ভিত্তিতে এক নূতন সমাজ-ব্যবস্থার আদর্শ প্রচার করেন ; [Anarchism শব্দ দ্রষ্টব্য] আর লুই ব্লাঙ্ক (Louis Blanc, 1811-82) নূতন এক সমাজতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ উপস্থিত করিয়া বলেন যে, দেশের সকল সম্পত্তি ও কল-কারখানা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করাই ধনতান্ত্রিক শোষণের অবসান করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু ইঁহাদের কেহই বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিজ নিজ মতবাদ গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। এই সকল প্রচারকদের মতবাদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানসম্মত ও সুসংগঠিত সমাজবাদের আদর্শ লইয়া জার্মানীতে দেখা দেন কার্ল্ মার্ক্স্ (Karl Marx, 1818-83) ও ফ্রেডারিখ্ এঙ্গেল্স্ (Frederick Engels. 1820-96)। মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্ একত্রে 'কমিউনিস্ট লীগ' নামে প্রথম কমিউনিস্ট সংগঠন স্থাপন করেন এবং 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' নামক জগদ্বিখ্যাত পুস্তিকার মারফত এক সম্পূর্ণ নূতন ধরনের সমাজবাদ প্রচার করেন। ইহার পূর্বে বিভিন্ন সময়ের সমাজবাদীরা প্রচার ও আবেদন-নিবেদন প্রভৃতি দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্ সেই মতবাদ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া ঘোষণা করেন যে, একমাত্র কঠোর শ্রেণী-সংগ্রামের পথে বিপ্লবের দ্বারাই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং ধনতন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট ও কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা পরিচালিত শ্রমিকশ্রেণীই হইবে সেই বিপ্লবের নায়ক। [Marxism শব্দ দ্রষ্টব্য]

এত দিনের কাল্পনিক সমাজবাদের পরিবর্তে মার্ক্সীয় মতের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল 'বিজ্ঞানসম্মত সমাজবাদ'। মার্ক্সীয় মতে সমাজবাদ হইল :

"কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম স্তর, ধনতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে দীর্ঘ গর্ভযন্ত্রণা ভোগের পর সদ্য বাহির-হওয়া সামাজতান্ত্রিক সমাজের স্তর।"—Karl Marx : *Critique of the Gotha Programme.* এই সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান হইবে, কারণ এই সমাজে শ্রমজীবী জনগণই হইবে উৎপাদনের সকল উপকরণের মালিক। কমিউনিস্ট-সমাজের উচ্চতর স্তরে সমাজকে প্রত্যেকে "দিবে তাহার সাধ্যমত, আর লইবে তাহার প্রয়োজন মত"। কিন্তু কমিউনিস্ট-সমাজের নিম্নতর স্তরে (অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজে) সমাজকে প্রত্যেকে "কাজ দিবে তাহার সাধ্যমত, আর পাইবে তাহার কৃত কাজের পরিমাণ অনুসারে।" —Karl Marx : *Critique of the Gotha Programme.* সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র-ক্ষমতা থাকে শ্রমিকশ্রেণীর দখলে ; 'সোবিয়েৎ' বা অনুরূপ সংগঠন হইল সেই রাষ্ট্রের ভিত্তিরূপ। "ধনতান্ত্রিক সমাজ ও কমিউনিস্ট-সমাজের মধ্যবর্তী যুগ হইল ধনতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রে বৈপ্লবিক রূপান্তরের যুগ। এই বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন হয় এমন একটা রাজনৈতিক পরিবর্তনের যুগ—যে যুগে রাষ্ট্র হইবে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat) ভিন্ন অন্য কিছু নহে।" —K. Marx : *Gotha Programme.*

এই নূতন বৈজ্ঞানিক সমাজবাদকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য দেশে দেশে সমাজবাদী দল প্রতিষ্ঠিত হইল এবং উহাদের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া গেল। জার্মানী হইল এই সংগ্রামের প্রথম কেন্দ্র। জার্মানীতে ফার্দিনান্দ লাসেল (Ferdinand Lasalle,

1825-64) নামে এক ব্যক্তি 'জার্মান সোশ্যালিস্ট পার্টি' নামে একটি অর্ধ-সমাজবাদী দল গঠন করেন। তিনি মার্ক্‌স্‌বাদের কিছু অংশের সহিত কাল্পনিক সমাজবাদের কিছু অংশ মিশ্রিত করিয়া এক নূতন ধরনের সমাজবাদ প্রচার করেন। এক বিশেষ ধরনের 'উৎপাদক-সঙ্ঘ'-এর অর্থাৎ সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের সংমিশ্রণের ভিত্তিতে এক নূতন সমাজ গঠন করাই ছিল তাঁহার দলের আদর্শ। স্বভাবতই মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌ লাসেলের এই ভুয়া সমাজবাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম আরম্ভ করেন এবং তাহার ফলে, লাসেলের মৃত্যুর পর, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে পূর্ণ মার্ক্‌স্‌বাদী কর্মপন্থার ভিত্তিতে মার্ক্‌স্‌বাদী দল ও লাসেলের দলের মিলন ঘটে। এই নূতন দলের নাম হয় 'জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি'। লণ্ডন হইতে মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌-এর পরিচালনায় এবং অগাস্ট বেবেল (Auguste Bebel, 1840-1913) ও ভিল্‌হেল্ম লিব্‌কনেক্‌ট-এর (Wilhelm Liebeknecht, 1826-1900) সাক্ষাৎ নেতৃত্বে 'জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি' দ্রুত একটি বিরাট রাজনৈতিক শক্তিরূপে গড়িয়া উঠে। ১৮৮০ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বৃটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রীয়া, রাশিয়া প্রভৃতি ইউরোপের প্রায় সকল দেশে এই প্রকার সমাজবাদী দল গঠিত হয়।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মার্ক্‌স্‌-এঙ্গেল্‌স্‌-এর উদ্যোগে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সঙ্ঘ' (International Workers' Association) গঠিত হয়। এই সংগঠনই **প্রথম আন্তর্জাতিক** (First International) নামে অভিহিত হয়। [International শব্দ দ্রষ্টব্য]। 'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এর ইতিহাস মার্ক্‌স্‌বাদ ও নৈরাষ্ট্রবাদের (Anarchism-এর) দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ এবং প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী নৈরাষ্ট্রবাদী ভাবধারাকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়াই মার্ক্‌স্‌ তাঁহার মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের ফলেই ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে 'প্রথম আন্তর্জাতিক' ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যায়। পৃথিবীর শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করিবার এই প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ হইলেও মার্ক্‌স্‌ তাঁহার জীবদ্দশাতেই জগতের প্রথম শ্রমিক-বিপ্লব (১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব) ও এই বিপ্লবের মধ্যে গঠিত ভবিষ্যৎ শ্রমিক-রাষ্ট্র অথবা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠার প্রয়াস (অর্থাৎ 'প্যারী-কমিউন') দেখিয়া যাইতে সক্ষম হন। [Paris Commune দ্রষ্টব্য] ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মার্ক্‌স্‌-এর মৃত্যুর পর তাঁহার সহযোগী এঙ্গেল্‌স্‌ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত (মৃত্যু—১৮৯৬) বিশ্বের সমাজবাদী আন্দোলন পরিচালনা করেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে এঙ্গেল্‌স্‌-এর উদ্যোগে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' (Second International) গঠিত হইলে পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজবাদী পার্টি তাহাতে যোগদান করে। সেই সময়ে এই 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'ই ছিল বিশ্ব-বিপ্লবের কেন্দ্র। কিন্তু ইহার মধ্যেও সংস্কারপন্থী ও বিপ্লবপন্থীদের দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল। জার্মানীর বার্নস্টাইন (Edward Bernstein) প্রভৃতির নেতৃত্বে সংস্কারপন্থীরা মার্ক্‌স্‌বাদের বৈপ্লবিক তত্ত্ব বর্জন করিয়া উহার 'সংস্কার' সাধনের চেষ্টা করিলে বিপ্লবপন্থীরা এই চেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালাইতে থাকে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে বাধাদানের প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বিভিন্ন দেশের সমাজবাদী পার্টিগুলি শ্রমিক-অভ্যুত্থানের দ্বারা যুদ্ধের বিরোধিতা করিবে। কিন্তু ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ইউরোপে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে প্রায় সকল দেশের সমাজবাদীরা উক্ত প্রস্তাবের কথা ভুলিয়া গিয়া নিজ নিজ দেশের সরকার কর্তৃক ঘোষিত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সহায়তা

করিতে থাকে। কেবল রুশিয়া ও অন্য দুই-একটি দেশের সমাজবাদী দল যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়িয়া তোলে। ইহার ফলে কার্যতঃ 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'-এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। রুশিয়ায় লেনিনের (Vladimir Ilyich Ulyanov-Lenin, 1870-1924) নেতৃত্বে 'বোল্‌শেভিক্ পার্টি' ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর-বিপ্লবের (শ্রমিক-বিপ্লবের) মারফত ক্ষমতা দখল করিতে সক্ষম হয়। [November Socialist Revolution দ্রষ্টব্য] জার্মানীতে কার্ল্ লিব্‌কৃনেক্‌ট্ (Karl Liebknecht, 1871-1919) ও রোজা লুক্‌সেম্‌বুর্গ (Rosa Luxemburg)-এর নেতৃত্বে বামপন্থী সমাজবাদীরা 'স্পার্টাকাস্-লীগ' গঠন করিয়া ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শ্রমিক-বিপ্লবের আয়োজন করে। বিভিন্ন কারণে এই বিপ্লব শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইলেও ইহার ফলে সমরলিপ্সু শাসকগোষ্ঠীর পতন ঘটে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর সহায়তায় দক্ষিণপন্থী সমাজবাদীরা কার্ল্ লিব্‌কৃনেক্‌ট্ ও রোজা লুক্‌সেম্‌বুর্গকে হত্যা করিয়া জার্মানীর শ্রমিক-বিপ্লব ব্যর্থ করিতে সক্ষম হয় এবং শাসনক্ষমতা হস্তগত করে। বিভিন্ন দেশে দক্ষিণপন্থী সমাজবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বিপ্লবপন্থী সমাজবাদীরা (অর্থাৎ প্রকৃত মার্ক্‌স্‌বাদীরা) দক্ষিণপন্থীদের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া 'কমিউনিস্ট পার্টি' নাম গ্রহণ করে এবং লেনিনের নেতৃত্বে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মস্কো নগরীতে তৃতীয় (কমিউনিস্ট) আন্তর্জাতিক' (Third International) গঠন করে। 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' সমাজবাদী চিন্তাধারা ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করে। ইহার পর বহু দেশে নূতন 'কমিউনিস্ট পার্টি' গঠিত হয় এবং শ্রমিক-সংগ্রাম বৈপ্লবিক রূপ গ্রহণ করিতে থাকে। অন্য দিকে বিভিন্ন দেশের দক্ষিণপন্থী সমাজবাদীরা ধনতন্ত্রের সহিত আপস করে এবং "যতদিন পর্যন্ত দেশের অধিকাংশ মানুষ সমাজবাদে বিশ্বাসী না হয় ততদিন পর্যন্ত" সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা মুলতবী রাখে। তাহারা নিজ নিজ দেশের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যোগদান করিয়া উহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে থাকে। এই দক্ষিণপন্থী সমাজবাদীরাও কমিউনিস্টদের অনুকরণে সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ্ নগরীতে একটি 'সমাজবাদী আন্তর্জাতিক' গঠন করে। কিন্তু ইহা কোনদিনই সুসংগঠিত রূপ গ্রহণ করে নাই। দক্ষিণপন্থী সমাজবাদী ও কমিউনিস্টদের মধ্যস্থলে দেখা দেয় আর একদল নূতন সমাজবাদী। ইহারা 'স্বতন্ত্র সমাজবাদী' (Independent Socialist) বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেয়। এই 'স্বতন্ত্র সমাজবাদীরা' আবার ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তথাকথিত 'আড়াই আন্তর্জাতিক' (Two and a half International) গঠন করে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যবর্তী বলিয়া এই সংগঠনের নাম 'আড়াই আন্তর্জাতিক' রাখা হয়। কিন্তু অল্প কিছুকাল পরেই তাহাদের এই 'আড়াই আন্তর্জাতিক' ভাঙিয়া যায় এবং তাহাদের প্রায় সকলেই 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'-এ যোগদান করে। কমিউনিস্টরা দীর্ঘকাল ধরিয়া 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' ও 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক'-এর মিলনের চেষ্টা করে, এবং সেই চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইলে এই দুই সংগঠনের মধ্যে ১৯২২ হইতে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তীব্র দ্বন্দ্ব চলে। দক্ষিণপন্থী সমাজবাদীদের আপস-বিরোধী মনোভাবের ফলে জার্মানীতে সমাজবাদী দল ও কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা পরিচালিত শ্রমিক-আন্দোলনের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হয় প্রধানতঃ তাহারই সুযোগে জার্মানীতে 'নাৎসিবাদ'ও হিট্‌লারের উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু হিট্‌লার ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজবাদী ও কমিউনিস্ট উভয় দলকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের পর ফাসিবাদের বিরুদ্ধে 'গণফ্রন্ট-আন্দোলন'-এর (Popular Front Movement-এর) মধ্য দিয়া কমিউনিস্টরা

সমাজবাদীদের সহিত ঐক্য স্থাপনের জন্য যে চেষ্টা করে তাহা ফরাসীদেশে ও স্পেনে আংশিক সাফল্য লাভ করে এবং উক্ত দুই দেশে 'গণফ্রন্ট'-সরকার গঠিত হয়। তাহার ফলে ফাসিবাদের অগ্রগতি সাময়িকভাবে রুদ্ধ হয়। কিন্তু কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ ও ধনতন্ত্রঘেঁষা মনোবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া এবং গণতন্ত্র রক্ষার অজুহাতে দক্ষিণপন্থী সমাজবাদীরা এই ঐক্য ও 'গণফ্রন্ট'-সরকারকে বানচাল করিয়া দিয়া পরোক্ষভাবে ফাসিবাদের জয় সম্ভব করিয়া তোলে। এইভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পথ প্রস্তুত হয় এবং ইহার ফলে সমাজবাদী 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'-এর গুরুত্ব বিশেষভাবে হ্রাস পায়।

পূর্ব হইতেই সমাজবাদ ও সাম্যবাদের (কমিউনিজ্‌ম্‌-এর) কয়েকটি শাখা-উপশাখা দেখা দিয়াছিল; যেমন, বিকেন্দ্রিত সামাজিক ব্যবস্থামূলক সমাজবাদের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় সংগঠন-বিরোধী 'নৈরাষ্ট্রবাদ' (Anarchism), ট্রেড য়ুনিয়নের ভিত্তিতে গঠিত সমাজবাদ বা 'ট্রেড-য়ুনিয়নবাদ' (Syndicalism), সমবায়মূলক সমাজবাদ বা 'কো-অপারেটিভবাদ' (Co-operativism) এবং সমবায় সঙ্ঘ ও সমাজবাদের সংমিশ্রণে গঠিত 'খৃষ্টীয় সমাজবাদ' (Christian Socialism) প্রভৃতি।

পৃথিবীর একমাত্র সমাজবাদী রাষ্ট্র সোবিয়েৎ ইউনিয়ন মার্ক্‌স্‌-এঙ্গেল্‌স্‌-লেনিনের মতবাদের ভিত্তিতে গঠিত সমাজবাদ (মার্ক্‌স্‌বাদ) অনুসরণ করিয়া চলে।

ইউরোপের চেকোস্লোভাকিয়ায়, পোল্যাণ্ডে, হাঙ্গেরীতে, রুমানিয়ায়, পূর্ব-জার্মানীতে, আলবেনিয়ায়; এবং এশিয়ার চীনে, বহির্মঙ্গোলিয়ায়, উত্তর-কোরিয়ায় ও উত্তর-ভিয়েৎনামে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে 'জনগণের নূতন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' বা 'নূতন গণতন্ত্র' (New Democracy or People's Democracy) ধ্বংসাবশিষ্ট সামন্তপ্রথার উচ্ছেদ করিয়া সামগ্রিক শিল্পায়নের মারফত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

অন্য কয়েকটি দেশে সমাজবাদীরা (দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকপন্থীরা), যেমন গ্রেট বৃটেনের 'লেবার পার্টি', সরকার গঠন করিলেও তাহারা সামান্য গণতান্ত্রিক সংস্কার ব্যতীত কোন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। গ্রেট বৃটেনের 'লেবার পার্টি' 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'-এর প্রধান দল। ইহারা মার্ক্‌স্‌বাদ অনুসরণ করে না; ইহারা ধীরে ধীরে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাস করে এবং ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিতে চায়। অন্যান্য দেশের সমাজবাদীরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে অনুসৃত নীতিই এখনও অনুসরণ করিয়া চলিতেছে।

Christian Socialism : খৃষ্টীয় সমাজবাদ।

খৃষ্টধর্মের উপদেশ অনুসারে সামাজিক জীবন পুনর্গঠনের প্রয়াস; খৃষ্টধর্মের উপদেশ ও সমাজবাদের কোন কোন বিষয়ের সংমিশ্রণের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের মতবাদ। ক্যাথলিক পুরোহিত-সম্প্রদায়ের একাংশ এই মতবাদ প্রচার করে এবং তাহারা এই মত অনুসারে শ্রমিক-আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে। তাহাদের শ্রমিক-আন্দোলনকে বলা হয় 'ক্যাথলিক শ্রমিক-আন্দোলন'। কমিউনিস্টদের বৈপ্লবিক প্রভাব হইতে শ্রমিকদের মুক্ত করাই এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য।

Fabian Socialism : 'ফেবিয়ান সমাজবাদ'। [Fabian Society দ্রষ্টব্য]

Guild-Socialism : কারিগর-সঙ্ঘের ভিত্তিতে গঠিত সমাজবাদ; 'গিল্ড'-সমাজবাদ।

'ট্রেড য়ুনিয়নবাদ'-এর অনুরূপ একটি মতবাদ। [Syndicalism দ্রষ্টব্য] ইংলণ্ডে বিভিন্ন ধরনের যে সকল সমাজবাদ দেখা দেয় 'ট্রেড য়ুনিয়নবাদ' তাহাদের অন্যতম। এই

মতবাদ ইংলণ্ডে প্রথম প্রচারিত হয় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে। মধ্যযুগীয় 'গিল্ড'-প্রথার [Guild দ্রষ্টব্য] পুনঃ প্রবর্তন ও ইহার ভিত্তিতে সমাজ গঠনই এই মতবাদের মূলকথা। এই মতবাদ অনুসারে, দেশের সকল শিল্পের জাতীয়করণের পর ঐ সকল শিল্পের পরিচালনার পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে উহাদের শ্রমিকদের ট্রেড য়ুনিয়নগুলির উপর, আর ইহার ভিত্তিতেই সমগ্র সমাজকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। এই মতবাদ 'রাষ্ট্রীয় সমাজবাদ'-এর (State-Socialism-এর) বিরোধী, কারণ 'গিল্ড-সমাজবাদ' শিল্পের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করে না। ইংলণ্ডে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এই মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে 'জাতীয় গিল্ড-সঙ্ঘ' (National Guild League) প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু শ্রমিকদের সমর্থনের অভাবে এই সঙ্ঘ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ভাঙিয়া যায়। ইংলণ্ডে এখনও 'গিল্ড-সমাজবাদ'-এর বহু সমর্থক রহিয়াছে।

State-Socialism : 'রাষ্ট্রীয় সমাজবাদ'; 'রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সমাজবাদ'।

এই কথাটি অর্থহীন ও অবৈজ্ঞানিক। বর্তমানকালে আর্থিক সংকটের ফলে বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্র বৃহৎ শিল্পের নিয়ন্ত্রণ-ভার গ্রহণ করে; যেমন, রেলপথ রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গ্রেট বৃটেনের শ্রমিক-সরকার লৌহ-শিল্পের নিয়ন্ত্রণ-ভার গ্রহণ করিয়াছিল। এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শিল্পের মালিকানা বা ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের কোন পরিবর্তন হয় না। সুতরাং এই প্রকার ব্যবস্থার সহিত সমাজতন্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এই ব্যবস্থাকেই কেহ কেহ 'সমাজবাদ' আখ্যা দিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে ইহা **রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্র** বা রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

[State-Capitalism দ্রষ্টব্য]

Utopian Socialism : কাল্পনিক সমাজবাদ।

বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের (অর্থাৎ মার্ক্সীয় সমাজবাদের) পূর্ববর্তী সমাজবাদী চিন্তাধারা। টমাস্ মুর (Thomas More) কর্তৃক রচিত 'ইউটোপিয়া' (*Utopia*) নামক অবাস্তব ও কল্পনামূলক গ্রন্থের নাম হইতে এই কাল্পনিক সমাজবাদের নামকরণ হইয়াছে। ইংলণ্ডের টমাস্ মুর ও রবার্ট ওয়েন (Robert Owen), ফ্রান্সের ফ্রাঁকয় চার্লস্ ফুরিয়ে (Francoi Charles Fourier) ও সেণ্ট সাইমন (Saint-Simon) ছিলেন কাল্পনিক সমাজবাদীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই মানব-দরদীরা তাঁহাদের সমসাময়িক সমাজের নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের দুঃখে ব্যথিত হইয়া উহাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার উদ্দেশ্যে এক সুখময় সমাজবাদী সমাজের কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের সমসাময়িক সমাজের কোন বাস্তব ব্যাখ্যা বা সেই সমাজবাদী সমাজ গঠনের জন্য কোন কর্মপন্থা স্থির করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সেই কাল্পনিক সমাজ-সম্বন্ধীয় চিন্তাধারাকেই বলা হয় 'কাল্পনিক সমাজবাদ'। তাঁহারা তাঁহাদের সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থার বিচার-বিশ্লেষণ না করিয়া প্রচার করিতেন যে, সমাজের সকল মানুষ সকল সম্পদ সমানভাবে ভোগ করিবে। তৎকালীন সমাজে তাঁহাদের এই নীতি চলিবে না বুঝিয়া তাঁহারা সেই সমাজকে অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং বহির্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কাল্পনিক সমাজ গঠন করিতে বলিয়াছিলেন। সমাজের ক্রমবিকাশ, প্রত্যেক সামাজিক স্তরের বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক বিকাশের কোন্ স্তরে তাঁহাদের কল্পনানুরূপ সমাজ গঠন সম্ভব হইতে পারে, সেই সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ধারণা না থাকায় তাঁহারা তাঁহাদের সমসাময়িক কালের অনুন্নত ও অপরিপক্ক সমাজেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিতেন।

কাল্পনিক সমাজবাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়া লেনিন লিখিয়াছেন: "পূর্বে সমাজবাদীরা (কাল্পনিক সমাজবাদীরা) তাঁহাদের মতবাদ প্রমাণের জন্য কেবল সমসাময়িক সমাজে জনগণের উপর উৎপীড়নের আলোচনা, যে সমাজ-ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি মানুষ তাহার নিজের সমগ্র উৎপন্ন ফল ভোগ করিতে পারে সেই প্রকার সমাজ-ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনা, সেই কাল্পনিক সমাজ ও মানব-চরিত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ও নৈতিক জীবন প্রভৃতি সম্বন্ধীয় আলোচনা—এইটুকুই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতেন। ইহাই হইল কাল্পনিক সমাজবাদ। কিন্তু কার্ল্ মার্ক্স্ এই ধরনের একটা সমাজবাদ লইয়া সন্তুষ্ট থাকা অসম্ভব বলিয়া মনে করিলেন। কেবল প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বর্ণনা, সেই সম্পর্কে একটা রায় দেওয়া ও উহার নিন্দা করার মধ্যে মার্ক্স্ নিজেকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি সেই প্রচলিত সমাজকে……একটি সাধারণ ভিত্তির উপর দাঁড় করান, অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সমাজের গঠন ও সেই সমাজের ক্রিয়াকলাপ এবং উহার বিকাশের একটি বিজ্ঞানসম্মত বাস্তব ব্যাখ্যা দেন।"—V. I. Lenin: *Questions of the Materialistic Conception of History.*

Social Division of Labour: সামাজিক শ্রম-বিভাগ।

[Division of Labour দ্রষ্টব্য]

Socialist Democracy: সমাজবাদী গণতন্ত্র; সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র।

[Democracy শব্দ দ্রষ্টব্য]

'Socialistic Pattern' of Society: 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের' (বা নমুনার) সমাজ; 'সমাজতান্ত্রিক আদর্শের' সমাজ।

১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ-ভারতের আবাদী নামক স্থানে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে 'সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বা ধাঁচের সমাজ' গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই কথাটি ভারতের ভবিষ্যৎ সমাজ-গঠনের রূপ সম্বন্ধে জাতীয় কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গিতে এক বিশেষ পরিবর্তন ও অগ্রগতির পরিচয় দেয়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই পরিবর্তন আকস্মিকভাবে দেখা দেয় নাই, ইহা ধাপে ধাপে বিকাশ লাভ করিয়াছে; দৃষ্টান্তস্বরূপ, কংগ্রেস ১৯৪৮ সালে ভারত-রাষ্ট্রকে 'কো-অপারেটিভ-কমনওয়েল্থ্' (Co-operative Commonwealth) ও ১৯৫২ সালে 'হিতব্রতী রাষ্ট্র' (Welfare State) বলিয়া ঘোষণা করে এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে 'সমাজতান্ত্রিক আদর্শ' বা 'ধাঁচের সমাজ'-এর আদর্শ গ্রহণ করে।

সমাজবাদী চিন্তাধারা ও পরিভাষার ক্ষেত্রে 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ' কথাটি সম্পূর্ণ নূতন। আবাদী কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবেও ইহার কোন স্পষ্ট সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। এই প্রস্তাবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কেবল বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা প্রচলিত সমাজবাদের সম্পূর্ণ তত্ত্ব গ্রহণ করিবেন না; তাঁহারা ভারতের নিজস্ব প্রয়োজন ও বৈশিষ্ট্য অনুসারেই প্রচলিত সমাজবাদের পরিবর্তন করিয়া লইবেন। কেবল এই উক্তি দ্বারা 'সমাজতান্ত্রিক আদর্শ' বা 'ধাঁচের সমাজ' সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা করা অসম্ভব। এই জন্যই বহু সমালোচকের মতে, কংগ্রেস ইচ্ছা করিয়াই এমন একটি কথা ব্যবহার করিয়াছে যাহার কোন স্পষ্ট সংজ্ঞা ও অর্থ করা যায় না। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, 'মিশ্র' বা 'নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি' (Mixed or Controlled Economy) বলিতে যাহা বুঝায় তাহাই কংগ্রেসের 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ'-এর ভিত্তি।

আবাদী কংগ্রেসের পর ১৯৫৫ সালের মে মাসে বহরমপুরে ও সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির

(A. I. C. C.) দুইটি অধিবেশনের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হইতে 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ' কথাটির তাৎপর্য কিছু পরিমাণে স্পষ্ট হইয়াছে। বহরম অধিবেশনের প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ' পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইবে: উৎপাদন বৃদ্ধি করা, ধনবণ্টনে সমতা আনয়ন করা, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান ক্রমশঃ উন্নত করা এবং ক্রমবর্ধমান হারে দেশের লোকের কাজের সংস্থান করা। দিল্লীর অধিবেশনে এই উদ্দেশ্যগুলিকে 'দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা'র মধ্যে রূপায়িত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। আবাদী কংগ্রেসের পরবর্তী এই সকল সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণ করিয়া কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রী শ্রীমন্নারায়ণ এক বেতার বক্তৃতায় কংগ্রেসের 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ'-এর নিম্নোক্ত সাতটি মূল নীতি বা উদ্দেশ্য উল্লেখ করিয়াছেন:

(১) সকল মানুষের কর্ম সংস্থান; (২) অধিকতম জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি; (৩) জাতীয় স্বয়ং-সম্পূর্ণতা লাভ; (৪) সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা; (৫) শান্তিপূর্ণ, অহিংস ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পূর্ণ প্রয়োগ; (৬) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ। এবং (৭) মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত 'সর্বোদয়'।

[সমালোচকদের মতে, কংগ্রেসের 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ' গঠনের পরিকল্পনার এই সাতটি মূলনীতি বা উদ্দেশ্যের সহিত প্রকৃত সমাজতন্ত্রের কোন সাদৃশ্য বা সম্পর্ক নাই। সমাজতন্ত্রের মূল কথাই হইল ব্যক্তিগত সম্পত্তির লোপ ও সকল উৎপাদন-ব্যবস্থার সামাজিকীকরণ, কিন্তু কংগ্রেসের এই 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের' পরিকল্পনায় ইহার উল্লেখমাত্র নাই। ইহাতে অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু ব্যক্তিগত মুনাফার ভিত্তিতে চালিত উৎপাদন-পদ্ধতি কখনও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। যে কোন সমাজবাদ অনুসারে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা শ্রমিকশ্রেণীরই ঐতিহাসিক কর্তব্য, আর ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করিয়াই তাহা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এখানে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতের বুর্জোয়া-শ্রেণীই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে। ইহা সমাজতন্ত্রের প্রতি পরিহাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। কংগ্রেসের 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ' গঠনের পরিকল্পনা ইংলণ্ডের 'লেবার পার্টি'র 'রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র'-এরই নামান্তর মাত্র। সমাজতন্ত্রের বুলি ছাড়িয়া জমিদারী প্রভৃতি সকল প্রকার সামন্তপ্রথার উচ্ছেদ সাধন ও শিল্পোন্নয়নই বর্তমানে কংগ্রেসের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য; ইত্যাদি।]

১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে গৃহীত কংগ্রেসের 'নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো'তে ভবিষ্যৎ সমাজের আদর্শ হিসাবে 'পূর্ণ সমাজতন্ত্র'-এর কথা বলা হইয়াছে। ইহা দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের আর এক ধাপ অগ্রগতির পরিচায়ক হইলেও এই 'পূর্ণ সমাজতন্ত্র' প্রচলিত বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী হইবে কিনা তাহা বলা হয় নাই, অথবা উহার কোন বিশেষ সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যাও দেওয়া হয় নাই। সুতরাং 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের' মতই কংগ্রেসের 'পূর্ণ সমাজতন্ত্র'ও অস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

Socialist Revolution : সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। [Revolution শব্দ দ্রষ্টব্য]

Sociology : সমাজবিজ্ঞান; সমাজবিদ্যা। মানবসমাজের বিকাশধারা ও প্রত্যেকটি সামাজিক স্তরের প্রকৃতি এবং সামাজিক মানুষ সম্বন্ধে প্রণালীবদ্ধ আলোচনা। এই আলোচনার বিষয়বস্তু হইল:

সামাজিক জীবরূপে মানুষের ক্রিয়াকলাপ, মানবসমাজ ও মানব-সংস্কৃতি, মানুষের

সামাজিক সম্বন্ধ, সামাজিক রীতি-নীতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভৃতির উৎপত্তি, বিকাশ ও গঠন।

Socratic Method : সক্রেতিসের তর্ক-প্রণালী।

গ্রীক দার্শনিক সক্রেতিস্ (Socrates, 469-399 B. C.) নিম্নোক্ত প্রণালীতে অপরের সহিত তর্ক চালাইতেন :

কোন ব্যক্তিকে দিয়া কোন বিষয় স্বীকার করাইতে হইলে সক্রেতিস্ সেই বিষয়ে প্রশ্ন করিবার জন্য সেই ব্যক্তির নিকট গমন করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতেন। সেই ব্যক্তি উত্তর দিলে সক্রেতিস্ তাহাকে আবার পাল্টা প্রশ্ন করিতেন। এইভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিতেন যে, শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি নিজের মুখেই সক্রেতিসের মত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন। ইহাই 'সক্রেতিসের তর্ক-প্রণালী' (Socratic Method) নামে খ্যাত।

সক্রেতিস্ সম্বন্ধে : গ্রীক দার্শনিক সক্রেতিস্‌কে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিদের অন্যতম বলিয়া গণ্য করা হয়। তিনি গ্রীসের অন্তর্বর্তী এথেন্স্ সাধারণ-তান্ত্রিক নগররাষ্ট্রে খৃষ্টপূর্ব ৪৬৯ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি তিনটিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু পরে সামরিক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া বাকি জীবন দর্শন-চর্চায় অতিবাহিত করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া এথেন্স্ নগরীর যুব-সম্প্রদায় তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে ক্সেনোফোন Xenophon, 435-355 B. C.) ও প্লাতোর (P l a t o, 227-347 B. C.) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সক্রেতিসের দার্শনিক মত ছিল নিম্নরূপ : বিশ্ব সম্বন্ধে অনুমান অপেক্ষা আত্মজ্ঞানই শ্রেয় ; সত্য (বা প্রকৃত জ্ঞান) ও সদ্‌গুণসমূহ পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, এবং অজ্ঞানতাই মিথ্যাচরণের উৎস।

সক্রেতিসের এই সকল বাণী ও তাঁহার জনপ্রিয়তা 'সোফিস্ট' (Sophist শব্দ দ্রষ্টব্য) নামক একদল পেশাদার পণ্ডিতকে সক্রেতিসের ঘোরতর বিরোধী করিয়া তোলে। 'সোফিস্ট'দের এক মিথ্যা অভিযোগে সক্রেতিসের প্রাণদণ্ডাদেশ হয় এবং এই দণ্ডাদেশ অনুযায়ী তিনি খৃষ্টপূর্ব ৩৯৯ অব্দে বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

Solipsism : অহংবাদ ; আত্মবাদ।

একটি দার্শনিক মতবাদ। এই মত অনুসারে জগতে 'আমি' ভিন্ন অন্য কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই। সুতরাং এই মতবাদ ব্যক্তির নিজের অনুভূতিকেই একমাত্র সত্য বলিয়া মনে করে। এই মতবাদ হইল ভাববাদের (Idealism-এর) চরম প্রকাশ।

Sophists : গ্রীস্‌দেশীয় তর্কবিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিতের দল ; 'সোফিস্ট'।

প্রাচীন গ্রীসের অন্তর্গত এথেন্স্ সাধারণ-তন্ত্রের তর্কবিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিতের দল। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে ইঁহারা এথেন্সের নাগরিকদিগকে উপযুক্ত নাগরিক-হিসাবে গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে তর্কবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। ইঁহারা নিজেদের জ্ঞানী বলিয়া দাবি করিতেন। নাগরিকগণ যাহাতে প্রতিপক্ষকে তর্কে পরাজিত করিতে পারে তাহার জন্য ইঁহারা নাগরিকদিগকে বিভিন্ন প্রকারে তর্ক-কৌশল, এমন কি মিথ্যা যুক্তিও শিক্ষা দিতেন। ইঁহাদের এই সকল কৌশল ও মিথ্যা যুক্তি শিক্ষাদানের বিরুদ্ধে মহাজ্ঞানী সক্রেতিস্ তীব্র সংগ্রাম করেন এবং এথেন্সের যুব-সম্প্রদায়কে ইঁহাদের কথায় বিশ্বাস না করিতে বলিতেন। তাহার ফলে 'সোফিস্ট'দের সহিত সক্রেতিসের তীব্র বিরোধ উপস্থিত হয় এবং 'সোফিস্ট'গণ সক্রেতিসের বিরুদ্ধে যুব-সম্প্রদায়কে বিপথ-গামী করার অভিযোগ তোলেন। বিচারে

সক্রেতিসের প্রাণদণ্ড হয়। [Socratic Method দ্রষ্টব্য]

বর্তমান কালে যে সকল লোক বাজে তর্ক বা যুক্তিহীন বাক্‌চাতুর্য ও মিথ্যা যুক্তির সাহায্যে আসল প্রশ্ন এড়াইয়া যায় এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ধাপ্পাবাজির আশ্রয় গ্রহণ করে তাহাদের 'সোফিস্ট' নামে অভিহিত করা হয়।

Soul : আত্মা।

মানুষের অশরীরী বা অভৌতিক অংশ। গ্রীক দার্শনিক সক্রেতিসের পূর্বে কেহ স্পষ্টভাবে আত্মা (বা মন) ও বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সক্রেতিসের পূর্বগামীদের মধ্যে দার্শনিক হিরাক্লিতাস্ মনে করিতেন যে, অগ্নি যেমন সকল কিছুর মূল উপাদান, তেমনি আত্মাও অগ্নির তেজ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সক্রেতিস্‌ই প্রথম সচেতনভাবে বস্তু ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন এবং তাঁহার যোগ্য শিষ্য প্লাতোই (Plato) সর্বপ্রথম আত্মাকে বস্তু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া আত্মার স্বাধীন অভৌতিক সত্তা ঘোষণা করেন। হিন্দুদর্শনের মত খৃষ্টধর্মও স্বীকার করে যে, আত্মা দেহেরই একটি অংশ বটে, কিন্তু দেহের বিনাশ (বা মৃত্যু) হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না, আত্মা অমর এবং পরমাত্মায় (ভগবানে—ব্রহ্মে) লয় প্রাপ্তিই আত্মার চরম পরিণতি।

বস্তুবাদী (Materialist) মতে, প্রাচীন কালের মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ তাহার নিজ মস্তিষ্কের ক্রিয়া, অর্থাৎ চিন্তা ও অনুভূতি-কেই আত্মা বলিয়া এবং এই আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক সত্তাসম্পন্ন বলিয়া মনে করিত। ফ্রে ডা রি খ্ এঙ্গেল্‌স্-এর কথায়, "অতি প্রাচীন কালে যখন মানুষ ছিল তাহার নিজ দেহের গঠন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তখন হইতে সে মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখিয়া ধারণা করিতে আরম্ভ করে যে, তাহার চিন্তা ও অনুভূতি তাহার নিজ দেহের ক্রিয়া নহে, তাহা একটি পৃথক সত্তাসম্পন্ন আত্মারই ক্রিয়া এবং এই আত্মা দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তখন হইতেই মানুষ বহির্জগতের সহিত আত্মার সম্বন্ধ লইয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আবার আত্মা যখন মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেহ ছাড়িয়া যাইয়াও বাঁচিয়া থাকে, তখন আত্মার জন্য আর একটা মৃত্যুর প্রশ্ন উঠে না। এইভাবেই সৃষ্টি হইল আত্মার অমরত্ব বা অবিনশ্বরত্ব।" —F. Engels : *Ludwig Feuerbach*

South East Asia Treaty Organisation (SEATO) : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি-সংস্থা ('সিয়াটো')।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ম্যানিলা শহরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, থাইল্যাণ্ড (শ্যামদেশ), ফিলিপ্পাইন, পাকিস্তান, নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া, এই আটটি দেশ কর্তৃক 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ঘোষিত উদ্দেশ্য হইল—"সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সামরিক রক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা এবং চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের সামাজিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্র হ ণ ক রা।" ভারতকে এই চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করিতে আহ্বান করা হইলে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এই চুক্তি-সংস্থাকে 'প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিজোট' আখ্যা দিয়া ইহাতে যোগদান করিতে অস্বীকার করেন। সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের আত্মরক্ষার কথা এই চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হইলেও মার্কিন ও বৃটিশ রাষ্ট্র-নায়কগণের বিভিন্ন বক্তৃতা এবং চুক্তি-সংস্থার পরবর্তী কয়েকটি বৈঠকের সিদ্ধান্ত হইতে ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ও চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব খর্ব করা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন দেশসমূহের জনগণের ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতা-

সংগ্রাম, এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্য ব্যর্থ করিবার জন্য এই অঞ্চলের কয়েকটি দেশের সহযোগে মার্কিন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নেতৃত্বে এক আক্রমণাত্মক সামরিক জোট গঠন করাই এই 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি'র প্রধান উদ্দেশ্য। সেই দিক হইতে এই শক্তিজোট (SEATO) 'উত্তর-আটলান্টিক শক্তিজোট' (NATO), 'মধ্য-প্রাচ্য শক্তিজোট' (MEDO) প্রভৃতি বিভিন্ন আক্রমণাত্মক আঞ্চলিক শক্তি-জোটসমূহের সমশ্রেণীভুক্ত।

ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন এবং পশ্চাৎপদ দেশসমূহের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী 'এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হইবার পরই অবিলম্বে এই শক্তিজোট (SEATO) গঠনের উদ্দেশ্যে মার্কিন প্রভাবাধীন ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা নগরীতে সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়গুলি হইতেও ইহার আক্রমণাত্মক চরিত্র বুঝিতে পারা যায়। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি ইহার আলোচ্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল:—শীঘ্র যন্ত্র-তন্ত্র প্রেরণের উপযুক্ত একটি সৈন্যবাহিনী গঠন, এই বাহিনীতে চুক্তি-স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের দেয় সৈন্য-সংখ্যা নির্ধারণ, একটি গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ-কারী সংগঠন প্রতিষ্ঠা, উপরোক্ত সৈন্যবাহিনী কর্তৃক এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বিমান-ঘাঁটি ব্যবহার, ইত্যাদি। নভেম্বর মাসে পার্ল হার্বারে অনুষ্ঠিত 'সিয়াটো'-জোটের সামরিক উপদেষ্টাগণের গোপন সম্মেলনে আণবিক যুদ্ধসহ সামগ্রিক যুদ্ধের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা চলে এবং ইহার পর বাগুই-সম্মেলনে 'সিয়াটো'-জোটের সমগ্র সামরিক পরিকল্পনাটি স্পষ্টরূপ গ্রহণ করে। বাগুই-সম্মেলনে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়: (১) থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন ও পাকিস্তান একত্রে 'সিয়াটো'-জোটের সকল স্থলবাহিনী যোগাইবে এবং বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড এই সৈন্যবাহিনীর অধীনে 'রিজার্ভ' সৈন্য রাখিবে, আর মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স ঐ সৈন্যবাহিনীর ভরণ-পোষণ ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যয় বহন করিবে; (২) ফিলিপাইনের ক্লার্ক ফিল্ড, থাইল্যাণ্ডের ব্যাংকক ও সিঙ্গাপুরকে উক্ত সৈন্যবাহিনীর প্রধান বিমান-ঘাঁটি করা হইবে; (৩) থাইল্যাণ্ডের সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া ইন্দোচীনের লাওস্, কম্বোডিয়া ও দক্ষিণ-ভিয়েৎনামকে 'সিয়াটো'-জোটের সৈন্য-বাহিনীর যুদ্ধ-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে (ইহা জেনেভা যুদ্ধচুক্তির বিরোধী); (৪) 'সিয়াটো'-জোটের একটি গুপ্তচর-সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হইবে—এই সংগঠন এশিয়ার বিভিন্ন দেশে "কমিউনিস্টদের ক্রিয়াকলাপের সংবাদ" সংগ্রহ করিবে; ইত্যাদি।

জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের (U.N.O.) রাজ-নৈতিক কমিটিতে নিরস্ত্রীকরণ ও আন্ত-র্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শান্তিকামী ভারতের প্রতিনিধি শ্রীকৃষ্ণ মেনন 'বাগদাদ-শক্তিজোট' ও 'সিয়াটো'-শক্তিজোটের উল্লেখ করিয়া এই সকল চুক্তিকে "ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করিবার চেষ্টা" বলিয়া অভিহিত করেন এবং এই সকল চুক্তিকে "জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের সনদের বিরোধী" বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার মতে, "এই সকল যুদ্ধচুক্তি দ্বারা ভারতকে বেষ্টন করা হইতেছে" এবং "এই সকল যুদ্ধচুক্তি হইল বিভীষিকার অস্ত্র লইয়া শান্তির সম্মুখীন হইবার চেষ্টা।"

Sovereignty : সার্বভৌমত্ব।

সার্বভৌমত্ব হইল রাষ্ট্রের সেই বিশেষত্ব যাহার ফলে রাষ্ট্র নিজের আয়ত্তাধীন সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে অন্য কাহারও নিকট আইনতঃ দায়ী হয় না, অর্থাৎ আভ্যন্তরিক ব্যাপারে রাষ্ট্র হয় সর্বেসর্বা এবং এই ক্ষমতার জন্যই রাষ্ট্রকে বাহিরের অথবা অভ্যন্তরের

কোন শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য গুণ বা বিশেষত্ব।

Internal Sovereignty : আভ্যন্তরিক সার্বভৌমত্ব।

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ সকল ব্যক্তি ও সকল বস্তুর উপর রাষ্ট্রের অবাধ কর্তৃত্ব এবং সকলের উপর নিজের ইচ্ছা-প্রয়োগের অবাধ ক্ষমতা।

External Sovereignty : বহিঃসার্বভৌমত্ব

বাহিরের কোন শক্তির অধীনতা বা নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত থাকা।

Soviet : সোবিয়েৎ।

রুশীয় ভাষার একটি শব্দ ; ইহার ভাষাগত অর্থ 'কার্য-নির্বাহক সমিতি' বা 'কাউন্সিল' ; শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনার যন্ত্র বা সংগঠন, অর্থাৎ 'সোবিয়েৎ' হইল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গভর্নমেন্টের রূপ। সোবিয়েৎ হইল : "জনগণের এমন এক সর্বব্যাপী সংগঠন যাহার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সর্বাধিক জনগণ বিপ্লবের সংগ্রামে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, এবং রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়।"—J. V. Stalin : *Leninism.*

[State—Soviet State দ্রষ্টব্য]

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের রুশ-বিপ্লবে সর্বপ্রথম 'সোবিয়েৎ' গঠিত হয়। তখন শহরের শ্রমিক ও বিদ্রোহী সৈন্যগণ এবং গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র কৃষকগণ 'সোবিয়েৎ' গঠন করিয়াছিল। এই 'সোবিয়েৎ'গুলি আবার দেখা দেয় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী-বিপ্লবে। এই বিপ্লবের সময় 'সোবিয়েৎ'গুলির মধ্যে বোল্‌শেভিক্‌দের (কমিউনিস্টদের) সংখ্যা অল্প থাকায় তাহাদের প্রভাব কম ছিল। তাহার ফলে 'সোবিয়েৎ'গুলি সাময়িকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ ইহাদের মধ্যে বোল্‌শেভিক্‌দের প্রভাব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং 'নভেম্বর-বিপ্লবে' 'সোবিয়েৎ'গুলিই বোল্‌শেভিক্‌দের পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। বিপ্লবের সাফল্যের পর 'সোবিয়েৎ'গুলিই রুশিয়ার সমাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার মূল সংগঠন হইয়া দাঁড়ায়। সেই মূল সংগঠন, অর্থাৎ 'সোবিয়েৎ'-এর নাম হইতেই রুশিয়া এবং অন্যান্য পনেরটি সমাজতান্ত্রিক রাজ্যের মিলনকে 'সমাজতান্ত্রিক সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র' (Union of Soviet Socialist Republics, সংক্ষেপে U. S. S. R.) বা 'সোবিয়েৎ ইউনিয়ন' বলা হয়।

'সোবিয়েৎ'ই হইল 'সোবিয়েৎ' যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি। এই 'সোবিয়েৎ'গুলি প্রতি গ্রামে, প্রতি শহরে, প্রতি কারখানায় গঠিত হয়। পূর্বে নিম্নতর 'সোবিয়েৎ'গুলিই উচ্চতর 'সোবিয়েৎ'-এর প্রতিনিধি নির্বাচন করিত। কিন্তু ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের নূতন গঠনতন্ত্র অনুসারে জনসাধারণই সাক্ষাৎ ভোটে সকল স্তরের 'সোবিয়েৎ'-এর প্রতিনিধি নির্বাচন করে। জিলা 'সোবিয়েৎ', আঞ্চলিক (Regional) 'সোবিয়েৎ' ও রাষ্ট্রীয় (বা সর্বোচ্চ) 'সোবিয়েৎ' হইল কার্যনির্বাহক (Executive) সংগঠন। 'সমাজতান্ত্রিক সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের' সর্বোচ্চ আইনসভা বা 'পার্লামেন্ট' হইল 'সর্বোচ্চ কাউন্সিল' (Supreme Council)। ষোলটি রাজ্য লইয়া গঠিত 'সোবিয়েৎ' যুক্তরাষ্ট্রের সকল শ্রমজীবী জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে এই 'সর্বোচ্চ কাউন্সিল' নির্বাচিত হয়। 'সর্বোচ্চ কাউন্সিল'-এর দুইটি কক্ষ : (১) যুক্তরাষ্ট্রীয় কাউন্সিল (Council of the Union)—ইহাতে প্রতি তিন লক্ষ লোকে একজন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে ; (২) জাতিসমূহের কাউন্সিল (Council of Nationalities)—ইহাতে 'সোবিয়েৎ' যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ষোলটি রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি রাষ্ট্র পঁচিশজন করিয়া প্রতিনিধি এবং

প্রত্যেকটি স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত অঞ্চল নির্দিষ্ট-সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে। 'সর্বোচ্চ কাউন্সিল' উহার নির্বাচিত সদস্যদের ভিতর হইতে একজন সভাপতি ও একজন সম্পাদকসহ ষোলজন সভ্যের একটি কমিটি নির্বাচিত করে; এই ষোলজন সভ্যকে ষোলটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবেই গ্রহণ করা হয়।

এই কমিটির সভাপতিই 'সমাজতান্ত্রিক সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র'-এরও সভাপতি, অর্থাৎ রাষ্ট্র-প্রধান বা রাষ্ট্রপতি। 'সর্বোচ্চ কাউন্সিল'ই সমগ্র রাষ্ট্রের জন্য মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং সেই মন্ত্রিসভা সর্বোচ্চ কাউন্সিলের নিকট দায়ী থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের ষোলটি রাজ্যের প্রত্যেকটির গঠনতন্ত্র একই প্রকার এবং উহাদের মন্ত্রিসভাও একই প্রকারে গঠিত হয়। 'সমাজতান্ত্রিক সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র'-এর অধিবাসী ১৮০টি জাতির প্রত্যেকে যাহাতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও শাসনতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই এই গঠনতন্ত্র রচিত হইয়াছে।

Soviet State : 'সোবিয়েৎ' রাষ্ট্র।
[State শব্দ দ্রষ্টব্য]

Spanish Civil War : স্পেনের গৃহযুদ্ধ।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে কমিউনিস্ট, অ্যানার্কিস্ট, সোশ্যালিস্ট, ট্রট্স্কিপন্থী, সাধারণতন্ত্রী প্রভৃতি বিভিন্ন বামপন্থী দলের গণফ্রন্ট (Popular Front) শাসন-ক্ষমতা লাভ করিবার পর মরোক্কোতে অবস্থিত ফাসিস্তপন্থী সেনাপতি ফ্রান্সিস্কো ফ্রাঙ্কো স্পেনে ফাসিবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গণফ্রন্ট-সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বিদ্রোহ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের প্রায় সমগ্র সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহী ফ্রাঙ্কোর সহিত যোগ দেয় এবং স্পেনের দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিম অংশ দখল করিয়া ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে ফাসিবাদী বিদ্রোহী সরকার গঠন করে। অন্যদিকে গণফ্রন্ট-সরকার শ্রমিক, কৃষক ও গণতন্ত্রী মধ্যশ্রেণীর যুবকদের লইয়া একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করে এবং ফ্রান্সের গণফ্রন্ট-সরকারের নিকট সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু ফ্রান্স, বৃটেন প্রভৃতি বুর্জোয়া গণতন্ত্রী দেশগুলি সাহায্য না দিয়া স্পেনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করিবার নীতি (Policy of Non-Intervention) গ্রহণ করে। কিন্তু অন্যদিকে ফাসিস্ত জার্মানী ও ইতালী একলক্ষ সৈন্য, ট্যাঙ্ক, বিমান যুদ্ধ-জাহাজ, কামান প্রভৃতি বিপুল পরিমাণ সামরিক সম্ভার পাঠাইয়া ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করিতে থাকে। এই সময় ইউরোপের সকল দেশ হইতে ফাসিবাদ-বিরোধী ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাসেবকরূপে স্পেনে উপস্থিত হইয়া ফাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের গণতন্ত্রের এই প্রথম সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য বিখ্যাত 'আন্তর্জাতিক বাহিনী' (International Brigade) গঠন করে। কিন্তু এই সময় গণফ্রন্টের বিভিন্ন দলের অন্তর্বিরোধের ফলে গণফ্রন্ট-সরকার বিশেষ দুর্বল হইয়া পড়ে। অন্যদিকে হিট্লার ও মুসোলিনির সামরিক সাহায্যে বলীয়ান হইয়া ফ্রাঙ্কোর বাহিনী প্রায় সর্বত্র জয়লাভ করিতে থাকে এবং প্রায় সমগ্র দেশ দখল করিয়া স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ অবরোধ করে। দীর্ঘ আড়াই বৎসর কাল ফাসিস্ত বাহিনীকে বাধাদানের পর ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল ফ্রাঙ্কোর বাহিনীর নিকট মাদ্রিদ আত্মসমর্পণ করিলে স্পেনের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে।

Spartacist : স্পার্টাকাস্‌পন্থী; 'স্পার্টাসিস্ট'।

খৃষ্টপূর্ব ৭২-৭১ অব্দে ইতালীতে যে ব্যাপক দাস-বিদ্রোহ হয়, সেই ইতিহাস-খ্যাত দাস-বিদ্রোহের নায়ক স্পার্টাকাস্-এর নাম হইতে 'স্পার্টাকাস্‌পন্থী' বা 'স্পার্টাসিস্ট' শব্দের উৎপত্তি হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষভাগে জার্মানীর বিপ্লবী নায়ক কার্ল্ লিব্‌ক্‌নেকট্ ও রোজা লুক্‌সেম্‌বুর্গ আপসপন্থী 'জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি'র সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং

'স্পার্টকাস্ পন্থী' (স্পার্টাসিস্ট) নামে নূতন বিপ্লবী দল গঠন করিয়া রুশিয়ার শ্রমিক-বিপ্লবের মত জার্মানীতেও শ্রমিক-বিপ্লবের আয়োজন করেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে স্পার্টাকাস্-পন্থীদের পরিচালনায় শ্রমিকশ্রেণী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মারফত জার্মানীর ব্যাভেরিয়া প্রদেশের ও বার্লিন নগরীর কয়েকটি অঞ্চলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিয়া 'সোবিয়েৎ রিপাবলিক' স্থাপন করে। কিন্তু অল্প সময় পরেই প্রতিবিপ্লবীদের আক্রমণে এই 'সোবিয়েৎ রিপাবলিক' ধ্বংসপ্রাপ্ত ও 'স্পার্টাসিস্ট' বিপ্লব পরাজিত হয়। 'স্পার্টসিস্ট'দের নেতা কার্ল্ লিব্‌ক্‌নেক্‌ট্ ও রোজা লুক্‌সেমবুর্গ গুপ্ত আততায়ীর হস্তে নিহত হন। ইহার পর অবশিষ্ট 'স্পার্টাসিস্ট'গণ জার্মানীর 'কমিউনিস্ট পার্টি' নাম গ্রহণ করে।

[**স্পার্টাকাস্** ছিলেন প্রাচীন গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত থ্রেস্-এর একজন মেষ-পালক। পরে তিনি রোমানদের ক্রীতদাসে পরিণত হন। স্পার্টাকাস্ কিছুদিন পর রোম হইতে পলায়ন করিয়া দাস ও ক্রীতদাসদের একটি বিদ্রোহী দলের সহিত মিলিত হন। তাহাদের সাহায্যে স্পার্টাকাস্ সারা ইতালীতে দাস ও ক্রীতদাসদের বিদ্রোহের আয়োজন করেন। তাঁহার নেতৃত্বে বিদ্রোহী দাস ও ক্রীতদাসগণ ইতালীর সর্বত্র ভয়ঙ্কর ধ্বংসকার্যের অনুষ্ঠান করে। এই বিদ্রোহের ফলে বহু সহস্র লোক নিহত হয় এবং রোম-সাম্রাজ্যের কয়েকটি সৈন্যবাহিনী তাহাদের দমন করিতে আসিয়া পরাজিত হয়। অবশেষে খৃষ্টপূর্ব ৭১ অব্দে রোম-সাম্রাজ্যের সেনাপতি মার্কাস্ লিসিনিয়াস্ ক্রাসাস্ (Marcus Licinius Crasus) কর্তৃক এই দাস-বিদ্রোহ দমিত হয়। স্পার্টাকাস্ স্বয়ং একটি খণ্ডযুদ্ধে নিহত হন। স্পার্টাকাসের নাম অনুসারে এই বিদ্রোহকে 'স্পার্টাকাস্-বিদ্রোহ'ও বলা হয়।]

Speculation : ব্যবসায়ে ঝুঁকি গ্রহণ; ঝুঁকিদার ব্যবসায়; ফট্‌কা। ভবিষ্যতে বেশী মুনাফা লাভ হইবে—এই আশায় ব্যবসায়ে মূলধন লগ্নি করা, অথবা ভবিষ্যতে প্রচুর লাভের আশায় জমি, কোম্পানির কাগজ বা নানাবিধ পণ্য ক্রয় করিয়া মজুদ করা।

Speculative Reason : কাল্পনিক বুদ্ধি। [Reason শব্দ দ্রষ্টব্য]

Spencerism (or Philosophy of Spencer) : স্পেন্সারবাদ; স্পেন্সারের দর্শন।

ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারের (Herbert Spencer, 1820-1903) মতবাদ। তাঁহার মতবাদের মূল বিষয়বস্তু হইল সামাজিক ও চিন্তার ক্ষেত্রে ক্রমবিকাশতত্ত্বের প্রয়োগ। তাঁহার মতে, সমগ্র জৈব বিকাশ হইল সরলতা হইতে জটিলতায় পরিবর্তনের ধারা, অর্থাৎ একটি-মাত্র জীব-কোষ হইতে বহু জীব-কোষের উৎপত্তির ধারা। স্পেন্সারের দর্শনের মূল ভিত্তি হইল ক্রমবিকাশবাদ (বা অভিব্যক্তিবাদ); এই অভিব্যক্তিবাদ তিনি বিজ্ঞান হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাতে মানুষ ও সমাজকে বস্তু-জগতের অঙ্গীভূত বলিয়াই ধরিয়াছেন। চার্লস্ ডারুইন (Charles Robert Darwin, 1809-1883) ও লামার্কের (Jean Baptiste Lamarck, 1744-1829) ক্রমবিকাশসম্বন্ধীয় যুগান্তকারী আবিষ্কারের দ্বারা স্পেন্সারের মতবাদই সমর্থিত হইয়াছিল।

স্পেন্সারের দর্শনকে দুইভাগে ভাগ করা যায়: (১) অজ্ঞেয়তাবাদ (Agnosticism) ও (২) ক্রমবিকাশবাদের ভিত্তিতে বস্তু-জগৎ ও মানুষের বিশ্লেষণ। প্রথমটিতে পাওয়া যায় তাঁহার দার্শনিক মতের ভিত্তি এবং ইহা দ্বারা ধর্মবিশ্বাস ও বিচার-বুদ্ধির সমন্বয় সাধনের প্রয়াস। তাঁহার মতে, বস্তু-জগৎকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা পাই শক্তি, কিন্তু শক্তির স্বরূপ আমাদের কাছে অজ্ঞেয়।

দ্বিতীয়টিতে পাওয়া যায় ক্রমবিকাশবাদের ভিত্তিতে সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক তথ্য-সমূহের সমন্বয়। স্পেন্সারের মতে, "ক্রম-বিকাশ হইল বস্তুর ক্রম-পরিণতি। ইহাতে অনির্দিষ্ট, অসংবদ্ধ ও অভিন্ন (বা সরল) অবস্থা হইতে বস্তু ক্রমশঃ নির্দিষ্ট ও সুসংবদ্ধ বিভিন্নতায় (বা জটিল অবস্থায়) পরিণতি লাভ করে। নীহারিকাপুঞ্জ হইতে আকাশে গ্রহের সৃষ্টি, পৃথিবীতে সমুদ্র-পর্বতের সৃষ্টি, ধাতব পদার্থের সমন্বয়ে উদ্ভিদের সৃষ্টি, ভ্রূণ অবস্থা হইতে রক্ত-অস্থি-গ্রন্থি-স্নায়ুর বিকাশের মধ্য দিয়া মানব-দেহের পরিণতি; মানব-জীবনে আবার সংবেদন ও স্মৃতির সংযোগে জ্ঞানের উৎপত্তি; এই জ্ঞানের পরিণতি বিজ্ঞানে এবং বিজ্ঞানের পরিণতি দর্শনে।"

—ডাঃ শশধর দত্তঃ **পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস।**

Sphere of Influence : প্রভাবাধীন অঞ্চল।

কোন স্বাধীন অথচ অনগ্রসর দেশের যে সকল অঞ্চল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি আপসের মারফত নিজেদের শোষণের ক্ষেত্র-হিসাবে দখল করিয়া রাখে, সেই অঞ্চল-গুলিকে বলা হয় 'প্রভাবাধীন অঞ্চল'। পরস্পরের সহিত যুদ্ধের ভয়ে কোন একটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একাকী ঐ অনগ্রসর দেশটাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া উহাকে উপনিবেশে পরিণত করিতে সাহস করে না। সুতরাং তাহারা পরস্পরের সহিত আপস করিয়া উক্ত অনগ্রসর স্বাধীন দেশটার বিভিন্ন অঞ্চল নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়; যেমন, বিপ্লবের পূর্বে চীনের বিভিন্ন অঞ্চল পৃথিবীর বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজেদের দখলে রাখিয়াছিল।

Spinozism (or Philosophy of Spinoza) : স্পিনোজার দর্শন।

হল্যাণ্ডের দার্শনিক বেনিডিক্ট স্পিনোজার (Benedict Spinoza, 1632-1677) দার্শনিক মত। স্পিনোজার দর্শনের প্রধান বিষয় তিনটি :—(১) পরম পদার্থতত্ত্ব, (২) গুণতত্ত্ব ও (৩) প্রকারতত্ত্ব। তাঁহার মতে, মানুষের অভিজ্ঞতার সকল কিছুই এই তিনটি তত্ত্বের যে কোন একটির মধ্যে পড়ে। সুতরাং এই তিনটি তত্ত্বকে যথার্থরূপে জানিতে পারিলেই বিশ্বের সকল বিষয় জানা যাইবে। "স্পিনোজার মতে, 'পরম পদার্থ' হইল তাহাই যাহা আপনিই আপনার আশ্রয়, এবং আপনিই আপনার জ্ঞাতা। বুদ্ধি দ্বারা পরম পদার্থের যে বিশেষত্ব অনুভূত হয় তাহাকেই বলে 'গুণ'। আর 'প্রকার' হইল পদার্থের পরিণাম বা অভিব্যক্তি, 'প্রকার'-এর সত্তা পরম পদার্থের উপর নির্ভর করে।"—ডাঃ শশধর দত্তঃ **পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস।**

Spiritualism : অধ্যাত্মবাদ।

বস্তুবাদের বিরোধী মতবিশেষ। এই মত অনুসারে, চেতনাশীল পদার্থ হইল বস্তুর বৃত্তি বা ক্রিয়াবিশেষ। কিন্তু ইহা বস্তু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া গৃহীত হয়।

আধুনিক অধ্যাত্মবাদ (Modern Spiritualism) হইল : জীবিত ও মৃতের (আত্মার) সম্পর্কসম্বন্ধীয় ধারণা। এই ধারণা অনুসারে বিশেষ কয়েকটি মাধ্যমের সাহায্যে জীবিত ও মৃতের (অর্থাৎ মৃতের আত্মার) মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় বলিয়া দাবি করা হয়। আধুনিক অধ্যাত্মবাদের উৎপত্তি হয় ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের নিউইয়র্ক রাজ্যে। এই মতবাদ অবিলম্বে সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে এবং ইহা 'মৃত্যুর পর জীবনের (আত্মার) অগ্রগতিসম্বন্ধীয় তত্ত্ব' বলিয়া গৃহীত হয়। এই মতবাদ অনুসারে আত্মার অভিব্যক্তি দুই প্রকারের : দৈহিক ও স্বতঃচলমান (Physical and Automatic)। প্রথমটির কারণ হইল, "অচেতন পেশীসমূহের ক্রিয়া" বা "মানসিক শক্তি," আর

দ্বিতীয়টির কারণ হইল, "অচেতন মস্তিষ্কের ক্রিয়া।" এই অধ্যাত্মবাদের বিরোধিগণ আত্মার অভিব্যক্তিকে 'বিভিন্ন কৌশলের ভেল্কি' বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কারণ, ইহার (এই অধ্যাত্মবাদের) কৌশল হইল আত্মবিস্মৃতিকরণ (Mesmerism), সম্মোহন (Hypnotism) এবং অতীন্দ্রিয় পদার্থ সম্বন্ধে অনুভূতি সৃষ্টিকরণ। ইংলণ্ডের আর্থার কোনান ডয়েল, অলিভার লজ্ প্রভৃতি এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন।

Spoil System : স্বদলপোষণ-ব্যবস্থা।

শাসন-ক্ষমতা দখলকারী দলের সমর্থকদের সরকারী চাকরি দিয়া বশীভূত রাখিবার প্রথা। এই প্রথা সর্বপ্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত হয়।

St. Simonism : সেণ্ট সাইমনবাদ; সেণ্ট সাইমনের মতবাদ।

ফরাসী দেশের সেণ্ট সাইমনের মতবাদ হইল এক ধরনের কাল্পনিক সমাজবাদ। এই সমাজবাদ দেখা দিয়াছিল উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। সংক্ষেপে এই মতবাদের মূলকথা হইল: সমাজের জন্য লও "প্রত্যেকের নিকট হইতে তাহার সাধ্যমত, আর প্রত্যেককে (দাও) তাহার প্রয়োজনমত"। কিন্তু তখন এই মতবাদের কোন সামাজিক ভিত্তি ছিল না, ইহা ছিল একটা কল্পনামাত্র। এই কাল্পনিক সমাজবাদের অন্যতম প্রচারক সেণ্ট সাইমনের (Saint Simon : 1760-1825) নাম হইতে এই মতবাদের নাম 'সেণ্ট সাইমনবাদ' হইয়াছে।

[Utopian Socialism দ্রষ্টব্য]

Standard Capital : আদর্শ মূলধন।

শিল্পে নিযুক্ত মূলধনকেই বলা হয় 'আদর্শ মূলধন'। এই কথাটি বিশেষতঃ মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে ব্যবহৃত হয়। মার্ক্সীয় অর্থনীতি অনুসারে, এই আদর্শ মূলধনকে ভিত্তি করিয়াই সমগ্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা দাঁড়াইয়া আছে এবং এই আদর্শ মূলধনই ধনতান্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন প্রকারের মূলধন সৃষ্টি করে; যেমন, ব্যবসায়ীর মূলধন (Commercial Capital), সুদখোরের মূলধন (Usury Capital), জমিদারের মূলধন (Landlord's Capital) প্রভৃতি।

State : রাষ্ট্র।

প্রচলিত অর্থে, রাষ্ট্র হইল এমন বহু ব্যক্তির সমষ্টি, যাহারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে স্থায়ীভাবে বাস করে, যাহারা বাহিরের কোন শক্তির অধীনতা-পাশে আবদ্ধ নহে এবং যাহাদের এমন একটি সুগঠিত সরকার (Government) আছে, যে সরকারের আদেশ অধিবাসীদের অধিকাংশ মানিয়া চলে। সুতরাং একটি রাষ্ট্রের পক্ষে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অপরিহার্য: জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সুগঠিত সরকার বা গভর্নমেণ্ট ও সার্বভৌমত্ব (Sovereignty)।

সমাজে কোন্ সময় হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখা যায়। উহাদের কয়েকটি নিম্নরূপ :—

(১) ঈশ্বরতত্ত্ব (Divine Theory): ঈশ্বরের অভিপ্রায় হিসাবেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে; ঈশ্বরের কয়েকজন প্রতিনিধি তাঁহার ব্যক্ত অভিপ্রায় অনুসারে সাধারণ মানুষের আনুগত্য লাভ করিয়া সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছেন এবং এইভাবে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই মধ্যযুগের রাজারা নিজেদের ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি বলিয়া জাহির করিতেন এবং "ঈশ্বর-প্রদত্ত অধিকার" দাবি করিতেন। ফরাসী বিপ্লবেই (১৭৮৯) প্রথম এই দাবি অগ্রাহ্য করা হয়।

(২) রুশোর সামাজিক চুক্তি (Rousseau's Social Contract Theory): সমাজের মানুষ প্রথমে ছিল স্বাধীন ও সর্বপ্রকারের বাধা হইতে মুক্ত; পরে তাহারা নিজেদের সুবিধার জন্যই পরস্পরের সহিত এক চুক্তি

করিয়া রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। রুশোর এই মত [Social Contract দ্রষ্টব্য] ফরাসী বিপ্লবে বিশেষ প্রেরণা দান করিয়াছিল।

(৩) মাতৃতত্ত্ব (Matriarchal Theory): পরিবারের উপর মায়ের শাসন ও কর্তৃত্ব হইতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

(৪) পিতৃতত্ত্ব (Patriarchal Theory): পরিবারের উপর পিতার বা বয়োজ্যেষ্ঠের শাসন ও অবাধ প্রভুত্ব হইতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

(৫) শক্তিতত্ত্ব (Force Theory): দুর্বলের উপর সবলের প্রভুত্ব হইতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে; সবল বল-প্রয়োগে সমাজের সাধারণ মানুষের নিকট হইতে আনুগত্য আদায় ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিয়া রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে।

(৬) ঐতিহাসিক বা ক্রমবিকাশতত্ত্ব (Historical or Evolutionary Theory): রাষ্ট্রের উৎপত্তি কোন আকস্মিক বা চুক্তিঘটিত ব্যাপার নহে, ইহা ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া সমাজে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে।

আধুনিক যুগের রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ রাষ্ট্রের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় অন্য সকল মত অগ্রাহ্য করিয়া কেবল ক্রমবিকাশতত্ত্বই গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রনীতিবিদ্ মার্কিন অধ্যাপক বার্জেসের (Prof. J. W. Burgess) মতে, 'রাষ্ট্র ইতিহাসেরই সৃষ্টি'—এই কথাদ্বারা বুঝা যায় যে, মানব সমাজ নিতান্ত আদিম অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে উহার বিভিন্ন অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট দিকের (লক্ষণের) ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া একটি সম্পূর্ণ ও সার্বজনীন সামাজিক সংগঠন হিসাবে রাষ্ট্রের আকারে পরিণত হইয়াছে।"

রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্সীয় তত্ত্ব প্রচলিত তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। কার্ল্ মার্ক্স্ তাঁহার বিভিন্ন রচনায়, ফ্রেডারিখ্ এঙ্গেল্স্ তাঁহার *The Origin of the Family, Private Property and the State* এবং *Anti-Duhring* নামক গ্রন্থে, লেনিন তাঁহার বিভিন্ন রচনায়, বিশেষতঃ *The State and Revolution* নামক গ্রন্থে এবং *The State* নামক প্রবন্ধে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, ক্রিয়াকলাপ ও শেষ পরিণতি সম্বন্ধে বিশদ ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনা প্রচলিত ধারণা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মার্ক্সীয় মত সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

"রাষ্ট্র হইল দমন-কার্যের জন্য সৃষ্ট একটা বিশেষ যন্ত্র"।—F. Engels: *The Origin of the Family*. "রাষ্ট্র হইল একটা শ্রেণীর উপর অপর একটা শ্রেণীর পীড়নের যন্ত্র"।—V. I. Lenin: *The State*। কোন শ্রেণীর রাষ্ট্র যে সকল যন্ত্রের দ্বারা অন্য সকল শ্রেণীর উপর পীড়ন ও দমন-কার্য চালায় সেইগুলি হইল সৈন্য-বাহিনী, পুলিস, বিচার-বিভাগ, আইন-বিভাগ প্রভৃতি। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই রাষ্ট্রযন্ত্রের মালিক হইল বড় মূলধনী, ব্যাঙ্ক-মালিক প্রভৃতি। ইহারা এই রাষ্ট্রযন্ত্র দ্বারা শোষিত শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণকে দমন করিয়া রাখে। অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজে (যেমন সোবিয়েৎ ইউনিয়নে) এই রাষ্ট্রযন্ত্রের মালিক হইল শ্রমিকশ্রেণী। সোবিয়েৎ রাষ্ট্রও দমনের যন্ত্র। শ্রমিকশ্রেণী এই রাষ্ট্রযন্ত্রদ্বারা পরাজিত মূলধনীশ্রেণীকে দমন করে এবং নিজেদের ও সকল শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে।

রাষ্ট্রের মূলকাজ:

"দুইটি মৌলিক ক্রিয়া রাষ্ট্রের সকল ক্রিয়া-কলাপের চরিত্র নির্ণয় করে। এই ক্রিয়া দুইটি হইল: (ক) রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে—বিপুল সংখ্যাধিক শোষিত জনগণকে দমন করিয়া রাখা (ইহাই রাষ্ট্রের প্রধান কাজ);

(খ) রাষ্ট্রের বাহিরে (বৈদেশিক)—বিভিন্ন দেশের অংশ কাড়িয়া লইয়া রাষ্ট্রের শাসক-শ্রেণীর দখলভুক্ত অঞ্চলের বিস্তৃতি সাধন, অথবা অন্য রাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে নিজেদের রাষ্ট্রকে বাঁচান। রাষ্ট্রের এই সকল ক্রিয়া-কলাপ দাসযুগে (Slave-Society-তে) ও সামন্ততান্ত্রিক যুগে (Feudal Society-তে) দেখা গিয়াছে, আর ধনতান্ত্রিক যুগেও ঠিক তাহাই দেখা যাইতেছে।"

—J. V. Stalin : *Leninism.*

রাষ্ট্রের উৎপত্তি :

"ইতিহাসে দেখা যায় যে, যখনই এবং যেখানেই শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ দেখা দিয়াছে, অর্থাৎ জনসাধারণ বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ হইয়া গিয়াছে, আর তাহাদের মধ্যে কয়েকটা শ্রেণী স্থায়ীভাবে অন্য সকল শ্রেণীর শ্রম আত্মসাৎ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনই এবং সেখানেই জনগণকে দমন করিবার যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্র দেখা দিয়াছে।" —Lenin : *Women and Society.* **রাষ্ট্রের বিভিন্ন রূপ** (অর্থাৎ বিভিন্ন যুগের রাষ্ট্র) :

Slave-owning State : দাস-মালিকদের রাষ্ট্র।

"দাস-মালিকদের রাষ্ট্রে আমরা রাজতন্ত্র, অভিজাত-সাধারণতন্ত্র (যেমন Greek Republics—এখানে দাস বা ক্রীতদাসের ভোটের অধিকার ছিল না), অথবা এমন কি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রও (Democratic Republics) দেখিতে পাই। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন রূপের গভর্নমেণ্ট থাকিলেও উহাদের মূল বিষয়বস্তু ছিল সর্বত্রই এক, অর্থাৎ কোথাও দাসদের কোন অধিকারই ছিল না, আর দাসগণই ছিল সমাজের নিপীড়িত শ্রেণী, তাহাদের মানুষ বলিয়াই গণ্য করা হইত না।"—Lenin : *Women and Society.*

Feudal State : সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র।

"রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এক ব্যক্তির শাসন স্বীকৃত হইয়াছিল, আর সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে জমিদারবর্গের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের কমবেশী অংশ গ্রহণও স্বীকৃত হইয়াছিল। ইহাই হইল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের রাষ্ট্রের অবস্থা। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী-বিভাগ দেখা দিয়াছিল। সেই শ্রেণী-বিভাগে বিপুল সংখ্যাধিক জনগণকে, অর্থাৎ ভূমিদাস-কৃষকগণকে নগণ্য সংখ্যক জমিদারের সম্পূর্ণ পদানত করিয়া রাখা হইত। জমিদারগণই ছিল সকল জমিজমার মালিক।"—Lenin : *Question of the Materialist Concepti on of History.*

Capitalist State : ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

"সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্থান গ্রহণ করিল ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের ধ্বনি হইল—'সমগ্র জনগণের জন্য স্বাধীনতা চাই'। এই রাষ্ট্র নিজেকে জনগণের ইচ্ছার প্রতীক বলিয়া ঘোষণা করিল এবং নিজেকে কেবল একটামাত্র শ্রেণীর রাষ্ট্র বলিয়া পরিচয় দিতে অস্বীকার করিল।"

—Lenin : *The Materialist Conception of History.*

"কিন্তু এমনকি সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্রও সেই ধরনের (অর্থাৎ পূর্বগামী উৎপীড়ন ও দমনমূলক রাষ্ট্রের মতই) একটা যন্ত্র ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই যন্ত্র দ্বারা মূলধনীরা শ্রমজীবীদের দমন করে, এই যন্ত্রটা হইল মূলধনীদের রাজ-নৈতিক শাসনের, বুর্জোয়াশ্রেণীর এক-নায়কত্বের যন্ত্র। গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া সাধারণ-তন্ত্রে বিপুল সংখ্যাধিক জনগণের (Majority) শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল এবং এই শাসনকেই সেই সংখ্যাধিক জনগণের শাসন বলিয়া ঘোষণাও করা হইয়াছিল, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত জমি ও যন্ত্র প্রভৃতি উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত স্বত্ব বজায় থাকিবে, ততদিন এই

প্রতিশ্রুতি ও ঘোষণা কার্যে পরিণত করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব।"

—Lenin : *The Communist International.*

"সর্বাপেক্ষা নিখুঁত ও উন্নত ধরনের বুর্জোয়া রাষ্ট্র হইল **পার্লামেন্টের ভিত্তিতে গঠিত গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র।** ইহাতে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে পার্লামেন্টের উপর ; রাষ্ট্রযন্ত্র এবং শাসনের যন্ত্র ও সংগঠন তৈরী হয় প্রচলিত প্রথা অনুসারে ; যেমন, নিয়মানুযায়ী গঠিত বিরাট সৈন্যবাহিনী, পুলিসবাহিনী ও আমলাতান্ত্রিক কাঠামো —এইগুলি স্থায়ী সংগঠন, ইহারা বহু রকমের সুবিধা ভোগ করে এবং সকল সময় জনগণের নাগালের বাহিরে থাকে।"

—Lenin : *The Task of the Proletariat in our Revolution.*

Soviet State : সোবিয়েৎ রাষ্ট্র।

"ইতিহাসে এই প্রথম সোবিয়েৎ অথবা শ্রমিক-গণতন্ত্র জনগণের জন্য, শ্রমজীবীদের জন্য, শ্রমিক ও দরিদ্র কৃষকদের জন্য প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

"জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাধিক্যের ও তাহাদের প্রকৃত শাসনের প্রতিনিধিত্ব করে —এইরূপ একটি রাষ্ট্র ইহার পূর্বে কোন দিন ইতিহাসে দেখা যায় নাই, এই ধরনের রাষ্ট্রই হইল সোবিয়েৎ রাষ্ট্র।"

—Lenin : *The Third International, its Place in History.*

সোবিয়েৎ রাষ্ট্র হইল শ্রমজীবী জনগণসহ "শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat), শ্রমিকশ্রেণীর একক শাসনের রূপ।" শ্রমজীবী জনগণ সহ শ্রমিকশ্রেণীর একক শাসনমূলক "এই নূতন রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণী সমগ্র শাসনযন্ত্রটা তাহার নিজের হাতে তুলিয়া লয়, বুর্জোয়া-শ্রেণীকে পরাজিত করে, এবং সমগ্র পেতি-বুর্জোয়া-সম্প্রদায়, সমগ্র কৃষক (ধনী কৃষকদের বাদে), মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলির নিম্নাংশ ও বুদ্ধিজীবীদের নিরপেক্ষ করিয়া রাখে।"

—Lenin : *The Task of the Third International.*

[Dictatorship of the Proletariat দ্রষ্টব্য]

সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব :

কমিউনিস্ট সমাজে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। কমিউনিজ্‌ম্-এর প্রথম স্তরে, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের স্তরে রাষ্ট্র আংশিকভাবে লোপ পাইতে আরম্ভ করিবে। সোবিয়েৎ ইউনিয়নে পূর্বের শোষকগণ, অর্থাৎ বুর্জোয়া-শ্রেণী ও জমিদারগোষ্ঠী যে পরিমাণে লোপ পাইবে সেই পরিমাণেই রাষ্ট্রের প্রধান কাজটি (অর্থাৎ দমনমূলক কাজটি) শেষ হইবে। সোবিয়েৎ ইউনিয়নে রাষ্ট্রের এই প্রথম ও প্রধান কাজটি এখন শেষ হইয়া গেলেও দ্বিতীয় কাজটি, অর্থাৎ বাহিরের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার কাজটি শেষ হওয়া দূরের কথা, বরং 'সাম্রাজ্যবাদী বেষ্টনীর' জন্য তাহা প্রতিদিনই বাড়িয়া যাইতেছে।

"আমাদের রাষ্ট্র কি কমিউনিজ্‌ম্-এর যুগেও থাকিবে ? হাঁ, থাকিবে, যতদিন না ধনতান্ত্রিক বেষ্টনীর অবসান হয়, যতদিন না বিদেশী সামরিক আক্রমণের বিপদ দূরীভূত হয়, ততদিন থাকিবে। অবশ্য স্বভাবতই ভিতর ও বাহিরের অবস্থার পরিবর্তন অনুসারে আমাদের রাষ্ট্রের রূপেরও পরিবর্তন হইবে।" —J. V. Stalin : *Leninism.*

Withering Away of the State : রাষ্ট্রের ক্রমশঃ লোপপ্রাপ্তি ; রাষ্ট্রের ক্রম-অবসান বা মৃত্যু।

"আবহমান কাল হইতেই রাষ্ট্র ছিল না। এমন অনেক সমাজ ছিল যেখানে রাষ্ট্র ছাড়াই কাজ চলিয়াছে, সেখানে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রশক্তি সম্পর্কে কোন ধারণাই কাহারও ছিল না। যে সমাজ উৎপাদন-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে এবং উৎপাদকদের (অর্থাৎ

শ্রমিকদের) স্বাধীন ও সমতামূলক সঙ্ঘের ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিবে, সেই সমাজ (অর্থাৎ কমিউনিস্ট সমাজ) সেই দিন সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে উহার যোগ্য স্থানে—পুরাকালের যাদুঘরে সুতাকাটার আদিম চরকা ও ব্রোঞ্জের কুঠারের পাশে রাখিয়া দিবে।" —F. Engels : *The Origin of the Family.* ইহার অর্থ এই যে, কমিউনিস্ট সমাজের উচ্চস্তরে রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইবে না, সুতরাং সেই সমাজে রাষ্ট্র থাকিবে না।

State-Capitalism : রাষ্ট্র-পরিচালিত ধনতন্ত্র ; রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র।

[Capitalism শব্দ দ্রষ্টব্য]

State-Socialism : রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র ; রাষ্ট্রীয় সমাজবাদ।

[Socialism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Statute-Book : বিধিপুস্তক।

সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক বিধিবদ্ধ মৌলিক আইনসমূহ যে পুস্তকে লিখিত থাকে।

Sterling-Area : স্টার্লিং-অঞ্চল।

যে সকল দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থা গ্রেট-বৃটেনের মুদ্রা অর্থাৎ স্টার্লিংয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে যখন আর্থিক সংকটের চাপে গ্রেট বৃটেন স্বর্ণমান ত্যাগ করে, তখন অন্য কয়েকটি দেশও উহাদের নিজ নিজ দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থাকে স্বর্ণের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্টার্লিংয়ের সহিত বাঁধিয়া দেয় এবং উহাদের নিজ নিজ দেশের মুদ্রার একটা অংশ উদ্বৃত্ত তহবিল হিসাবে 'ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড'-এ জমা রাখে। তখন কানাডা ব্যতীত 'বৃটিশ কমনওয়েলথ'-এর অন্তর্ভুক্ত সকল দেশ ও বৃটেনের বিভিন্ন উপনিবেশ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল। এই সকল দেশকেই বলা হয় স্টার্লিং-অঞ্চল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে ও পরবর্তী সময়ে সর্বত্র স্বর্ণ ও ডলারের (Dollar—মার্কিন মুদ্রার) তীব্র অভাব দেখা দিলে স্টার্লিং-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি মুদ্রার বিনিময়ের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার (Exchange-Control-এর) প্রবর্তন করিতে বাধ্য হয়। এই ব্যবস্থায় স্টার্লিং-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি পরস্পরের সহিত অবাধে মুদ্রা বিনিময় করিতে পারিলেও উহারা নিজেদের সমস্ত নীট উদ্বৃত্ত ডলার 'ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড'-এর নিকট বিক্রয় করিয়া উহার পরিবর্তে স্টার্লিং গ্রহণ করিতে এবং যে সকল দেশে ডলারের অভাব দেখা দেয় তাহারা স্টার্লিং দ্বারা 'ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড' হইতে প্রয়োজনীয় ডলার ক্রয় করিতে বাধ্য থাকে। ১৯৫৬ সালের নূতন আইন অনুসারে নিম্নোক্ত দেশগুলি স্টার্লিং-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হয় : বৃটিশ যুক্তরাজ্য ও ইহার শাসনাধীন উপনিবেশ সমূহ, কানাডা ব্যতীত কমনওয়েলথ'-এর অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ ; ব্রহ্মদেশ ; আইস্‌ল্যাণ্ড ; ইরাক ; আয়ার্ল্যাণ্ড ; জর্ডান ; লিবিয়া এবং ট্রুসিয়াল উপকূলবর্তী ও পারস্যোপসাগর ও ওমান উপসাগরের তীরস্থ ৭টি বৃটিশ-আশ্রিত স্বাধীন রাজ্য।

Stoicism : তিতিক্ষাবাদ ; জিতেন্দ্রিয়তাবাদ।

গ্রীক দার্শনিক জেনো (Zeno, 340-270 B. C.) কর্তৃক প্রবর্তিত মতবাদ। জেনো এথেন্স্ নগর-রাষ্ট্রে এই দার্শনিক মত প্রচার করেন। এই দার্শনিক মত অনুসারে, কেবলমাত্র সৎ কাজ করিলে ও সৎপথে থাকিলে এবং কঠোরভাবে সৎ নীতি অনুসরণ করিলেই জীবনে প্রকৃত সুখলাভ হয়। এই সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ (Stoics) সুখ-দুঃখ সমজ্ঞান করিতেন। অতি দুঃখ কিংবা অতি আনন্দেও ইঁহারা বিচলিত হইতেন না। ইঁহারা সর্বেশ্বরবাদী ছিলেন এবং বিশ্বাস করিতেন যে, আত্মাও অবিনশ্বর নহে, শেষ পর্যন্ত ইহাও ধ্বংস হইবে। ইঁহারা সকল সময় অতি কঠোর নীতিমার্গ অনুসরণ করিতেন।

পরবর্তী কালে রোম-সাম্রাজ্যে এই দার্শনিক মত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

তৎকালে সেনেকা (Seneca), এপিক্‌তাতুস্ (Epictatus) ও রোম-সম্রাট মার্কাস্ অরেলিউস্ (Marcus Aurelius, A. D. 121-180) ছিলেন এই মতের শ্রেষ্ঠ সমর্থক ও প্রচারক।

Stone-Age : লৌহযুগ

[Civilization শব্দ দ্রষ্টব্য]

Structure (Social) : (সামাজিক) গঠন ; কাঠামো।

সমাজের বিভিন্ন মানুষ ও শ্রেণীর ভিতরের বিভিন্ন পারস্পরিক সম্পর্ক ; সমাজের ভিত্তি-স্বরূপ উৎপাদন ও বণ্টন-পদ্ধতি এবং উহার ভি ত্তি তে গ ঠি ত সমাজের বিভিন্ন বিষয় সমূহের সামগ্রিক রূপ।

Basic Structure : মূলগঠন ; মূল-কাঠামো।

কোন সা মা জি ক স্তরের ভিত্তি ; সেই ভিত্তিটা হইল ঐ সামাজিক স্তরের উৎপাদন ও বণ্টন-পদ্ধতি। মূলগঠন বা মূল কাঠামোর উপরেই কোন গৃহ বা সমাজ প্রভৃতি দাঁড়াইয়া থাকে, আর এই মূলগঠনের উপরেই তৈরি হয় কোন গৃহ বা সমাজের বহির্গঠন (Super Structure) ; যেমন, সামাজিক ক্ষেত্রে উৎপাদন-পদ্ধতি হইল সমাজের মূলগঠন, আর মূলগঠনের উপরে, অথবা এই মূল-গঠন অনুযায়ী সমাজের বিভিন্ন আভ্যন্তরিক সম্পর্ক, ভাবধারা, নীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম, আইনকানুন প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় লইয়া গড়িয়া উঠে 'বহির্গঠন'।

[Materialist Conception of History দ্রষ্টব্য]

Economic Structure : অর্থনৈতিক গঠন।

কোন সামাজিক উৎপাদন ও বণ্টন-পদ্ধতির ভিত্তিতে গড়িয়া-উঠা বিভিন্ন মানুষ ও শ্রেণীর পরস্পরের অর্থনৈতিক সম্বন্ধ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, দাসপ্রথামূলক সমাজে দাস, দাসদের মালিক ও মালিকদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নিষ্কর্মা শোষকের দল—ইহাদের পরস্পরের উৎপাদন প্রভৃতি বিষয়-সম্পর্কিত জটিল সম্বন্ধসমূহ ; ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক, শিল্প-পতি, ব্যাঙ্ক-মালিক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার মূলধনী ও এই সকল মূলধনীদের সহিত সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ীর দল এবং ইহাদের পরস্পরের আরও জটিল অর্থ-নৈতিক সম্বন্ধ-সমূহ লইয়াই সৃষ্টি হয় সমাজের 'অর্থনৈতিক গঠন'।

Super-Structure : বহির্গঠন।

সমাজের মূলভিত্তি অর্থাৎ উৎপাদন-পদ্ধতি অনুযায়ী গড়িয়া-উঠা রাজনীতি, আইন, ধর্ম, আদর্শ, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতির সামগ্রিক রূপকে বলা হয় সমাজের 'বহির্গঠন'। এই বহির্গঠনের সৃ ষ্টি হ য় সমাজের ভিত্তি, অর্থাৎ সমাজের উৎপাদন-পদ্ধতি অনুসারে। সেই জন্যই উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বহির্গঠনেরও পরিবর্তন হয়, কিন্তু বহির্গঠন সমাজের মূলগঠনের উপরেও গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

Subjective : আত্মমুখ ; আ ত্ম প ক্ষ-সম্বন্ধীয় ; কর্তাসম্বন্ধীয় ; আত্মগত।

[Objective শব্দ দ্রষ্টব্য]

Subjective Factor : আত্মমুখী উপকরণ (বা কারণ অথবা উপাদান) ; কর্তাসম্বন্ধীয় উপকরণ (বা কারণ অথবা উপাদান)। [Objective Factor দ্রষ্টব্য]

Subjective Idealism : আত্মমুখ বা আত্মগত ভাববাদ।

[Idealism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Subjectivism : আত্মবাদ ; আত্মমুখিতা।

দার্শনিক অর্থে, 'এই জগতে যে অসংখ্য বিচিত্র বস্তু রহিয়াছে, উহারা আমারই মনের ধারণামাত্র', অথবা 'আমি আ ছি, তাই জগৎ আছে'—এইরূপ মতবাদ।

[Berkeleian Philosophy দ্রষ্টব্য]

ভিন্ন অর্থে, বাস্তব অবস্থা উপেক্ষা করিয়া নিজের ইচ্ছামত ধারণা পোষণ করিবার অভ্যাস।

Substantialism : সত্তাবাদ।

একটি দার্শনিক মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে, সকল বস্তুর বাহ্য আকারের অন্তরালে প্রকৃত সত্তা বিদ্যমান থাকে।

Suffrage, Universal : প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ; সার্বজনীন ভোটাধিকার।

রাষ্ট্রীয় নির্বাচনে দেশের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোকের ভোট দানের অধিকার। সাধারণতঃ ২১ বৎসর বয়স্ক স্ত্রী বা পুরুষকেই প্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহা সর্বপ্রথম ফরাসী দেশে ইতিহাস-বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে প্রবর্তিত হয়। তার পর ইহা ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে ও ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে স্পেন দেশে প্রচলিত হয়। ইংলণ্ডে 'চার্টিস্ট আন্দোলন'-এ (1848) প্রথম এই দাবি রাখা হয়, কিন্তু তাহার অনেক পরে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সীমাবদ্ধভাবে ইহা সেই দেশে প্রথম কার্যকরী হয়।

Sufism : সুফীবাদ।

মুসলমান ধর্মে ভগবৎ প্রেমের সাধনামূলক মতবাদ। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এই মত প্রথম আরবে প্রচারিত হয়। আরবী ভাষায় 'সুফী' শব্দের অর্থ পশম। অনেকে অনুমান করেন যে, এই মতাবলম্বী দরবেশগণ (মুসলমান সাধুগণ) পশমের পোশাক পরিধান করিতেন বলিয়া এই দরবেশগণকে 'সুফী' বলা হইত। পারস্যের আবদুর কাদের জিলানী (Abdur Kader Jilanee, Born in 852) ছিলেন সুফীমতের প্রথম প্রচারক। সুফীমতানুসারে ঈশ্বরই একমাত্র সৎস্বরূপ ; তিনি অনন্ত সৌন্দর্য ও কল্যাণগুণের আধার। জীবের সহিত ভগবানের প্রেম, মিলন ও পরমাত্মাতে জীবাত্মার লয় প্রভৃতি বিষয় সুফীধর্মের অঙ্গীভূত। সুফী সাধকগণ ঈশ্বর-প্রেমে পাগল। এই মত হাফিজ (Samsuddin Md. Hafiz. died in 1388), জালালুদ্দিন রুমী (Jalaluddin Rumee, 1207-1273), সাদী (Sk. Saadi, 1175-1295) প্রভৃতি পারস্যের মুসলমান কবিগণের কবিতার প্রধান বিষয়বস্তু। সুফীমত অনুসারে, বহির্জগৎ অদৃশ্য ঈশ্বরেরই বহিপ্রকাশ মাত্র, ঈশ্বর সকল বস্তুতেই বিদ্যমান। সুফীমত বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ ও আচার-অনুষ্ঠানের ঘোরতর বিরোধী। ভগবানের সহিত অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপনই সুফীধর্মের প্রধান লক্ষ্য। সুফী ধর্মাবলম্বী সাধকগণ বৈষ্ণব সাধকদের মত ভগবানকে অতি আপন জন, প্রেমাস্পদ বা প্রেমপাত্রীরূপে ভাবিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের উপনিষদের ঋষিগণ ও কবির, রামানন্দ, তুকারাম, তুলসীদাস, মীরাবাই প্রভৃতি মরমী সাধক এবং বঙ্গীয় ও তামিল বৈষ্ণব সাধক-কবিগণের কবিতার সহিত পারস্যের সুফী কবিগণের কবিতার আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য দেখা যায়। মুসলিম-দেশসমূহের মধ্যে ইহা প্রধানতঃ পারস্যেই বেশী প্রসার লাভ করিয়াছিল।

"Super-Imperialism" : "অতি-সাম্রাজ্যবাদ" বা "চরম সাম্রাজ্যবাদ"।

'জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি' ও 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'-এর (Second International-এর) প্রধান নায়ক কার্ল্ কাউট্স্কির (Karl Kautsky, 1854-1943) উদ্ভট ও প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ।

[Ultra Imperialism দ্রষ্টব্য]

"Super-Man" : "অতি-মানব"।

জার্মান দার্শনিক নিট্শে (Nietzche, 1844-1900) কর্তৃক কল্পিত "অতি-মানব"। তিনি মনে করিতেন যে, মানুষ নৈতিক শক্তি ও প্রাণশক্তির চরম বিকাশ সাধনের দ্বারা "অতি-মানব"-এ পরিণত হইতে পারে। নিজের শক্তি বৃদ্ধি ও অগ্রগতিই হইবে এই "অতি-মানব"-এর একমাত্র উদ্দেশ্য। অনেকে মনে করিতেন যে, নিট্শের এই "অতি-মানব"-এর মতবাদই জার্মানীতে ফাসিবাদ ও হিট্লারের উদ্ভব

হওয়ার দার্শনিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করিয়াছে। কিন্তু পরে সকলেই এই ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং নিট্‌শের দর্শনকে ধ্বংসাত্মক মনে না করিয়া বরং উহাকে গঠনমূলক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

Super-Monopoly : অতিকায় বা চরম একচেটিয়া কারবারীসঙ্ঘ ; চরম একচেটিয়া অবস্থা।

দেশের ও বিদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর একচেটিয়া প্রভুত্ব ; সর্বব্যাপী প্রভুত্ব-কারী, অর্থাৎ দেশের ও বিদেশের আর্থিক ব্যবস্থার উপর একচ্ছত্র প্রভুত্বকারী অতিকায় কারবারীসঙ্ঘকে (Corporation) এই নামে অভিহিত করা হয়।

[Monopoly দ্রষ্টব্য]

Super-Profit : অতি-মুনাফা ; অতিরিক্ত মুনাফা ; চরম মুনাফা।

মূলধনীরা নিজেদের দেশের মুনাফা ব্যতীত বিদেশে মূলধন লগ্নি করিয়া আরও যে মুনাফা আদায় করে, তাহাকে বলা হয় 'অতি-মুনাফা' বা 'চরম মুনাফা' অথবা 'অতিরিক্ত মুনাফা'। এই মুনাফাকে এই নাম দিবার কারণ এই যে, "মূলধনীরা তাহাদের নিজেদের দেশের শ্রমিকদের নিঙড়াইয়া যে মুনাফা লাভ করে তাহা ছাড়াও তাহারা এই মুনাফা আদায় করে।" —Lenin : *Imperialism—The Highest Stage of Capitalism.*

Super-Structure : বহির্গঠন।

[Structure শব্দ দ্রষ্টব্য]

Supply and Demand : সরবরাহ ও চাহিদা ; যোগান ও চাহিদা।

বাজারে যে সকল পণ্য আমদানি করা হয় তাহার মোট পরিমাণ এবং ক্রেতাদের যে সকল পণ্য প্রয়োজন হয় তাহার মোট পরিমাণ—এই দুইয়ের ভিতরের সম্পর্ক।

প্রচলিত অর্থনীতি অনুসারে সরবরাহ (বা যোগান) ও চাহিদার সম্পর্কই পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু মার্ক্‌সীয় মতে, পণ্যের দামই পণ্যের "সরবরাহ ও চাহিদা নিয়ন্ত্রিত করে ; কারণ, সরবরাহ ও চাহিদার ক্রমপরিবর্তনশীল সম্পর্কটিকে পণ্যের দাম অনবরত ওলট-পালট করিয়া দেয়, আর এই ওলট-পালট করাটা হইল দাম নিয়ন্ত্রিত করার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা।"

[Value ও Utility শব্দ দ্রষ্টব্য]

Sur-charge : অতিরিক্ত কর বা ট্যাক্‌স।

কর আদায়ের যোগ্য সম্পত্তির সঠিক বিবরণ না দিলে সেই সম্পত্তির মালিকের উপর যে অতিরিক্ত ট্যাক্‌স বা কর ধার্য করা হয়।

Surplus Labour : উদ্বৃত্ত শ্রম।

ইহা মার্ক্‌সীয় অর্থনীতিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার অর্থ নিম্নরূপ :

শ্রমিকের জীবনধারণের পক্ষে যতখানি মূল্য (অর্থাৎ যে পরিমাণ পণ্য বা জিনিসপত্র) প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণ মূল্য সৃষ্টির জন্য শ্রম করা ব্যতীত শ্রমিক আরও যে শ্রম করে তাহাকে বলা হয় 'উদ্বৃত্ত শ্রম'। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একজন শ্রমিকের নিজের জীবিকা নির্বাহের জিনিসপত্র (পণ্য) তৈয়ার করিবার জন্য, ধরা যাউক, তাহার **তিন ঘণ্টার** শ্রমের প্রয়োজন ; শ্রমিকটি যদি **ছয় ঘণ্টার** শ্রম করে তাহা হইলে তাহার নিজের জীবিকা-নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় **তিন ঘণ্টার** শ্রম বাদে আর বাকি **তিন ঘণ্টার** শ্রম হইল 'উদ্বৃত্ত শ্রম'। অন্য কথায়, শ্রমশক্তির মূল্য (শ্রমিকের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য) সৃষ্টির জন্য যতখানি শ্রম প্রয়োজন হয় তাহা ছাড়াও শ্রমিক যে শ্রম করে সেই শ্রমকে বলা হয় 'উদ্বৃত্ত শ্রম'। মার্ক্‌সীয় অর্থনীতি অনুসারে, এই 'উদ্বৃত্ত শ্রমই' 'উদ্বৃত্ত-মূল্য' (Surplus-Value) সৃষ্টি করে এবং সেই 'উদ্বৃত্ত-মূল্য'ই শিল্পপতির মুনাফা, জমির মালিকের খাজনা, ব্যাঙ্কের সুদ প্রভৃতির উৎস।

[Value, Surplus-Value, Value of Labour-Power এবং Profit শব্দ দ্রষ্টব্য]।

Surplus-Value : উদ্বৃত্ত-মূল্য।

[Value শব্দ দ্রষ্টব্য]

Survival of the Fittest : যোগ্যতমের উদ্বর্তন।

[Natural Selection দ্রষ্টব্য]

Suspensary Veto : যে নিষেধাজ্ঞা দ্বারা কোন আইনের প্রয়োগ অস্থায়ীভাবে স্থগিত রাখা হয়। [Veto শব্দ দ্রষ্টব্য]

Swaraj : স্বরাজ ; আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ; ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন।

ভাষাগত অর্থে, স্ব (নিজ) রাজ (শাসন)। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 'স্বরাজ'-এর দাবিই ছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মূল রাজনৈতিক দাবি। ইহার পর পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি গৃহীত হয়।

কিন্তু 'স্বরাজ' শব্দটির প্রকৃত অর্থ কেহ কোন দিন ব্যাখ্যা করেন নাই, এমন কি জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান নায়ক মহাত্মা গান্ধী নিজেও কোন দিন ইহার ব্যাখ্যা দেন নাই। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁহার বিখ্যাত 'আত্মজীবনী'তে (*Auto-Biography*) 'স্বরাজ' সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন : "ইহা খুবই স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের নেতাদের প্রায় সকলেই 'স্বরাজ' শব্দের দ্বারা স্বাধীনতা অপেক্ষা যথেষ্ট কমকিছুই বুঝিতেন। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, গান্ধীজি কোন দিনই এই কথাটির স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন নাই, আর এই সম্পর্কে কেহ স্পষ্টভাবে চিন্তা করুক তাহাও তিনি চাহিতেন না।" —Jawaharlall Nehru : *Auto-Biography*. 'স্বরাজ' শব্দের কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা হয় নাই বলিয়াই বিভিন্ন ব্যক্তি ইহার বিভিন্ন প্রকার অর্থ করিতেন। কেহ কেহ ইহা দ্বারা 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন' (Dominion Status) বুঝিতেন।

Symbolism : প্রতীকবিদ্যা ; প্রতীকবাদ।

একটি দার্শনিক মত। এই দার্শনিক মত অনুসারে, বহির্জগৎ কোন এক নৈতিক বা আধ্যাত্মিক সত্তার প্রতীকমাত্র, অথবা বহির্জগতের সকল বস্তুর মধ্যে কোনরূপ গূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ রহিয়াছে। কাব্য বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে, একটি বিষয় বা ঘটনা ব্যাখ্যা করিবার জন্য অপর কোন বিষয় বা ঘটনার অবতারণা করা।

Symbolist : প্রতীকবাদী।

যে সকল কবি বা সাহিত্যিকের মতে, কবিতা বা সাহিত্যের উদ্দেশ্য হইল বস্তুজগৎ ও আধ্যাত্মিক জগতের সংযোগ সাধন করিয়া সাঙ্কেতিক চিহ্নসমূহের দ্বারা আধ্যাত্মিক জগতের গভীর রহস্য ব্যক্ত করা। এই মতের প্রবর্তক হইলেন অ্যালফ্রেড দ্য ভিগ্‌নি (Alfred de Vigny) ; এবং পল ভেরলেঁ (Paul Verlaine), মালার্মে, মরিস্ মেতারলিঙ্ক (Morris Metarlink), কান্ (Cahn), গ্রিফিন্ (Griffin) প্রভৃতি ইউরোপের কবি ও সাহিত্যিকগণ ছিলেন এই মতের প্রধান সমর্থক।

Symbol of Value : মূল্যের প্রতীক।

স্বর্ণ বা রৌপ্য-নির্মিত মুদ্রার প্রতিনিধি-স্বরূপ ব্যাঙ্ক-নোট ; মূল্যের নিদর্শন ; প্রতীক মুদ্রা বা কাগজী মুদ্রা। কথাটি মার্ক্‌সীয় অর্থনীতিতে ব্যবহৃত হয়।

Syndicate : বাণিজ্য-সঙ্ঘ ; 'সিণ্ডিকেট'।

[Monopoly শব্দ দ্রষ্টব্য]

Syndicalism : ট্রেড য়ুনিয়নের ভিত্তিতে গঠিত সমাজবাদ, ট্রেড য়ুনিয়নমূলক সমাজবাদ ; ট্রেড-য়ুনিয়নবাদ।

ফরাসী ভাষার 'সিণ্ডিকাট' (Syndicat) শব্দটির অর্থ ট্রেড য়ুনিয়ন এবং 'সিণ্ডিকাট' শব্দ হইতেই 'সিণ্ডিকালিজ্‌ম্' শব্দের উৎপত্তি। ইহা বৈপ্লবিক শ্রমিক-আন্দোলনের একটি মতবাদ এবং এই মতবাদ অনুসারে সমাজ-বিপ্লব ও ভবিষ্যৎ সমাজ

গঠনের ভিত্তি হইল ট্রেড ইউনিয়ন। নৈরাষ্ট্রবাদের (Anarchism-এর) সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয়া এই মতবাদকে 'নৈরাষ্ট্রবাদী ট্রেড ইউনিয়নবাদ' (Anarcho-Syndicalism) নামেও অভিহিত করা হয়। ইহা মাইকেল বাকুনিন (Michael Bakunin : 1814-76) ও জর্জ সোরেল-এর (G. Sorel) মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মতবাদ শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টির এবং উহার রাজনৈতিক ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে এবং মূলধনী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর কোন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তে কেবল 'প্রত্যক্ষ' বা 'শিল্পীয়' ক্রিয়াকলাপ অর্থাৎ ধর্মঘট সমর্থন করে। সুতরাং ধর্মঘটই হইল ট্রেড য়ুনিয়নবাদীদের একমাত্র কর্তব্য। এই মতবাদের প্রচারকদের মতে, শ্রমিকদের পক্ষে ধর্মঘট করিয়া কর্মস্থল ত্যাগ করিয়া আসা উচিত নহে, শ্রমিকদের কর্তব্য হইল ধর্মঘট করিয়া কর্মস্থল অধিকার করিয়া থাকা, নতুবা কর্মের গতি মন্থর করিয়া উৎপাদন হ্রাস করা; এইভাবে স্থানীয় বা আংশিক ধর্মঘটকে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে পরিণত করিয়া বিপ্লব সফল করিয়া তোলা এবং শাসন-ক্ষমতা দখল করা। বিপ্লবের পর ট্রেড য়ুনিয়নগুলিই (মার্ক্সীয় মতে, শ্রমিকশ্রেণী দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত রাষ্ট্র) কল-কারখানা, খনি প্রভৃতি দখল করিয়া সেইগুলি সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করিবে; রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন করিতে হইবে এবং বিভিন্ন ট্রেড য়ুনিয়নের মিলিত সংস্থা উহার স্থান গ্রহণ করিবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের পরিবর্তে বিভিন্ন ট্রেড য়ুনিয়নের প্রতিনিধিগণ সম্মিলিতভাবে ট্রেড য়ুনিয়নসমূহ ও উহাদের ভিত্তিতে গঠিত সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করিবে। এই সমাজের "পরিচালন-ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিবে বহুর উপর" এবং "এই সমাজ হইবে সমগ্রভাবে একটি সক্রিয় অর্থনৈতিক সংগঠন"।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরে এই মতবাদ বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের ফলে ইহার বিস্তার বাধা প্রাপ্ত হয় এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের রুশ-বিপ্লবের পর ইহার সমর্থক-সংখ্যা প্রত্যেক দেশে দ্রুত হ্রাস পায়, এবং ইহার সমর্থকগণের অধিকাংশই কমিউনিস্ট পার্টিগুলিতে যোগদান করে। ইহার পর কেবল স্পেন দেশেই ইহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু স্পেনে ফাসিবাদের জয়লাভের (১৯৩৬) পর সেখানেও ইহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

Synthesis : সমন্বয়।

[Dialectics—Negation of Negation দ্রষ্টব্য]

Synthetic Philosophy : সংকলিত দর্শন; সমন্বয়ী দর্শন।

হার্বার্ট স্পেন্সারের দর্শনকে এই নামে অভিহিত করা হয়, কারণ স্পেন্সার তাঁহার দর্শনে সকল বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

[Spencerism শব্দ দ্রষ্টব্য]

T

Taboo (or Tabu) : স্পর্শ-নিষেধ; নিষিদ্ধকরণের প্রথা; নিষিদ্ধ বিষয়; নিষিদ্ধ।

কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে অস্পৃশ্য বা অপবিত্র জ্ঞানে পরিহার বা 'নিষিদ্ধ' করার প্রথা। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের আদিম অধিবাসীদের মধ্যেই এই প্রথা প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ অপরিচিত ব্যক্তি, গর্ভবতী স্ত্রীলোক ও

মৃতদেহ সকল অবস্থাতেই নিষিদ্ধ। ইহা ব্যতীত আদিম অধিবাসীদের পুরোহিত এবং দলপতিগণও কোন দ্রব্যকে বা কোন অপরাধের জন্য কোন কোন ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে 'নিষিদ্ধ' বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে; যেমন, নিউজিল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসী মেওরীদিগের মধ্যে কোন সর্দার বা দলপতি 'নিষিদ্ধ' হওয়ার দরুণ তাহার দেহ, এমন কি তাহার কোন বস্তুও 'নিষিদ্ধ' বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি যদি উক্ত 'নিষিদ্ধ' সর্দার বা দলপতির মৃতদেহ স্পর্শ করে, তবে স্পর্শকারী ব্যক্তিও 'নিষিদ্ধ' বলিয়া গণ্য হয়। 'নিষিদ্ধ' বস্তু সম্বন্ধে নিয়মভঙ্গকারীকে সাধারণতঃ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

সভ্য লোকদের মধ্যেও এই প্রকারের নিষিদ্ধকরণের প্রথা দেখা যায়; যেমন, হিন্দুদের মধ্যে গরু ও শূকরের মাংস, অহিন্দুদের দেহ বা খাদ্য প্রভৃতি এবং ইহুদীদের মধ্যে কয়েক প্রকারের খাদ্য 'নিষিদ্ধ'।

Tailism : লেজুড়বাদ।

[Economism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Teleology : উদ্দেশ্যবাদ।

একটি দার্শনিক মত। এই মত অনুসারে, প্রত্যেক ঘটনা বা বস্তুরই একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রহিয়াছে। অন্য কথায়, প্রত্যেক ঘটনা বা বস্তুই একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। ইমানুয়েল কাণ্ট (Immanuel Kant) তাঁহার রচিত *The Critique of Judgment* নামক দার্শনিক গ্রন্থে 'উদ্দেশ্যবাদ'-এর আলোচনা করিয়াছেন। [Kantism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Tariff : (আমদানিকৃত মালের উপর ধার্য) শুল্ক।

কোন দেশে বিক্রয়ের জন্য বৈদেশিক মাল আমদানি করা হইলে সেই মালের উপর দেশের সরকার যে শুল্ক ধার্য করে। বৈদেশিক মালের প্রতিযোগিতা হইতে দেশের অনুন্নত শিল্প রক্ষা করাই এই শুল্ক ধার্য করার উদ্দেশ্য। বিদেশের উন্নত শিল্পের পণ্যসম্ভার কোন অনুন্নত দেশের বাজারে প্রবেশ করিয়া উক্ত অনুন্নত দেশের পণ্যকে প্রতিযোগিতায় হটাইয়া দিয়া ঐ দেশের বাজার দখল করিয়া বসে এবং অনুন্নত দেশটির শিল্প বাজার হারাইয়া নষ্ট হইয়া যায়। অনুন্নত দেশটি স্বাধীন হইলে উহার সরকার বৈদেশিক মালের উপর শুল্ক বসাইয়া নিজ দেশের অনুন্নত শিল্পকে রক্ষা করে। কিন্তু ঐ দেশ পরাধীন হইলে তাহা সম্ভব হয় না বলিয়া দখলকারী দেশের উন্নত শিল্পের আক্রমণে পরাধীন দেশের অনুন্নত শিল্প বাড়িয়া উঠিতে পারে না। কোন স্বাধীন ও উন্নত দেশও নিজেদের দেশের বাজার নিজেদের শিল্পের জন্য একচেটিয়া করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মালের উপর শুল্ক ধার্য করিয়া বৈদেশিক পণ্যের আমদানিতে বাধা দেয়।

Preferential Tariff : সুবিধাভোগী শুল্ক।

ইহা এরূপ এক প্রকার শুল্ক-ব্যবস্থা যাহাতে কোন বিশেষ দেশ হইতে আমদানি-করা মালের উপর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অল্প হারে শুল্ক ধার্য করা হয়।

Preventive (or Protective) Tariff : রক্ষা-শুল্ক।

বৈদেশিক পণ্যের প্রতিযোগিতা হইতে কোন দেশের অনুন্নত শিল্পকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক পণ্যের উপর যে শুল্ক ধার্য করা হয়।

Retaliatory Tariff : প্রতিশোধমূলক শুল্ক।

কোন দেশের রপ্তানি-করা পণ্যের উপর কোন বৈদেশিক রাষ্ট্র কর্তৃক শুল্ক ধার্য করা হইলে ইহার প্রতিশোধ হিসাবে প্রথমোক্ত দেশ শেষোক্ত দেশের আমদানি-করা মালের উপর যে শুল্ক বসায় তাহাকে 'প্রতিশোধমূলক শুল্ক বলা হয়।

Tariff-War : শুল্ক-যুদ্ধ।

শুল্ক-যুদ্ধ হইল দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে এক ধরনের অর্থনৈতিক আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ। ইহাতে একটি দেশ অপর একটি দেশের পণ্যের উপর বর্ধিত হারে শুল্ক ধার্য করে। ইহার উত্তরে দ্বিতীয় দেশটি প্রথম দেশটির পণ্যের উপর আরও বেশী শুল্ক বসাইলে প্রথম দেশটি আবার দ্বিতীয় দেশের পণ্যের উপর আরও বেশী শুল্ক বসাইয়া ইহার প্রতিশোধ লয়। ইহার পর উভয় দেশই সরকারী বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়া নিজ নিজ দেশে পরস্পরের পণ্য-বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেয় এবং এইভাবে সশস্ত্র সংঘর্ষের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। শুল্ক-যুদ্ধ হইল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধেরই পূর্ব-প্রস্তুতি।

Tax : কর ; শুল্ক ; রাজস্ব ; ট্যাক্স।

নাগরিকসাধারণ বা তাহাদের কোন অংশ বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ রাষ্ট্রকে দেয় তাহাকে বলা হয় 'কর'। এই কর বিদেশ হইতে আমদানি-করা পণ্যের উপর, দেশের মধ্যে বিশেষ ধরনের দেশী পণ্যের বিক্রয়ের উপর, অথবা নাগরিকগণের আয়ের উপর সরকার কর্তৃক ধার্য হয়। সাধারণতঃ সরকার কর্তৃক কর বসাইবার ফলে পণ্যের দাম বাড়িয়া যায় এবং ইহার ফলে বিশেষ করিয়া শ্রমজীবী জনসাধারণের দুর্দশা বৃদ্ধি পায়। কারণ, কর বসাইবার ফলে জীবিকা-নির্বাহের উপকরণসমূহের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় তাহাদের বাস্তব-মজুরি (Real Wages—পণ্য-মজুরি) হ্রাস পায়, অর্থাৎ তাহারা যে মজুরি পায় তাহাদ্বারা তাহারা কম দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে, কিন্তু দ্রব্যসমূহের দাম বৃদ্ধির সমান হারে মুদ্রা-মজুরি কখনই বৃদ্ধি করা হয় না। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ শ্রমজীবী ও দরিদ্র জনগণের জীবিকার মান আরও হ্রাস পায়।

Direct Tax : প্রত্যক্ষ কর।

যে ব্যক্তির উপর কর ধার্য হয়, সেই ব্যক্তিকেই যখন উহা দিতে হয় তখন উহাকে 'প্রত্যক্ষ কর' বলা হয়। যাহার উপর প্রত্যক্ষ কর ধার্য হয়, সে উহা অপরের উপর প্রত্যক্ষ ভাবে চাপাইতে পারে না; যেমন 'আয়-কর'।

Indirect Tax : অপ্রত্যক্ষ কর ; পরোক্ষ কর।

যে কর কোন ব্যক্তির উপর ধার্য হইলেও সেই ব্যক্তি অপরের উপর উহা চাপাইতে পারে, সেই করকে বলা হয় 'অপ্রত্যক্ষ কর'; যেমন, কোন পণ্যের উপর কর ধার্য করা হইলে উক্ত পণ্যের বিক্রেতা পণ্যের দাম বৃদ্ধি করিয়া ক্রেতার নিকট হইতে বর্ধিত মূল্যের মারফত ঐ কর আদায় করিয়া লইতে পারে। এইভাবে ক্রেতার উপর পরোক্ষভাবে কর চাপান হয়।

Technology : যন্ত্র-বিজ্ঞান ; শিল্প-বিজ্ঞান।

শিল্প-ক্রিয়াসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, যেমন শিল্পের যান্ত্রিক ক্রিয়া বা যন্ত্রাংশের ক্রিয়া এবং তৎসঙ্গে যন্ত্র-চালক ও কাঁচামাল প্রভৃতির সহিত যন্ত্রের সম্পর্ক।

Territorial Jurisdiction : রাষ্ট্র-সীমা ; রাজ্য-সীমা।

আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে, কোন দেশের সীমার মধ্যে এবং ঐ দেশের সন্নিহিত সাগরাংশের উপর (তীর হইতে দুই বা তিন মাইল পর্যন্ত) এবং উহার অধিবাসীদের ও তাহাদের সম্পত্তির উপর উক্ত রাষ্ট্রের অধিকার।

Theocracy : ঈশ্বরতন্ত্র ; দেবতন্ত্র।

ঈশ্বর বা তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ পুরোহিত-সম্প্রদায় কর্তৃক রাষ্ট্র শাসনের মতবাদ।

The Theocracy : ইহুদী-নায়ক মুসার (Moses) সময় হইতে আরম্ভ করিয়া রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত কালের ইহুদী শাসনতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্র মুসাকৃত আইন অনুসারে রচিত হইয়াছিল।

Theology : ধর্মশাস্ত্র।

ঈশ্বরের আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-শাস্ত্র ; মানবের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক-

সম্বন্ধীয় আলোচনা। ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে নানাবিধ মত দেখা যায়। একদলের মতে, মূল ধর্মগ্রন্থে (যেমন বাইবেল, বেদ প্রভৃতিতে) যাহা লিখিত আছে কেবলমাত্র তাহাই ধর্মশাস্ত্র ; অন্যদল ঐ সকল মূল ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যাও ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করেন ; কোন কোন দল ধর্মীয় ভাবধারার ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, ধর্মসম্বন্ধীয় তর্ক-বিতর্ক প্রভৃতিকেও ধর্মশাস্ত্রের অংশ বলিয়া মনে করেন।

Theological Stage : ধর্মশাস্ত্রের যুগ।

ধর্মশাস্ত্রের যুগকে দর্শনশাস্ত্রের (Philosophy) ক্রমবিকাশের প্রথম স্তর বলিয়া ধরা হয়। দার্শনিক কোঁৎ-এর (Auguste Comte) মতে বিশ্বের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া মানুষের মন তিনটি স্তর অতিক্রম করিয়াছে। এই তিনটি স্তরের প্রথমটি হইল 'ধর্মশাস্ত্রের যুগ'। ইহা মানুষের চিন্তাধারার আদিম অবস্থা। এই অবস্থা আবার তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে মানুষ জগতের সকল পদার্থকেই জীবন্ত বলিয়া মনে করিত। দ্বিতীয় ভাগে মানুষ বহু ঐশ্বরিক শক্তির কল্পনা করে এবং ইহা হইতেই 'বহু ঈশ্বরবাদ' (Polytheism) দেখা দেয়। তৃতীয় ভাগে মানুষ কেবলমাত্র একজন বিশ্বনিয়ন্তার কল্পনা করে এবং ইহা হইতে 'একেশ্বরবাদ'-এর (Monotheism) জন্ম হয়।

Theory : তত্ত্ব।

তত্ত্ব হইল কোন বিষয় সম্বন্ধীয় সমগ্র অভিজ্ঞতার সাধারণ রূপ। তত্ত্ব কর্মের পথ নির্দেশ করে।

Theory of Evolution : ক্রমবিবর্তনবাদ ; ক্রমবিকাশবাদ।

[Evolution শব্দ দ্রষ্টব্য]

Theosophy : ব্রহ্মজ্ঞানবাদ ; 'থিওসোফি'।

একটি ধর্মীয় দার্শনিক মতবাদ। প্রত্যক্ষ অন্তর্জ্ঞান বা অন্তরের অনুভূতি (Intuition) দ্বারা ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভই এই মতবাদের সারমর্ম।

Theosophical Society : 'থিওসোফিকাল সোসাইটি'।

কর্নেল ওলকট্ (Col. Olcot), মাদাম ব্লাভাট্স্কি (Madame Blavatsky) ও ডব্লিউ. আর. জাজ্ (W. R. Judge) কর্তৃক ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরীতে প্রথম 'থিওসোফিকাল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার তিনটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল : (১) বিশ্বজনীন সৌভ্রাত্রের ভিত্তি গঠন ; (২) আর্য ও অন্যান্য প্রাচ্য-সাহিত্য, ধর্ম ও বিজ্ঞানের আলোচনা ; (৩) অজ্ঞাত প্রাকৃতিক নিয়মাবলী ও মানবের অন্তর্গূঢ় বৃত্তিসমূহ সম্বন্ধে অনুসন্ধান।

সারা পৃথিবীতে 'থিওসোফিকাল সোসাইটি'র চারিশতাধিক শাখা রহিয়াছে। মাদাম এ্যানি বেশান্ত (Anne Besanta) নামক একজন আইরিশ মহিলা ভারতবর্ষেও এই সমিতির একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত করেন। মাদ্রাজ নগরীর উপকণ্ঠে আদিয়ার নামক স্থানে এই ভারতীয় শাখার প্রধান কেন্দ্র ছিল।

Thesis : বাদ।

[Dialectics—Unity and Struggle of Opposites দ্রষ্টব্য]

Third Force : তৃতীয় শক্তি ; মধ্যশক্তি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে এই কথাটির উৎপত্তি হয়। এই সময় ফরাসী দেশে কমিউনিস্ট পার্টি ও দ্য গলের (De Gaulle) দক্ষিণপন্থী দল বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা হইল প্রথম ও দ্বিতীয় শক্তি ; এই দুই দলের মধ্যবর্তী সমাজবাদীদল (Socialist) ও এম. আর. পি. দলকে একত্রে বলা হইত 'তৃতীয় শক্তি'। বর্তমানে যে সকল রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোবিয়েৎ ইউনিয়ন—এই দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যস্থলে মধ্যস্থ বা নিরপেক্ষ হিসাবে থাকিয়া উভয়ের সহিত সহযোগিতা করে ও উভয়ের 'স্নায়ুযুদ্ধ' বা 'ঠাণ্ডা লড়াই' (Cold War) মিটাইয়া উভয়ের মধ্যে আপস স্থাপনের চেষ্টা করে,

সেই সকল রাষ্ট্রকেও 'তৃতীয় শক্তি' নামে অভিহিত করা হয়।

Third International : তৃতীয় আন্তর্জাতিক (কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক)।

[International শব্দ দ্রষ্টব্য]

Third Reich : তৃতীয় জার্মান সাম্রাজ্য।

নাৎসি-শাসিত জার্মানীকে (১৯৩৩-৪৫) এই নামে অভিহিত করা হইত। মোলার ভান ডেন ব্রুক (Moeller van den Bruck) নামক একজন জার্মান লেখক ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার একখানি গ্রন্থে এই নামটি প্রথম ব্যবহার করেন। পরে নাৎসিগণ তাহাদের শাসিত জার্মান সাম্রাজ্যকে এই নাম দেয়। তাহারা মধ্যযুগের জার্মান সাম্রাজ্যকে (Holy Roman Empire, 992-1806) 'প্রথম সাম্রাজ্য', বিস্‌মার্ক (Prince Bismark, 1815-98) কর্তৃক ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ও 'হোহেন্‌ৎসোলার' বংশীয় সম্রাটদের শাসিত জার্মান-সাম্রাজ্যকে 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্য' (১৮৭১-১৯১৮), এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে নাৎসি-অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত জার্মান সাধারণতন্ত্রকে (১৯১৯-১৯৩৩) 'মধ্যবর্তী কালের সাম্রাজ্য' নামে অভিহিত করিত। জার্মানীর নাৎসি ডিক্‌টেটর হিট্‌লার মনে করিতেন যে, তাঁহার 'তৃতীয় জার্মান সাম্রাজ্য' অন্ততঃ এক হাজার বৎসর টিকিয়া থাকিবে।

Time-Wages : সময়-মজুরি ; সময়ের হিসাবে মজুরি। [Wages শব্দ দ্রষ্টব্য]

Toilers : শ্রমজীবিগণ ; মেহনতী জনগণ।

যাহারা শিল্প-ব্যবস্থা (অর্থাৎ পণ্যোৎপাদন) ব্যতীত সমাজের অন্য কোন কাজের সহিত যুক্ত থাকিয়া কেবলমাত্র দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, তাহাদের বিশেষ অর্থে 'শ্রমজীবী জনগণ' বলা হয় ; যেমন, ধাঙড়, মেথর, কুলি, মুটে প্রভৃতি। কারখানা প্রভৃতি শিল্প-সংস্থায় নিযুক্ত শ্রমকারীদের বিশেষ অর্থে বলা হয় 'শ্রমিক' (Proletariat)। 'শ্রমিক' ও 'শ্রমজীবী জনগণ' এই দুইটি কথার বিশেষ অর্থ থাকিলেও বহুক্ষেত্রে শ্রমিক, কৃষক, ধাঙর, মেথর প্রভৃতি সকলকে একত্রে সাধারণভাবে 'শ্রমজীবী জনগণ' বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়া থাকে। কারণ, ইহাদের সকলেই সাধারণভাবে দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে।

Tory : 'টোরি'।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে যাহারা পার্লামেণ্টের উপর রাজার আধিপত্য সমর্থন করিত, তাহাদেরই এই নামে অভিহিত করা হইত। পরে গ্রেট বৃটেনের রক্ষণশীল পার্টির নাম হয় 'টোরি পার্টি'। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে 'টোরি' নামটি পরিত্যক্ত হয় এবং তখন হইতে এই পার্টির নাম হয় 'রক্ষণশীল পার্টি'। কিন্তু এখনও গোঁড়া রক্ষণশীলদের ঘৃণার সহিত 'টোরি' বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

Totalitarian : সামগ্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ; সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত ; টোটালিটারিয়ান।

এই কথাটির দ্বারা একনায়কত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থাকে বুঝায়। 'রাষ্ট্রের সম্পূর্ণতা'—এই কথাটির ভিত্তিতে ইহা তৈয়ারী হইয়াছে। উদারনৈতিক মতে সমাজের উপর রাষ্ট্রের অধিকার সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ সমাজের কতকগুলি বিষয়ের উপর রাষ্ট্রের অধিকার, কিন্তু অন্য কতকগুলি বিষয়ের উপর অধিকার সমাজের নাগরিকদের। কিন্তু ফাসিস্তগণ নাগরিকদের সকল অধিকার হরণ করিয়া সমাজের যাবতীয় বিষয়ের উপর রাষ্ট্রের (অর্থাৎ গভর্নমেণ্টের) কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ইহাকেই বলা হয় 'রাষ্ট্রের সম্পূর্ণতা'। এই জন্যই সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রে (টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্রে) সকল নাগরিক অধিকার খর্ব করা হয়। জার্মানীর নাৎসি-শাসন ও ইতালীর ফাসিস্ত-শাসন ছিল 'টোটালিটারিয়ান' এবং বর্তমান কালের সেনাপতি ফ্রাঙ্কো-শাসিত স্পেন দেশের শাসন-ব্যবস্থাও একই রূপ।

Total Utility : সামগ্রিক উপযোগ।
[Utility শব্দ দ্রষ্টব্য]

Total War : সামগ্রিক যুদ্ধ।

বর্তমানকালের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে প্রত্যেক দেশের ও সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ, ধন-বল ও জনবল নিয়োজিত হয় এবং যুদ্ধমান ও অযুদ্ধমানের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না।

Totem : পবিত্র বংশচিহ্ন।

কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে পূর্ব পুরুষগণের জন্মের উৎসস্বরূপ কোন বস্তু, জন্তু বা বৃক্ষ পবিত্র জ্ঞানে পূজা করার প্রথা।

Totemism : মানবেতর জন্মবাদ।

কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, ইতর জন্তু বা বৃক্ষাদি হইতে তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। সাধারণতঃ এই বিশ্বাসকে 'টটেমিজ্‌ম্' বলা হয়। প্রাচীনকালে ব্রিটন, হিব্রু ও গ্রীকদের মধ্যেও এই ধারণা প্রচলিত ছিল। এখনও কোন কোন স্থানে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

Trade Union : 'ট্রেড য়ুনিয়ন; শ্রমিক-সঙ্ঘ।

মজুরি বৃদ্ধি, কার্যকাল হ্রাস, সরকারী আইনের সুবিধা, সামাজিক অধিকার প্রভৃতি শ্রমিকদের বিভিন্ন আশু দাবি আদায়ের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের মৌলিক ও প্রাথমিক সংগঠন। ট্রেড য়ুনিয়নের মূল ভিত্তি হইল প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন শিল্পে বা কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের সংগঠন স্থাপনের এবং মালিকদের সহিত শ্রমিকদের যৌথভাবে চুক্তি সম্পাদনের অধিকার। ট্রেড য়ুনিয়ন শ্রমিকদের নূতন দাবি সম্বন্ধে মালিকদের সহিত চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করে, কিন্তু সেই চেষ্টা শেষ-পর্যন্ত সফল না হইলে ধর্মঘট করিয়া দাবি আদায়ের চেষ্টা করিতে পারে।

ট্রেড য়ুনিয়ন-আন্দোলনের জন্ম ইউরোপে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে) প্রথম ইংলণ্ডে এই আন্দোলন রবার্ট ওয়েন (Robert Owen) কর্তৃক আরম্ভ হয়। ইংলণ্ডের 'চার্টিস্ট আন্দোলন' হইতে ইহার উৎপত্তি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই আন্দোলন প্রায়ই কঠোরভাবে দমন করা হইত। বহু সংগ্রামের পর শ্রমিকগণ তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অধিকার গভর্নমেণ্ট দ্বারা স্বীকার করাইয়া লইতে সক্ষম হয়। উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে ইংলণ্ডের প্রায় সকল ট্রেড য়ুনিয়ন মিলিত হইয়া 'ব্রিটিশ ট্রেড য়ুনিয়ন-কংগ্রেস' গঠন করে এবং ১৮৭১ ও ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের 'ট্রেড য়ুনিয়ন-অ্যাক্ট' দ্বারা ইহা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহা প্রথম স্বীকৃত হয় ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে। প্রেসিডেণ্ট রুজ্‌ভেল্টের 'নিউ ডিল'-আইনে মার্কিন শ্রমিকগণ ট্রেড য়ুনিয়ন গঠনের অধিকার প্রথম লাভ করে। ভারতবর্ষেও দীর্ঘকালের সংগ্রামের পর এই আন্দোলন সরকারী স্বীকৃতি ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে বেশীর ভাগ দেশে দক্ষিণপন্থী সমাজবাদীরাই ছিল ট্রেড য়ুনিয়ন-আন্দোলনে প্রধান শক্তি। তাহারা বিভিন্ন দেশের ট্রেড য়ুনিয়ন-সংগঠন একত্র করিয়া 'ইণ্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ট্রেড য়ুনিয়নস্' গঠন করিয়াছিল। হল্যাণ্ডের আমস্টার্দম শহরে ইহার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই ফেডারেশন সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সভ্যপদ বার বার প্রত্যাখ্যান করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নূতন পরিবর্তন দেখা দেয়। এই সময় পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশে কমিউনিস্ট ও বামপন্থী সমাজবাদীরা ট্রেড য়ুনিয়ন-আন্দোলনে প্রধান শক্তি হইয়া দাঁড়ায় এবং ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে 'বিশ্ব ট্রেড য়ুনিয়ন-ফেডারেশন' নামে নূতন একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, চীন, ফ্রান্স, ইতালী, পূর্ব-জার্মানী, ভারতবর্ষ (নিখিল ভারত ট্রেড য়ুনিয়ন-কংগ্রেস) প্রভৃতি দেশের

ট্রেড য়ু নি য় ন-সংগঠন ইহার অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে 'বিশ্ব ট্রেড য়ুনিয়ন-ফেডারেশন'ই বৃহত্তম আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংগঠন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষে 'নিখিল ভারত ট্রেড য়ু নি য় ন-ক ং গ্রে স' (All India Trade Union Congress) ছিল একমাত্র সর্বভারতীয় শ্রমিক-সংগঠন। কিন্তু মহাযুদ্ধের পর জা তী য় কংগ্রেসের উ দ্যো গে 'ট্রেড য়ু নি য় ন-কং গ্রে স'-এর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে 'ভারতের জা তী য় ট্রে ড য়ুনিয়ন-কং গ্রে স' (Indian National Trade Union Congress) গঠিত হয়।

ট্রেড য়ুনিয়ন ও রাজনীতিঃ ট্রেড য়ুনিয়নের সহিত রাজনীতির সম্পর্ক সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। এক দলের মতে, ট্রেড য়ুনিয়নের সহিত রাজনীতির কোন সম্পর্ক থাকা উচিত নহে। তাহাদের মতে, ট্রেড য়ুনিয়নগুলি উহাদের কা র্য ক লা প শ্র মি ক দে র কেবল অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবে। কিন্তু মার্ক্সীয় মত ইহার ঘো র ত র বিরোধী। মার্ক্সীয় মতে, ট্রেড য়ুনিয়ন-আন্দোলনের অবশ্য কর্তব্য হইল, "পূর্ণ মুক্তির বৃহত্তর স্বার্থে শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করিবার কেন্দ্রহিসাবে সচেতনভাবে কাজ করা।"—Karl Marx.—(*Marx and Trade Unions* by A. Lozovsky হইতে উদ্ধৃত)।

"শ্রমিক-সংগঠনহিসাবে ট্রেড য়ুনিয়নগুলি কখনই রাজনৈতিক স ং গ্রা মে র ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ মনোভাব গ্রহণ করিতে পারে না, ট্রেড য়ুনিয়নগুলিকে উহাদের দৈ ন ন্দি ন সংগ্রামের সহিত শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সংযোগ সাধন করিতে হইবে।"—V. I. Lenin : *The Role of the Trade Unions.* স্টালিনের কথায়, "ট্রেড য়ুনিয়নের 'স্বাধীনতা' ও 'নিরপেক্ষতা'র মতবাদ ··· লেনিনবাদের তত্ত্ব ও কর্মপন্থার স হি ত স ম্পূ র্ণ সামঞ্জস্যহীন।"—J. V. Stalin : *Leninism.*

Transcendent : শ্রেষ্ঠতম ; (দার্শনিক মতে) ইন্দ্রিয়াতীত।

কাণ্ট-এর দার্শনিক মতে, যাহা মানুষের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার উর্ধ্বে অবস্থিত।

Transcendentalism (or Transcendental Philosophy) : ইন্দ্রিয়াতীত সত্তাবাদ ; তুরীয় দর্শন ; তুরীয় তত্ত্ব।

একটি দার্শনিক মত, এই মত অনুসারে প্রত্যক্ষ জাগতিক ও মানসিক ব্যাপারের মূলেও ভগবৎ সত্তা রহিয়াছে এবং তাহা কেবল সহজাত জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। জা র্মা নী তে দার্শনিক রি কৃ টে র (Ricter) ও ফিক্‌টে (Ficte) এবং আমেরিকায় দার্শনিক ইমার্সন (R. W. Emerson) কর্তৃক এই মত প্রচারিত হয়।

Transformism : বিবর্তনবাদ ; ক্রমবিকাশবাদ।

সমস্ত জাতি অপর প্রাণীসমূহের রূপান্তর হইতে জাত—এইরূপ মতবাদ।

Transition f r o m Quantity to Quality : পরিমাণগত পরিবর্তন হইতে গুণগত পরিবর্তন।

[Dialectics শব্দ দ্রষ্টব্য]

Triple Alliance : ত্রিশক্তি-জোট।

[Balance of Power দ্রষ্টব্য]

Triple Entente : ত্রিশক্তি-আঁতাত ; ত্রিশক্তি-জোট।

[Balance of Power দ্রষ্টব্য]

Trust : ব্যবসায়-সঙ্ঘ।

[Monopoly শব্দ দ্রষ্টব্য]

Trusteeship : অছি-ব্যবস্থা।

জাতিসঙ্ঘের কোন সদস্য-দেশ ক র্তৃ ক স্বায়ত্তশাসনের অ যো গ্য কোন অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনার ব্যবস্থা। এই অছি-ব্যবস্থা অনুসারে বর্তমানে নিম্নোক্ত অঞ্চলগুলি জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন সদস্যদের দ্বারা শাসিত হয় : (১) পূর্ব-আফ্রিকায়—রুয়াণ্ডা-উ রু ণ্ডি (বেলজিয়ামদ্বারা) ; সো মা লি

(ইতালীদ্বারা) ; ট্যাঙ্গানাইকা (বৃটেনদ্বারা) ; (২) পশ্চিম-আফ্রিকায়—ক্যামেরুন (বৃটেনদ্বারা) ; টোগোল্যাণ্ড (ফরাসী দেশ ও বৃটেনদ্বারা) ; (৩) প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে—নৌরু দ্বীপ (অস্ট্রেলিয়াদ্বারা) ; পশ্চিম সামোয়া (নিউজিল্যাণ্ডদ্বারা) ; কয়েকটি দ্বীপপুঞ্জ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা)

Truth : সত্য।

ভাববাদী দার্শনিক স্পিনোজার (Benedict Spinoza) মতে, প্রাকৃতিক জগৎ বা বস্তুর পশ্চাতে যে পরম সত্তা নিহিত, যাহার স্থূল আবরণ হইল প্রাকৃতিক জগৎ বা বস্তু, সেই পরম সত্তাই একমাত্র সত্য ; সেই সত্যের স্থূল আবরণকেই মানুষ তাহার ইন্দ্রিয়পথে পাইয়া থাকে ; মানুষ তাহার ইন্দ্রিয়, মন বা বুদ্ধিদ্বারা সেই সত্যকে জানিতে পারে না, কেবল সহজাত জ্ঞান বা অতি মানসের (intuition) দ্বারা তাহা জানিতে পারা যায়।

দেকার্তের (Rene Descartes) মতে, যাহা স্পষ্ট ও পরিস্ফুটভাবে আমাদের গোচরীভূত হয় তাহাই সত্য ; মানুষের মধ্যে যে চৈতন্য রহিয়াছে, সেই চৈতন্যের মধ্য দিয়াই সেই সত্যের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। এই চৈতন্যময় 'আমি'ই হইল স্বতঃসিদ্ধ ও প্রমাণনিরপেক্ষ সত্য।

বস্তুবাদী দর্শন অনুসারে সত্য হইল বাস্তব জগতের সহিত মানুষের চিন্তার সাদৃশ্য ; বাস্তব ভিত্তিমূলক চিন্তাধারা। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি হইল সত্য সম্বন্ধে এই বস্তুবাদী ধারণার ভিত্তি : (১) প্রাকৃতিক জগতের বা বস্তুর অস্তিত্ব মানুষের চেতনার উপর নির্ভর করে না ; (২) এই প্রাকৃতিক বা বাস্তব জগৎ হইল ক্রমবিকাশশীল বস্তুসমূহের সমষ্টি ; (৩) সামাজিক-ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে মানুষকে অবশ্যই সত্য, অর্থাৎ তাহার চিন্তার বাস্তব ভিত্তি ও শক্তি প্রমাণ করিতে হইবে।

—K. Marx : *Poverty of Philosophy.*

বস্তুবাদী দর্শন অনুসারে "সত্যের উৎস হইল কোন প্রাকৃতিক (বা সামাজিক) ঘটনার বিভিন্ন দিকের সমষ্টি, উহাদের বাস্তব অবস্থা ও উহাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা"।

—V. I. Lenin : *Materialism and Empirio-Criticism.*

Absolute Truth : পরম সত্য ; নিরপেক্ষ সত্য।

বস্তুবাদী দর্শন অনুসারে, পরমসত্য হইল আপেক্ষিক (Relative) সত্যসমূহের সমষ্টি। প্রত্যেকটি নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফল একত্রিত হইয়াই পরমসত্য সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অন্তর্নিহিত সত্যের সীমা আপেক্ষিক, জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই সত্যের সীমা কখনও বিস্তৃত, আবার কখনও বা সঙ্কুচিত হয়।

Relative Truth : আপেক্ষিক সত্য।

যে জ্ঞানের মধ্যে সত্য নিহিত থাকিলেও তাহা নূতনতর বা উন্নততর জ্ঞানের তুলনায় কম সত্য, তাহাই 'আপেক্ষিক সত্য'। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যটি ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, প্রচলিত রসায়নবিদ্যা (Chemistry), যন্ত্রবিদ্যা (Mechanics), পদার্থবিদ্যা (Physics) প্রভৃতি এবং অর্থনীতি, সমাজনীতি, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের প্রচলিত তত্ত্বসমূহ আর বাস্তব অবস্থাকে যথেষ্টরূপে প্রতিফলিত করিতে পারেন না, অর্থাৎ বাস্তব অবস্থার ব্যাখ্যার জন্য এই সকল প্রচলিত তত্ত্ব আর যথেষ্ট নহে ; সুতরাং তখন এই সকল তত্ত্ব কেবলমাত্র আংশিক বা আপেক্ষিকভাবে সত্য। কিন্তু এই সকল আংশিক বা আপেক্ষিক সত্যের মধ্যে পরম (বা নিরপেক্ষ) সত্যের একটি ভিত্তি নিহিত থাকে, কারণ প্রচলিত তত্ত্বকে ভিত্তি করিয়াই নূতন তত্ত্ব গড়িয়া উঠে।

মানুষের সামাজিক-ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব ও উহার

নিয়মাবলী সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ক্রমশঃ গভীরতর হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, খনিজ শিল্প সম্বন্ধে আদিম মানুষের নিতান্ত সীমাবদ্ধ জ্ঞানের সহিত বর্তমান কালের উন্নত জ্ঞান, অর্থাৎ বহু সহস্র বৎসরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, নূতন নূতন যান্ত্রিক কৌশল ও ভূমিবিদ্যা সম্বন্ধে বর্তমান কালের সাধারণ বৈজ্ঞানিক সূত্র, শিল্প প্রভৃতির তুলনা করিলে আদিম মানুষের জ্ঞান বর্তমান কালের জ্ঞানের তুলনায় আপেক্ষিক সত্য। কিন্তু আদিম জ্ঞানের ভিত্তি যতই অল্প বা অপরিপক্ক হউক না কেন, বর্তমান কালের উন্নত জ্ঞান আদিম জ্ঞানের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

U

Ultimatum : চরমপত্র ; চরম প্রস্তাব।

শেষবারের মত দাবি পেশ করা, সেই দাবি অগ্রাহ্য হইলে আপসের সম্ভাবনা নাই বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের অবসান ঘটে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তখন দাবি পূরণের একমাত্র উপায় থাকে যুদ্ধ ঘোষণা।

Unearned Increment (or Unearned Income) : অনুপার্জিত বৃদ্ধি; অনায়াসলব্ধ আয়।

কোন সম্পত্তির মালিক তাহার সম্পত্তি হইতে বিনা খরচে ও বিনা পরিশ্রমে যাহা লাভ (বা আয়) করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ভূসম্পত্তি সম্বন্ধে একথাটি প্রয়োগ করা হয়।

United Front : সংযুক্ত বা ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্ট। [Front শব্দ দ্রষ্টব্য]

United Nations Organisations (U. N. O.) : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠান।

পৃথিবীর শান্তি, নিরাপত্তা ও গণতন্ত্র অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে গঠিত পৃথিবীর রাষ্ট্রপুঞ্জের স্থায়ী সংগঠন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, চীন ও গ্রেট বৃটেনের প্রতিনিধিগণের দ্বারা পুরাতন জাতিসঙ্ঘের পরিবর্তে নূতন 'সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠান' গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে ঐ মহাযুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, চীন, ফরাসী দেশ ও গ্রেট বৃটেন—এই পাঁচটি বৃহৎশক্তির উদ্যোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিস্কো শহরে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ: সম্মিলিতভাবে পৃথিবীর শান্তি রক্ষা, পৃথিবীর ধনসম্পদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা, সামাজিক উন্নতি বিধান, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিবাদ নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা, শান্তিরক্ষার নিমিত্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন এবং শেষপর্যন্ত প্রয়োজন হইলে সামরিক ব্যবস্থা ও অবলম্বন করা।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের প্রধান সংগঠন হইল সাধারণ পরিষদ (General Assembly) ও নিরাপত্তা-পরিষদ (Security Council)। একান্নটি জাতি সাধারণ পরিষদের সদস্য। যে কোন শান্তি-প্রিয় জাতি ইহার সদস্য হইতে পারে। পাঁচটি স্থায়ী সদস্য ও পাঁচটি অস্থায়ী সদস্য লইয়া নিরাপত্তা-পরিষদ গঠিত। সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, গ্রেট বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসী দেশ ও চীন—ইহারা নিরাপত্তা-পরিষদ পাঁচজন স্থায়ী সদস্য। অস্থায়ী সদস্য-গণ প্রতি বৎসর নির্বাচিত হয়। স্থায়ী সদস্যদের 'ভেটো' প্রয়োগের অধিকার আছে, অর্থাৎ যে কোন একটি স্থায়ী সদস্য নিরাপত্তা-পরিষদ সিদ্ধান্ত নাকচ করিতে পারে। এই

দুইটি প্রধান সংগঠন ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের আরও বহু শাখা-সংগঠন আছে ; যেমন, আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice), অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council), অছি-কমিটি (Trusteeship Council), ইত্যাদি।

Little Assembly : 'ক্ষুদ্র পরিষদ'।

জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদের (General Assembly) দুইটি অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে উহার কার্য পরিচালনার জন্য এই ক্ষুদ্র পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'লেক সাক্‌সেস্' নামক স্থানে সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনের উদ্যোগে এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গের ভোটে এই ক্ষুদ্র পরিষদ গঠিত হয়। পূর্ব-ইউরোপের জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যেগুলি জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের সদস্য তাহারা ও সোবিয়েৎ ইউনিয়ন এই ক্ষুদ্র পরিষদ-গঠনের বিরোধী ছিল এবং উহারা সাধারণ পরিষদের যে অধিবেশনে ইহা গঠিত হয় সেই অধিবেশন 'বয়কট' করিয়াছিল। কারণ, প্রথমতঃ, 'ক্ষুদ্র পরিষদ'-গঠন জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রের বিরোধী ; দ্বিতীয়তঃ, এই ক্ষুদ্র পরিষদ গঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নিরাপত্তা-পরিষদে (Security Council) সোবিয়েৎ ইউনিয়নের 'ভেটো' প্রয়োগের ক্ষমতা নাকচ করা।

Unity and Struggle of Opposites : দুই বিপরীত শক্তির সঙ্গতি ও সংগ্রাম।

[Dialectics শব্দ দ্রষ্টব্য]

Universal Equivalent : সার্বজনীন তুল্যবস্তু ; সাধারণ তুল্যবস্তু।

স্বর্ণের একটা কাজ ; সকল পণ্যের একটিমাত্র তুল্যবস্তু, অর্থাৎ যে পণ্যের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল দেশের সকল পণ্যের বিনিময় হয়—যেমন স্বর্ণ।

Universal Hedonism : বিশ্বসুখবাদ।

[Hedonism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Universal Spirit : বিশ্বব্যাপী আত্মা।

[Idealism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Unjust War : অন্যায় যুদ্ধ।

[War শব্দ দ্রষ্টব্য]

Unpaid Labour : অক্রীত শ্রম।

[Paid Labour ও Surplus-Value দ্রষ্টব্য]

Unskilled Labour : অনিপুণ শ্রম।

শ্রমিকের দেহের স্বাভাবিক শ্রমশক্তির প্রয়োগ ; কোন প্রকার শিক্ষা, শিক্ষানবিশী প্রভৃতি ব্যতীত প্রত্যেকটি শ্রমিকের দেহের মধ্যস্থিত সহজাত শ্রমশক্তির প্রয়োগ।

Use-value : ব্যবহার-মূল্য ; ব্যবহারিক মূল্য।

[Commodity শব্দ দ্রষ্টব্য]

Usury : সুদখোরের আয় ; সুদখোরী ; সুদ।

বেআইনীভাবে অতিরিক্ত সুদ গ্রহণ ; ঋণদানের মারফত টাকা আয় করা ; ঋণকরা অর্থের ব্যবহারের দাম।

ধনতান্ত্রিক সমাজের পূর্বে, অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক সমাজে এই শব্দটিকে ঘৃণার সহিত ব্যবহার করা হইত, কারণ তখন ইহা একটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজে এই শব্দটিকে কেহ ঘৃণার সহিত ব্যবহার করে না, কারণ সুদ নেওয়া ও দেওয়া এই সমাজে আইনসম্মত ও নীতিসম্মত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে চল্‌তি হারের বেশী সুদ নেওয়া খারাপ এবং ইহার নিন্দাহিসাবেই এখন এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ধনতান্ত্রিক সমাজের পূর্বে এই শব্দটি (Usury) 'সুদখোরী' বলিয়া নিন্দিত হইত, এখন এই শব্দটিই সসম্মানে 'সুদ' বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং অর্থ ঋণহিসাবে লগ্নি করিয়া সুদ গ্রহণ করা এখন একটি আইনসম্মত ও সম্মানজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। এখন সমাজ ধনতন্ত্রের

স্তরে পৌঁছিবার ফলে সমাজের অর্থনৈতিক গঠনের, অর্থাৎ উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় পূর্ববর্তী সমাজের (সামন্ততান্ত্রিক সমাজের) একটা সাংঘাতিক অন্যায় বা কুকাজ একটি ন্যায় বা সৎকাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। "ধনতন্ত্রের পূর্বে (অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক সমাজে) মূলধন ছিল সামন্ত প্রথাদ্বারা শৃঙ্খলিত, তখন ইহাকে শত বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত এবং এইভাবে মূলধনের বিকাশ ও বৃদ্ধিতে বাধা দেওয়া হইত। এই জন্যই মূলধনের আয়, অর্থাৎ সুদ ছিল একটি ঘৃণার বিষয়। কিন্তু ধনতন্ত্রের উদ্ভবের পর মূলধন বাধামুক্ত ও সর্বশক্তিমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং মূলধন এখন উহার ন্যায্যপ্রাপ্য হিসাবেই সুদ আদায় করে।"—V. I. Lenin

Usury-Imperialism : সুদখোরী সাম্রাজ্যবাদ।

এই কথাটি লেনিন (V. I. Lenin) কর্তৃক তাঁহার *Imperialism, the Highest Stage of Capitalism* নামক গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যে সকল সাম্রাজ্যবাদী দেশ নিজ নিজ দেশের, উহার উপনিবেশের বা প্রভাবাধীন অঞ্চলের শিল্পে মূলধন নিয়োগ না করিয়া কেবল বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ঋণ দেয় এবং সেই ঋণের সুদই তাহাদের প্রধান আয় হইয়া দাঁড়ায়, উহাদের এই আন্তর্জাতিক সুদখোরীকেই "সুদখোরী সাম্রাজ্যবাদ" নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

Utilitarianism : মানব-হিতবাদ।

যে কার্যদ্বারা সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক মানুষের সর্বাপেক্ষা বেশী সুখ বিধান করা সম্ভব হয় তাহাই সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত (অন্য কথায়, যে-কোন কার্য দ্বারা লোকের মঙ্গল করা সম্ভব হয়, তাহাই ন্যায়সঙ্গত)—এই রূপ মতবাদ। প্রাচীন দার্শনিকগণের মধ্যে এপিকিউরাস্ (Epicurus, খৃষ্টপূর্ব ৩৪১ অব্দ) প্রথম এই মতবাদ প্রচার করেন, কিন্তু তিনি ইহা প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন ব্যক্তির ক্ষেত্রে—সমাজের ক্ষেত্রে নহে। আধুনিক কালে ইহা সমগ্র মানব সমাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। দার্শনিক জেরিমি বেন্থাম (Jeremy Bentham) ছিলেন সর্বপ্রধান মানবহিতবাদী (Utilitarian)। তাঁহার এই উক্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য : "সর্বাধিক-সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বাধিক সুখ বিধান"। বেন্থামের পর জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) এই মতের বিশেষ পুষ্টি সাধন করেন।

Utility, Total & Marginal : সামগ্রিক ও প্রান্তিক উপযোগ (পার্যন্তিক উপযোগ)।

Utility : উপযোগিতা ; উপযোগ।

কোন জিনিসের দ্বারা যখন মানুষের প্রয়োজন মিটে, তখন বলা যায় যে ঐ জিনিসের উপযোগিতা (Utility) আছে। সুতরাং উপযোগিতা হইল কোন দ্রব্যের সামাজিক প্রয়োজন মিটাইবার ক্ষমতা।

Total Utility : সামগ্রিক উপযোগ ; সামগ্রিক উপযোগিতা।

কোন জিনিসের সামগ্রিক উপযোগ বলিতে বুঝায় সেই জিনিস যতবার প্রয়োজন হয় (এবং ক্রয় করা হয়) ততবারের প্রয়োজনের যোগফল। দৃষ্টান্ত : এক ব্যক্তি তাহার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য একটি জিনিস তিন দফায় ক্রয় করিল,—প্রথমবার ক্রয় করিল ৮ আনার, দ্বিতীয়বার ৬ আনার এবং তৃতীয়বার ২ আনার। এই তিনবারের প্রয়োজনীয়তার যোগফল হইল 'সামগ্রিক উপযোগ', আর সেই 'সামগ্রিক উপযোগ' হইল ৮+৬+২ আনা=১৲ টাকার সমান।

Marginal Utility : প্রান্তিক উপযোগ ; পার্যন্তিক উপযোগ।

কোন জিনিসের সমগ্র প্রয়োজনীয়তার শেষ দফা হইতে যে উপযোগিতা বা উপযোগ

পাওয়া যায়, তাহাকেই বলা হয় 'প্রান্তিক উপযোগ' বা 'পার্যন্তিক উপযোগ'। উপ-রোক্ত দৃষ্টান্তে, তৃতীয় দফার (অর্থাৎ দুই আনার জিনিসের) প্রয়োজনীয়তাই হইল 'প্রান্তিক উপযোগ', আর সেই প্রান্তিক উপযোগ দুই আনার সমান।

Marginal Utility Theory of Value: মূল্যের প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব। যে তত্ত্ব অনুসারে প্রান্তিক উপযোগই পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে, ক্রেতা তৃতীয় দফার প্রয়োজনীয়তার জন্য (অর্থাৎ দুই আনার প্রয়োজনীয়তার জন্য) দুই আনার বেশী দিতে প্রস্তুত নয়। সুতরাং বিক্রেতা যদি দুই আনায় ঐ জিনিস বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হয়, তবে দুই আনাই হইবে উক্ত জিনিসের দাম। সহজ কথায়, ক্রেতা দিতে চায় সর্বনিম্ন দাম, আর বিক্রেতা লইতে চায় সর্বোচ্চ দাম এবং এই-ভাবে ক্রেতা ও বিক্রেতা যে দামে উক্ত জিনিস ক্রয় ও বিক্রয় করিতে সম্মত হয়, তাহাই উক্ত জিনিসের বাজার-দর। এই-ভাবেই সকল জিনিসের মূল্য স্থির হয়।

মূল্যের এই 'উপযোগতত্ত্ব'-এর উৎপত্তি হইয়াছিল একটি প্রচণ্ড অর্থনৈতিক মত-বাদের সংঘর্ষের মধ্য হইতে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কার্ল্ মার্ক্স্-এর 'দি ক্যাপিটাল' (*Capital*) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। এই গ্রন্থে কার্ল্ মার্ক্স্ ইংলণ্ডের ডেভিড রিকার্ডো (David Ricardo, 1772-1823) কর্তৃক প্রবর্তিত 'মূল্যের শ্রমতত্ত্ব' (Labour Theory of Value) সংশোধিত ও ত্রুটিহীন করিয়া উহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। রিকার্ডোর 'শ্রমতত্ত্ব'দ্বারা মূলধনীদের মুনাফার (Profit) উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইত না। মার্ক্স্ শ্রম (Labour) ও শ্রমশক্তি (Labour-power)—এই দুইএর পার্থক্য নির্ণয় করিয়া মুনাফার উৎস-সম্বন্ধীয় সমস্যার একটা সম্পূর্ণ নূতন ব্যাখ্যা দেন। মার্ক্স্ তাঁহার 'শ্রমতত্ত্বের' দ্বারা দেখান যে, কেবল শ্রমিকের শ্রমই মূল্য সৃষ্টি করে, আর মূলধনীরা সেই মূল্য (Value) আত্মসাৎ করিয়া মুনাফা লাভ করে। [Value শব্দ দ্রষ্টব্য] মার্ক্স্-এর 'ক্যাপিটাল' প্রকাশিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত ধনতন্ত্রের সমর্থনকারী অর্থনীতিবিদ্গণ রিকার্ডোর অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ 'মূল্যের শ্রমতত্ত্বের' সাহায্যে পণ্যের মূল্য ব্যাখ্যা করিতেন এবং ধনতন্ত্র ও মূলধনীদের মুনাফা আত্মসাৎ করা সমর্থন করিতেন। কিন্তু মার্ক্সের 'ক্যাপিটাল' প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত অর্থনীতিবিদ্গণ মার্ক্স্ কর্তৃক সংশোধিত 'মূল্যের শ্রমতত্ত্ব' অগ্রাহ্য করিয়া ইহার বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং 'মূল্যের শ্রমতত্ত্বের' বিরুদ্ধে একটা নূতন তত্ত্ব দাঁড় করাইবার চেষ্টা করেন। সেই নূতন তত্ত্বটিই হইল 'মূল্যের প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব'। মার্ক্স্-এর 'ক্যাপিটাল' প্রকাশিত হইবার চারি বৎসরের মধ্যে, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে পৃথক পৃথক-ভাবে কিন্তু একই সময়ে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অস্ট্রীয়ার ধনতন্ত্রের সমর্থনকারী অর্থনীতি-বিদ্গণ মার্ক্সের মূল্যসম্বন্ধীয় 'শ্রমতত্ত্বের' বৈপ্লবিক প্রভাব খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে 'মূল্যের প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব' (Marginal Utility Theory of Value) ঘোষণা করেন। ইঁহাদের মধ্যে উইলিয়াম স্ট্যান্লি জেভন্স্ (১৮৩৫-১৮৮২)-কৃত তত্ত্বটিই সর্বাপেক্ষা বেশী উল্লেখযোগ্য। জেভন্স্-এর তত্ত্বটিই সকল দেশের ধনতন্ত্রের সমর্থনকারী অর্থনীতিবিদ্গণ কর্তৃক গৃহীত হয়, এবং উহাই সকল দেশের প্রচলিত অর্থনীতিতে পণ্যের মূল্য বা দামের একমাত্র ব্যাখ্যা-হিসাবে স্থান লাভ করে। 'মূল্যের প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব' সম্বন্ধে মার্ক্সবাদীদের তুলনা-মূলক সমালোচনা নিম্নরূপ:

(১) মার্ক্স্-এর 'শ্রমতত্ত্ব' সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রকাশ করে।

কিন্তু 'প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব'-এর সহিত বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক সম্বন্ধ বা পণ্যের উৎপাদন-ধারার কোন সম্পর্ক নাই। ইহা কেবল বাজারের ব্যক্তিগত ক্রেতার সহিত বিভিন্ন পণ্যের সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর্থিক জগতের বাস্তব অবস্থার সহিত ইহা সম্পর্কহীন।

(২) 'প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব' কেবল ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইতে পারে। সে ক্ষেত্রেও উক্ত ব্যক্তিকে বাজারে যাইয়া বাজার-দর (যে দর বিভিন্ন বিক্রেতা এবং বিক্রেতা ও ক্রেতার পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে স্থির হয়) অগ্রাহ্য করিয়া কেবল নিজের প্রয়োজনের হিসাবে একাকী তাহার পণ্যের দাম স্থির করিতে হয়। কিন্তু কোন ব্যক্তিই বাজারে যাইয়া সেইরূপ করে না বা করিতে পারেও না।

(৩) 'প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব' সামাজিক সম্বন্ধ প্রকাশ করার পরিবর্তে বাজারের কোন পণ্যের কেবল একজন বিক্রেতা ও একজন ক্রেতার সম্বন্ধ প্রকাশ করে। কিন্তু বাজারে যে-কোন পণ্যের বিক্রতাও বহু এবং ক্রেতাও বহু। এই বিক্রেতাদের মধ্যে সকল সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে এবং তাহার ফলে দাম কমিয়া যায়—এই বাস্তব সত্যটি 'প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব'-এর দ্বারা মোটেই প্রকাশ পায় না। বাজারে যখনই কোন পণ্যের সরবরাহ চাহিদার অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, তখনই বিক্রেতাগণ ক্রেতা পাওয়ার জন্য দাম কমাইতে কমাইতে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত নামিয়া আসে। সেই নির্দিষ্ট সীমার নীচে তাহারা কিছুতেই নামিতে পারে না। কোন ব্যক্তির প্রান্তিক উপযোগ যদি সেই নির্দিষ্ট সীমারও নীচে নামে, তাহা হইলে বিক্রেতাগণ তাহাদের পণ্য বিক্রয় করিবে না এবং উৎপাদকগণও ঐ পণ্যের উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে। যে পণ্যের উৎপাদন-খরচ বেশী, ক্রেতার পক্ষে সেই পণ্যের প্রান্তিক উপযোগ কম হইলেও উহার দাম কমিতে পারে না। সুতরাং 'প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব' দ্বারা পণ্যের মূল্য বা দাম স্থির হয় না।

(৪) পণ্যের মূল্য বা দাম ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগের উপর নির্ভর করে না, উহা নির্ভর করে পণ্যোৎপাদনকারীদের মধ্যে এবং বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্ন প্র তি দ্ব ন্দ্বি তা চলে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফলের উপর।

(৫) পণ্যের ব্যবহারিক মূল্য বা উপ-যোগিতা নির্ভর করে উহার গঠনগত, রাসয়নিক, যান্ত্রিক প্রভৃতি গুণাবলীর উপর। ব্যবহারিক মূল্য বা উপযোগিতা হইল পণ্যের অপরিহার্য গুণ। পণ্যের এই সকল গুণ না থাকিলে উহা মানুষের কোন কাজেই লাগিত না। সুতরাং পণ্যের এই গুণ থাকে বলিয়াই উহা বিক্রয় করা সম্ভব হয়। কিন্তু এই ব্যবহারিক মূল্য বা উপযোগিতা দ্বারা পণ্যের মূল্য বা দাম নির্ধারিত হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ক্রেতার পক্ষে কোন পণ্যের প্রান্তিক উপযোগ যতই থাকুক না কেন, বাজারে উহার সরবরাহ কমিয়া গেলেই উহার দাম বাড়িয়া যাইবে, আবার উহার স র ব রা হ বাড়িয়া গেলেই উহার দাম কমিয়া যাইবে। উপরোক্ত চতুর্থ কারণে বাজারে কোন পণ্যের দাম একবার স্থির হইয়া গেলে উক্ত পণ্যের মূল্য বা দামের সহিত উহার ব্যবহারিক মূল্য বা উপ-যোগিতার কোন সম্পর্কই থাকে না। তখন কেবলমাত্র বিভিন্ন মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যেই উহার মূল্য বা দামের ভিত্তি নিহিত থাকে।

(৬) বিভিন্ন মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন পণ্যের মূল্য (দাম) উহার সরবরাহ বা চাহিদা অনুসারে হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইতে পারে। কিন্তু সেই মূল্য একটা নির্দিষ্ট সীমার নীচে কিছুতেই নামিতে পারে না (উপরোক্ত ৩নং কারণ দ্রষ্টব্য)। পণ্যের মূল্য সেই

সীমার নীচে কেন নামিতে পারে না তাহা 'প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব'দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না, তাহা ব্যাখ্যা করা সম্ভব কেবলমাত্র মার্ক্‌স্‌-এর 'শ্রমতত্ত্ব' (Labour Theory of Value) দ্বারা।

(৭) বাজারে ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা উপযোগিতা পরিমাপ করা যায় না। সুতরাং ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা প্রান্তিক উপযোগিতা দ্বারা কোন পণ্যের মূল্য বা দাম স্থির করা অসম্ভব। দাম স্থির হয় উৎপাদনের খরচের ভিত্তিতে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও পণ্যোৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন কাঁচামালের দাম অপরিবর্তিতরূপে পণ্যের দামের মধ্যে প্রবেশ করে বলিয়া উহাদের দ্বারাও পণ্যের মূল্য স্থির হয় না। কেবল শ্রমিকের দেহের শ্রমশক্তিই উৎপাদন-ধারার মধ্য দিয়া শ্রমরূপে, অর্থাৎ শ্রমশক্তি বস্তুর আকার গ্রহণ করিয়া পণ্যের মূল্য সৃষ্টি করে [Labour Theory of Value দ্রষ্টব্য] এবং সেই মূল্য বিনিময়ের মারফত দামের রূপ গ্রহণ করে। সুতরাং 'প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব' দ্বারা পণ্যের মূল্য বা দাম নির্ধারণ করা অসম্ভব, তাহা কেবল মার্ক্‌স্‌-এর শ্রমতত্ত্বের দ্বারাই সম্ভব।

(৮) আসল কথা হইল যে, 'বুর্জোয়া' অর্থনীতিবিদ্‌গণের দ্বারা তাহাদের খেয়ালখুশিমত তৈরী-করা এই 'প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব' ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কোন সমস্যারই সমাধান করিতে পারে না, অথবা এই তত্ত্ব অর্থনীতিশাস্ত্রে কোন অবদানও নহে। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মার্ক্‌স্‌-এর বৈপ্লবিক 'শ্রমতত্ত্বের' প্রচণ্ড আঘাত হইতে ধনতান্ত্রিক শোষণের ভিত্তিটাকে বাঁচাইয়া রাখা ; কারণ, মার্ক্‌স্‌ তাঁহার 'শ্রমতত্ত্ব' দ্বারা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ধনতন্ত্র শোষণের ভিত্তিতে গঠিত একটি শ্রেণীব্যবস্থা ভিন্ন অন্য নহে এবং কেবল শ্রমিকের শ্রম আত্মসাৎ করিয়াই ইহা পুষ্টি লাভ করে। এইজন্যই 'বুর্জোয়া' অর্থনীতিবিদ্‌গণ 'শ্রমতত্ত্বের' পাল্টা হিসাবে 'প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব' দাঁড় করাইয়াছিলেন। [Labour Theory of Value দ্রষ্টব্য]

Utopia : কল্পনারাজ্য ; 'রা ম রা জ্য' ; কল্পনা-বিলাস ; 'য়ুটোপিয়া'।

গ্রীক ভাষার একটি শব্দ ; গ্রীক ভাষায় ইহার অর্থ 'কোথাও না'। ইংলণ্ডের স্যার টমাস্‌ মুর-রচিত (T h o m a s More, 1478-1535) 'য়ুটোপিয়া' (*Utopia*) নামক সামাজিক উপন্যাসের নাম হইতে ইহা ইংরেজী ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। এই উ প ন্যা স ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশিত হয়। পরে ইহার ইংরেজী অনুবাদ বাহির হয়। টমাস্‌ মুর তাঁহার এই উপন্যাসে এমন একটি দ্বীপের কল্পনা করিয়াছেন যেখানে চরম সুখশান্তি বিরাজিত, সমস্ত সম্পত্তির উপর জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত, ইত্যাদি। টমাস্‌ মুর তাঁহার এই উপন্যাসে ইংলণ্ডের তৎকালীন সামন্তপ্রথা দ্বারা শোষিত কৃষকগণের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ ধ্বনিত করেন এবং তাহাদের জন্য এক কাল্পনিক সুখময় স্বর্গের স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু তখনকার সামন্ততান্ত্রিক সমাজের চিরদুঃখী কৃষকগণের সুখের স্বপ্ন দেখা ছিল নিতান্তই কল্পনাবিলাস। এই জন্যই যে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবধারা নী তি হি সা বে চমৎকার, কিন্তু কাজে পরিণত করা অসম্ভব, অর্থাৎ যাহা অবাস্তব এবং কল্পনা-বিলাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তাহাকে 'য়ুটোপিয়া' নামে অভিহিত করা হয়।

Utopian Socialism : কাল্পনিক সমাজবাদ। [Socialism শব্দ দ্রষ্টব্য]

V

Value : মূল্য ; দাম (প্রচলিত অর্থে)। এই শব্দটি দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয় ; যথা, ব্যবহারিক মূল্য (Value in Use) এবং বিনিময়-মূল্য (Value in Exchange)। যে জিনিসের এই উভয় গুণ থাকে তাহাকে বলা হয় 'পণ্য', অর্থাৎ একটি পণ্য মানুষের কোন না কোন প্রয়োজন মিটাইতে পারে এবং উহা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়।

প্রচলিত অর্থনীতি অনুসারে, সরবরাহ (Supply) ও চাহিদার (Demand) পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে মূল্য (দাম) স্থির হয়। এখানে সরবরাহ বলিতে বুঝায় বাজারে পণ্যের আমদানি (এবং ইহা নির্ভর করে উৎপাদনের খরচ ও কিছু মুনাফা লাভের নিশ্চয়তার উপর), আর চাহিদা বলিতে বুঝায় ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগ (Marginal Utility)। পণ্যের দাম উৎপাদন-খরচের উপরে যত বেশী উঠিবে, বিক্রেতার মুনাফাও তত বেশী বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু পণ্যের সরবরাহের উপরই উহার দাম নির্ভর করে। কারণ, পণ্যের সরবরাহ বেশী হইলে ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায় বলিয়া পণ্যের মূল্য বা দামও হ্রাস পায়, আবার পণ্যের সরবরাহ কম হইলে ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি পায় বলিয়া উহার মূল্য বা দামও বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিক অবস্থায় পণ্যের মূল্য বা দাম একটা নির্দিষ্ট সীমার নীচে, অর্থাৎ উৎপাদনের খরচের নীচে কিছুতেই নামিতে পারে না বলিয়া পণ্যের মূল্য বা দাম নির্ধারণে ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগের প্রভাবই বেশী।

মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে পণ্যের মূল্যসম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহা নিম্নরূপ :

পণ্যের মূল্য হইল উহার মধ্যে নিহিত সামাজিক শ্রম, অর্থাৎ ঐ পণ্য উৎপাদন করিতে যে পরিমাণ শ্রম আবশ্যক হইয়াছে সেই পরিমাণ শ্রমই হইল ঐ পণ্যের মূল্য। শ্রমের পরিমাণ নির্ধারণ বা পরিমাপ করা হয় পণ্যের মধ্যে নিহিত শ্রমের সময়ের দ্বারা। কোন পণ্যের উৎপাদনের জন্য ব্যয়িত শ্রমের সময়ই হইল উহার মূল্যের মাপকাঠিস্বরূপ। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, ঐ পণ্যটি উৎপাদন করিতে যত বেশী সময়ের শ্রম দেওয়া হইবে ততই পণ্যটির মূল্য বাড়িয়া যাইবে ; এ কথার অর্থ ইহাও নহে যে, একজন অলস বা অপেক্ষাকৃত অনিপুণ শ্রমিক ধীরে ধীরে কাজ করে বলিয়া সে একজন কর্মঠ, চটপটে ও নিপুণ শ্রমিক অপেক্ষা বেশী মূল্য সৃষ্টি করিবে। কারণ, মার্ক্স্-এর কথায় "...যখন আমরা বলি, একটি পণ্য উৎপাদন করিতে যে পরিমাণ শ্রম লাগিয়াছে, অথবা একটি পণ্যের মধ্যে যে পরিমাণ শ্রম দানা বাঁধিয়া আছে, সেই পরিমাণ শ্রমের দ্বারাই ঐ পণ্যটির মূল্য নির্ধারিত হয়, তখন উৎপাদনের স্বাভাবিক অবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ের চলতি উৎপাদন-নৈপুণ্য ও উৎপাদন-ক্ষমতার গভীরতার গড়পড়তা মান অনুসারে ঐ পণ্যটি উৎপাদন করিতে যে শ্রম-সময় আবশ্যক হয়, সেই শ্রম-সময়ের কথাই আমরা মনে করি।"—K. Marx : *Value, Price and Profit.*

পণ্যের মূল্য কখনও নিজে নিজে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না, যখন কোন প্রকারের এক বা একাধিক পণ্যের সহিত ভিন্ন প্রকারের একটি পণ্যের বিনিময় হয়, কেবল তখনই শেষোক্ত পণ্যের মূল্য প্রথমোক্ত এক বা একাধিক পণ্যের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত এইরূপ বিনিময় হইবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ শেষোক্ত পণ্যটির অন্তর্নিহিত মূল্যও প্রকাশিত হইবে না। প্রথমোক্ত এক বা একাধিক পণ্যকে বলা হয় শেষোক্ত পণ্যটির মূল্যের বা আপেক্ষিক মূল্যের রূপ (Relative Form of Value)। মূল্যের

বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন সমাজে ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া বর্তমান সমাজে 'মূল্যের মুদ্রারূপ' (Money-Form of Value) স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ মুদ্রাই এখন পণ্যের মূল্যের সর্বসম্মত রূপ। [Forms of Value দ্রষ্টব্য] এখন মূলধনীরা তাহাদের পণ্য বাজারে লইয়া গিয়া উহার অন্তর্নিহিত শ্রম বা মূল্যকে বিনিময়ের মারফত (অর্থাৎ বিক্রয় করিয়া) টাকায় পরিণত করে এবং তাহা হইতে উদ্বৃত্ত-মূল্য (Surplus-Value) লাভ করিয়া সেই উদ্বৃত্ত-মূল্যকে মুনাফা, খাজনা, সুদ প্রভৃতিতে ভাগ করিয়া লয়। সংক্ষেপে, ইহাই হইল মার্ক্‌স্‌-এর 'মূল্যের শ্রমতত্ত্ব' (Labour Theory of Value)।

মূল্যের শ্রমতত্ত্বই ধনতন্ত্রের মার্ক্‌সীয় বিশ্লেষণের মূল ভিত্তি। কিন্তু ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মার্ক্‌স্‌ এই শ্রমতত্ত্বের মূল আবিষ্কারক নহেন। আধুনিক অর্থনীতিশাস্ত্রের অন্যতম স্রষ্টা ইংলণ্ডের ডেভিড রিকার্ডো (David Ricardo: 1772-1823) এই তত্ত্ব প্রথম আবিষ্কার করেন। রিকার্ডোই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন যে, মানুষের দৈহিক শ্রমই একমাত্র সৃজনীশক্তি এবং কেবলমাত্র দৈহিক শ্রমই পণ্যের মূল্য সৃষ্টি করে। কিন্তু রিকার্ডো তাঁহার শ্রমতত্ত্বের দ্বারা মূলধনীদের মুনাফা প্রভৃতির উৎস বিশ্লেষণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার আবিষ্কৃত 'শ্রমতত্ত্ব' ছিল অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ। তাঁহার পরে মার্ক্‌স্‌ রিকার্ডোর 'শ্রমতত্ত্বের' এই ত্রুটি দূর করেন এবং ইহা সংশোধন করিয়া ইহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলেন। মার্ক্‌স্‌ তাঁহার 'শ্রমতত্ত্ব' দ্বারা দেখাইলেন যে, শ্রমিকই তাহার শ্রমের দ্বারা মূল্য সৃষ্টি করে; কিন্তু সে তাহার সৃষ্ট মূল্যের অতি সামান্য অংশমাত্র মজুরিহিসাবে পায়, আর বাকি সকল অংশ মূলধনীরা উদ্বৃত্ত-মূল্য (Surplus-Value) হিসাবে আত্মসাৎ করে; এই উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ করিবার জন্যই মূলধনীরা পণ্যোৎপাদন করে এবং ইহাই হইল মূলধনীদের দ্বারা শ্রমিক-শোষণ, এবং ইহাই সমগ্র ধনতান্ত্রিক সমাজের মূল ভিত্তি।

Surplus-Value : উদ্বৃত্ত-মূল্য।

শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য (শ্রমিকের জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য), অথবা তাহার মজুরির সমান মূল্য ব্যতীত আরও যতখানি মূল্য শ্রমিক তৈরি করে, তাহাকে বলা হয় 'উদ্বৃত্ত-মূল্য'; দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেমন একটি শ্রমিক কারখানায় মাসে যে পণ্য (মূল্য) তৈরি করে তাহার দাম, ধরা যাউক, ১০০্ টাকা। শ্রমিকটি তাহার মাসিক মজুরি বাবদ ২৫্ টাকা পাইলে উদ্বৃত্ত-মূল্য হইবে ৭৫্ টাকার সমান। মূলধনীরা এই উদ্বৃত্ত-মূল্যই আত্মসাৎ করে।

"যে মূলধনী উদ্বৃত্ত-মূল্য তৈরি করে, অর্থাৎ শ্রমিকদের নিকট হইতে সরাসরি অক্রীত শ্রম (Unpaid Labour) আদায় করে [Surplus Labour দ্রষ্টব্য] এবং সেই অক্রীত শ্রম পণ্যের সহিত যুক্ত করে, সেই শিল্পপতি মূলধনীই হইল প্রকৃতপক্ষে উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রথম আত্মসাৎকারী। কিন্তু কোনক্রমেই সে উদ্বৃত্ত-মূল্যের একমাত্র মালিক নহে। তাহাকে সেই উদ্বৃত্ত-মূল্য হইতে অন্যান্য মূলধনীদেরও ভাগ দিতে হয়, অর্থাৎ জমির মালিক, ব্যাঙ্ক-মালিক প্রভৃতি যাহারা জটিল সামাজিক উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে তাহাদের ভাগ দিতে হয়।" —K. Marx : *Value, Price and Profit.* এই উদ্বৃত্ত-মূল্যই হইল সমগ্র মূলধনীশ্রেণীর আয়ের একমাত্র উৎস। উদ্বৃত্ত মূল্যের একটা অংশ মুনাফাহিসাবে গ্রহণ করে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী মূলধনী, একটা অংশ খাজনাহিসাবে গ্রহণ করে জমির মালিক, একটা অংশ সুদহিসাবে গ্রহণ করে মুদ্রা-মূলধনের মালিক (অর্থাৎ ব্যাঙ্ক-মালিক ও ঋণপত্রের ক্রেতা প্রভৃতিরা)।

Value of Labour Power : শ্রমশক্তির মূল্য।

শ্রমিকের জীবনধারণের উপকরণসমূহের মধ্যে নিহিত সামাজিক শ্রমের পরিমাণই হইল শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য। খাদ্য-বস্ত্র প্রভৃতি জীবনধারণের উপকরণসমূহই শ্রমিকের দেহের মধ্যে শ্রমশক্তি সৃষ্টি করে। সুতরাং উক্ত উপকরণসমূহের মধ্যে নিহিত শ্রমই হইল শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য। কাজেই এক অর্থে শ্রমিকের জীবনধারণের ঐ সকল উপকরণের পরিমাণের উপর, অর্থাৎ শ্রমিকের জীবন-যাত্রার মানের উপর শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য নির্ভর করে। কিন্তু শ্রমিকের জীবনধারণের উপকরণের পরিমাণ বা জীবন-যাত্রার মান নির্ভর করে সমাজের উৎপাদন-ক্ষমতার উপর, আর সমাজের বিভিন্ন স্তরে, অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার সমাজে উৎপাদন-ক্ষমতা অনুসারে জীবন-ধারণের উপকরণের পরিমাণের বা জীবন-যাত্রার মানের পরিবর্তন হয়। কাজেই জীবন-যাত্রার মানকে অপরিবর্তিত বলিয়া ধরিয়া লইলে বলা যায় যে, শ্রমিকের জীবন-ধারণের উপকরণের মধ্যে নিহিত সামাজিক শ্রমের পরিমাণ শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতার উপরেই নির্ভর করে।

Variable Capital : পরিবর্তনশীল মূলধন ; পরিবর্তনক্ষম মূলধন। [Capital শব্দ দ্রষ্টব্য]

Vatican : ভ্যাটিকান।

খৃষ্টান-জগতের ধর্মগুরু পোপের বাসস্থান ও কর্মকেন্দ্র। রোমের কয়েকটি সুবৃহৎ প্রাসাদ লইয়া ইহা গঠিত। ১৮৭০খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মধ্য-ইতালীতে পোপের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ঐ বৎসর ইতালীর রাজা পোপের শাসনাধীন প্রদেশগুলি নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়। তখন হইতে পোপের শাসন ভ্যাটিকানের কয়েকটি প্রাসাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। পোপগণ কোন দিন ইতালীর রাজার এই 'রাজ্যগ্রাস' সমর্থন করেন নাই এবং ইহার প্রতিবাদে পোপ কোন দিন 'ভ্যাটিকান' ত্যাগ করিয়া বাহিরে যান নাই। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ইতালীর সরকার ও পোপদের মধ্যে এইভাবে বিবাদ চলিতে থাকে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন পোপ ও ইতালীয় সরকারের মধ্যে 'ল্যাটারাণ-চুক্তি' (Lateran Treaty) নামে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে কেবল 'ভ্যাটিকানের' কয়েকটি প্রাসাদ, রোম নগরীর 'ল্যাটারান প্রাসাদ' এবং কাস্টেল গণ্ডোলফো নামক স্থানে অবস্থিত পোপের বাসগৃহের উপর পোপের সার্বভৌম আধিপত্য স্বীকৃত হয়, আর অন্যান্য স্থানের শাসন-ভার ইতালীয় সরকার গ্রহণ করে। তখন হইতেই এই সকল প্রাসাদকে একত্রে 'ভ্যাটিকান নগরী' আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। পোপ তাঁহার সার্বভৌম আধিপত্য বাহিরে জাহির করিবার জন্য 'ভ্যাটিকান'-এ নিজস্ব মুদ্রা ও ডাক-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ইতালী-সরকার পোপকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে একশত কোটি লিরা (ইতালীয় মুদ্রা) প্রদান করে।

পোপ 'ভ্যাটিকান-এর' শাসন-কার্য পরিচালনা করেন। বহু দেশের রাজধানীতে 'ভ্যাটিকান-এর' দূত নিযুক্ত রহিয়াছে। পৃথিবীতে ক্যাথলিক খৃষ্টধর্মের প্রসার ও উন্নতি বিধানই 'ভ্যাটিকানের' একমাত্র কর্তব্য হইলেও পৃথিবীর ক্যাথলিক খৃষ্টধর্মের কেন্দ্র বলিয়া বহু ক্যাথলিক ধর্মপ্রধান দেশের উপর 'ভ্যাটিকানের' যথেষ্ট রাজনৈতিক প্রভাব রহিয়াছে এবং পোপ নানাভাবে এই প্রভাব খাটাইয়া থাকেন। পোপ ও 'ভ্যাটিকান' চিরকালই রক্ষণশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীলতার সমর্থক। ইহা ফাসিবাদকেও নানাভাবে উৎসাহিত করিয়াছিল। পোপ ও 'ভ্যাটি-কান' সমাজবাদ ও কমিউনিজ্‌ম্-এর ঘোরতর শত্রু।

Versailles, Treaty of : ভের্সাই-চুক্তি।

১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে একদিকে গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি মিত্রশক্তি এবং অপরদিকে পরাজিত জার্মানী ও উহার মিত্র-দেশসমূহের মধ্যে অনুষ্ঠিত সন্ধি-চুক্তি। এই চুক্তি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন ফ্রান্সের ভের্সাই শহরে স্বাক্ষরিত হয় বলিয়া ইহা 'ভের্সাই-সন্ধি চুক্তি' নামে খ্যাত। এই চুক্তি দ্বারা জার্মানী কর্তৃক রাইনল্যাণ্ড অধিকারের কয়েকটি শর্ত আরোপ করা হয়, আলসেস্-লোরেন অঞ্চল ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হয়, পূর্ব-প্রুশিয়ার অন্তর্গত ডান্‌জিগ পোল্যাণ্ডকে দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন মিত্রশক্তি জার্মানীর উপনিবেশ সমূহের অধিকার লাভ করে। জার্মানীর উপর আরও বহু প্রকার শাস্তি-মূলক ব্যবস্থার সহিত বিপুল পরিমাণ অর্থ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ধার্য হয় এবং জার্মানীর সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিয়া এক লক্ষে পরিণত করা হয়।

প্রথম জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) স্থাপন এই চুক্তির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়।

Vertical Combine : লম্বিত শিল্পসঙ্ঘ।
[Combine শব্দ দ্রষ্টব্য]

Veto : প্রতিষেধাধিকার ; রহিত করার বা স্থগিত রাখার অধিকার ; 'ভেটো'।

ইহা ল্যাটিন ভাষার একটি শব্দ। ইহার অর্থ : "আমি ইহা নিষেধ করিতেছি।" কোন রাষ্ট্রের শাসক-শক্তি, যথা রাজা, রাজ-প্রতিনিধি, রাষ্ট্রপতি বা শাসন-কর্তা কর্তৃক আইনসভা প্রভৃতি দ্বারা বিধিবদ্ধ কোন আইন প্রতিষেধ বা রহিত করার ক্ষমতা। প্রথমে প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের ম্যাজিস্ট্রেট-গণ এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন। তখন হইতে বিভিন্ন দেশের শাসকগণ কর্তৃক এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইতেছে। বর্তমান কালে বহু রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে রাজা বা রাষ্ট্র-পতিকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ঐ সকল রাষ্ট্রের আইনসভা কর্তৃক যথারীতি বিধিবদ্ধ আইনও রাষ্ট্রের রাজা বা প্রেসিডেণ্ট সাময়িকভাবে স্থগিত বা স্থায়ী-ভাবে নাকচ করিতে পারেন।

Suspensary Veto : যে নিষেধাজ্ঞা দ্বারা কোন আইনের প্রয়োগ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়।

Veto in the U. N. O. : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের 'ভেটো' ব্যবস্থা।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের 'নিরাপত্তা পরিষদ'-এর (Security Council) সদস্য এগারটি দেশের মধ্যে যে পাঁচটি 'বৃহৎ শক্তি' (গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন) স্থায়ী সদস্য, তাহাদের 'ভেটো' প্রয়োগের অধিকার আছে। অন্য ছয়টি অস্থায়ী সদস্য-দেশের 'ভেটো' প্রয়োগের অধিকার নাই। যদি পাঁচটি স্থায়ী সদস্য-দেশের কোন একটি দেশ কোন প্রস্তাবের বিরোধিতা করে, তাহা হইলে বাকি দশটি সদস্য-দেশ ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিলেও উহা গৃহীত হইবে না। কারণ, উক্ত বিরোধী দেশটি স্থায়ী সদস্য বৃহৎ পঞ্চশক্তির অন্যতম বলিয়া উহার বিরোধিতাই হইল 'ভেটো'-প্রয়োগ।

Villeins : (মধ্যযুগের) ভূমিদাস।

ইংলণ্ডের সামন্ততান্ত্রিক যুগের (মধ্যযুগের) অর্ধদাস ও অর্ধ-কৃষক। দাসপ্রথাই এই ভূমিদাস-প্রথায় পরিবর্তিত হইয়াছিল। ভূমিদাসগণকে বাধ্যতামূলকভাবে ভূস্বামী-দের (জমিদারদের) জমি চাষ করিতে হইত। অবসর সময়ে তাহারা নিজেদের জমিও চাষ করিতে পারিত। কিন্তু ভূ-স্বামীদের জমিদারী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার অধিকার তাহাদের ছিল না। চতুর্দশ শতাব্দীতে ভূমিদাসদের এক বিরাট বিদ্রোহের ফলে ইংলণ্ডে ভূমিদাস প্রথার অবসান ঘটে। [Slave System দ্রষ্টব্য] তখন হইতে ভূমিদাসগণ বাধ্যতামূলকভাবে ভূস্বামীদের জমি চাষ করিবার বদলে খাজনা দিতে আরম্ভ করে এবং এইভাবে তাহারা

'স্বাধীন' কৃষকে পরিণত হয়। এই 'Villein' কথাটি হইতে 'Villain' (দুর্বৃত্ত বা গুণ্ডা-বদমাশ) কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে।

Vote : নির্বাচন ; 'ভোট'।

কোন রাজনৈতিক বিষয়, বিশেষতঃ আইনসভা প্রভৃতির সভ্য-নির্বাচনে প্রাপ্ত-বয়স্ক নাগরিকগণের রায় দান। অনেক সময় সাধারণ ব্যাপারে সভা-সমিতিতে হস্তোত্তলন করিয়া ভোট দেওয়া হয়। কিন্তু আইন-সভার সদস্য নির্বাচন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে গোপনে ভোটপত্রদ্বারা ভোট দেওয়া হইয়া থাকে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম এইভাবে গোপনে ভোটপত্র দ্বারা ভোট দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের ভোট দানের প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশে প্রাপ্তবয়স্ক (২১ বৎসর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক) নরনারীদের গোপনে ভোটপত্র দ্বারা ভোটদানের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

Cumulative Voting : সংযুক্ত ভোট-

ভোট দানের এক বিশেষ প্রথা। এই প্রথা অনুসারে একজন ভোটদাতা যত সংখ্যক নির্বাচন প্রার্থী আছে তত সংখ্যক ভোট প্রদান করিতে পারে এবং যে-কোন নির্বাচন-প্রার্থীকে তাহার সমস্ত ভোট কিংবা তাহার প্রাপ্য ভোটের যতগুলি ইচ্ছা দিতে পারে।

[Election ও Francise দ্রষ্টব্য]

Vote of Credit : বিশ্বাসজ্ঞাপক ভোট। কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে তাহা না জানিয়াই ব্যবস্থাপক সভা বা আইনসভা কর্তৃক সরকারের জন্য অর্থ মঞ্জুর করা। যুদ্ধ প্রভৃতি জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলেই সাধারণতঃ এইরূপ করা হয়।

Vulgar Economy : দূষিত অর্থনীতি ; অধঃপতিত অর্থনীতি ; বিকৃত অর্থনীতি।

[Bourgeois Political Economy দ্রষ্টব্য]

W

Wages : মজুরি ; শ্রমের মূল্য ; (মার্ক্সীয় মতে) শ্রমশক্তির দাম (Price)।

প্রচলিত অর্থনীতি অনুসারে, শ্রমিকের শ্রম দ্বারা যে কাজ পাওয়া যায়, তাহার মূল্যকে মজুরি বলা হয়। কোন ব্যক্তি তাহার শ্রমের বিনিময়ে টাকার হিসাবে যে মূল্য পায়, তাহা হইল তাহার আপাতঃ বা নামিক মজুরি (Nominal Wages)। আর শ্রমিক তাহার শ্রমের বিনিময়ে যে খাদ্য, পরিধেয়, আশ্রয় এবং বিবিধ প্রকার সুযোগ-সুবিধা পায় সেই সকলই হইল প্রকৃত বা বাস্তব মজুরি (Real Wages)। অন্য যে-কোন পণ্যের মতই শ্রমের মূল্যও শ্রমের যোগান (Supply) ও চাহিদার (Demand) উপর নির্ভর করে। যদি চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যা কম হয়, তাহা হইলে শ্রমের মূল্য বা মজুরি বাড়িবে ; আবার যদি চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যা বেশী হয়, তাহা হইলে শ্রমের মূল্য বা মজুরি কমিবে।

মার্ক্সীয় অর্থনীতি অনুসারে, মজুরি হইল **শ্রমশক্তির দাম—শ্রমের দাম নহে**। এই বিষয়েও প্রচলিত অর্থনীতি ও মার্ক্সীয় অর্থনীতির মধ্যে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে।

মার্ক্সীয় অর্থনীতি অনুসারে মজুরিসম্বন্ধীয় আলোচনা :

মজুরি হইল **শ্রমশক্তির মূল্যের** নামিক মজুরি (Nominal Wages), অথবা শ্রমশক্তির মূল্যের বাস্তব মজুরিতে (Real Wages) পরিবর্তিত রূপ, অন্য কথায়, শ্রমশক্তির মূল্যের মুদ্রারূপ (অথবা বস্তুরূপ)। সময়হিসাবে মজুরি (Time-Wages), ঠিকা কাজের মজুরি (Piece-

Wages), এককালীন মজুরি (Bonus), প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারে মজুরি দেওয়া হয় শ্রমিকের সমগ্র শ্রমের দাম বলিয়া, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই সকল মজুরি কোনক্রমেই সমগ্র শ্রমের দাম নহে। মজুরি হইল শ্রমিকের **শ্রমশক্তির দাম,** শ্রমের দাম নহে।

[Labour ও Labour-Power দ্রষ্টব্য]।

মূলধনীদের এই 'ধাপ্পাবাজি'র মধ্যেই তাহাদের 'উদ্বৃত্ত-মূল্য' (Surplus-Value) চুরি করিবার কৌশলটি লুকানো রহিয়াছে। কারণ, শ্রমশক্তি ও শ্রম—এই দুইয়ের পার্থক্যই হইল উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎস।

[Value of Labour-Power দ্রষ্টব্য]

শ্রমিকের মজুরি "তাহার নিজের দ্বারা উৎপন্ন পণ্যের কোন অংশ নহে। পূর্বোৎপন্ন পণ্যের যে অংশের দ্বারা মূলধনীরা উৎপাদনক্ষম শ্রমশক্তি ক্রয় করে, পূর্বোৎপন্ন পণ্যের সেই অংশই হইল মজুরি।"—K. Marx: *Wage-Labour and Capital.*

Basic Wages : মূল মজুরি।

কোন শ্রমিকসংক্রান্ত আদালতের দ্বারা, অথবা প্রচলিত প্রথাদ্বারা, কিংবা মূলধনী মালিকের খেয়াল অনুসারে নির্ধারিত কোন পূর্ণবয়স্ক শ্রমিকের সর্বনিম্ন মজুরি। মার্ক্‌স্‌-এর কথায়, "ধনতান্ত্রিক উৎপাদনপ্রথার সাধারণ ঝোঁক মজুরির গড়পড়তা হারের (অর্থাৎ মূল মজুরির) বৃদ্ধির দিকে থাকে না, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনপ্রথার সাধারণ ঝোঁক সকল সময়েই থাকে মজুরির সেই হারকে (অর্থাৎ মূল মজুরিকে) সর্বনিম্ন স্তরে নামাইবার দিকে।"—K. Marx : *Wage-Labour and Capital.*

Living Wages : জীবিকা-নির্বাহের উপযুক্ত মজুরি।

যে মজুরিতে একজন শ্রমিক সপরিবারে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে।

Nominal Wages : নামিক মজুরি।

শ্রমশক্তির মূল্যের নামিক আকারে পরিবর্তিত রূপ, যেমন দুই টাকার শ্রমশক্তিকে দুই টাকায় পরিবর্তিত করণ। অন্য কথায়, শ্রমশক্তির মূল্যের মুদ্রারূপকে, অথবা যে পরিমাণ অর্থদ্বারা শ্রমশক্তি ক্রয় করা হয় বা মজুরি দেওয়া হয় তাহাকে বলা হয় 'নামিক মজুরি'।

Real Wages : প্রকৃত মজুরি ; বাস্তব মজুরি।

শ্রমশক্তির মূল্যের বস্তুর আকারে পরিবর্তিত রূপ, অর্থাৎ শ্রমশক্তির মূল্যকে যখন শ্রমিকের জীবনধারণের উপকরণে পরিণত করা হয় তখন তাহাকে বলা হয় 'প্রকৃত' বা 'বাস্তব মজুরি'। অন্যকথায়, শ্রমিক মুদ্রার আকারে যে মজুরি পায় সেই মজুরি দিয়া তাহার জীবনধারণের যে সকল উপকরণ ক্রয় করা চলে, সেই সকল উপকরণের সমষ্টিকেই 'প্রকৃত' বা 'বাস্তব মজুরি' বলা হয়।

Piece-Wages : ঠিকা কাজের মজুরি ; ঠিকাহিসাবে মজুরি।

শ্রমশক্তির মূল্যের ঠিকা কাজের দামে পরিবর্তিত রূপ, যেমন 'এতখানি কাজের জন্য এই পরিমাণ মজুরি বা এত টাকা।' মূলধনীরা দেখায় যেন নির্দিষ্ট কাজের সবখানি শ্রমের মূল্যই তাহারা শ্রমিককে দিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। কারণ, "'ঠিকাহিসাবে মজুরি' 'সময়হিসাবে মজুরি'র পরিবর্তিত রূপ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আর 'সময়হিসাবে মজুরি' হইল শ্রমশক্তির দামের বা মূল্যের পরিবর্তিত রূপ।"—K. Marx : *Capital, Vol. I.*

Time-Wages : সময়হিসাবে মজুরি।

শ্রমিক তাহার শ্রমশক্তি একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য—যেমন দিন, সপ্তাহ বা মাসের জন্য—বিক্রয় করিয়া যে দাম পায় তাহাকেই বলা হয় 'সময়হিসাবে মজুরি।'

Wage-Labour : মজুরি-শ্রম।

[Labour and Labour-Power দ্রষ্টব্য]

Wage-Slavery : মজুরি-দাসত্ব।

মার্ক্সীয় মতে, ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকগণ নামে স্বাধীন হইলেও মজুরির জন্য মূলধনীদের উপর তাহাদের সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করিতে হয়। শ্রমশক্তি বিক্রয় করা ব্যতীত তাহাদের জীবনধারণের অন্য কোন উপায় নাই। মজুরির জন্যই তাহারা শ্রমশক্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। মূলধনীরা আবার শ্রমিকদের এই অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া নানাভাবে মজুরির হার নীচু করিবার চেষ্টা করে ; যেমন, মূলধনীরা সকল সময়েই একটা বেকার শ্রমিক-বাহিনী সৃষ্টি করিয়া রাখে। বাজারে শ্রমিক-সরবরাহ কমিয়া যাওয়ার ফলে যাহাতে মজুরির হার উঁচু না হয়, তাহার জন্যই তাহারা এই বেকার-বাহিনী তৈরি করে। শ্রমিকদের এই অসহায় অবস্থাকেই মার্ক্সীয় ভাষায় বলা হয় 'মজুরি-দাসত্ব'।

Wage-Worker : ম জু রি-শ্র মি ক ; শ্রমিক ; মজুর ; 'প্রোলেতারিয়াত'।

মার্ক্সীয় মতে, ধনতান্ত্রিক সমাজে যে শ্রমিক নিজের জন্য পণ্য উৎপাদন করে না, পণ্য উৎপাদন করে তাহার নিয়োগকারী মূলধনীর জন্য, যে শ্রমিক তাহার নিজের উৎপন্ন পণ্যের প্রকৃত দামের কম মজুরিতে তাহার নিয়োগকারী মূলধনী মালিকের জন্য পণ্য উৎপাদন করে, সেই শ্রমিককেই বলা হয় 'মজুরি-শ্রমিক', 'শ্র মি ক', অ থ বা 'মজুর'। এই শব্দটিকেই ল্যাটিন ভাষায় বলা হয় 'প্রোলেতারিয়াত' (Proletariat)।

Wahabism : ওয়াহাবী ধর্মমত।

মুসলমান ধর্মমত বিশেষ। আরব দেশে আব্দুল ওয়াহাব নামক এক ব্যক্তি ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ওয়াহাবী ধর্মমত প্রচার করেন। তাঁহার নাম অনুসারেই তাঁহার ধর্মমতকে বলা হয় 'ওয়াহাবী ধর্মমত' এবং তাঁহার অনুচরদের বলা হয় 'ওয়াহাবী সম্প্রদায়'। মুসলমান ধর্মকে নানাবিধ কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই এই ধর্মমতের প্রথম প্রবর্তন হয়। ওয়াহাবীদের মতে, কেবল ঈশ্বরই একমাত্র উপাস্য। ওয়াহাবীরা প্রেরিত পুরুষ এবং সাধু-সজ্জনগণের পূজা-অর্চনার বিরোধী ছিলেন। ভারতবর্ষের রায় বেরিলি জিলার সৈয়দ আহম্মদ ব্রেল্‌ভি উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরব হইতে এই ধর্মমত ভারতবর্ষে লইয়া আসেন। তাহার পর হইতে ইহা ভারতে ছড়াইয়া পড়ে এবং ভারতের লক্ষ লক্ষ মুসলমান এই ধর্মমতে দীক্ষিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পাটনা নগরী ওয়াহাবীদের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। ভারতীয় ওয়াহাবীরা ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষকে নরকতুল্য এবং বাসের অযোগ্য মনে করিত। তাহারা ইংরেজ-কবলমুক্ত ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হয়। ক্রমে এই আন্দোলন ভারতের কৃষক-বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করে এবং ইংরেজের সহিত ওয়াহাবীদের বহু খণ্ডযুদ্ধ হয়। ভারতবর্ষে এই আন্দোলন ১৮৩০ হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল। ভারতের এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন রায় বেরিলির সৈয়দ আহম্মদ ব্রেল্‌ভি, ফরিদপুরের মৌ ল বী শরিয়তুল্লা ও দুদুমিঞা, ২৪ পরগনা জেলার তিতুমীর, পাটনা জেলার উলায়েত আলি ও এনায়েৎ আলি প্রভৃতি। চব্বিশ পরগনা জেলার তিতুমীর এক বাঁশের কেল্লা (দুর্গ) নির্মাণ করিয়া ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে।

Wall Sreet : ওয়াল স্ট্রীট।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্র নিউইয়র্ক নগরীর 'ওয়াল স্ট্রীট' নামক রাস্তা। এই রাস্তায় শেয়ার-বাজার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ব্যাঙ্কগুলি অবস্থিত। এই ব্যাঙ্কগুলি হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঋণ দেওয়া হয় এবং নানাপ্রকারের আর্থিক

লেনদেন করা হয় বলিয়া ওয়াল স্ট্রীট এখন পৃথিবীর আর্থিক লেনদেনেরও কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে, এবং এইভাবে ওয়াল স্ট্রীট এখন সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, চীন প্রভৃতি কয়েকটি দেশ ব্যতীত বাকি সমগ্র পৃথিবীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করে। এই রাস্তাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক কেন্দ্রও বটে। কিন্তু এই রাস্তার ব্যাঙ্কগুলি ও ব্যবসায়ীরা প্রধানতঃ 'ডেমোক্রাটিক' ও 'রিপাব্‌লিকান'—এই দুইটি রাজনৈতিক পার্টিতে বিভক্ত। যে পার্টি যখন সরকার পরিচালনা করে সেই পার্টিভুক্ত ব্যাঙ্ক-মালিক ও ব্যবসায়ীরাই তখন প্রাধান্য লাভ করে।

War : যুদ্ধ ; সমর।

যুদ্ধ হইল দুই বা বহু দেশের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ। ইহা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটেরই চরম রূপ। আন্তর্জাতিক রাজনীতি যখন আর শান্তিপূর্ণ উপায়ে অগ্রসর হইতে পারে না, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে যখন রেষারেষি ও বিদ্বেষ দেখা দেয় এবং উহা চরম আকার ধারণ করে, তখনই যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি হয়। প্রায় সকল যুদ্ধেরই মূলে থাকে অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়-বাণিজ্যগত স্বার্থ। তাহা হইতেই দেখা দেয় রাজনৈতিক সংকট এবং সেই সংকট হইতেই আরম্ভ হয় যুদ্ধ।

"'যুদ্ধ হইল অন্য উপায়ে (বলপ্রয়োগের মারফত) রাজনীতির অব্যাহত অগ্রগতি'। এই সূত্রটি হইল বিখ্যাত জার্মান সমর-নীতিবিদ্ ক্লাউসেভিৎস্-এর (Karl Von Clausewitz, 1780-1831)। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম সামরিক ইতিহাস-রচয়িতা-গণের অন্যতম। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক জর্জ উইলিয়াম ফ্রেডারিখ্‌ হেগেল (G. W. F. Hegel : 1770-1831) স্বয়ং তাঁহার এই মতের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে মার্ক্‌স্ এবং এঙ্গেল্‌স্‌ও অনুরূপ মত পোষণ করিতেন। তাঁহারা প্রত্যেকটি যুদ্ধকে কোন নির্দিষ্ট যুগের কয়েকটি স্বার্থসম্পন্ন বিশেষ দেশের এবং সেই সকল দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর রাজনীতির অব্যাহত অগ্রগতি বলিয়াই মনে করিতেন।" —V. I. Lenin : *War and the Second International.*

Just War : ন্যায়যুদ্ধ।

সর্বপ্রকারের শোষণ, দাসত্ব, অত্যাচার-উৎপীড়ন হইতে মুক্তিলাভের জন্য, বৈদেশিক আক্রমণ ও বৈদেশিক দাসত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করার চেষ্টা হইতে আত্মরক্ষার জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল হইতে পরাধীন দেশ ও উপনিবেশসমূহকে মুক্ত করার জন্য যে যুদ্ধ চালান হয় সেই যুদ্ধই ন্যায়যুদ্ধ।

Unjust War : অন্যায়যুদ্ধ।

অপর দেশ ও অপর জাতিসমূহকে আক্রমণ ও জয় করার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ পররাজ্য গ্রাসের উদ্দেশ্যে পরিচালিত যুদ্ধই অন্যায়যুদ্ধ।

Warmonger : যুদ্ধলিপ্সু ; যুদ্ধোন্মাদ।

যে সকল লোক শান্তির পরিবর্তে যুদ্ধ কামনা করে এবং অন্য দেশের সহিত যুদ্ধ বাধাইবার জন্য সকল সময় অজুহাত খোঁজে। এই সকল ব্যক্তি নিজেদের দেশে সকল সময় যুদ্ধের আবহাওয়া বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদ যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করা বেআইনী ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনের সমর-নায়কদের অনেকেই প্রকাশ্যে যুদ্ধের হুমকি দিয়া থাকেন। সাধারণতঃ ইহাদেরই 'যুদ্ধোন্মাদ' বা 'যুদ্ধলিপ্সু' বলিয়া এখন চিহ্নিত করা হয়।

Wealth : ধন-সম্পদ ; সম্পদ।

সাধারণ অর্থে, যে সকল বস্তু মানুষের প্রয়োজন মিটাইতে পারে তাহাদের সমষ্টিকেই বলা হয় 'সম্পদ'। অর্থনীতিশাস্ত্র অনুসারে, যাহা মানুষের অভাব মিটাইতে পারে এবং যাহা অন্য জিনিসের সহিত

বিনিময় করা চলে তাহার সমষ্টিকেই 'সম্পদ' বলা হয়।

National Wealth : জাতীয় সম্পদ। কোন জাতির অধিকারভুক্ত সম্পদের সমষ্টি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন জাতির প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ ও উহার সমষ্টি নির্ধারণ করা অসম্ভব বলিয়া 'জাতীয় সম্পদ' কথাটি কোন দেশের সমৃদ্ধি বুঝাইবার জন্য অতি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়।

ইংলণ্ডের অর্থনীতিবিদ্ অ্যাডাম স্মিথ্ (Adam Smith, 1723-90) তাঁহার *Wealth of Nations* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সূর্যের আলো, বৃষ্টির জল, নদী, জলপ্রপাত, খনি, জমি প্রভৃতি প্রকৃতির দানগুলিকে সাধারণভাবে 'জাতীয় সম্পদ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু খনি, জমি প্রভৃতি প্রকৃতির দান হইলেও এবং এইগুলির উপর জাতির সর্বসাধারণের স্বাভাবিক অধিকার থাকিলেও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যতীত অন্য সকল সমাজে এই সকল প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করে মাত্র মুষ্টিমেয় লোক।

কোন জাতির জাতীয় সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য সাধারণতঃ চারিটি উপায় অবলম্বন করা হয় ; যথা :

(১) আয়করের হিসাবের সাহায্যে ;

(২) বিভিন্ন সময়ে মূলধনের উপর কর ধার্য করিবার কালে মোট মূলধনের হিসাবের দ্বারা ;

(৩) মূলধনের উপর ধার্য-করা বাৎসরিক করের হিসাবের দ্বারা ;

(৪) দেশের লোকগণনার সময় তাহাদের আয়-ব্যয়ের যে হিসাব লওয়া হয় তাহা দ্বারা।

উপরোক্ত কোন পদ্ধতিই ত্রুটিহীন বলিয়া গণ্য হয় না। এই জন্যই অনেকের মতে জাতীয় সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করা একরূপ অসম্ভব।

মার্ক্সীয় মতে, প্রকৃতপক্ষে 'জাতীয় সম্পদ' নামক সার্বজনীন সম্পদের কোন অস্তিত্ব নাই। 'জাতীয় সম্পদ' কথাটি শোষক-শ্রেণীদ্বারা সৃষ্ট একটা 'মনভুলানো কল্পনা' মাত্র। "প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত 'জাতীয় সম্পদ'-এর কেবল একটামাত্র অংশই কোন আধুনিক জাতির জনগণের যৌথ সম্পত্তিতে পরিণত হয়, অর সেই যৌথ সম্পত্তিটা হইল জাতীয় ঋণ।" —Karl Marx: *Capital, Vol. III.*

Welfare Economy : কল্যাণকর অর্থনীতি।

[Controlled Economy দ্রষ্টব্য]

Western Union : পশ্চিমী সঙ্ঘ।

অর্থনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত পশ্চিম-ইউরোপের ষোলটি রাষ্ট্রের সংগঠন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে এই সকল রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'মার্শাল-প্ল্যান' গ্রহণ করে। [Marshall Plan দ্রষ্টব্য] 'মার্শাল-প্ল্যানে'র সাহায্য গ্রহণের শর্ত অনুসারেই এই সকল রাষ্ট্র মিলিত হয় এবং ঘোষণা করে যে, প্রত্যেকটি রাষ্ট্র কেবল নিজের জন্য নহে, এই ষোলটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিজ নিজ সম্পদ নিয়োজিত করিবে। তখন হইতে এই ষোলটি রাষ্ট্র পরস্পরের সহিত আলোচনা করিয়া প্রতি চারি বৎসরের জন্য শিল্প, কৃষি, তৈল, বিদ্যুৎ প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা করে। এই পশ্চিমীসঙ্ঘের গঠনতন্ত্র (Constitution) অনুসারে ইহার অন্তর্ভুক্ত ষোলটি রাষ্ট্র পরস্পরের মধ্যে পণ্য-বিনিময় ও অন্যান্য সাহায্য আদান-প্রদানের জন্য এবং পরস্পরের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সকল প্রকার বাধা-নিষেধ দূর করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছে।

Whigs : হুইগ।

ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীতে গঠিত রাজনৈতিক দল। প্রথমে স্কটল্যাণ্ড হইতে এই নামটির উৎপত্তি হইয়াছিল এবং তখন ইহা খৃষ্টান ধর্মসংস্কারক ক্যালভিন-এর (John Calvin, 1506-64) বিদ্রোহাত্মক মত-

বাদের সহিত সংযুক্ত ছিল। পরে ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে যখন ইয়র্কের ডিউক জেম্‌স্‌কে সিংহাসন-চ্যুত করিবার আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন এই 'হুইগ' নামধারী ব্যক্তিগণ সেই আন্দোলনে বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। তখন হইতে এই নামটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং 'হুইগ'গণ ক্রমশঃ একটি শক্তিশালী জাতীয় রাজনৈতিক দল-রূপে দেখা দেয়। এই 'হুইগ'দল ১৭১৪ হইতে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজনৈতিক শক্তিহিসাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। ইহার পর হইতে 'টোরি' (রক্ষণশীল) দলও বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই 'হুইগদল' ইংলণ্ডের নানাবিধ রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের জন্য আন্দোলন করিয়াছিল। এই দল ইহার উদারনৈতিক মতবাদের জন্য ক্রমশঃ 'উদারনৈতিকদল' নামে খ্যাতিলাভ করে এবং ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে এই দল 'হুইগ' নাম ত্যাগ করিয়া 'উদারনৈতিকদল' (Liberal Party) নাম গ্রহণ করে। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত 'উদারনৈতিকদল' ছিল ইংলণ্ডের প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দলের অন্যতম, অপর দলটি ছিল 'টোরি' বা 'রক্ষণশীলদল'। কিন্তু ঐ মহাযুদ্ধের পর 'শ্রমিকদল' বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং 'উদারনৈতিক-দল'-এর স্থান গ্রহণ করে। তখন হইতে 'উদারনৈতিকদল'-এর অস্তিত্ব কেবল নামেই পর্যবসিত হইয়াছে।

Whip : 'হুইপ' ; একত্রকারী।

পার্লামেণ্ট বা আইনসভায় যে সভ্য তাঁহার দলভুক্ত সভ্যগণকে কোন বিষয় সম্পর্কে ভোটদানের জন্য আহ্বান করে বা দলের সভ্যগণকে সমবেত করে। দলের সভ্যগণকে সমবেত করিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব 'হুইপ'-এর উপরই ন্যস্ত থাকে। যখন দলের নায়ক সভ্যগণকে স্বাধীনভাবে, অর্থাৎ নিজের ইচ্ছামত, ভোট দানের অনুমতি দেন, তখন আর 'হুইপ'-এর কোন দায়িত্ব থাকে না।

Withering Away of the State : রাষ্ট্রের অবসান। [State শব্দ দ্রষ্টব্য]

Woman : নারী ; স্ত্রীলোক। [Feminism শব্দ দ্রষ্টব্য]

Convention on the Political Rights of Women: নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠাসম্বন্ধীয় আন্তর্জাতিক চুক্তি।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের (U. N. O.) সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে সকল দেশের নারী-দিগকে পুরুষের সমান রাজনৈতিক অধিকার দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত সকল দেশে কার্যকরী করিবার তারিখ স্থির হয় ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই। আজ পর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের ২১টি সভ্য-দেশ এই চুক্তির ধারাগুলি নিজ নিজ দেশে কার্যকরী করিয়াছে। এই দেশগুলি হইল : সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, ইউক্রাইন, বেলো-রাশিয়া, কিউবা, ডেনমার্ক, ডোমিনিকান সাধারণতন্ত্র, ইকোয়েডর, ইস্‌রায়েল, আইস্‌-ল্যাণ্ড, পাকিস্তান, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, সুইডেন, চেকোস্লোভাকিয়া, থাইল্যাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস্‌, হাঙ্গেরী, জাপান, বুলগেরিয়া ও আলবেনিয়া।

এই চুক্তির মোট ১১টি ধারার মধ্যে প্রথম ৩টি ধারায় নারীদের রাজনৈতিক অধিকার-সমূহ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, বাকিগুলিতে রহিয়াছে এই চুক্তি কার্যকরী করিবার পন্থাসমূহের ব্যাখ্যা। নারীদের রাজনৈতিক অধিকারসম্পর্কিত ধারা ৩টি নিম্নরূপ :—

১নং ধারা : "নারীগণকে কোনরূপ পার্থক্য না করিয়া পুরুষের সমান শর্তে সকল প্রকার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে।

২নং ধারা :—"নারীগণকে কোনরূপ পার্থক্য না করিয়া পুরুষের সমান শর্তে জাতীয় বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত সকল সংগঠনে নির্বাচিত হইবার অধিকার দেওয়া হইবে।

৩নং ধারা :—"নারীগণকে কোনরূপ পার্থক্য না করিয়া পুরুষের সমান শর্তে জাতীয় বিধি অনুযায়ী গঠিত সকল সরকারী পদে নিযুক্ত হইবার এবং সরকারী কার্য পরিচালনা করিবার অধিকার দেওয়া হইবে।"—*Annual Report of the United Nations Organisations.*

World Citizenship : বিশ্বনাগরিকত্ব; বিশ্বভ্রাতৃত্ব। [Cosmopolitanism দ্রষ্টব্য]

World Federation of Trade Unions : বিশ্ব ট্রেড য়ুনিয়ন ফেডারেশন।

[The World Organisation of Labour—Labour Movement দ্রষ্টব্য]

World Organisation of Labour : বিশ্ব-শ্রমিকসংস্থা বা সংগঠন।

[Labour Movement দ্রষ্টব্য]

Y

Yankee : ইয়াঙ্কি।

মূলগতভাবে 'ইয়াঙ্কি' শব্দের দ্বারা স্কটল্যাণ্ডের নিম্নাঞ্চলের অধিবাসীদের বুঝায়। পরে আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় (১৭৭৫-'৮৩ খৃষ্টাব্দ) আমেরিকার বিদ্রোহী বাহিনীর সৈন্যগণকে বৃটেনের সেনাপতি ও সৈন্যগণ 'ইয়াঙ্কি' আখ্যা দান করে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় (১৮৬১-৬৫) দাসপ্রথার সমর্থক দক্ষিণ-অঞ্চলের জনসাধরণ দাসপ্রথা-বিরোধী উত্তরাঞ্চলের সৈন্যবাহিনী ও জনসাধারণকে 'ইয়াঙ্কি' বলিয়া গালি দিত। বর্তমান সময়ে এই শব্দ দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল নাগরিককেই বুঝায়।

Young Communist League (Y. C. L.) : তরুণ কমিউনিস্টলীগ, 'ইয়ং কমিউনিস্টলীগ'।

অল্পবয়সী কমিউনিস্ট ছেলেমেয়েদের সংগঠন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সোবিয়েৎ ইউনিয়নে প্রথম এই সংগঠন স্থাপিত হয়। কোন নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত (সাধারণতঃ ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত) ছেলে-মেয়েদের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ সভ্যপদ না দিয়া তাহাদের এই 'তরুণ কমিউনিস্টলীগ' নামক সংগঠনে সঙ্ঘবদ্ধ করা হয়। এই সংগঠনের মধ্যে থাকিয়াই তাহারা কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ সভ্যপদের যোগ্যতা লাভ করে। এইজন্যই লেনিন 'ইয়ং কমিউনিস্টলীগ'কে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য তৈরীর 'স্কুল' আখ্যা দিয়াছেন। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির অধীনে এই প্রকার 'ইয়ং কমিউনিস্টলীগ' গঠিত হইয়াছে।

Young Men's Christian Association (Y.M.C.A.) : খৃষ্টান তরুণ-সমিতি।

খৃষ্টধর্মাবলম্বী তরুণ-সমাজের সামাজিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সমিতি। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে জর্জ উইলিয়ামস্ কর্তৃক লণ্ডন নগরীতে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান নগরীতে 'খৃষ্টান তরুণ-সমিতি' রহিয়াছে।

Zionism: ইহুদী জাতীয়তাবাদ; ইহুদী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন; ইহুদী-স্বতন্ত্রতাবাদ।

ইহুদীদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে অস্ট্রীয়া, রুশিয়া ও জার্মানীর উচ্চশ্রেণীর ইহুদীরা প্রথম এই আন্দোলন আরম্ভ করে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইহুদীদের জাতীয়তবাদী সংগঠন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল "প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের জন্য আন্তর্জাতিক আইন ও স্বীকৃতির ভিত্তিতে একটি স্থায়ী আবাসস্থল প্রতিষ্ঠা করা।" ইহুদীদের এই জাতীয়তাবাদী সংগঠনের দুইটি শাখা ছিল: একটির উদ্দেশ্য ছিল প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের বাসস্থান তৈরি করিবার উদ্দেশ্যে জমি ক্রয়ের জন্য একটি জাতীয় তহবিল গঠন; অপরটির উদ্দেশ্য ছিল প্যালেস্টাইনে ইহুদী-সংস্কৃতির কেন্দ্র-হিসাবে একটি ইহুদী-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা।

রুশ-বিপ্লবের সময় 'ইহুদী জাতীয়তাবাদ' রুশিয়ায় প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। এই সময় রুশিয়ায় ইহুদী জাতীয়তাবাদীরা জাতীয়তাবাদের ধুয়া তুলিয়া ইহুদী শ্রমিকদের অন্যান্য শ্রমিক হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করে এবং এইভাবে বিপ্লবে বাধা দেয়। এই উদ্দেশ্যে তাহারা রুশিয়ায় 'ইহুদীবুন্দ' (Jewish Bund) নামক একটি সংগঠন তৈরি করিয়াছিল এবং এই সংগঠন দ্বারা পশ্চাৎপদ ইহুদী শ্রমিকদের সাময়িকভাবে প্রভাবান্বিত করিতে পারিয়াছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে ইহুদী জাতীয়তাবাদীরা মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রভুত্ব রক্ষার যন্ত্র হিসাবে কাজ করিতে থাকে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার ঘোষণা করিয়াছিল যে, প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের একটি জাতীয় আবাসস্থল প্রতিষ্ঠা করা হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বপর্যন্ত বৃটিশ সরকার তাহাদের এই প্রতিশ্রুতি পালন করে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্বজনমতের চাপের ফলে প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এইভাবে বিভিন্ন দেশে ইহুদী জনগণের উপর খৃষ্টান শাসকদের দীর্ঘকাল হইতে অনুষ্ঠিত বর্বরসুলভ অত্যাচার ও উৎপীড়নের আংশিকভাবে লাঘব হয়।

People's Capitalism : 'জনসাধারণের ধনতন্ত্র' ; 'জনগণের ধনতন্ত্র'।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনতন্ত্রকে বর্তমানে এই নামে অভিহিত করা হইতেছে। ইহা প্রথমে ব্যক্তিবিশেষের মত হিসাবে দেখা দিলেও এখন ইহা সরকারীভাবেও ব্যবহৃত হইতেছে এবং এই সম্বন্ধে রেডিও, সিনেমা, টেলিভিশন, সংবাদপত্র প্রভৃতির মারফত নিয়মিতভাবে প্রচারিত হইতেছে।

এই কথাটির অর্থ নিম্নরূপ: এখন আর মার্কিন ধনতন্ত্র মুনাফালাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় না, ইহা এখন পরিচালিত হয় সমাজের সকল সভ্যের, অর্থাৎ জনসাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য, জনসাধারণের উন্নতি বিধানই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই মতের প্রচারকগণ যুক্তি দেখাইয়া থাকেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকদের মজুরি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, শ্রমিকদের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে, এমন বহু শ্রমিক আছে যাহাদের নিজেদের মোটরগাড়ি পর্যন্ত আছে, মার্কিন শ্রমিকদের মজুরি ও জীবিকার মান যে-কোন দেশ অপেক্ষা বহুগুণ উন্নত (*American Reporter*, Jan., 1955)।

কোন কোন মার্কিন অর্থনীতিবিদ্ দাবি করেন যে, মার্কিন ধনতন্ত্র এখন কমিউনিজ্‌ম্-এর এমন কি দ্বিতীয় ধাপও, অর্থাৎ 'প্রত্যেকে সমাজকে দিবে তাহার শক্তি অনুসারে, আর সে লইবে তাহার প্রয়োজন অনুসারে'—এই নীতিও বাস্তবে পরিণত করিয়াছে (Johnson & Kross : *The Origin & Development of the American Economy*)।

'জনসাধারণের ধনতন্ত্র' নামক এই মতবাদটি নিম্নোক্ত যুক্তিসমূহের 'ভিত্তিতে' গঠিত :

(ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্পত্তির মালিকানার অংশীদারী-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে, অর্থাৎ সম্পত্তির অংশীদারী জনসাধারণের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে ; (খ) শিল্পের পরিচালনা-ব্যবস্থার বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে, অর্থাৎ মূলধনীরা এখন শ্রেণীহিসাবেই উৎপাদন-ব্যবস্থার সাক্ষাৎ সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যবনিকার অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে এবং উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিচালনা এখন সম্পূর্ণরূপে যন্ত্রের বিশেষজ্ঞ ম্যানেজারগণের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে ; (গ) জাতীয় উৎপাদনের বণ্টন-ব্যবস্থায় এক 'বৈপ্লবিক পরিবর্তন' ঘটিয়াছে এবং ইহার ফলে জাতীয় আয়ে শ্রমিকগণের অংশ পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে (John & Kross : *The Origin & Development of the American Economy*)।

উপরোক্ত যুক্তিসমূহের সরল অর্থ এই যে, যুক্তরাষ্ট্রের ধনতন্ত্র এখন আর শোষণমূলক ধনতন্ত্র নহে, ইহা এখন আর মুনাফালাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় না, ইহা এখন 'জনগণের ধনতন্ত্র'রূপে নূতনভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকগণ ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর ধনবান হইয়া উঠিতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতেই তাহারা বৃহৎ সম্পত্তির অধিকারী হইবে; অন্য দিকে মূলধনীরা এখন আর শোষণকারী থাকিতেছে না, তাহারা এখন সমাজের সেবক মাত্র, তাহারা এখন মুনাফার লোভ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া কেবল জনসাধারণের মঙ্গল চিন্তা ও উন্নতি বিধানেই ব্যস্ত; সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম লোপ পাইয়াছে এবং শ্রেণীঐক্য ও শ্রেণী-সহযোগিতার অবস্থা পূর্ণমাত্রায় বর্তমান; সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থায় সংকট ও উহার সম্ভাবনা লোপ পাইয়াছে; বেকারীর চিহ্নমাত্রও নাই এবং পুরাতন ধনতন্ত্রের অন্যান্য দোষত্রুটিগুলিও সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়াছে; রাষ্ট্র এখন আর মূলধনীশ্রেণীর রাষ্ট্র নহে, ইহা এখন ব্যক্তিগত ও শ্রেণী-স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সকল শ্রেণী ও জনগণের মঙ্গল সাধনে ব্যস্ত; সমাজের সকল মানুষ এখন খাদ্য-বস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর কল্পনাতীত প্রাচুর্যের মধ্যে থাকিয়া পরম সুখে জীবন কাটাইতেছে।

কয়েকটি বিরুদ্ধ প্রমাণ: (ক) বেকারী হ্রাস পায় নাই, বরং তাহা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৫৬ সনের সরকারী হিসাবে দেখা যায় যে যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ণ বেকারের সংখ্যা ত্রিশ লক্ষ এবং অর্ধ বেকারের সংখ্যা প্রায় এক কোটি (*International Affairs*, No. 5, 1957); (খ) শ্রেণীঐক্য ও শ্রেণী-সহযোগিতার চিহ্নও নাই, কারণ শ্রমিক-ধর্মঘটের সংখ্যা হ্রাস না পাইয়া বরং তাহা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে (*International Affairs*, No. 5, 1957); (গ) আভ্যন্তরিক সংকটের চাপে ও অন্যান্য কারণে এবং ধনতন্ত্রকে বাঁচাইবার শেষ চেষ্টা হিসাবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতেছে।

ইউরোপে মার্কিন ধনতন্ত্র ও মার্কিন জীবনধারার অন্যতম গোঁড়া ভক্ত ও 'জনগণের ধনতন্ত্র' নামক মতবাদের অন্যতম প্রধান ইউরোপীয় সমর্থক অধ্যাপক সালভেদোরি স্বীকার করিয়াছেন যে, "ইউরোপে অথবা এশিয়ায় এমন লোক খুব কমই আছে যাহারা মার্কিনী ধরনের ধনতন্ত্র সমর্থন করিবে। ইউরোপ অথবা এশিয়ার লোকেরা ধনতন্ত্র বলিতে বুঝিয়া লয় প্রধানতঃ সংকট, অনিশ্চয়তা, বেকারী, যুদ্ধ আর সাম্রাজ্যবাদ" (Massino Salvedori: *A European Looks at American Capitalism*)।

'জনগণের ধনতন্ত্র'-এর পূর্ব ইতিহাস:

প্রথম মহাযুদ্ধের পর 'মার্কিন অসাধারণত্ব' (American Exceptionalism) নামে এই প্রকার আর একটি মতবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। তখন এই মতবাদের দ্বারা প্রচার করা হইত যে, ধনতন্ত্র সাধারণভাবে মন্দ হইলেও মার্কিন ধনতন্ত্র অন্য সকল দেশের ধনতন্ত্রের মত নহে, "ইহা এক

বিশেষ ধরনের ধনতন্ত্র, ইহা ধনতন্ত্রের উৎকৃষ্টতম নিদর্শন"। সুতরাং মার্কিন ধনতন্ত্র সমগ্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে "একটি বিশেষ ব্যতিক্রম" (Exception)। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময় ছিল ধনতন্ত্রের চরম সংকট ও এক বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের যুগ। সুতরাং 'মার্কিন অসাধারণত্ব'-এর দাবি প্রচার করা হইয়াছিল ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকট ও বিপ্লবের যুগে।

"মার্কিন ধনতন্ত্রের অসাধারণত্ব" নামক মতবাদটির মূলে নিম্নোক্ত সাধারণ সামাজিক-ঐতিহাসিক ও সাধারণ অর্থনৈতিক কারণগুলি নিহিত ছিল :

(১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনদিন সামন্তপ্রথা বিকাশলাভ করে নাই এবং প্রথম হইতেই লোকসংখ্যার অভাবহেতু বিপুল পরিমাণ উর্বর জমি চাষ করিবার উপযুক্ত শ্রমিকের বিশেষ অভাব ছিল। সুতরাং কিছুকাল পর্যন্ত শ্রমিকগণ খুব উচ্চহারে মজুরি পাইত। (২) দ্রুত যান্ত্রিক উন্নতি ও শিল্পের নিরবচ্ছিন্ন প্রসারের ফলে প্রথম হইতেই অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশ অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকগণ বেশী মজুরি পাইত। এইজন্যই ইউরোপ হইতে বহুসংখ্যক লোক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করিতে আসিত।

এই অবস্থা অব্যাহত ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত, ইহার পর অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হইতে অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশের মত যুক্তরাষ্ট্রেও শ্রমিকের মজুরির হার ও জীবিকার মান দ্রুত হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে এবং এখানেও ধীরে ধীরে বিরাট সংখ্যক বেকার শ্রমিক দেখা দেয়। তাহার ফলেই ইউরোপ হইতে যুক্তরাষ্ট্রে লোক সমাগমের উপর নানারূপ বাধানিষেধ আরোপিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) যখন ইউরোপের সমৃদ্ধিশালী ধনতান্ত্রিক দেশগুলি যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল, তখন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের সহিত জড়িত না থাকায় এবং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহু দূরে থাকায় সেই সুযোগে নিজের শিল্প ও কৃষির উৎপাদন শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি করিয়া লয়। কিন্তু সেই বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছিল কেবল মহাযুদ্ধের বিশেষ অবস্থার জন্যই, মার্কিন ধনতন্ত্রের কোন বিশেষ গুণ বা 'অসাধারণত্ব'-এর জন্য নহে। তখন বিশ্বের বাজারে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না এবং যুধ্যমান দেশগুলি যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধসামগ্রী ও অন্যান্য পণ্য ক্রয় করিত। ইহা ব্যতীত যুদ্ধের ফলে ইউরোপে যে ধ্বংসকাণ্ড ঘটিয়াছিল তাহার ফলে ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলি বিশেষ দুর্বল হইয়া পড়িলে সেই সুযোগেই যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের ও বিশ্বের বাজারে প্রধান শক্তি হইয়া দাঁড়ায়।

ইহার পর ধনতন্ত্রের সাধারণ নিয়মানুসারেই একচেটিয়া ধনতন্ত্রের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১৯২৯-৩৩ সালের মহাসংকট রুদ্রমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে এবং সেই সংকট সমগ্র ধনতান্ত্রিক জগৎকে গ্রাস করিয়া ফেলে। সেই মহাসংকটের চাপে 'মার্কিন ধনতন্ত্রের অসাধারণত্ব'-এর দাবি অসার ও মিথ্যা প্রমাণিত হইলে এই মতবাদের প্রচারকগণও তখনকার মত চুপ হইয়া রহিলেন। সেই মহাসংকট নিঃসন্দেহে

প্রতিপন্ন করিল যে, মার্কিন ধনতন্ত্রের কোন 'অসাধারণত্ব' নাই, ইহা সাধারণ নিয়মের 'ব্যতিক্রম' নহে, বরং ইহা ধনতন্ত্রের সাধারণ নিয়মের কবলে সম্পূর্ণ কবলিত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 'মার্কিন ধনতন্ত্রের অসাধারণত্ব'-এর দাবির সূত্র ধরিয়া ইহাকে 'জনগণের ধনতন্ত্র'-রূপে চিত্রিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ইহা সুস্পষ্ট যে, ইহা সেই 'মার্কিন ধনতন্ত্রের অসাধারণত্ব'-এর মতবাদেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র এবং ইহার মূলেও কয়েকটি পূর্বোক্তরূপ কারণ পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও যুক্তরাষ্ট্র বহু দূরে থাকিয়া যুধ্যমান মিত্র দেশগুলিকে বিপুল পরিমাণ সমর-সম্ভার সরবরাহ করিয়া সেই সুযোগে ইহার উৎপাদন-শক্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয় এবং যখন ইউরোপীয় শক্তিগুলি মহাযুদ্ধের ফলে সর্বস্বান্ত হইয়া যায়, তখন যুক্তরাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক অংশ বাদে সমগ্র জগতের বাজার দখল করিয়া ফেলে। কিন্তু এখন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র ধনতান্ত্রিক জগতের একচ্ছত্র নায়করূপে দণ্ডায়মান হইলেও ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত ও পরিচালিত বলিয়াই এবং ধনতন্ত্রের একচেটিয়া অবস্থার সাধারণ নিয়মানুসারেই পূর্বাপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর একটা মহাসংকটের করাল ছায়া ধনতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, অর্থাৎ যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থা শেষ হইবামাত্র যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনের হার হ্রাস পাইতেছে, অথচ সমাজতান্ত্রিক সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ও চীন প্রভৃতি জন-গণতান্ত্রিক দেশগুলির উৎপাদনের হার অব্যাহত গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানিও দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। ইতিমধ্যেই ১৯৪৫-৪৬, ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৫৩-৫৪ এই তিনবার যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন-ব্যবস্থা ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখীন হইয়াছিল। কিন্তু বিভিন্ন শর্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশে ঋণদানের মারফত বৈদেশিক রপ্তানি বৃদ্ধি করিয়া এবং সামরিক উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া তখন সেই সংকটের আক্রমণে সাময়িকভাবে বাধা দিতে পারিলেও আবার তাহা ১৯৫৬ সালে আংশিকরূপে আবির্ভূত হইয়া সমগ্র ধনতান্ত্রিক জগদ্ব্যাপী ১৯২৯-৩৩-এর সংকট অপেক্ষা বহুগুণ ভয়ঙ্কর আর একটা মহাসংকটের আক্রমণ আসন্ন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

উপরোক্ত অবস্থার মধ্যেই মার্কিন ধনতন্ত্রকে 'জনসাধারণের ধনতন্ত্র'-রূপে চিত্রিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। **মার্ক্‌সবাদীদের** মতে, একদিকে মার্কিন ধনতন্ত্রসহ সমগ্র ধনতান্ত্রিক জগতের নিরবচ্ছিন্ন সংকট ও দুর্বলতা ঢাকিয়া রাখিবার এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে, অপরদিকে ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অব্যাহত ও ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাকে আড়াল করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই 'মার্কিন ধনতন্ত্রের অসাধারণত্ব' ও ইহাকে 'জনগণের ধনতন্ত্র'-রূপে চিত্রিত করিবার প্রয়াস চলিয়াছে। "কিন্তু ১৯২৯-৩৩ সালের মহাসংকট একদিন যেমন 'মার্কিন ধনতন্ত্রের অসাধারণত্বের' দাবিকে অসার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল, ঠিক তেমনি অদূর ভবিষ্যতেই আর একটি

আরও ভয়ঙ্কর মহাসংকট মার্কিন ধনতন্ত্রকে 'জনসাধারণের গণতন্ত্র'-রূপে চিত্রিত করিবার প্রয়াস চূড়ান্তরূপে ব্যর্থ ও চিরতরে সমাধিস্থ করিয়া মার্কিন ধনতন্ত্রসহ সমগ্র ধনতান্ত্রিক জগতের বীভৎস চেহারাটাকে আর একবার নগ্ন করিয়া ফেলিবে এবং ইহাকে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিবে (*International Affairs*, No. 5, 1957)।

Propaganda : প্রচার।

জনসাধারণের নিকট কোন বিষয় বুঝাইয়া বলা। উক্ত বিষয়টির তাৎপর্য ও উহার পরিণতি জনসাধারণের নিকট সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানোই প্রচারের উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে জনসাধারণকে বুঝাইয়া বলিতে হয়, তবে প্রচারককে বেকার-সমস্যার উৎপত্তির সামাজিক কারণ, সমাজের অবস্থা, সমাজের অনিবার্য পরিণতি, বেকার-সমস্যার সমাধানের উপায় প্রভৃতি সরল ভাষায় বুঝাইয়া বলিতে হইবে। অর্থাৎ বেকার-সমস্যা বর্তমান সমাজের একটি মৌলিক সমস্যা বলিয়া ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সামাজিক প্রশ্ন এবং সেই সকল প্রশ্নের পারস্পরিক সম্বন্ধ বুঝাইয়া বলিতে হইবে। সাধারণতঃ সভাসমিতি, সংবাদপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকার মারফতই প্রচারের কাজ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রায়ই Propaganda শব্দটি Agitation (বিক্ষোভ জাগানো) শব্দের সহিত একত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কারণ, Agitation শব্দের অর্থ হইল, কোন বিশেষ সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা, অর্থাৎ জনসাধারণকে কাজে নামানো। আর Propaganda শব্দের অর্থ হইল জনসাধারণকে উক্ত সামাজিক অন্যায়টি সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করানো। [Agitation দ্রষ্টব্য]

॥ নির্ঘণ্ট ॥

অ

ই

ঈ

উ

ঋ

এ

ঐ

খ

গ

ঘ

ছ

জ

ট

ড

ত

থ

ফ

র

ল